ফাযায়েলে যিন্দেগী

..... কে

উপহার দিলাম।

তারিখ: .....

স্বত্বাধিকারী–

নাম: .....

গ্রাম/মহল্লা: .....

থানা: .....

জেলা: .....

www.maktabatulabrar.com

সতর্কীকরণ!

প্রতারণা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য
মাকতাবাতুল আবরার কর্তৃক মুদ্রিত
ফাযায়েলে যিন্দেগী ক্রয় করুন।

ফাযায়েলে যিন্দেগী

জীবনের সব ধরনের আমল আখলাক এবং দুআ দুরূদের ফযীলত সম্বলিত
ব্যক্তিগতভাবে অধ্যয়ন এবং ঘরে, মসজিদে ও মজলিসে
তালীম করার উপযোগী কিতাব

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
গ্রন্থকার, "আহকামে যিন্দেগী", "বয়ান ও খুতবা",
"ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ", "ফিকহুন্ নিছা",
"আহকামে হজ্জ", "কুরআন হাদীছ ও ইসলামী ইতিহাসের মানচিত্র"
এবং "ইসলামী মনোবিজ্ঞান" প্রভৃতি।

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল আবরার
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১২-৩০৬৩৬৪
www.facebook/maktabatulabrar.com
www.maktabatulabrar.com

ফাযায়েলে যিন্দেগী

লেখক:
মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

প্রথম প্রকাশ:
মুহার্‌রম, ১৪২৮ হিজরী, ফেব্রুয়ারী, ২০০৭ খৃষ্টাব্দ

দ্বিতীয় সংস্করণ:
জুমাদাছ ছানী, ১৪৩৫ হিজরী, এপ্রিল, ২০১৩ খৃষ্টাব্দ

প্রকাশনায়:
মাকতাবাতুল আবরার

মূল্য: ৩৫০.০০ (তিনশত পঞ্চাশ টাকা)
US$ 30.00

সর্বস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

www.maktabatulabrar.com

FAZAILE ZINDEGY
(Reward for all deeds of life)
Written by : Maolana Md. Hemayet uddin in bengali
Published by : Maktabatul Abrar
Islami Tower, 11/1 Banglabazar, Dhaka-1100

সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় :
ফাযায়েলে ইল্‌ম .....(৩১-৫৬)

দ্বিতীয় অধ্যায় :
ফাযায়েলে ঈমান ও কালেমা .....(৫৭-৯৪)

তৃতীয় অধ্যায় :
ফাযায়েলে উযূ, মেসওয়াক, আযান ও নামায .....(৯৫-১৭০)

চতুর্থ অধ্যায় :
ফাযায়েলে আ'মালে জুমুআ ও ঈদাইন .....(১৭১-১৮৪)

পঞ্চম অধ্যায় :
ফাযায়েলে রোযা, এতেকাফ, শবে বরাত ও শবে কদর ....(১৮৫-২৩০)

ষষ্ঠ অধ্যায় :
ফাযায়েলে হজ্জ, উমরা ও যিয়ারত .....(২৩১-২৪৪)

সপ্তম অধ্যায় :
ফাযায়েলে যাকাত ও সাদাকাত .....(২৪৫-২৭২)

অষ্টম অধ্যায় :
ফাযায়েলে কুরবানী ও আকীকা .....(২৭৩-২৮৪)

নবম অধ্যায় :
ফাযায়েলে কুরআন .....(২৮৫-৩১৪)

দশম অধ্যায় :
ফাযায়েলে যিক্‌র .....(৩১৫-৩৩৬)

একাদশ অধ্যায়:
ফাযায়েলে দুরূদ ও সালাম .....(৩৩৭-৩৪৬)

দ্বাদশ অধ্যায় :
ফাযায়েলে আদইয়ায়ে মাছূরা .....(৩৪৭-৩৯৮)

ত্রয়োদশ অধ্যায় :
ফাযায়েলে তাওবা-ইস্তিগফার ও দুআ .....(৩৯৯-৪২০)

চতুর্দশ অধ্যায় :
ফাযায়েলে জেহাদ .....(৪২১-৪৩৪)

পঞ্চদশ অধ্যায় :
ফাযায়েলে মুআমালাত ও মুআশারাত .....(৪৩৫-৪৯৪)

ষষ্টদশ অধ্যায় :
ফাযায়েলে আখলাক .....(৪৯৫-৫৬৪)

সপ্তদশ অধ্যায় :
ফাযায়েলে দাওয়াত ও তাবলীগ .....(৫৬৫-৬১৫)

www.maktabatulabrar.com

বিস্তারিত সূচীপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা নং**

হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (দামাত বারাকাতুহুম)–এর কথা..২৫
হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক (দামাত বারাকাতুহুম)–এর অভিমত..২৭
লেখকের কথা ২৯

প্রথম অধ্যায়
ফাযায়েলে ইল্‌ম

ইল্‌মে দ্বীন হাছেল করার গুরুত্ব ৩৩
ইল্‌মে দ্বীন হাছেল করার ফযীলত ৩৪
তালিবে ইল্‌মের মর্যাদা ও ফযীলত ৩৭
তালিবে ইল্‌মের জন্য ফেরেশতারা পর বিছিয়ে দেয় ৩৮
তালিবে ইল্‌মের সময় জেহাদে কাটানোর মধ্যে গণ্য হয় ... ৩৯
তালিবে ইল্‌মের জন্য জান্নাতের পথ আছান হয় ৩৯
আলেমের মর্যাদা ও ফযীলত ৩৯
আল্লাহ্‌র কাছে আলেমের মর্যাদা অনেক উঁচু ৩৯
আলেমগণ নবীদের ওয়ারিছ ৪০
আলেম ঈর্ষণীয় ৪০
আবেদের চেয়ে আলেমের ইবাদতে ছওয়াব বেশি ৪১
আলেমদের জন্য ফেরেশতা সহ সকল মাখলূক দুআ করে .. ৪২
মৃত্যুর পরও আলেমের ছওয়াব জারী থাকে ৪২
ইল্‌মের সঙ্গে আমল থাকা চাই ৪৩
মুআল্লিমের ফযীলত ৪৩
ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করার ব্যাপারে উদাসীনতা ৪৫
আলেমকে সম্মান করার গুরুত্ব ও ফযীলত ৪৬
ইল্‌মে দ্বীন ও উলামায়ে দ্বীনের অবমাননা করা প্রসঙ্গ ৪৭
পালাক্রমে ইল্‌ম শিক্ষা করা ৫০
ইল্‌ম শিক্ষা করার নিয়ত প্রসঙ্গ ৫০
ইত্তিবায়ে সুন্নাতের গুরুত্ব ও ফযীলত ৫১
এহ্‌ইয়ায়ে সুন্নাতের ফযীলত ৫৩

বেদআতের খারাবী ৫৪

দ্বিতীয় অধ্যায়
ফাযায়েলে ঈমান ও কালেমা

ঈমানের গুরুত্ব ৫৯
ঈমানের ফযীলত ৬০
উভয় জগতের শান্তি ও কামিয়াবী লাভ ৬০
ঈমান হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ফযীলতের আমল ৬১
ঈমানের ইহকালীন ফায়দাসমূহ ৬৩
সব রকম পেরেশানী থেকে মুক্তির উপায় ৬৮
দুনিয়াতের মুসলমানদের বিপদ-আপদের কারণ ও তার পুরস্কার ... ৭১
ইখ্‌লাস ও তাসহীহে নিয়তের গুরুত্ব ও ফযীলত ৭৬
রিয়া বা লোক দেখানোর নিয়তের ক্ষতি ৭৮
রিয়া দূর করার উপায় ৮০
মৃত্যুকে স্মরণ করার ফায়দা ৮১
আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনের ফযীলত ৮১
আল্লাহর ভয়ে হযরত উছমান (রা.)–এর ক্রন্দন ৮৩
কবরের আযাবের ভয়াবহতা ৮৪
কালেমায়ে তইয়্যেবার ফযীলত ৮৫
কালেমায়ে তইয়্যেবার ওজন সম্পর্কিত একটি হাদীছ ৮৭
কালেমায়ে শাহাদাতের ওজন সম্পর্কিত একটি হাদীছ ৮৮
আল্লাহর ৯৯ নামের ফযীলত ৮৯
আল্লাহর ৯৯ নামের তালিকা ৯০

তৃতীয় অধ্যায়
ফাযায়েলে উযূ, মেসওয়াক, আযান ও নামায

উযূর ফযীলত ৯৭
উযূ থাকতে আবার উযূ করার ফযীলত ৯৯
উযূ সহকারে ঘুমানোর ফযীলত ৯৯
উযূর পর বিশেষ দুআর ফযীলত ১০০
মেসওয়াকের গুরুত্ব ১০১

www.maktabatulabrar.com

মেসওয়াকের ফযীলত ১০১
ইমামতের ফযীলত ১০২
আযানের ফযীলত ১০৩
আযানের জওয়াব দেওয়ার ফযীলত ১০৮
আযান ও ইকামতের শব্দসমূহ এবং তার জওয়াবের শব্দসমূহ ১০৯
আযানের পর দুআ পড়ার ফযীলত ১১০
নামাযের গুরুত্ব ও ফায়দা ১১১
ফরয নামাযের ফযীলত ১১২
ফরয নামায দ্বারা গোনাহ মোচন হয় ১১২
ফরয নামাযের হিসাবে উত্তীর্ণ হতে পারলে বাকী সবকিছুর হিসাবে সহজে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে ১১৫
ফরয নামায দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য বেশি অর্জিত হয় ১১৬
ফরয নামায আদায়কারী গাফেলদের তালিকাভুক্ত হয় না ... ১১৬
নামায নূর ও দলীল হবে ১১৬
নামায হল জান্নাতে প্রবেশের জামানত ১১৭
নামায তরক করার শাস্তি ও খারাবী ১১৯
প্রথম কাতারে নামায পড়ার ফযীলত ১২০
কাতার সোজা করার গুরুত্ব ও ফযীলত ১২১
কাতারে ফাঁক পূর্ণ করা এবং মিলে মিলে দাঁড়ানোর ফযীলত ১২২
কাতারে ডান পাশে দাঁড়ানোর ফযীলত ১২২
জামাআতে নামায পড়ার গুরুত্ব ও জামাআত তরক করার খারাবী... ১২৩
জামাআতের ব্যাপারে সাহাবাদের গুরুত্ব ১২৪
জামাআতে নামায পড়ার ফযীলত ১২৪
ইশা ও ফজরের নামায জামাআতে পড়ার খাস ফযীলত ১২৬
৪০ দিন একাধারে তাকবীরে উলার সঙ্গে জামাতে নামায পড়ার ফযীলত.. ১২৮
মসজিদে হারামে নামায পড়ার ফযীলত ১২৮
মসজিদে নববীতে নামায পড়ার ফযীলত ১২৯
মসজিদে নববীতে ৪০ ওয়াক্ত নামায একাধারে জামাতে পড়ার ফযীলত... ১৩০
মসজিদে আকসায় নামায পড়ার ফযীলত ১৩০
মসজিদে যাওয়ার ফযীলত ১৩২

আগে ভাগে মসজিদে যাওয়ার ফযীলত ১৩৫
মসজিদে যেয়ে নামাযের জন্য অপেক্ষা করার ফযীলত ১৩৬
নামাযের পর মসজিদে বসে থাকা সময়টুকুর ফযীলত ১৩৭
এক নামাযের পর আর এক নামাযের জন্য অপেক্ষা করার ফযীলত.. ১৩৭
মসজিদের ফযীলত ১৩৮
বেতর নামাযের ফযীলত ১৩৯
জুমুআর নামাযের ফযীলত ১৪০
জুমুআর দিন আগেভাগে মসজিদে যাওয়ার ফযীলত ১৪০
জুমুআর নামায তরক করার খারাবী ১৪০
সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত ১৪১
ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতের বিশেষ ফযীলত ১৪১
তারাবীহ নামাযের ফযীলত ১৪২
সুন্নাতে গায়র মুয়াক্কাদা নামাযের ফযীলত ১৪২
নফল নামাযের গুরুত্ব ও ফায়দা ১৪৩
বুযুর্গানে দ্বীনের নফলের বিবরণ ১৪৪
তাহাজ্জুদ নামাযের ফযীলত ১৪৬
তাহাজ্জুদের সময় দুআ কবূল হয় ১৪৯
তাহিয়্যাতুল উযূ নামাযের ফযীলত ১৫১
দুখুলুল মসজিদ নামাযের ফযীলত ১৫২
ইশ্‌রাকের নামাযের ফযীলত ১৫৩
চাশ্‌ত–এর নামাযের ফযীলত ১৫৬
যাওয়াল বা সূর্য ঢলার নামাযের ফযীলত ১৫৭
আওয়াবীন নামাযের ফযীলত ১৫৮
সালাতুত্ তাসবীহ নামাযের ফযীলত ১৫৯
সালাতুত্ তাসবীহ্ নামায পড়ার তরীকা ১৬০
তাওবার নামাযের ফায়দা ১৬২
সালাতুল হাজাত নামাযের ফায়দা ১৬৩
একটা ঘটনা ১৬৪
খুশু' খুযূ'–এর গুরুত্ব ১৬৭
সাহাবা ও বুযুর্গানে দ্বীনের নামাযের খুশু' খুযূ-র বর্ণনা ১৬৮

www.maktabatulabrar.com

জানাযা নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত ১৬৯
কবর জেয়ারতের ফায়দা ১৭০
মাইয়েতকে গোসল দান, কাফনের কাপড় প্রদান ও কবর খননের ফযীলত.. ১৭০

চতুর্থ অধ্যায়

ফাযায়েলে আ'মালে জুমুআ ও ঈদাইন

জুমুআর দিনে বিশেষ ৭টি আমলের ফযীলত ১৭৩
জুমুআর দিন জুমুআর নামাযের জন্য শীঘ্র মসজিদে যাওয়ার ফযীলত.. ১৭৫
জুমুআর নামাযের ফযীলত ১৭৬
জুমুআর নামায তরক করার খারাবী ১৭৭
জুমুআর দিনে ইস্তিগফারের আমল ১৭৮
জুমুআর দিনে সূরা কাহাফের আমল ১৭৯
জুমুআর দিনে আসরের পরের আমল ১৭৯
জুমুআর দিনে দুআ কবূল হওয়ার বিশেষ একটি মুহূর্ত ১৮০
জুমুআর দিন বেশি বেশি দুরূদ শরীফের আমল ১৮১
দুই ঈদের দিনের আমলসমূহ
দুই ঈদের রাতের ফযীলত ১৮২
ঈদুল ফিতরের দিন করণীয় আমলসমূহ ১৮৩
ঈদুল আযহার দিন করণীয় আমলসমূহ ১৮৩
ঈদুল আযহায় কুরবানীর আমল ১৮৪

পঞ্চম অধ্যায়

ফাযায়েলে রোযা, এতেকাফ, শবে বরাত ও শবে কদর

শবে বরাতের করণীয় আমলসমূহ ১৮৭
রমযান মাসের ফযীলত ১৯৩
রমযানের রোযার ফযীলত ও ফায়দা ২০০
রোযার ফযীলত ও ছওয়াব নষ্ট হওয়া প্রসঙ্গ ২০৮
রিয়া দূর করার পদ্ধতি ২০৯
সাহ্‌রীর ফযীলত ২১০
রোযা কামেল হওয়ার আদবসমূহ ২১১

রমযান মাসের বিশেষ কয়েকটি আমলের ফযীলত

ইফতার করানো ২১৪

www.maktabatulabrar.com

শবে কদরে ইবাদত করা ২১৫
শবে কদরের বর্ণনা ২১৫
শবে কদরের ফযীলত ২১৫
কোন রাত শবে কদর? ২১৭
শবে কদর অনির্দিষ্ট থাকার হেকমত ২১৮
শবে কদর উপলক্ষে করণীয় আমলসমূহ ২১৯
এ'তেকাফের বর্ণনা ২২০
এ'তেকাফের ফযীলত ও ফায়দা ২২১
দুই ঈদের রাতের ফযীলত ২২২
শাওয়ালের ছয় রোযার ফযীলত ২২২
আশুরার দিনে করণীয় আমল এবং আশুরা রোযার ফযীলত
"আশুরা"-এর তাৎপর্য ২২৩
আশুরার রোযার ফযীলত ২২৫
আইয়্যামে বীযের রোযার ফযীলত ২২৭
আরাফার দিন রোযা রাখার ফযীলত ২২৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফাযায়েলে হজ্জ, উমরা ও যিয়ারত

উমরার ফযীলত ২৩৩
রমযানে উমরার ফযীলত ২৩৪
হজ্জের ফযীলত ২৩৫
হজ্জের গুরুত্ব ২৩৬
হজ্জ তরককারীর প্রতি কঠোর হুশিয়ারী ২৩৬
হজ্জ না করার পশ্চাতে বিভিন্ন রকম ওয়াছওয়াছা ২৩৭
মসজিদে হারামে নামায পড়ার ফযীলত ২৪১

ফাযায়েলে যিয়ারত

মদীনা শরীফ যিয়ারতের ফযীলত ২৪১
মসজিদে নববীর ফযীলত ২৪১
মসজিদে নববীতে নামাযের ফযীলত ২৪২
মসজিদে নববীতে ৪০ ওয়াক্ত নামায তাকবীরে উলার সঙ্গে
পড়ার ফযীলত ২৪২

রওযায়ে আতহার যিয়ারতের ফযীলত ২৪২
মসজিদে কোবায় নামায পড়ার ফযীলত ২৪৩

সপ্তম অধ্যায়

ফাযায়েলে যাকাত ও সাদাকাত

যাকাতের গুরুত্ব ২৪৭
যাকাত না দেওয়ার শাস্তি ২৪৮

দান-সদকার ফযীলত ও ফায়দা

দান-সদকা একটি ঈর্ষণীয় বিষয় ২৫০
দান-সদকা দ্বারা সম্পদে বরকত লাভ ২৫১
দান-সদকার ছওয়াব অনেক গুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হয় ২৫৩
দান-সদকা দ্বারা গোনাহ মোচন হয় ২৫৪
দান-সদকা দ্বারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ ২৫৪
দান-সদকা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য ও জান্নাত লাভ ২৫৫
দান-সদকা বিষয়ক একটি ঘটনা ২৫৬
দান-সদকা দ্বারা আল্লাহর রোষ প্রশমিত হয় এবং মন্দ মৃত্যু রোধ হয়... ২৫৮
দান-সদকার ছওয়াব মৃত্যুর পরও জারী থাকে ২৫৯
দান-সদকা দ্বারা কেয়ামতের দিন ছায়া লাভ ২৫৯
দান-সদকা দ্বারা জান্নাতের বিশেষ দরজা দিয়ে প্রবেশাধিকার লাভ.. ২৬০
সদকায়ে জারিয়া প্রসঙ্গ ২৬১
দান-সদকা না করার ক্ষতি ২৬২
মসজিদ নির্মানের ফযীলত ২৬২
বিভিন্ন রকম দান-সদকার ফযীলত ২৬৩
আত্মীয়-স্বজনকে দান করার ফযীলত ২৬৫
যাকাত ও দান-সদকায় কষ্ট বোধ হওয়ার প্রতিকার ২৬৫
ক্বানাআত বা অল্পেতুষ্টির ফায়দা ২৬৭
ত্যাগ ও বদান্যতার ফযীলত ২৬৮
যুহ্দ বা দুনিয়ার মোহ ত্যাগ প্রসঙ্গ ২৬৯
অভাব-অনটনের ফযীলত ২৭০

অষ্টম অধ্যায়

ফাযায়েলে কুরবানী ও আকীকা

কুরবানীর হাকীকত ২৭৫
কুরবানীর ইতিহাস ও শিক্ষা ২৭৭
কুরবানীর ফযীলত ২৭৯
কুরবানীর আমলে ইখলাস প্রসঙ্গ ২৮১
কুরবানী সম্পর্কে কিছু ওয়াছওয়াছা ২৮২
আকীকার ফায়দা ২৮৩

নবম অধ্যায়

ফাযায়েলে কুরআন

কুরআনে কারীম শিক্ষা করা ও শিক্ষা প্রদান করার ফযীলত ২৮৭
কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করার ফযীলত..... ২৮৮
প্রতিটি হরফে ১০ টি করে নেকী পাওয়া ২৮৮
কুরআন তেলাওয়াতকারীগণ আল্লাহর খাস লোক ২৮৯
ফেরেশতাদের শ্রেণীভূক্ত হওয়া ২৯০
কেয়ামতে কুরআনের সুপারিশ পাওয়া ২৯১
জান্নাতের উচ্চ স্তর পাওয়া ২৯২
কুরআন তেলাওয়াতকারী সম্মানের টুপি লাভ করবে ২৯৫
কুরআন তেলাওয়াতকারীর পিতা-মাতা নূরের টুপি লাভ করবে ২৯৫
সুপারিশের ক্ষমতা লাভ হওয়া ২৯৬
তেলাওয়াতে দিলের মরিচা দূর হওয়া ২৯৭
কুরআন তেলাওয়াতকারীর আশপাশ বরকতময় ও নূরময় হয়ে ওঠে. . ২৯৮
কুরআন জাতির মর্যাদাকে উন্নত করে..... ৩০০
বুযুর্গানে দ্বীনের কুরআন তেলাওয়াত ৩০১
কুরআন তেলাওয়াতের সুন্নাত ও আদবসমূহ ৩০১
সূরা ইয়াছীনের ফযীলত ৩০৪
সূরা ওয়াকেয়ার ফযীলত ৩০৫
সূরা মুল্ক–এর ফযীলত ৩০৫
সূরা কাহাফের ফযীলত ৩০৭
সূরা ইখলাসের ফযীলত..... ৩০৮

www.maktabatulabrar.com

সূরা বাকারার ফযীলত ৩১০
সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরানের ফযীলত ৩১০
আয়াতুল কুরছীর ফযীলত ৩১১
সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের ফযীলত ৩১২
সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াতের ফযীলত ৩১৩
মুছাব্বিহাত–এর ফযীলত ৩১৪

দশম অধ্যায়

ফাযায়েলে যিক্‌র

যিকিরের গুরুত্ব ও ফায়দা
যিকির দ্বারা কলব পরিষ্কার হয় ৩১৭
যিকির দ্বারা আল্লাহ্‌র রহমত ও ফেরেশতাদের দুআ লাভ হয় .. ৩২০
যিকির দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জিত হয় ৩২১
যিকির অনেক আমলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ৩২২
যিকির দ্বারা শয়তান ভেগে যায় ৩২৩
যিকির আল্লাহ্‌র আযাব থেকে অধিক রক্ষাকারী আমল ৩২৩
যিকিরকারী আরশের নিচে ছায়া পাবে ৩২৩
যিকিরের পরিমাণ ৩২৫
যিকিরের সুন্নাত ও আদবসমূহ ৩২৬
যিক্‌রে জলী ও যিক্‌রে খফী প্রসঙ্গ ৩২৭
বিশেষ কয়েকটি যিকির ৩২৭
সুবহানাল্লাহ, আল্‌-হাম্‌দু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার-এর ফযীলত ৩২৮
সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী-এর ফযীলত ৩৩৩
দৈনিক ১০০ বার তাওবা করা প্রসঙ্গ ৩৩৪
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ... –এর ফযীলত..... ৩৩৪
হাঁটতে চলতে যিকির ৩৩৫

একাদশ অধ্যায়

ফাযায়েলে দুরূদ ও সালাম

দুরূদ ও সালামের ফযীলত ৩৩৯
দুরূদ ও সালামের ব্যাপারে তাগিদ ৩৪২

নবীর কাছে উম্মতের দুরূদ সালাম পৌঁছানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা .. ৩৪৩
দুরূদ শরীফ পাঠের হুকুম ৩৪৪
দুরূদে অবহেলাকারীদের শাস্তি ৩৪৪
কোন্‌ দুরূদ শরীফ সবচেয়ে উত্তম ৩৪৫
হাঁটতে চলতে ও বিনা উযূতে দুরূদ শরীফ পাঠ করা প্রসঙ্গ ৩৪৬

দ্বাদশ অধ্যায়

ফাযায়েলে আদইয়ায়ে মাছূরা

আদইয়ায়ে মাছূরার গুরুত্ব ও ফায়দা ৩৪৯
সকাল সন্ধার দুআসমূহ ৩৫১
সকালে সূরা ইয়াছীনের আমল ৩৫৫
সন্ধায় সূরা ওয়াকেয়ার আমল ৩৫৫
ফরয নামাযের পরের আমলসমূহ ৩৫৬
আয়াতুল কুরসীর আমল ৩৫৬
তাসবীহে গুরাবার আমল ৩৫৭
হযরত ফাতেমা (রা.)-এর একটি ঘটনা ৩৫৯
ফরয নামাযের পরের দুআসমূহ ৩৬১
বিভিন্ন সময়ে আমল করার দুআসমূহ
সূর্যোদয়ের সময়ের দুআ ৩৬২
মাগরিবের নামাযের সময়ের দুআ ৩৬২
চাঁদ দেখার দুআ ৩৬৩
কাপড় পরিধান করার দুআ ৩৬৩
নতুন কাপড় পরিধান করার দুআ ৩৬৩
কাপড় খোলার দুআ ৩৬৪
জুতো/স্যান্ডেল পরিধান করা ও খোলার দুআ ৩৬৪
আয়না-চিরুনির দুআ ৩৬৪
শোওয়ার সময়ের দুআসমূহ ৩৬৫
ঘুম না আসলে পড়ার দুআ ৩৬৯
স্বপ্ন বিষয়ক দুআ ৩৭০
ঘুম থেকে উঠে পড়ার দুআ ৩৭১
তাহাজ্জুদের জন্য ঘুম থেকে উঠে পড়ার দুআ ৩৭২

www.maktabatulabrar.com

সহবাসের দুআ ৩৭৩
পানি পান করার দুআ ৩৭৩
যমযমের পানি পান করার দুআ ৩৭৩
দুধ, চা, কফি, মাঠা পান করার দুআ ৩৭৪
খানার সামনে আসলে দুআ ৩৭৪
খানা শুরু করার দুআ ৩৭৫
অসুস্থ ব্যক্তির সঙ্গে এক সাথে খানা খেলে পাঠ করার দুআ ৩৭৬
খানা শেষের দুআ ৩৭৬
দস্তরখান উঠানোর দুআ ৩৭৭
দাওয়াত খাওয়ার দুআ ৩৭৮
ঘরে প্রবেশের দুআ ৩৭৯
ঘর থেকে বের হওয়ার দুআ ৩৭৯

সফর বিষয়ক দুআসমূহ

সফরকালে বিদায় নেওয়ার দুআ ৩৮০
সফরকালে বিদায় জানানোর দুআ ৩৮০
সফরে রওয়ানা দেওয়ার দুআ ৩৮১
উদ্দিষ্ট স্থান দেখার পর পড়ার দুআ ৩৮১
সফরে ভোর রাতে পড়ার দুআ ৩৮২
সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পাঠ করার দুআ ৩৮২
যানবাহনের দুআসমূহ ৩৮৩
নৌকা, জাহাজ, পুল ইত্যাদিতে আরোহণের দুআ ৩৮৩
উপর দিকে আরোহণ ও নিচের দিকে নামার দুআ ৩৮৪
বাজারে গিয়ে পাঠ করার দুআ ৩৮৪
মজলিস শেষের দুআ ৩৮৪

পেরেশানী ও অশান্তির প্রাক্কালে পাঠ করার দুআসমূহ

দুশ্চিন্তা পেরেশানী দূর করার দুআ ৩৮৫
শত্রু বা দুষ্ট লোকের ক্ষতি থেকে বাঁচার দুআ ৩৮৬
ঋণ থেকে মুক্তির দুআ ৩৮৬

বিভিন্ন ভাল ও অনুকূল অবস্থায় পাঠ করার দুআসমূহ

পছন্দনীয় বিষয় ঘটলে দুআ ৩৮৬

কোন পছন্দনীয় জিনিস দেখলে দুআ ৩৮৭
কাউকে হাসতে দেখলে দুআ ৩৮৭
হাঁচি বিষয়ক দুআ ৩৮৭
মোরগের ডাক ও গাধার ডাক শুনলে পড়ার দুআ ৩৮৭

বিভিন্ন বিপদ ও প্রতিকূল অবস্থায় পাঠ করার দুআসমূহ

প্রচণ্ড বাতাস প্রবাহিত হওয়ার সময় দুআ ৩৮৮
প্রচণ্ড মেঘ দেখলে দুআ ৩৮৮
বিদুৎ চমকানো ও বজ্রপাতের সময় দুআ ৩৮৮
অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের সময় দুআ ৩৮৯
অগ্নিকাণ্ড হতে দেখলে দুআ ৩৮৯
কাউকে মুসীবত, পেরেশানী বা খারাপ অবস্থায় দেখলে দুআ .. ৩৮৯
রোগ শুশ্রূষার দুআসমূহ ৩৯০
অসুস্থ অবস্থায় পাঠ করার দুআসমূহ ৩৯০
মৃত্যুর পূর্বে পাঠ করার দুআ ৩৯১
মৃত্যুর সময় কালেমা পড়ার ফযীলত ৩৯১
অন্যের মৃত্যুতে পাঠ করার দুআসমূহ ৩৯২
হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর ঘটনা ৩৯৩
পেশাব-পায়খানার দুআসমূহ ৩৯৪

বিশেষ আরও কিছু দুআর ফযীলত

দুআ ইউনুসের ফযীলত ৩৯৫
লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ-এর ফযীলত ৩৯৫
বিশেষ ফযীলতের আরও কয়েকটি দুআ ৩৯৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ফাযায়েলে তাওবা-ইস্তিগফার ও দুআ

তাওবা-ইস্তিগফারের গুরুত্ব ৪০১

তাওবার ফযীলত ও ফায়দা

তাওবা দ্বারা গোনাহ মাফ হয় ৪০২
তাওবা দ্বারা দিলের জং পরিষ্কার হয় ৪০২
তাওবা দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা খুশী হন ৪০৩
তাওবা দ্বারা পেরেশানী দূর হয় এবং রিযিক লাভ হয় ৪০৭
তাওবার দরজা সর্বদা খোলা ৪০৭

www.maktabatulabrar.com

বানী ইসরাঈলের জনৈক ব্যক্তির একশতটা খুন করার পর
তাওবা করার ঘটনা ৪০৯
তাওবার শর্তসমূহ ৪১১
প্রত্যেক নামাযের পর তাওবা–ইস্তিগফার ৪১২
সায়্যিদুল ইস্তিগফার–এর ফযীলত ৪১৩
দুআর ফযীলত ৪১৪
দুআ কবূল হওয়ার শর্তসমূহ ৪১৭
দুআ কবূল হওয়ার বিশেষ কয়েকটি মুহূর্ত ৪১৯

চতুর্দশ অধ্যায়

ফাযায়েলে জেহাদ

জেহাদ প্রসঙ্গে কিছু কথা ৪২৩
জেহাদের ফযীলত ৪২৪
জেহাদের ফযীলত হজ্জের চেয়ে অধিক ৪২৫
জেহাদে বের হওয়ার পর মুজাহিদের সর্বদা ইবাদতের ছওয়াব হতে থাকে ৪২৬
জেহাদে এক সকাল বা এক সন্ধা দুনিয়া ও তার সবকিছুর চেয়ে উত্তম .. ৪২৭
মৃত্যুর পরও মুজাহিদের ছওয়াব হতে থাকে
এবং সে কবরের আযাব থেকে রক্ষা পায় ৪২৭
জেহাদে ব্যয়ের ছওয়াব সাতশত গুণ ৪২৮
আল্লাহ মুজাহিদদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ৪২৮
কেয়ামতের পূর্বেই শহীদদের আত্মা বিশেষ আকৃতিতে জান্নাতে যাবে.. ৪২৯
কেয়ামতের ময়দানে মুজাহিদের রক্তের সুঘ্রাণ ৪২৯
জেহাদ জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয় ৪৩০
জেহাদের পুরস্কার জান্নাত ৪৩১
মুজাহিদগণ প্রথম ভাগে জান্নাতে যাবে ৪৩১
জান্নাতে মুজাহিদদের উঁচু মর্যাদা লাভ হবে ৪৩২
শহীদগণ সুপারিশের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবে ৪৩২
শহীদের ছয়টি মর্যাদা বিষয়ক একটি হাদীছ ৪৩৩
এক নজরে জেহাদের ফযীলতসমূহ ৪৩৪

পঞ্চদশ অধ্যায়

ফাযায়েলে মুআমালাত ও মুআশারাত

উত্তমভাবে লেনদেনের ফযীলত ৪৩৭

www.maktabatulabrar.com

ব্যবসা-বাণিজ্যের ফযীলত ৪৩৮
হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও হারাম উপার্জনের খারাবী ৪৩৮
ব্যবসায়ে সত্য বলা ও দোষ-ত্রুটি থাকলে তা ব্যক্ত করে দেওয়ার ফযীলত ৪৩৯
অস্বচ্ছল ব্যক্তিদেরকে ছাড় দেওয়ার ফযীলত ৪৩৯
ঋণ প্রদানের ফযীলত ৪৪১
ঋণ প্রদান সংক্রান্ত একটি ঘটনা ৪৪২
বিবাহের ফযীলত ৪৪৩
দাম্পত্য জীবনের আচরণের ফযীলত ৪৪৩
স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ব্যবহারের ফযীলত ৪৪৪
পরিবারের সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের ফযীলত ৪৪৫
পরিবারের জন্য ব্যয় করার ফযীলত ৪৪৫
স্বামীর খেদমতের গুরুত্ব ও ফযীলত
স্বামীর খেদমতের গুরুত্ব ৪৪৭
স্বামীর খেদমতের ফযীলত ৪৪৭
স্বামীর খেদমত বর্জন করার খারাবী ৪৪৯
সন্তানাদি লালন-পালনের ফযীলত ৪৫১
ইয়াতীম লালন-পালনের ফযীলত ৪৫২
সন্তানাদির মৃত্যুতে সবরের ফযীলত ৪৫৪
সন্তানাদির জন্য সম্পদ রেখে যাওয়ার ফযীলত ৪৫৫
হাসি মুখে সাক্ষাতের ফযীলত ৪৫৫
সালামের গুরুত্ব ৪৫৬
সালামের ফযীলত
সালাম একটি উত্তম আমল ৪৫৭
সালামে কম পক্ষে দশ নেকী ৪৫৭
সালাম পারস্পরিক মহব্বত বৃদ্ধি ও জান্নাত লাভের উপায় ৪৫৮
সালাম দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জিত হয় ৪৫৯
সালাম দ্বারা বরকত অর্জিত হয় ৪৬০
বেশি বেশি সালাম করার ফযীলত ৪৬০
মুসাফাহার ফযীলত ৪৬১
মাতা-পিতার খেদমতের গুরুত্ব ও ফযীলত ৪৬২
মাতা-পিতার খেদমতের গুরুত্ব ৪৬৩

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ. (رواه ابن ماجة)

ইল্‌ম শিক্ষা করা সকল মুসলমানের
উপর ফরয। (ইবনে মাজা)

www.maktabatulabrar.com

প্রথম অধ্যায় :

ফাযায়েলে ইল্‌ম

মাতা-পিতা সৌজন্যমূলক ব্যবহার পাওয়ার সবেচেয়ে বেশী হকদার ৪৬৩
মৃত্যুর পরও পিতা-মাতার অধিকার বহাল থাকে ৪৬৪
মাতা-পিতার খেদমতের ফযীলত
মাতা-পিতার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ৪৬৫
মাতা-পিতার খেদমত জান্নাত লাভের উপায় ৪৬৭
মাতা-পিতার প্রতি দয়ার দৃষ্টিতে মাক্‌বূল হজ্জের ছওয়াব ৪৬৯
মাতা-পিতার খেদমত দ্বারা বয়সে বরকত হয় ৪৭০
মাতা-পিতার খেদমত বর্জন ও তাঁদের নাফরমানী করার খারাবী .. ৪৭০
মাতা-পিতার খেদমত বর্জনকারী ও তাদের নাফরমান ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন ৪৭০
মাতা-পিতার খেদমত বর্জনকারী ও তাঁদের নাফরমান ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না ৪৭১
মাতা-পিতার খেদমত বর্জনকারী ও তাঁদের নাফরমান ব্যক্তি পার্থিব জীননেই শাস্তি পেয়ে যাবে ৪৭১
জুরায়জ–এর ঘটনা ৪৭২
আত্মীয়তা রক্ষা করার ফযীলত ৪৭৩
আত্মীয়তা রক্ষা না করার পাপ ও শাস্তি ৪৭৪
অতিথি পরায়ণতার গুরুত্ব ও ফযীলত ৪৭৫
এক আনসারী সাহাবীর অতিথিপরায়ণতা ৪৭৭
সদ্ব্যবহার–এর ফযীলত ৪৭৯
প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যববহারের গুরুত্ব ও ফযীলত ৪৭৯
শ্রমিকদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের গুরুত্ব ও ফযীলত ৪৮০
মানুষের সম্মান রক্ষার ফযীলত ৪৮২
ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা এবং বড়দের প্রতি সম্মানের গুরুত্ব ও ফযীলত..৪৮২
পরস্পরে হাদিয়া আদান-প্রদানের ফযীলত ৪৮৩
পরস্পরের বিবাদ মিটিয়ে দেওয়ার ফযীলত ৪৮৪
মানব সেবার ফযীলত ৪৮৪
মানব সেবা দ্বারা আল্লাহর সাহায্য লাভ হয় ৪৮৫
মানব সেবা দ্বারা আল্লাহ সন্তুষ্ট হন ৪৮৬
মানব সেবা দ্বারা জান্নাত লাভ হয় ৪৮৬
মানবের প্রতি দয়া দ্বারা আল্লাহর দয়া লাভ করা যায় ৪৮৭

মানব সেবার বিশেষ কিছু ধরনের ফযীলত
অন্নহীনকে অন্ন দান ও বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দানের ফযীলত ৪৮৭
রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা দ্বারা মানুষের সেবার ফযীলত ৪৮৮
বৃক্ষ রোপন দ্বারা প্রাণীর সেবার ফযীলত ৪৮৯
বিধবা ও মিসকীনদের পাশে দাঁড়ানোর ফযীলত ৪৮৯
রোগী শুশ্রুষার ফযীলত ৪৯০
সৃষ্টির সেবার ফযীলত ৪৯১
মাইয়েতকে গোসল দান, কাফনের কাপড় প্রদান ও কবর খননের ফযীলত..৪৯৩
জানাযার নামাযের ফযীলত ৪৯৪
দাফন কার্যে শরীক হওয়ার ফযীলত ৪৯৪
কবর জেয়ারতের ফায়দা ৪৯৪

ষষ্টদশ অধ্যায়

ফাযায়েলে আখলাক

আখ্‌লাক বা চরিত্র কাকে বলে ৪৯৭
উত্তম চরিত্রের ফযীলত
উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি সর্বোত্তম ব্যক্তি ৪৯৮
উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি কামেল মু'মিন ৪৯৮
উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সা.)–এর প্রিয় ব্যক্তি.. ৪৯৮
উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি সর্বদা নফল নামায ও নফল রোযার ছওয়াব পায় ৪৯৯
দাঁড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্রের ওজন সবচেয়ে বেশি হবে ৪৯৯
উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি জান্নাতে পৌঁছবে ৫০০
উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি জান্নাতে উঁচু মর্যাদা লাভ করবে.. ৫০০
সবরের ফযীলত ৫০১
হিল্‌ম বা সহনশীলতার ফযীলত ৫০৩
রাগের ক্ষতি ও রাগ দমন করার ফযীলত ৫০৩
রাগ হজম করার ফযীলত ৫০৪
রাগের ক্ষতিকর ও উপকারী দিকসমূহ ৫০৬
রাগ দমন করার গুরুত্ব ৫০৭
রাগ নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন ৫০৭
বুযুর্গানে দ্বীনের রাগ দমন করার নমূনা ৫০৮

www.maktabatulabrar.com

প্রয়োজনীয় স্থানে রাগের উদ্দেশ্য কী থাকবে? ৫১১
রাগ দমনের পন্থা ৫১২
বুগ্য (বিদ্বেষ/মনোমালিন্য) ও স্বভাব সংকোচন প্রসঙ্গ ৫১৩
তাকাব্বুর বা অহংকার-এর ক্ষতি ৫১৩
অহংকার বহু আত্মিক রোগের মূল ৫১৪
অহংকার সত্য গ্রহণের পথে বাঁধা ৫১৪
অহংকারের ফলে কুফ্‌রী পর্যন্ত এসে যেতে পারে ৫১৫
অহংকারীর প্রতি রসূল (সা.) অসন্তুষ্ট ৫১৬
অহংকার জাহান্নামে নিয়ে যায় ৫১৬
তাওয়াযু' (বিনয়/নম্রতা) প্রসঙ্গ ৫১৮
তাওয়াযু'-এর ফযীলত ৫২০
নম্রতার ফযীলত ৫২২
উদারতার গুরুত্ব ও ফযীলত ৫২৩
বুখ্‌ল বা কৃপণতার ক্ষতি ৫২৫
বদান্যতার ফযীলত ৫২৬
হাছাদ (হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা) প্রসঙ্গ ৫২৭
হাছাদ সৃষ্টি হওয়ার কারণসমূহ ৫২৮
হাছাদ বর্জন করার ফযীলত ৫২৮
হাছাদের ক্ষতি ৫৩০
গেবতা প্রসঙ্গ ৫৩১
আমানতদারীর গুরুত্ব ও ফযীলত ৫৩২
বুযুর্গানে দ্বীনের আমানতদারী ৫৩৪
আমানতের ব্যাপকতা ৫৩৬
ভ্রাতৃত্ববোধের গুরুত্ব ৫৩৭
হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগ্‌য ফিল্লাহর ফযীলত ৫৩৯
হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগ্‌য ফিল্লাহ দ্বারা ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয় ৫৩৯
হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগ্‌য ফিল্লাহ একটি শ্রেষ্ঠ আমল ৫৪০
কেয়ামতের দিন বিশেষ ছায়া লাভ ৫৪০
কেয়ামতের দিন নূরের মেম্বার লাভ ৫৪১
আল্লাহ্‌র ভালবাসা লাভ ৫৪২
প্রত্যেকের ভালবাসা ব্যক্তির সঙ্গে তার জান্নাত হবে ৫৪৩

ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন-এর ফযীলত ৫৪৪
মানুষের দোষ জেনেও তা গোপন রাখার ফযীলত ৫৪৬
হায়া বা লজ্জাশীলতার গুরুত্ব ও ফায়দা ৫৪৭
অঙ্গীকার রক্ষা করার গুরুত্ব ও ফযীলত ৫৪৮
শোকরের ফযীলত ৫৫২
জবান হেফাজতের গুরুত্ব ও ফযীলত
জবান হেফাজত করার গুরুত্ব ৫৫৫
জবান হেফাজত করার ফযীলত ৫৫৬
জবান হেফাজত না করার খারাবী ৫২১
সত্য বলার ফযীলত ও মিথ্যা বলার খারাবী ৫৫৮
বদ নজর থেকে হেফাজতের ফযীলত ৫৫৮
তাওয়াক্কুলের ফযীলত ৫৫৯
হযরত হাজেরা (আ.)-এর ঘটনা ৫৬০
তাকওয়ার ফযীলত ৫৬২
বুযুর্গানে দ্বীনের তাকওয়া ৫৬৩

সপ্তদশ অধ্যায়

ফাযায়েলে দাওয়াত ও তাবলীগ

দাওয়াত ও তাবলীগ-এর অর্থ ৫৬৭
দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুত্ব ৫৬৭
দাওয়াত ও তাবলীগের হুকুম ৫৭২
দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে তারতীব ৫৭৩
দাওয়াত ও তাবলীগের ফযীলত ৫৭৪
গোনাহের কাজের পথ দেখানো প্রসঙ্গ ৫৮১
দাওয়াত ও তাবলীগের ফায়দা ৫৮২
দাওয়াত ও তাবলীগ পরিত্যাগ করার ক্ষতিসমূহ ৫৮৪
দওয়াতের আদব ও তরীকা ৫৮৭
জামাআতবদ্ধ হয়ে দাওয়াত প্রদান প্রসঙ্গ ৬০০
এক নজরে দাওয়াতের আদব ও তরীকা ৬০১
দায়ী ও মুবাল্লিগের গুণাবলী ৬০১
আমল বিহীন উপদেশকারীর শাস্তি ৬০৭
এক নজরে দায়ী বা মুবাল্লিগের বিশেষ গুণাবলী তথা করণীয়.....৬১৫

সূচী সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

মজলিসে দাওয়াতুল হক, বাংলাদেশ-এর আমীর হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম)–এর কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين: وخاتم النبيين، و على اله واصحابه اجمعين- اما بعد

সমস্ত পৃথিবীর মালিক আল্লাহ পাক। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। তাঁর কোনো শরীক নেই। এক বিশেষ উদ্দেশ্যে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করে সকলের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার যথাযথ ব্যবস্থা স্বরূপ পবিত্র কুরআন নাযিল করেছেন। প্রিয় রসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কথা ও আমলের মাধ্যমে সারাজীবন এই কুরআনেরই ব্যাখ্যা ও বাস্তব নমুনা তুলে ধরে গেছেন। তাই হাদীছ তথা সুন্নাহ হচ্ছে কুরআনেরই ব্যাখ্যা। বিশ্ব মানবতার উৎকর্ষ সাধন, ইহকাল পরকালের প্রকৃত শান্তি, নিরাপত্তা এবং সফলতা অর্জনের একমাত্র পথ হচ্ছে এই কুরআন সুন্নাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য করা।

কুরআন-হাদীছে বর্ণিত ও বিধিবদ্ধ বিষয়াদির ফায়দা ও উপকারিতা জানার জন্য এবং সেসব বিষয়ের আমলের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টির জন্য কুরআন- হাদীছে সমস্ত আমলের ফাযায়েল বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামে ফাযায়েলের অধ্যায় একটা ব্যাপক অধ্যায়। মুসলিম মনীষীগণ বিভিন্ন ভাষায় এ অধ্যায়কে বড় কিতাব ও ছোট পুস্তক-পুস্তিকায় সংকলিত করেছেন। তবে একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে এতসব ঘাটাঘাটি করা অতি সহজ ব্যাপার নয়। জ্ঞানের এবং সময়ের স্বল্পতার সঙ্গে সঙ্গে ভাষাগত জটিলতাও অনেক ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় ফাযায়েলে আমালসহ অনেক কিতাব ও পুস্তক-পুস্তিকা এ ব্যাপারে যথেষ্ট অবদান রাখছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ঈমান-আকীদা, ইবাদাত-বন্দেগী, মুআমালাত, মুআশারাত এবং আখলাকিয়াত ইত্যাদিসহ সবদিকের ফাযায়েল নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব রচনার যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। আলহামদু লিল্লাহ আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং আস্থাভাজন ব্যক্তি বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন সাহেব আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে অনুরূপ ব্যাপক বিষয়ভিত্তিক অথচ সংক্ষিপ্তভাবে "ফাযায়েলে যিন্দেগী" কিতাবখানি রচনার কাজ সমাপ্ত করতে সক্ষম

www.maktabatulabrar.com

হয়েছেন। তাঁর রচিত এ কিতাবে আমি বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছি। সে বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. শুধু ঈমান আমল নয় বরং ঈমান, আমল, ইবাদত-বন্দেগীসহ মুআমালাত, মুআশারাত এবং আখলাক-চরিত্রের ফাযায়েলও বর্ণনা করা হয়েছে।

২. প্রত্যেকটি ফযীলতের দলীল সরাসরি কুরআন-হাদীছ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. প্রত্যেকটা বরাত সরাসরি মূল হাদীছের কিতাব থেকে প্রদান করা হয়েছে।

৪. প্রয়োজনীয় স্থানে বরাত হিসাবে গৃহীত হাদীছের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

৫. আমল আখলাকের ফযীলত তথা পুরস্কার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত আমল আখলাক বর্জনের শাস্তির কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, তারগীব (উৎসাহমূলক বর্ণনা)–এর সঙ্গে তারহীব (ভীতি সঞ্চারক বর্ণনা)ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৬. বহু ক্ষেত্রেই ফাযায়েলের বর্ণনাকে বুযুর্গানে দ্বীনের নির্ভরযোগ্য কাহিনী দিয়ে প্রাণবন্ত করে তোলা হয়েছে।

৭. আলোচনা অত্যন্ত সাবলীল, বাহুল্য বর্জিত–সংক্ষিপ্ত ও সুবিন্যস্তভাবে করা হয়েছে।

ইসলামের সর্ব বিষয়ে ফাযায়েলের বর্ণনা সমৃদ্ধ "ফাযায়েলে যিন্দেগী" কিতাবখানি সর্ব বিষয়ে আমলের উৎসাহ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমি আশা পোষণ করি।

"ফাযায়েলে যিন্দেগী" নামক এ গ্রন্থখানির ন্যায় বড় বড় আমলসহ জীবনের বহু খুঁটিনাটি আমল ও আখলাকের ফাযায়েল নিয়ে সমৃদ্ধ ও ব্যাপক ভিত্তিক অথচ সংক্ষিপ্ত কোন একক গ্রন্থ আমার দৃষ্টিতে পড়েনি। তাই লেখকের "আহকামে যিন্দেগী"–এর ন্যায় উপমহাদেশসহ বিশ্বের সর্বত্র প্রচার প্রসারের উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থখানিরও উর্দূ, আরবী ও ইংরেজী অনুবাদ হওয়া আবশ্যক মনে করি। আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন এবং সকলের মেহনতকে কবূল করুন। আমীন!

মাহমূদুল হাসান
আমীর, মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ।
মুহতামিম, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা– ১২০৪
তাং ৬ - ৯ - ০৬ ইং

বিশ্ববিখ্যাত মুহাক্কিক আলেম হযরত মাওলানা শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দা (রহ.)–এর খাস শাগরেদ বাংলাদেশে হাদীছশাস্ত্রে শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব দামাত বারাকাতুহুম–এর

অভিমত

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন (حفظه الله تعالى ورعاه) রচিত ও সংকলিত "ফাযায়েলে যিন্দেগী" কিতাবখানি পাঠ করার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি এ কিতাবখানিতে ফাযায়েল ও তারগীব-তারহীব সংক্রান্ত হাদীছের বিপুল সম্ভার একত্র করেছেন। বহুসংখ্যক দাওয়াত এবং আদব সংক্রান্ত হাদীছও উল্লেখ করেছেন। তার এই কিতাবে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ সকল অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্তি, হাদীছসমূহের নির্বাচন, সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনাবলীর চয়ন, বিষয়াবলীর বিন্যাস, উপস্থাপনার সৌন্দর্য ও ভাষার সাবলীলতা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, তিনি এ কিতাবে বরাত ব্যতীত কোনো হাদীছ উল্লেখ করেননি। আর যে কিতাবেরই বরাত দিয়েছেন সরাসরি সে কিতাব দেখে বরাত দিয়েছেন, অন্য কোনো কিতাব বা লেখাতে উল্লেখিত বরাতের উপর নির্ভর করে বরাত প্রদান করেননি। তাঁর এ কিতাবে উল্লেখিত হাদীছসমূহের সিংহভাগ হয়তো সহীহ (صحيح) বা হাছান (حسن) কিংবা তার অনুরূপ ও তার কাছাকাছি। ফাযায়েল অধ্যায়ে জয়ীফ (ضعيف) হাদীছ গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিছীনে কেরামের ঐকমত্য থাকার কারণে কিছু সংখ্যক জয়ীফ হাদীছও তিনি উল্লেখ করেছেন। তবে ফাযায়েল অধ্যায়ে জয়ীফ হাদীছ গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিছীনে কেরাম আরোপিত শর্ত ও তাঁদের অনুসৃত নীতির আওতার মধ্যে থেকেই তিনি সেটা করেছেন। আমার দেখা ও জানামতে ফাযায়েল বিষয়ে গ্রহণযোগ্যতার স্তরে উন্নীত নয়–এমন কোনো হাদীছ এ কিতাবে নেই।

দুআ করি আল্লাহ তাআলা সংকলককে তাঁর এই খেদমত ও অন্যান্য খেদমতের উত্তম বদলা দান করেন, উভয় জগতে তাঁর মর্যাদাকে উঁচু করেন এবং তাঁর রচনা ও সংকলন দ্বারা দেশ ও জাতিকে উপকৃত করেন।

মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
মারকাযুদ্দাওয়া আলইসলামিয়া ঢাকা
২৬/১১/১৪২৭ হি.
১৮/১২/২০০৬ খৃ.

www.maktabatulabrar.com

تنبيهات لأهل العلم

الأول: اهم الشروط لإيراد الضعاف فى كتاب أُلِّف للعمل ولعوام الناس اثنان: أحدهما سلامة المتن من مخالفة الأصول أعنى النكارة، نكارة توجب بطلان الخبر أو وهائه. ومما يدل على سلامته من ذلک دخوله تحت أصل عام من أصول الشريعة. وثانيها خلو الإسناد من وجود متهم فيه أو متروک. والقدر الذى فى هذا الكتاب من الضعيف لا أعلم فيه ما هو من منكر المتن، نكارة توجب بطلان الخبر أو وهائه، ولا ما هو من إفرادات راو صح أنه مُتّهم بالكَذِب أو متروک مجمع على تركه.

الثانى: لما أن الكتاب أُلِّف –أصالة – لعموم الناس لم يَهْتَمَّ فيه المؤلف بتخريج الحديث تخريجا علميا، ولم يراع أيضا الأصول المألوفة عند المحدثين فى عزو الأحاديث إلى مصادرها وفى الكلام على أسانيدها، وإنما اكتفى بالعزو إلى بعض المصادر وبالكلام على بعض الأخبار دون بعض، باختصار على سبيل الإشارة فقط، ومن هذا الباب نقله التصحيح من هامش مسند أحمد ونحوه، وإلا فمثلُ ذلک لا يُنقَل بصدد التصحيح والتضعيف، وإنما مراد المؤلف الإشارة إلى أن الحديث مما يسوغ العملُ به على الأقل.

الثالث: الأحاديث التى لم يُنقَل فيها كلام لأحد فى معرفة حاله لا ينزل أيضا عن رتبة قبوله فى الفضائل.

الرابع: كثير من الأمور المتعلقة بالتصحيح والتضعيف والجرح والتعديل مما يجرى فيه إختلاف بين المحدثين، فلا يبعد أن يكون فيه بعض الأحاديث العديدة التى يكون أدون رتبة من أن يقبل فى الفضائل فى نظر بعض المحدثين، ولكنه فى نفس الوقت صالح للرواية والعمل فى أنظار الآخرين، فلا بد من ملاحظة هذا الأمر. والله الموفق والمعين.

كتبه العبد
محمد عبد المالک
خادم طلبة علوم الحديث الشريف
بمركز الدعوة الإسلامية، داكا
١٤٢٧/١١/٢٦ هـ
٢٠٠٦/١٢/١٨ م

লেখকের কথা

بسم الله الر حمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين و خاتم النبيين، وعلى اله واصحابه اجمعين– اما بعد :

ইসলাম মানব জীবনের একটি মুকাম্মাল হেদায়াত তথা পূর্ণ দিকনির্দেশনা। আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, আখলাক-চরিত্র, মুআমালা মুআশারা তথা লেনদেন, কাজ-কারবার ও পারস্পরিক আচার-আচরণ এবং সমাজ সামাজিকতা প্রভৃতিসহ সকল ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় থেকে শুরু করে সর্ববৃহৎ বিষয় পর্যন্ত সকল ব্যাপারে ইসলামের দিকনির্দেশনা ও বিধি-বিধান রয়েছে। সংক্ষেপে এসব দিকনির্দেশনা ও বিধি-বিধানকে বলা হয় আকায়েদ ও মাসায়েল। আর এসব দিকনির্দেশনা ও বিধি-বিধান অনুসারে আমল তথা কাজ করলে যে উপকারিতা ও লাভ রয়েছে তাকে বলা হয় "ফাযায়েল"।

প্রত্যেকটা আমল সহীহ শুদ্ধভাবে করার জন্য প্রত্যেকটা আমলের মাসায়েল জানা যেমন জরূরী, তেমনি প্রত্যেকটা আমলের উৎসাহ সৃষ্টি ও উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য তার ফাযায়েলও জানা দরকারী। মাসায়েল জানা ও মানা ব্যতীত আমল শুদ্ধ হয় না, আর ফাযায়েল জানা ব্যতীত আমলের উৎসাহ সৃষ্টি হয় না বা উৎসাহ বৃদ্ধি পায় না। এ জন্য কুরআন-হাদীছে মাসায়েলের যেমন বিরাট অধ্যায় রয়েছে, ফাযায়েলেরও তেমনি বিরাট অধ্যায় রয়েছে। উম্মতের ফুকাহা, উলামা, বুযুর্গানে দ্বীন ও মনীষীগণ কুরআন ও হাদীছ থেকে চয়ন করে এসব মাসায়েল ও ফাযায়েল বিভিন্ন কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। এভাবে মাসায়েল ও ফাযায়েলের উপর স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থসম্ভার গড়ে উঠেছে।

ফাযায়েল ও মাসায়েল সমৃদ্ধ উম্মতের এসব লেখা শত শত গ্রন্থে এবং বিভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থে ছড়িয়ে রয়েছে; যার সবটা বুঝা এবং সবটা সংগ্রহ করা সকলের পক্ষে দুঃসাধ্যও বটে। এ প্রেক্ষিতে আমি ইতিপূর্বে একটি গ্রন্থে সহজ সরল ভাষায় সব ধরনের মাসায়েল ও হুকুম-আহকাম যথাসাধ্য একত্র করে তা পেশ করার চেষ্টা করেছি। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'আহকামে যিন্দেগী'। আল্লাহর ফযলে গ্রন্থখানি উলামা ও সুলাহাসহ সর্বমহলে মকবূল হয়েছে। অতঃপর অনুরূপভাবে সব ধরনের আমল আখলাকের ফাযায়েল সমৃদ্ধ বক্ষমান গ্রন্থখানি–"ফাযায়েলে যিন্দেগী" পাঠকবর্গের খেদমতে পেশ করা হল।

গ্রন্থখানির ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি সহজ সাবলীল রাখা হয়েছে, যাতে সর্বস্তরের মানুষ এ থেকে সহজে উপকৃত হতে পারেন। প্রত্যেকটি ফযীলতের

www.maktabatulabrar.com

সঙ্গে কুরআন-হাদীছের দলীল ও উদ্ধৃতি উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় স্থানে দলীল হিসাবে গৃহীত হাদীছসমূহের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। তবে হাদীছ সম্পর্কিত তাহ্কীক সংশ্লিষ্ট হাদীছের সঙ্গে আরবীতে পেশ করা হয়েছে। কেননা, উসূলে হাদীছ সম্পর্কিত সেসব কথা আরবীতেই যথাযথভাবে বোধগম্য করানো সম্ভব, তদুপরি তা উলামায়ে কেরামেরই জানার বিষয়, যাদের নিকট আরবী ভাষাতেই বিষয়গুলো অনায়াসসাধ্য মনে হবে। সাধারণ মানুষকে আমরা এতটুকু অবশ্যই অবগত করাচ্ছি যে, ফাযায়েলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয় এমন কোনো হাদীছকে এ গ্রন্থে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি।

গ্রন্থখানি রচনা ও সংকলনের কাজ শুরু করার পূর্বেও এবং সংকলনকালীনও বিভিন্ন সময়ে মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ–এর আমীর, আমার শায়েখ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (দামাত বারাকাতুহুম) থেকে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা গ্রহণ করেছি। তিনি আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন, দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং সবশেষে পুরো গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন। এসব কিছুর জন্য আমি তাঁর কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রইলাম।

গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি দেশের আরও বেশ কয়েকজন সুযোগ্য আলেম ও মুহাদ্দিছকে দেখিয়ে যাচাই-বাছাই করানো হয়েছে। তন্মধ্যে বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব দামাত বারাকাতুহুম–এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। তিনি এ গ্রন্থে উল্লেখিত ফাযায়েল সম্পর্কিত হাদীছসমূহ ফাযায়েলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য কি না তা যাচাই-বাছাই করে দিয়েছেন। এসম্পর্কিত তাঁর অভিমতও পেশ করা হয়েছে। বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ বন্ধুবর মাওলানা আবূ সাবের আব্দুল্লাহ সাহেবও পুরো গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের পরামর্শ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। এসত্ত্বেও যদি কোনো মুহাক্কিক আলেমের দৃষ্টিতে এ গ্রন্থে দলীল হিসাবে গৃহীত কোনো হাদীছ ফাযায়েল অধ্যায়ে গ্রহণযোগ্য নয় বলে প্রতিপন্ন হয়, তাহলে আমাদেরকে তা অবহিত করার কষ্টটুকু স্বীকার করলে বা অন্য কোনোভাবে তা জানতে পারলে পরবর্তী সংস্করণে তার সংশোধনী পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এ গ্রন্থখানিকে আমার ও মুসলমান ভাই-বোনদের আমলী যিন্দেগী গঠন ও নাজাতের ওছীলা করুন। আমীন!

বিনীত

১০-৮-০৬ ইং

মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

ফাযায়েলে ইল্‌ম

ইল্‌মে দ্বীন হাছেল করার গুরুত্ব

ইল্‌ম বলা হয় কুরআন-হাদীছের কথা এবং মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কিত জ্ঞানকে। এই ইল্‌ম বা জ্ঞান না হলে আমল আসে না। সহীহভাবে মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা না করলে সহীহ-শুদ্ধভাবে আমল করা যায় না। আর আমল সহীহ-শুদ্ধভাবে না হলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। এজন্যই আবশ্যক পরিমাণ ইল্‌ম হাছেল করা অর্থাৎ, প্রয়োজন পরিমাণ মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরযে আইন। আর ফরয তরক করা কবীরা গোনাহ।

প্রয়োজন পরিমাণ ইল্‌ম বলতে বোঝায় নামায, রোযা ইত্যাদি ফরয বিষয়ের মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা করা এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তির যেসব লেন-দেন ও কাজ-কারবার করতে হয়, সেসব বিষয়ের মাসআলা- মাসায়েল, হুকুম-আহকাম ও নিয়ম-কানূন সম্পর্কে অবহিত হওয়া। আমরা যদি নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, উযূ, গোসল ইত্যাদি বিষয়ের মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা না করি, তাহলে আমাদের ফরয তরক করার গোনাহ হতে থাকবে।

www.maktabatulabrar.com

হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ. رواه ابن ماجة فى المقدمة – فضل العلماء والحث على طلب العلم. قال المزى: هذا الحديث روى من طرق تبلغ رتبة الحسن. كذا فى حاشية السندى.

অর্থাৎ, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সমস্ত মুসলমান নর-নারীর উপর ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরয। (ইব্‌নে মাজা)

দ্বীনের উপর চলতে যতটুকু জ্ঞান দরকার তা শিক্ষা করা প্রত্যেকের উপর ফরয। যেমন ঈমান-আকীদা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা সকলেরই উপর ফরয। সেই সঙ্গে যে ব্যক্তি ব্যবসায়ী তার উপর ব্যবসার মাসআলা-মাসায়েল জানা ফরয। যে চাকরিজীবী তার উপর চাকরি সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল জানা ফরয। যিনি গৃহিণী তার উপর ছেলে-মেয়ে লালন-পালন, স্বামীর খেদমত ইত্যাদি বিষয়ের মাসআলা- মাসায়েল জানা ফরয। এমনিভাবে যে যেই লাইনে বা যে যেই পেশা নিয়ে চলছে, সেই লাইনে চলতে গেলে তার জীবনে যা যা করতে হবে সেসব বিষয়ের মাসআলা- মাসায়েল জানা তার উপর ফরয। এই ফরয পরিত্যাগ করার পাপে আমরা অনেকেই জর্জরিত আছি। আমরা অনেকেই যা যা জানার প্রয়োজন তা জানি না, অথচ সেটা জানা ফরয।

আমরা নামায পড়ি, রোযা রাখি, হজ্জ করি, যাকাত দেই এবং অন্যান্য যত দ্বীনী কাজ করি এসব আমল করার জযবা তো আমাদের মধ্যে আসে, কিন্তু ইল্‌ম অর্জন করার জযবা আসে না। ইবাদত করার গুরুত্ব আমাদের মনে জাগে, কিন্তু সেই ইবাদত সম্পর্কে ইল্‌ম অর্জন করা এবং তার মাসআলা- মাসায়েল জানার গুরুত্ব মনে জাগে না। এজন্যই আমরা অনেকে ইবাদতকারী হতে চাই, কিন্তু ইল্‌ম হাছেল করতে বা আলেম হতে চাই না। নিজেদের সন্তানকে ইবাদতকারী বানাতে চাই, কিন্তু তাদেরকে আলেম বানাতে চাই না।

ইল্‌মে দ্বীন হাছেল করার ফযীলত

কুরআন-হাদীছের কথা এবং মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা করার অনেক ফযীলত রয়েছে। ইল্‌ম শিক্ষা করার ছওয়াব অনেক বেশী। নফল

ইবাদতের চেয়ে ইল্‌ম শিক্ষা করার ফযীলত বেশী। হাদীছ দ্বারা এটা প্রমাণিত। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَضْلُ الْعِلْمِ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ وَخَيْرُ دِيْنِكُمُ الْوَرَعُ.

رواه الحاكم فى المستدرک فى كتاب العلم حديث رقم ٣١٧. وقال على شرط الشيخين. وفى هامشه ووافقه الذهبى فى التلخيص: على شرطهما.

অর্থাৎ, হযরত সাআদ ইব্‌নে আবী ওয়াক্কাস (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার নিকট ইবাদতের ফযীলতের চেয়ে ইলমের ফযীলত বেশী প্রিয়। আর তোমাদের দ্বীনী বিষয়ের মধ্যে পরহেযগারী একটি উত্তম বিষয়। (মুস্তাদরকে হাকিম)

ইল্‌মের ফযীলত বেশী হওয়ার কারণে প্রমাণিত হয় যে, যাকে ইল্‌ম দান করা হয় সে বেশী ফযীলতের অধিকারী, আল্লাহ তাকে বেশী ফযীলত তথা বেশী কল্যাণ দান করেছেন। অন্য এক হাদীছে এ কথাই ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ رضـ خَطِيْبًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ. الحديث. رواه البخارى فى كتاب العلم – باب من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين.

অর্থাৎ, হযরত মুআবিয়া (রা.) বলেন যে, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি– আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকে ধর্মীয় জ্ঞান দান করেন। (বোখারী)

ইলমে দ্বীন হাছেল করার ফযীলত বয়ান করে অপর এক হাদীছে বলা হয়েছে,

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ..... وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهٗ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ

الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهٖ عَمَلُهٗ لَمْ يُسْرِعْ بِهٖ نَسَبُهٗ. رواه مسلم فى كتاب الذكر – باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছের শেষাংশে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখনই কোনো একটি দল আল্লাহ্‌র ঘরসমূহের কোনো এক ঘরে (মসজিদে বা মাদ্রাসায়) একত্র হয়ে আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করতে থাকে এবং পরস্পরে তার আলোচনা করতে থাকে, তখনই (আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে) তাদের উপর 'ছাকীনা' তথা স্বস্তি ও শান্তি অবতীর্ণ হতে আরম্ভ করে এবং আল্লাহ্‌র রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয়, ফেরেশতাগণ তাদেরকে বেষ্টন করে নেয় আর আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট যারা রয়েছে তাদের নিকট (অর্থাৎ, ফেরেশতাদের নিকট) তাদের উল্লেখ করেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা: "ছাকীনা" অর্থ কারও কারও মতে এক ধরনের খাছ রহমত, যার দ্বারা অন্তরে শান্তি পয়দা হয়। স্থিরতা, গাম্ভীর্য, ফেরেশতা ইত্যাদি অর্থও কেউ কেউ করেছেন। হাফেজ ইব্‌নে হাজার আসকালানী (রহ.) উল্লেখিত সব কয়টিকে সমষ্টিগত অর্থে এভাবে গ্রহণ করেছেন যে, উল্লেখিত সব কয়টি ফেরেশতাদের সঙ্গে অবতীর্ণ হয়।

অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِىْ مَسْجِدِهٖ فَقَالَ كِلَاهُمَا عَلٰى خَيْرٍ، وَاَحَدُهُمَا اَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهٖ، اَمَّا هٰؤُلَآءِ فَيَدْعُوْنَ اللّٰهَ وَيَرْغَبُوْنَ اِلَيْهِ فَاِنْ شَآءَ اَعْطَاهُمْ وَاِنْ شَآءَ مَنَعَهُمْ، وَاَمَّا هٰؤُلَآءِ فَيَتَعَلَّمُوْنَ الْفِقْهَ وَ يُعَلِّمُوْنَ الْجَاهِلَ فَهُمْ اَفْضَلُ، وَاِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا. قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِمْ. رواه الدارمى فى باب فضل العلم حديث رقم ٣٤٩. وفى سنده ضعف يسير يتحمل فى باب الفضائل.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আম্‌র (রা.) বর্ণনা করেন যে, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মসজিদে (অর্থাৎ, মসজিদে নববীতে সাহাবীদের) দুটো মজলিসের নিকট দিয়ে অতিক্রম

www.maktabatulabrar.com

করলেন। (তন্মধ্যে একটি মজলিস ছিল দুআর, আর একটি ছিল ইল্‌মের।) তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, উভয় মজলিসই ভাল কাজে আছে; তবে একটি মজলিস অপরটি থেকে উত্তম। এই যে দলটি (যারা দুআয় মশগুল আছে) তারা আল্লাহকে ডাকছে, আল্লাহ্‌র প্রতি আগ্রহ ব্যক্ত করছে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের আশা পূর্ণও করতে পারেন আবার ইচ্ছা হলে না-ও করতে পারেন। কিন্তু এই যে (অপর) দলটি যারা ফেকাহ বা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) ইল্‌ম শিক্ষা করছে এবং অজ্ঞ লোককে শিক্ষা দিচ্ছে এরা উত্তম। আর আমিও মুআল্লিম বা শিক্ষাদাতা হিসাবে প্রেরিত হয়েছি। অনন্তর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সঙ্গে বসে পড়লেন। (সুনানে দারিমী)

ইলমের ফযীলত বয়ান করে অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِیْ ذَرٍّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا ذَرٍّ! لَاَنْ تَغْدُوَ فَتَعْلَمَ اٰيَةً مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ اَنْ تُصَلِّيَ مِأَةَ رَكْعَةٍ، وَلَاَنْ تَغْدُوَ فَتَعْلَمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهٖ اَوْ لَمْ يُعْمَلْ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تُصَلِّيَ اَلْفَ رَكْعَةٍ. رواه ابن ماجة فى المقدمة – باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. وقال المنذرى اسناده حسن.

অর্থাৎ, হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হে আবূ যর! তুমি যদি সকাল বেলা গিয়ে কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা কর তাহলে তা তোমার জন্য একশত রাকআত নফল পড়া থেকেও উত্তম। আর যদি সকাল বেলায় গিয়ে ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা কর, –চাই তার উপর আমল করা হোক বা না হোক– তাহলে তা তোমার জন্য এক হাজার রাকআত নফল নামায থেকেও উত্তম। (ইবনে মাজা)

তালিবে ইল্‌মের মর্যাদা ও ফযীলত

"তালিবে ইল্‌ম" কথাটার অর্থ হল ইল্‌ম তথা কুরআন হাদীছের জ্ঞান সন্ধানকারী। হাদীছে তালিবে ইল্‌মের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি ফযীলত হল–

তালিবে ইল্‌মের জন্য ফেরেশতারা পর বিছিয়ে দেয়

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضـ رَفَعَهٗ: اِنَّ الْمَلٰئِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ. رواه احمد فى مسنده حديث رقم ١٨٠٠٧. واسناده صحيح، كذا فى هامشه. ورواه الترمذى فى ابواب الدعوات – باب ما جاء فى فضل التوبة والاستغفار الخ وقال: هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত সাফওয়ান ইব্‌নে আছ্‌ছাল (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তালিবে ইল্‌মের ইল্‌ম সন্ধানের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ফেরেশতা তাদের জন্য নিজেদের পর বিছিয়ে দেয়। (মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা: তালিবে ইলমদের জন্য ফেরেশতাদের পর বিছিয়ে দেওয়া দ্বারা এরূপ উদ্দেশ্য হতে পারে যে, ফেরেশতাগণ তাদের ইল্‌ম শিক্ষা করার মজলিসে হাজির হয়, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং তাদের জন্য দুআ করে। অথবা প্রকৃতই ফেরেশতাগণ তাদের সম্মানার্থে পর বিছিয়ে দেয়।

আল্লামা নববী (রহ.) তার "বুছতান" কিতাবে সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ যাকারিয়া আছ-ছাজী বলেছেন, "আমরা জনৈক মুহাদ্দিছের দরবারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বসরার এক গলি দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমরা দ্রুত চলছিলাম। আমাদের সঙ্গে ছিল এক পাপী ব্যক্তি। সে তালিবে ইলমদের জন্য ফেরেশতাদের পর বিছিয়ে দেওয়ার বিষয়টির প্রতি উপহাস করে বলল, তোমরা সকলে পা উঁচু করে চল, আবার ফেরেশতাদের ডানা যেন ভেঙ্গে না যায়! ব্যস এ কথা বলা মাত্রই তার পা দুটো শুকিয়ে গেল এবং সে মাটিতে পড়ে গেল।"[১]

মুহাম্মাদ ইব্‌নে তাহের আল-মাকদিছী সনদ সহকারে ইমাম আবূ দাউদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার এক লম্পট ধরনের লোক তালিবে ইলমদের জন্য ফেরেশতাদের পর বিছানোর হাদীছ শুনে তার জুতার তলায় লোহার পিন লাগাল এবং বলল, আমি এই পিন দিয়ে ফেরেশতাদের ডানা মাড়াতে চাই। এ কথা বলার পর লোকটার পায়ে পচন ধরল। আর এক বর্ণনায় আছে লোকটা হাত পা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেল।[২]

১. اتحاف السادة المتقين ج/١ ॥ ২. اتحاف السادة المتقين ج/١ ॥

www.maktabatulabrar.com

তালিবে ইলমের সময় জেহাদে কাটানোর মধ্যে গণ্য হয়

তালিবে ইল্‌মের ফযীলত সম্পর্কে আর এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَرَجَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ. رواه الترمذى فى ابواب العلم – باب فضل طلب العلم وقال: هذا حديث حسن غريب.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ইল্‌ম সন্ধানে বের হয়েছে, সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় রয়েছে যে পর্যন্ত না সে প্রত্যাবর্তন করবে। (তিরমিযী)

তালিবে ইলমের জন্য জান্নাতের পথ আছান হয়

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছের একাংশে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهٗ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ. الحديث. رواه مسلم فى كتاب الذكر – باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. ورواه ابو داود فى اول كتاب العلم.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইল্‌ম সন্ধানের উদ্দেশ্যে বের হয় আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। (মুসলিম ও আবূ দাউদ)

এ হাদীছ থেকে বুঝা যায় ইল্‌ম জান্নাতের পথ দেখায়।

আলেমের মর্যাদা ও ফযীলত

কুরআন হাদীছে উলামায়ে কেরামের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্য থেকে নিম্নে বিশেষ কয়েকটি ফযীলত বর্ণনা করা হল।

আল্লাহ্‌র কাছে আলেমের মর্যাদা অনেক উঁচু

আল্লাহ্‌র কাছে আলেমের মর্যাদা অনেক উঁচু। কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে (কুরআন- হাদীছের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাদের মর্যাদা অনেক উঁচু করে দেন। (সূরা মুজাদালা: ১১)

কত উঁচু করে দেন আল্লাহ পাক সেটা বলেননি। হতে পারে তাঁদের মর্যাদা এত উঁচু করে দেন যা আমাদের কল্পনায়ও আসবে না, তাই সীমানা নির্ধারণ না করেই বলা হয়েছে অনেক উঁচু করে দেন।

আলেমগণ নবীদের ওয়ারিছ

উলামায়ে কেরামের মর্যাদা ও ফযীলত বয়ান করে এক হাদীছে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

عَنْ اَبِى الدَّرْدَآءِ مَرْفُوْعًا ..... اِنَّ الْعُلَمَآءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَآءِ، وَاِنَّ الْاَنْبِيَآءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ اَخَذَهٗ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. رواه ابو داود فى اول كتاب العلم.

অর্থাৎ, হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিছ বা উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ দেরহাম-দীনারের উত্তরাধিকার রেখে যান না, তাঁরা ইল্‌মের উত্তরাধিকার রেখে যান। অতএব যে ইল্‌ম (-এর হিস্‌সা) গ্রহণ করল সে (নবীর উত্তরাধিকার গ্রহণ করল বিধায়) একটা গুরুত্বপূর্ণ হিস্‌সা গ্রহণ করল। (আবূ দাউদ)

আলেম ঈর্ষণীয়

আলেমের মর্যাদা এত বেশী যে হাদীছ শরীফে বলা হয়েছে আলেম ঈর্ষা করার যোগ্য। বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَسَدَ اِلَّا فِىْ اِثْنَيْنِ رَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهٗ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب العلم – باب الاغتباط فى العلم والحكمة، ومسلم فى كتاب فضائل القرآن – باب فضل من يقوم بالقرآن الخ. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দুই ধরনের ব্যক্তির প্রতি হিংসা করা যায়। এক ব্যক্তি হল যাকে আল্লাহ তাআলা ধন-সম্পদ দান করেছেন, আর সে ব্যক্তি ঐ ধন-সম্পদ অকাতরে দ্বীনের কাজে ব্যয় করে। আর এক ব্যক্তি হল যাকে আল্লাহ তাআলা ধর্মীয় জ্ঞান দান করেছেন, আর সে ঐ ধর্মীয় জ্ঞান অনুযায়ী সবকিছুর ফয়সালা করে এবং অন্যদেরকে সেই ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দেয়। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা: এ হাদীছে 'হিংসা' বলে 'গেবতা'কে বোঝানো হয়েছে। হিংসা নিষেধ, গেবতা নিষেধ নয়। হিংসা বলা হয় কারও ভাল কিছু দেখে তা ধ্বংস হওয়া কামনা করা। আর গেবতা বলা হয় কারও নেক আমল দেখে নিজের জন্যও অনুরূপ হওয়ার কামনা করা। এরূপ কামনা করা নিষেধ নয়, বরং তা উত্তম।

আবেদের চেয়ে আলেমের ইবাদতে ছওয়াব বেশী

উলামায়ে কেরামের মর্যাদা ও ফযীলত বয়ান করে আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ. ثُمَّ قَالَ: اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ وَاَهْلَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِىْ جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ. رواه الترمذى فى ابواب العلم – باب ما جاء فى فضل الفقه على العبادة وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.

অর্থাৎ, হযরত আবূ উমামা বাহিলী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আবেদ তথা ইবাদতকারীর উপর আলেমের ফযীলত যথা আমার (মত একজন নবীর) ফযীলত তোমাদের একজন সাধারণ লোকের উপর। তারপর তিনি বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীবাসী এমনকি পৃথিবীর গর্তের পিপড়া এবং মাছ পর্যন্ত মানুষের (দ্বীনী ইল্‌মের) শিক্ষকের জন্য কল্যাণের দুআ করে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা: এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে– যে আলেম শুধু ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুআক্কাদা আদায় করার উপর ক্ষান্ত করে, তার মর্যাদা

www.maktabatulabrar.com

ঐ নফল ইবাদতকারীর চেয়ে যে আলেম নয় এত বেশী, যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশী।

এর কারণ হল ইল্‌ম থাকার কারণে উলামায়ে কেরামের মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় আসে। এই ভয় তাদেরকে গোনাহ থেকে বিরত রাখে এবং আমলের উপর উদ্বুদ্ধ করে ও আমলের উপর অটল রাখে। তদুপরি তারা জেনে আমল করেন ফলে তাদের আমল সহীহ-শুদ্ধ হয়।

আলেমদের জন্য ফেরেশতাসহ সকল মাখলূক দুআ করে

পূর্বে উল্লেখিত হযরত আবূ উমামা বাহিলী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়াও হযরত আবুদ্দারদা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত অপর এক হাদীছের শেষাংষে এসেছে–

عَنْ اَبِى الدَّرْدَآءِ مَرْفُوْعًا ..... وَاِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِىْ جَوْفِ الْمَآءِ. رواه ابو داود فى اول كتاب العلم.

অর্থাৎ, হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আসমান ও জমিনের অধিবাসীরা এবং পানির গর্ভের মাছ (পর্যন্ত) আলেমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। (আবূ দাউদ)

মৃত্যুর পরও আলেমের ছওয়াব জারী থাকে

আলেমগণ একদিকে বেশী ছওয়াবের অধিকারী হয়ে থাকেন, আবার মৃত্যুর পরও তাঁদের ছওয়াব জারী থাকে। এভাবে তাঁদের ছওয়াবের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهٗ اِلَّا مِنْ ثَلٰثَةٍ - اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهٗ. رواه مسلم فى كتاب الوصية – باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته. ورواه الترمذى فى ابواب الاحكام – باب ما جاء فى الوقف وقال: هذا حديث حسن صحيح. واللفظ لمسلم.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন মানুষ মারা যায় তখন তার

আমল (ও তার ছওয়াব) বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমল ব্যতিক্রম (যার ছওয়াব বন্ধ হয় না):- সদকায়ে জারিয়া, ইল্‌ম-যা দ্বারা মানুষের উপকার সাধিত হয়- এবং সু সন্তান- যে তার জন্য দুআ করে। (মুসলিম ও তিরমিযী)

ইল্‌মের সঙ্গে আমল থাকা চাই

তবে ইল্‌ম শুধু শিখলে হবে না, ইল্‌ম অনুযায়ী আমলও থাকতে হবে। নতুবা ঐ ইল্‌মেরও কোনো দাম থাকবে না। ইল্‌ম শেখার এত ফযীলত তো এজন্যই যে, সেই অনুযায়ী ইবাদত করা হবে, সেই অনুযায়ী আমল করা হবে। ইল্‌ম অনুযায়ী আমল না করলে সেই ইল্‌মের কোনো ফযীলত থাকে না। যার আমল নেই সে আলেমই আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য নয়। রেওয়ায়েতে এসেছে-

عَنْ سُفْيَانِ اَنَّ عُمَرَ (بْنَ الْخَطَّابِ) رضـ قَالَ لِكَعْبٍ مَنْ اَرْبَابُ الْعِلْمِ؟ قَالَ اَلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ بِمَا يَعْلَمُوْنَ قَالَ فَمَا اَخْرَجَ الْعِلْمَ مِنْ قُلُوْبِ الْعُلَمَآءِ؟ قَالَ اَلطَّمْعُ. رواه الدارمی فی باب صيانة العلم حديث رقم ٥٨٤ ورجاله ثقات.

অর্থাৎ, হযরত ওমর (রা.) কা'ব (রা.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, আলেম কারা? তিনি জওয়াব দিলেন- যারা ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করে। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ জিনিস আলেমদের অন্তর থেকে ইল্‌ম বের করে দেয়? জওয়াব দিলেন- লোভ। (সুনানে দারিমী)

যাদের ইল্‌ম আছে আমল নেই, তাদের উদাহরণ দিয়ে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا.

অর্থাৎ, তারা হল ঐ গাধার মত, যে গাধা পিঠে বহু কিতাবের বোঝা বহন করে চলে। (সূরা জুমুআ: ৫)

অতএব ইল্‌ম শিখে আমল করা চাই। আমল করাই মূল উদ্দেশ্য।

মুআল্লিমের ফযীলত

মুআল্লিম তথা কুরআন-হাদীছের ইলম যারা শিক্ষা দেন তাঁদের অনেক ফযীলত। পূর্বে 'আলেমের মর্যাদা ও ফযীলত' শীর্ষক পরিচ্ছেদে যেসব ফযীলতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তা মুআল্লিমের জন্যও প্রযোজ্য যদি তিনি আলেম হয়ে থাকেন। এ ছাড়া মুআল্লিম তথা শিক্ষক হওয়ার

www.maktabatulabrar.com

ভিত্তিতেও তার জন্য অনেক ফযীলত রয়েছে। এক হাদীছে মুআল্লিমকে সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আখ্যায়িত করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عُثْمَانَ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُكُمْ (وَفِيْ رِوَايَةٍ اَفْضَلُكُمْ) مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ. رواه البخاری فی ابواب فضائل القرآن - باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ورواه ابو داود فی كتاب الصلوة - باب فی ثواب قرائة القرآن. واللفظ للبخاری.

অর্থাৎ, হযরত ওছমান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ (আর এক বর্ণনায় আছে- ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ), যে কুরআন শরীফ (স্বয়ং) শিক্ষা করে এবং (অপরকে) শিক্ষা দেয়। (বোখারী ও আবূ দাউদ)

ফায়দা: উল্লেখিত ফযীলত ও মর্যাদা, শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া উভয় কাজের প্রত্যেকটি দ্বারাই হাছেল হবে। শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া উভয় কাজ এক সঙ্গে হওয়া জরূরী নয়।

অন্য এক হাদীছে মুআল্লিমকে ঈর্ষণীয় ব্যক্তি আখ্যায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ, মুআল্লিম এত মর্যাদার যে, তার মর্যাদা দেখে রীতিমত ঈর্ষা হতে পারে। বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَسَدَ اِلَّا فِيْ اِثْنَيْنِ رَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِيْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. متفق عليه. رواه البخاری فی كتاب العلم - باب الاغتباط فی العلم والحكمة، ومسلم فی كتاب فضائل القرآن - باب فضل من يقوم بالقرآن الخ. واللفظ للبخاری.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রা.) বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দুই ধরনের ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা করা যায়:- এক ব্যক্তি হল যাকে আল্লাহ তাআলা ধন-সম্পদ দান করেছেন, আর সে ব্যক্তি ঐ ধন-সম্পদ অকাতরে দ্বীনের কাজে ব্যয় করে।

আর এক ব্যক্তি হল যাকে আল্লাহ তাআলা ধর্মীয় জ্ঞান দান করেছেন, আর সে ঐ ধর্মীয় জ্ঞান অনুযায়ী সবকিছুর ফয়সালা করে এবং অন্যদেরকে সেই ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দেয়। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা: এ হাদীছে "হাছাদ" শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। হাছাদ শব্দের মূল অর্থ হিংসা। তবে এখানে হাছাদ বলে হিংসা নয় বরং 'গেবতা'কে বোঝানো হয়েছে। হাছাদ বা হিংসা নিষিদ্ধ, গেবতা নিষিদ্ধ নয়। হাছাদ বা হিংসা বলা হয় কারও ভাল কিছু দেখে তা ধ্বংস হওয়ার কামনা করা। আর গেবতা বলা হয় কারও নেক আমল দেখে নিজের জন্যও অনুরূপ হওয়ার কামনা করা। এরূপ কামনা করা নিষেধ নয়, বরং তা উত্তম।

আর এক হাদীছে মুআল্লিমের জন্য আসমান জমিনের সকলে দুআ করে বলা হয়েছে। হাদীছটি পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ. ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ وَاَهْلَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِىْ جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ. رواه الترمذى فى ابواب العلم – باب ما جاء فى فضل الفقه على العبادة وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.

অর্থাৎ, হযরত আবূ উমামা বাহিলী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আবেদ তথা ইবাদতকারীর উপর আলেমের ফযীলত যথা আমার (মত একজন নবীর) ফযীলত তোমাদের একজন সাধারণ লোকের উপর। তারপর তিনি বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীবাসী এমনকি পৃথিবীর গর্তের পিপড়া এবং মাছ পর্যন্ত মানুষের (দ্বীনী ইল্‌মের) শিক্ষকের জন্য কল্যাণের দুআ করে থাকে। (তিরমিযী)

ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করার ব্যাপারে উদাসীনতা

কুরআন-হাদীছের ইল্‌মের এত মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও আমরা এই ইল্‌ম শিক্ষা করার ব্যাপারে উদাসীন। মাসআলা-মাসায়েল শেখার এত

www.maktabatulabrar.com

গুরুত্ব এবং ফযীলত থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে আমরা উদাসীন। সারা জীবন নামায পড়েই যাচ্ছি, কিন্তু নামাযের মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে ভালভাবে অবগত নই। সারা জীবন উযূ, গোসল করে যাচ্ছি, অথচ পবিত্র হওয়ার সঙ্গে জড়িত এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মাসায়েল ও তরীকা ভালভাবে জানা নেই। রোযা, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি ফরয বিষয়গুলি সম্বন্ধেও ভালভাবে ইলম নেই। শুধু উযূ, গোসল, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত নয় প্রত্যেকটা বিষয়ের মাসায়েল জেনে জেনে আমল করতে হবে। নতুবা এক সময় বুঝে আসবে যে, ইল্‌ম না থাকার কারণে এবং গলদ তরীকায় আমল করার কারণে সারা যিন্দেগীর মেহনত মোজাহাদা বেকার সাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করুন।

যাহোক দ্বীনী ইল্‌ম অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদাপূর্ণ বিষয়, তাই দ্বীনী ইল্‌মের প্রতি অন্তরে আযমত এবং সম্মানবোধ রাখতে হবে। এই ইল্‌ম শিক্ষা করে কী হবে–এরূপ হীনম্মন্যতা পরিহার করতে হবে।

আলেমকে সম্মান করার গুরুত্ব ও ফযীলত

আলেম ব্যক্তি সম্মানিত ব্যক্তি হওয়ার কারণে বড়দের অন্তর্ভুক্ত। কোনো আলেম ব্যক্তি আলেম নন– এরূপ ব্যক্তির চেয়ে বয়সে ছোট হলেও তিনি বড়। অর্থাৎ, ইলমের কারণে তিনি বড়। অতএব বড় হিসাবে তিনি আদব-সম্মান পাওয়ার হকদার। ইসলামে বড়দের প্রতি আদব-সম্মানের গুরুত্ব এত বেশী যে, কারও মধ্যে এ গুণ উপস্থিত না থাকলে সে যেন ভাল মুসলমান বলেই আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য থাকে না। হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا. رواه الترمذى فى ابواب البر والصلة – باب ما جاء فى رحمة الصبيان وفى رواية ليس منا لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. وقال هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যারা ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা এবং বড়দের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়। (তিরমিযী)

আর এক হাদীছে স্পষ্টত আলেমদের সম্মান না করলে সে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শভুক্ত নয় বলা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيْرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ. رواه احمد فى مسنده حديث رقم ٢٢٦٥٤ واسناده حسن كذا فى هامشه وكذا قاله المنذرى فى الترغيب، ورواه الحاكم فى المستدرک حديث رقم ٤٦٥. ووافقه الذهبى فى التلخيص. واللفظ لاحمد.

অর্থাৎ, হযরত উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যারা বড়দের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না, ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা রাখে না এবং আমাদের আলেমদের হক জেনে সে অনুযায়ী কাজ করে না, তারা আমাদের দলভুক্ত নয় (অর্থাৎ, আমাদের আদর্শভুক্ত নয়।)। [মুসনাদে আহমদ ও মুস্তাদরকে হাকিম]

আলেমগণ সমাজের বড় ব্যক্তি। আর বড়দের মান্য করার মধ্যে বরকত নিহীত রয়েছে। এক হাদীছে এসেছে–

عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْبَرَكَةُ مَعَ اَكَابِرِكُمْ. رواه الحاكم فى المستدرک حديث رقم ٢١٠ وقال: صحيح على شرط البخارى. واقره عليه الذهبى فى التلخيص على المستدرک. ورواه ابن حبان فى صحيحه حديث رقم ٥٤٨.

অর্থাৎ, হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের আকাবির তথা বড়দের সঙ্গে বরকত রয়ে গেছে। (মুস্তাদরকে হাকিম ও সহীহ ইব্নে হিব্বান)

ইল্মে দ্বীন ও উলামায়ে দ্বীনের অবমাননা করা প্রসঙ্গ

আমরা নিজেদের সন্তানদের আলেম বানাতে চাই না, তাদেরকে কুরআন-হাদীছের শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চাই না। কারণ আমাদের মনে আলেমদের প্রতি মর্যাদাবোধ নেই। আমাদের কাছে আলেমদের মূল্যায়ন

www.maktabatulabrar.com

নেই। ইল্মের ফযীলত সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস নেই। এই ইল্ম যে ফযীলতপূর্ণ ইল্ম, এই লাইনের শিক্ষা যে মর্যাদার শিক্ষা, এই বুঝ আমাদের ভিতরে নেই। নতুবা আলেদেরকে আমরা ছোট মনে করতে পারতাম না। আমাদের সন্তানদেরকে দ্বীনী লাইনের শিক্ষায় শিক্ষিত করাকে হেয় মনে করতাম না।

আলেমদেরকে হেয় জানা ধর্মীয় জীবনের জন্য অনেক ক্ষতিকর। বিধর্মীরা সব সময় সমাজে আলেমদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করে তুলতে চেষ্টা করে। কারণ আলেমদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করে তুলতে পারলে সমাজের মানুষকে তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলা সহজ হবে এবং আলেমদের থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করা সহজ হবে। আর আলেমদের থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে তাদেরকে ধর্মের বিরুদ্ধে যে কোনো মন্ত্র গেলানো সহজ হবে, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে তাদেরকে ধর্ম বিরোধী করে গড়ে তোলা সহজ হবে। এজন্য বিধর্মীরা সব সময় চেষ্টা চালায় কীভাবে আলেমদেরকে সমাজে হেয় করে তোলা যায়। এই চেষ্টারই একটা অংশ হিসাবে এক শ্রেণীর লোক পরিকল্পিতভাবে সব সময় আলেমদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে থাকে। তাদের ব্যাপারে মুসলমানদের সাবধান থাকা চাই। আলেম সমাজের ব্যাপারে কোনো অপপ্রচারে মুসলমানদের কর্ণপাত করা উচিত নয়।

কেউ কেউ বলেন, আলেমদের এই দোষ সেই দোষ, কীভাবে তাদের প্রতি ভক্তি রাখব? কিন্তু মনে রাখতে হবে আলেমগণ ফেরেশতা বা নবী নন। তাঁরাও সাধারণ রক্ত মাংসের মানুষ। অতএব তাঁদেরও ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। তাঁরা যদি বাস্তবেই কোনো ভুল বা অন্যায় করেন, তাহলে সেটার অনুসরণ না করা চাই। তবে সেই সব ভুল-ত্রুটির কারণে তাঁদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না। তাঁদের প্রতি সম্পূর্ণ ভক্তি হারিয়ে ফেলা উচিত হবে না। তাঁদের সমালোচনায় লিপ্ত হওয়া ঠিক হবে না। বাস্তবে তাঁদের কোনো ভুল-বিচ্যুতি থাকলে তাঁদের সমপর্যায়ের বা তাঁদের চেয়ে বড় আলেম মুরব্বীগণ সেটা সংশোধন করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। সাধারণ মানুষদের উচিত হবে তাঁদের সমালোচনায় লিপ্ত না হওয়া। বরং তাঁদের জন্য দুআ করা চাই আল্লাহ পাক যেন তাঁদেরকে সেই ভুল-ত্রুটি থেকে ফিরিয়ে আনেন।

এক রেওয়ায়েতে আছে–

اِحْذَرُوْا زَيْغَةَ الْحَكِيْمِ وَلَا يُنْئِيَنَّكَ ذَالِكَ مِنْهُ. رواه ابو داود حديث رقم ٤٦١١ والبيهقى حديث رقم ١٠/٢١٠.

অর্থাৎ, তোমরা আলেমদের ভুল-বিচ্যুতি থেকে বেঁচে থাক, তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (আবূ দাউদ)

যাহোক কুরআন-হাদীছের শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের অমর্যাদা করা চাই না। তাঁদের অবমূল্যায়ন করা চাই না। তাঁদেরকে ছোট মনে করা চাই না। তাঁদেরকে হেয় মনে করা চাই না। তাঁদের প্রতি এই হীন দৃষ্টি থাকার কারণেই আমরা নিজেরা আলেম হতে পছন্দ করি না। নিজেদের সন্তানদেরকে আলেম বানাতে চাই না। আমরা সন্তানকে ইঞ্জিনিয়ার বানাব, ডাক্তার বানাব, বিজ্ঞানী বানাব– সেটাকে নিজেদের জন্য গর্বের বিষয় মনে করি, মর্যাদার বিষয় মনে করি, কিন্তু আমাদের সন্তানদেরকে আলেম বানাব, দ্বীনী লাইনের শিক্ষায় শিক্ষিত করব, সেটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না, সেটাকে সম্মানের বিষয় মনে করি না। আমরা সন্তানকে ডাক্তার বানাব, ইঞ্জিনিয়ার বানাব, বিজ্ঞানী বানাব, তা নিষেধ নয়। দুনিয়াবী লাইনের এসব শিক্ষা গ্রহণ করা হারাম বা নাজায়েয তো নয়। যদি নিয়ত সহীহ্ থাকে তাহলে এসব শিক্ষা গ্রহণ করাও ঠিক আছে। যদি নিয়ত সহীহ্ থাকে যে, এসব শিক্ষা গ্রহণ করে এর দ্বারা মানুষের সেবা করব, এর ওছীলায় আল্লাহ পাক আমাদের হালাল রিযিকের ব্যবস্থাও করে দিবেন– এরকম নিয়ত থাকলে এসব বিদ্যা গ্রহণ করাও জায়েয। কিন্তু যদি গলত নিয়ত থাকে যে, এই সব ডিগ্রি অর্জন করলে সরকারী চাকরি পাব, সুদ-ঘুষের মাধ্যমে অনেক টাকা-পয়সা অর্জন করতে পারব, তার দ্বারা গাড়ী-বাড়ী অনেক কিছু করতে পারব, অনেক আরাম-আয়েশে চলতে পারব, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে মানুষকে ফাঁকি দিয়ে অনেক টাকা-পয়সার লাইন করতে পারব। এরকম গলদ নিয়ত থাকলে এসব বিদ্যা শিক্ষা করা গোনাহের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ এই সব জ্ঞানকে গোনাহের কাজে লাগানো হবে। তাই তা গোনাহের কারণ হবে। এমনিতে কুরআন-হাদীছের ইল্‌ম ছাড়া অন্য কোনো জ্ঞানের নিজস্ব কোনো ফযীলত নেই, তবে ভাল নিয়ত থাকলে অর্থাৎ, তার মাধ্যমে অন্য কোনো ভাল কাজের নিয়ত থাকলে, অন্য কোনো ভাল কাজের ওছীলা বানালে সেটাও ছওয়াবের কাজ হতে পারে। কাজেই

www.maktabatulabrar.com

দুনিয়াবী লাইনের এসব বিদ্যা শিক্ষা করতে হলে নিয়ত সহীহ করে নিতে হবে। আর কুরআন-হাদীছের ইল্‌ম এমনিতেই অনেক ফযীলতের ইল্‌ম। অন্য কোনো নেক কাজের মাধ্যম বানানোর নিয়ত ছাড়াও সেটা ফযীলতের ইল্‌ম। তাছাড়া কুরআন-হাদীছের জ্ঞান শিক্ষা করাকে ফরয করা হয়েছে।

পালাক্রমে ইলম শিক্ষা করা

ইল্‌ম শিক্ষা করার অনেক গুরুত্ব ও ফযীলত থাকা সত্ত্বেও অনেকে কর্ম ব্যস্ততার কারণে ইলম শিক্ষা করার জন্য সময় সুযোগ বের করতে সক্ষম হয়ে ওঠেন না। এরূপ লোকদের জন্য ইলম শিক্ষা করার একটা ব্যবস্থা তা-ই হতে পারে যা হযরত ওমর (রা.) ও তাঁর এক সঙ্গী অবলম্বন করেছিলেন। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عُمَرَ رضـ قَالَ: كُنْتُ اَنَا وَجَارٌ لِىْ مِنَ الْاَنْصَارِ فِىْ بَنِىْ اُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِىَ مِنْ عَوَالِى الْمَدِيْنَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُوْلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ يَنْزِلُ يَوْمًا وَاَنْزِلُ يَوْمًا، فَاِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهٗ بِخَبَرِ ذَالِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْىِ وَغَيْرِهٖ، وَاِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَالِكَ. رواه البخارى فى كتاب العلم – باب التناوب فى العلم.

অর্থাৎ, হযরত ওমর (রা.) বলেন যে, আমি এবং মদীনার আওয়ালী এলাকার অধিবাসী আমার এক আনসারী প্রতিবেশী – আমরা দু'জন পালাক্রমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট গমন করতাম। যেদিন আমি গমন করতাম আমি সেদিনকার ওহী ইত্যাদি যা কিছু সম্বন্ধে অবগত হতাম তা আমার প্রতিবেশীকে জানাতাম। আর যেদিন সে গমন করত সেও অনুরূপ করত। (বোখারী)

ফায়দা: এ হাদীছের অনুসরণ করে আমাদেরও উচিত উলামায়ে কেরামের সোহবতে গিয়ে ইল্‌ম শিক্ষা করা। কর্মব্যস্ততার কারণে নিজে প্রতিদিন যেতে না পারলেও পরিকল্পিতভাবে সাথী-সংগীদের মধ্যে কাউকে পাঠানো এবং দিনের শেষে একটা সময়ে তার কাছ থেকে জেনে নেওয়া।

ইলম শিক্ষা করার নিয়ত প্রসঙ্গ

ইলম শিক্ষা করার যত ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে, সে সব ফযীলত তখন পাওয়া যাবে যখন ইলম শিক্ষা করার নিয়ত সহীহ হবে। নিয়ত গলদ

হলে ফযীলত পাওয়া যাবে না বরং তাতে শাস্তির হুমকী রয়েছে। ইলম শিক্ষা করতে হবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে অর্থাৎ, ইলম অনুযায়ী আমল করে মহান আল্লাহকে রাজী-খুশী করার নিয়তে। এছাড়া অন্যান্য নিয়তে ইল্‌ম শিক্ষা করা হবে গলদ নিয়ত। যেমন– সম্পদ অর্জন করার নিয়তে ইলম শিক্ষা করা, মানুষের কাছে জ্ঞানী হিসাবে সম্মান লাভ করার নিয়তে ইলম শিক্ষা করা, জ্ঞানীদের সঙ্গে তর্কে বিজয়ী হওয়ার নিয়তে ইলম শিক্ষা করা, মূর্খদের সামনে জ্ঞান ফলানোর নিয়তে ইলম শিক্ষা করা ইত্যাদি। এগুলি হল গলদ নিয়ত। এক হাদীছে এরূপ কয়েকটা গলদ নিয়তের কথা তুলে ধরে ইলম শিক্ষার পশ্চাতে এসব গলদ নিয়ত না রাখার কথা বলা হয়েছে এবং এরূপ গলদ নিয়ত থাকলে জাহান্নামের হুমকি প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوْا بِهِ الْعُلَمَآءَ وَلَا لِتُمَارُوْا بِهِ السُّفَهَآءَ وَلَا تَخَيَّرُوْا بِهِ الْمَجَالِسَ. فَمَنْ فَعَلَ ذَالِكَ فَالنَّارُ اَلنَّارُ. رواه ابن ماجة فى المقدمة – باب الانتفاع بالعلم والعمل به. وفى الزوائد رجال اسناده ثقات. ورواه ابن حبان فى صحيحه حديث رقم ٧٧. والحديث صحيح بشواهده.

অর্থাৎ, হযরত জাবের (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা ইল্‌ম শিক্ষা কর না এ উদ্দেশ্যে যে, তা দ্বারা আলেমদের সঙ্গে অহংকার প্রদর্শন করবে, আর না এ উদ্দেশ্যে যে, তা দ্বারা মূর্খদের সঙ্গে তর্ক করবে, আর না এ উদ্দেশ্যে যে, তা দ্বারা মজলিসে বিশেষ স্থান দখল করবে। কেউ এরূপ নিয়তে ইলম শিক্ষা করলে (তার জন্য রয়েছে) আগুন আগুন! (ইব্‌নে মাজা ও সহীহ ইব্‌নে হিব্বান)

ইত্তিবায়ে সুন্নাতের গুরুত্ব ও ফযীলত

"ইত্তিবায়ে সুন্নাত" অর্থ সুন্নাতের অনুসরণ তথা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর আদর্শ ও তরীকা অনুসরণ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আদর্শ ও তরীকা অনুসরণ করার নির্দেশ প্রদান করে গেছেন, মজবূতভাবে তাঁর আদর্শ ও তরীকা আঁকড়ে থাকার কথা বলেছেন এবং তাঁর আদর্শ ও তরীকা থেকে যে বিমুখ হবে সে তাঁর

উম্মতভুক্ত নয় বলে ঘোষণা করে গেছেন। হযরত ইর্‌বায ইবনে সারিয়া (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীছের একাংশে এসেছে–

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَآءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. رواه ابو داود فى كتاب السنة – باب فى لزوم السنة، ورواه الترمذى فى ابواب العلم – باب الاخذ بالسنة واجتناب البدعة. وقال: هذا حديث حسن صحيح. واللفظ لابى داود.

অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা আমার ও খোলাফায়ে রাশেদীনের তরীকা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাক। তোমরা সেটা মজবূতভাবে ধারণ কর, মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধর।

(আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

অন্য এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَنَسٍ رضـ مَرْفُوْعًا ..... مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ. رواه مسلم فى اول كتاب النكاح.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়। (মুসলিম)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর তরীকা অনুসরণ করার অর্থ হল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর অনুসরণ করা। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর অনুসরণ করলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসা হয়। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসলে আল্লাহ্‌র ভালবাসা পাওয়া যায়। আর আল্লাহ্‌র ভালবাসা পাওয়া গেলে নাজাত পাওয়া যায়, জান্নাত লাভ হয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ. الاية.

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও– যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর; আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন। (সুরা আলে ইমরান: ৩১)

www.maktabatulabrar.com

এহ্ইয়ায়ে সুন্নাতের ফযীলত

"এহ্ইয়ায়ে সুন্নাত" অর্থ সুন্নাত জেন্দা করা। অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শভুক্ত কোনো আমল জেন্দা করা। আর কোনো আমল জেন্দা করার অর্থ হল– ব্যাপকভাবে যেটার আমল হচ্ছে না, ব্যাপকভাবে যে আমলটা বর্জিত হয়ে চলেছে, এরকম আমল চালু করা। চালু করার উপায় হল– নিজে আমল করে এবং মুখে অন্যকে বলে উৎসাহ প্রদান করা। "এহ্ইয়ায়ে সুন্নাত" একটি অত্যন্ত ফযীলতের আমল। এর দ্বারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে মহব্বত পয়দা হয় এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে জান্নাত লাভ করা যায়।

এক হাদীছে এসেছে–

قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضـ قَالَ لِیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..... يَا بُنَيَّ! مَنْ اَحْيٰى سُنَّتِیْ فَقَدْ اَحْيَانِیْ (وَفِیْ نُسْخَةٍ فَقَدْ اَحَبَّنِیْ) وَمَنْ اَحْيَانِیْ (وَفِیْ نُسْخَةٍ وَمَنْ اَحَبَّنِیْ) كَانَ مَعِیْ فِی الْجَنَّةِ. رواه الترمذی فی ابواب العلم – باب الاخذ بالسنة واجتناب البدعة. وقال: هذا حديث حسن غريب.

অর্থাৎ, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, ... হে বৎস! যে আমার সুন্নাত জেন্দা করল সে আমাকে জেন্দা করল (আর এক বর্ণনায় আছে– সে আমাকে ভালবাসল) আর যে আমাকে জেন্দা করল (আর এক বর্ণনায় আছে– যে আমাকে ভালবাসল) সে আমার সঙ্গে জান্নাতে থাকবে। (তিরমিযী)

অন্য এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ اَلْمُزَنِیِّ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِیْ فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ، كَانَ لَهٗ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا. رواه الترمذی فی كتاب العلم – باب ما جاء فی الاخذ بالسنة واجتناب البدعة وقال: هذا حديث حسن، ورواه ابن ماجة فی المقدمة – باب من احيا سنة قد اميتت. واللفظ لابن ماجة.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, হযরত আম্র ইব্নে আউফ মুঝানী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার কোনো আদর্শ জেন্দা করল, অতঃপর (তার অনুসরণে আরও যত) মানুষ সে বিষয়ে আমল করল, সেই আমলকারীকে সকলের আমলের সমপরিমাণ ছওয়াব দেওয়া হবে। এতে ঐ অনুসরণকারী লোকদের (আমলের) ছওয়াব কমবে না। (তিরমিযী ও ইব্নে মাজা)

বেদআতের খারাবী

বেদআত শব্দের আভিধানিক অর্থ পূর্ব নমূনাবিহীন কোনো কিছু সৃষ্টি করা। শরীআতের পরিভাষায় বেদআত বলা হয় প্রত্যেক এমন কথা বা কাজকে, যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম (রা.), তাবিঈন ও তাবে তাবিঈনের যুগের পর ইসলামের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, সংযোজিত হয়েছে, অথচ কুরআন, সুন্নাহ্ কিংবা খায়রুল কুরূন (পূর্ব বর্ণিত কল্যাণের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত তিন যুগ)–এর কোথাও কথা, কাজ, স্পষ্ট বা ইংগিতমূলক কোনো প্রকার দলীলেই তার প্রমাণ নেই। মানুষ ছওয়াবের বাসনায় এর উপর আমল করে, আবার ভাবে এটা একটা দ্বীনী বিষয়।

ইত্তিবায়ে সুন্নাতের গুরুত্ব ও ফযীলত যেমন অধিক, তেমনি সুন্নাতের বিপরীত– বেদআতের অনুসরণও অতি নিন্দনীয়। সুন্নাত যেমন আঁকড়ে থাকা জরুরী, বেদআত থেকে বেঁচে থাকাও তেমনি জরূরী। বেদআত থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়ে এবং বেদআতের খারাবী ও নিন্দা বয়ান করে এক হাদীছে বলা হয়েছে,

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رضـ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ..... اِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. رواه ابو داود فی كتاب السنة – باب فی لزوم السنة، ورواه الترمذی فی ابواب العلم – باب الاخذ بالسنة واجتناب البدعة. وقال: هذا حديث حسن صحيح. واللفظ لابی داود.

অর্থাৎ, হযরত ইর্বায ইব্নে সারিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ... তোমরা নতুনসৃষ্ট বিষয় থেকে বেঁচে থাক। কেননা, প্রত্যেকটা নতুনসৃষ্ট বিষয় বেদআত, আর প্রত্যেকটা বেদআত গোমরাহী। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

বেদআত এত জঘন্ন পাপ যে, এই পাপ বর্জন না করা পর্যন্ত তাওবা কবূল হয় না। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ اللّٰهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتّٰى يَدَعَ بِدْعَتَهُ.

رواه الطبرانى واسناده حسن كذا فى الترغيب والترهيب.

অর্থাৎ, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বেদআতী যতক্ষণ তার বেদআত পরিত্যাগ না করে আল্লাহ তার তাওবাকে আঁটক রাখেন। (তাবারানী)

বেদআত বর্জন না করলে তাওবা নছীব না হওয়ার একটা বিশেষ কারণ হল– যারা বেদআত করে তারা সেটাকে বেদআত মনে করে করে না বরং সেটাকে নেককাজ ভেবে করে করে থাকে। ফলে বেদআতে লিপ্ত হওয়ায় তাদের মনে কোনোরূপ অনুশোচনা আসে না। বরং বেদআত করে তাদের মনে আনন্দ লাভ হয়। আর অনুশোচনা না আসলে তাওবাও করা আসে না। একজন মানুষ সে কাজ থেকেই তাওবা করে থাকে যে কাজকে সে পাপ মনে করে, ফলে তার মনে সেই কাজের জন্য অনুশোচনা জাগে। এর থেকেই তার মনে তাওবার চেতনা জাগ্রত হয়। বেদআতী লোক বেদআত করার কারণে অনুতপ্ত হয় না, ফলে তার মনে তা থেকে তাওবার চেতনাও জাগ্রত হয় না। তাই বেদআত থেকে বেদআতীর তাওবাও নছীব হয় না। এভাবে যেকোনো পাপের কাজকে পাপ মনে না করলে তা থেকে তাওবা নছীব হয় না। একারণে পাপ করা যতটুকু খারাপ তার চেয়ে অধিক খারাপ হল যদি সেই পাপকে পাপ মনে না করা হয়। কারণ, একজন মানুষ পাপকে পাপ জেনে সে পাপে লিপ্ত তার তাওবা নছীব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পক্ষান্তরে কোনো পাপে লিপ্ত ব্যক্তি যদি সেই পাপকে পাপই মনে না করে তাহলে তার সে পাপ থেকে তাওবা নছীব হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

বেদআতের খারাবী বয়ান করে আর এক হাদীছে এসেছে–

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا اَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً اِلَّا رُفِعَ

مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ" فَتَمَسُّكٌ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ اِحْدَاثِ بِدْعَةٍ. رواه احمد فى مسنده حديث رقم ١٦٩٠٧. والحديث حسنه ابن حجر العسقلانى والسيوطى وخالفه المناوى كذا فى هامشه.

অর্থাৎ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "কোনো সম্প্রদায় কোনো বেদআত আবিষ্কার করলে অনুরূপ সুন্নাত উঠে যায়।" (বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন,) অতএব কোনো বেদআত আবিষ্কার করার চেয়ে সুন্নাতকে আঁকড়ে থাকাই উত্তম। (মুসনাদে আহমদ)

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বেদআত থেকে হেফাজত করুন। এবং সুন্নাতকে আঁকড়ে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةُ.

যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে,
তারাই উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি। (সূরা বাইয়্যিনাহ : ৭)

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফাযায়েলে ঈমান ও কালেমা

www.maktabatulabrar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফাযায়েলে ঈমান ও কালেমা

ঈমানের গুরুত্ব

ঈমান হচ্ছে সমস্ত আমলের বুনিয়াদ। যার ঈমান নেই তার কোনো আমল কবূল হয় না। যার ঈমান সহীহ নয়, তার আমল গ্রহণযোগ্য হয় না। ঈমান হচ্ছে আমলের রূহ। রূহ তথা প্রাণ ছাড়া দেহ যেমন, ঈমান ছাড়া আমলও তেমনি। ঈমান না থাকলে আমল প্রাণহীন হয়ে যাওয়ার কারণে সে আমলের কোন গ্রহণযোগ্যতা থাকে না।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ. الاية

অর্থাৎ, যারা কাফের (অর্থাৎ, যাদের ঈমান ঠিক নেই) তাদের আমল সমূহ মরুভূমির মরিচিকার মত। (সুরা নূর: ৩৯)

ব্যাখ্যা: মরুভূমিতে দূরের থেকে মনে হয় ঐযে অনেক পানি, কিন্তু নিকটে গেলে দেখা যায় পানির কোনো নাম-নিশানা নেই। অর্থাৎ, দূরের থেকে মনে হয় অনেক কিছু কিন্তু আসলে কিছুই নয়। যাদের ঈমান নেই, তাদের আমলও অনুরূপ– মনে হবে অনেক আমল করা হচ্ছে, কিন্তু আসলে কিছুই হচ্ছে না। আসল সময়ে অর্থাৎ, পরকালে দেখা যাবে আমলের কিছুই নেই। তাই ঈমান দুরস্ত করা মানুষের বুনিয়াদী ফরয। যার ঈমান নেই তার কোনো আমল কবূল হয় না। যার ঈমান নেই পরকালে সে কোনো আমলের ছওয়াব পাবে না।

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِنِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ يَوْمٍ عَاصِفٍ. لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْئٍ.

অর্থাৎ, যারা তাদের রবের প্রতি অবিশ্বাসী তথা কাফের, তাদের আমলসমূহের উদাহরণ হল ছাইভস্মের মত যার উপর দিয়ে ধুলিঝড়ের দিন প্রবল বাতাস বয়ে যায়। তাদের উপার্জনের কোনো অংশই তাদের করতলগত হবে না। (সূরা ইবরাহীম: ১৮)

ফায়দা: উপরোক্ত আয়াতদ্বয় থেকে বুঝা গেল– ঈমান-আকীদা দোরস্ত না থাকলে যতই আমল করা হোক সে আমলের কোনো ছওয়াব পাওয়া যাবে না। তাই ঈমান-আকীদা দোরস্ত করা মানুষের বুনিয়াদী ফরয বা মৌলিক দায়িত্ব। যারা শুধু আমলের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকে, ঈমান-আকীদা দোরস্ত করার প্রতি গুরুত দেয় না, তারা বড়ই ভুলের মধ্যে রয়েছে।

ঈমানের ফযীলত

ঈমানের অনেক ফযীলত রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নে বিশেষ কয়েকটি ফযীলত বর্ণনা করা হল।

উভয় জগতের শান্তি ও কামিয়াবী লাভ

ঈমান দ্বারা দুনিয়া আখেরাত সব জগতের শান্তি ও কামিয়াবী লাভ করা যায়। আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরা বাকারা-র শুরুতে পরহেযগার মানুষের পরিচয় দিতে গিয়ে ঈমান আমলের কথা বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ, বোঝানো হয়েছে যে, যারা ঈমান-আমলের উপর থাকে তারাই পরহেযগার। তারপর আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

www.maktabatulabrar.com

أُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

অর্থাৎ, যারা এরকম ঈমান আমলের উপর থাকে, তারাই হেদায়েতপ্রাপ্ত, আর তারাই (প্রকৃত) কামিয়াব বা সফলকাম। (সূরা বাকারা : ৫)

অর্থাৎ, ঈমানদারগণ দুনিয়াতেও সফলকাম আখেরাতেও সফলকাম। ঈমান দ্বারা দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতে কামিয়াব তথা সফলকাম হওয়া যায়।

ঈমান হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ফযীলতের আমল

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ؟ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ. قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الايمان – باب من قال ان الايمان هو العمل. ورواه مسلم فى كتاب الايمان – باب كون الايمان بالله افضل الاعمال. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল– কোন্ আমলের ফযীলত সবচেয়ে বেশী? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমানের। আবার জিজ্ঞাসা করা হল তারপর কোন্ আমলের? তিনি বললেন, আল্লাহ্র রাস্তায় জেহাদের। আবার জিজ্ঞাসা করা হল তারপর কোন্ আমলের? তিনি বললেন, মাকবূল হজ্জের। (বোখারী ও মুসলিম)

ঈমানের সবচেয়ে বড় ফযীলত হল– ঈমান দ্বারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং জান্নাত লাভ হয়। হাদীছে এসেছে–

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ شَهِدَ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ. رواه مسلم فى كتاب الايمان – باب الدليل على ان من مات على التوحيد دخل الجنة.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, হযরত উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা.) বলেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি– যে ব্যক্তি লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ–এর স্বাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ তার উপর জাহান্নামকে হারাম করে দিবেন। (মুসলিম)

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে– ঈমানদার ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। যদি তার গোনাহও থাকে, তবুও গোনাহ পরিমাণ শাস্তি ভোগ করার পর এক সময় সে জান্নাতে যেতে পারবে। কিংবা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ হলে শাস্তি ব্যতীত শুরু থেকেই জান্নাতে যেতে পারবে। কিন্তু যার ঈমান নেই, সে কোনো দিনই জান্নাতে যেতে পারবে না। সে অনন্তকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَنَسٍ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذٌ رَدِيْفُهٗ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ! قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ يَا مُعَاذُ! قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ يَا مُعَاذُ! قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلَاثًا. قَالَ: مَا مِنْ اَحَدٍ يَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ صِدْقًا مِّنْ قَلْبِهٖ اِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ. قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَفَلَا اُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ؟ فَيَسْتَبْشِرُوْا. قَالَ اِذًا يَّتَّكِلُوْا. فَاَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهٖ تَاَثُّمًا. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب العلم – باب من خص بالعلم قوما دون قوم، ومسلم فى كتاب الايمان – باب الدليل على ان من مات على التوحيد دخل الجنة. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) বলেন, একদিন হযরত মুআয ইব্নে জাবাল একই হাওদার উপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর পিছনে আরোহীর পিঠে আরোহী ছিলেন। এ অবস্থায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডাকলেন– হে মুআয! মুআয (রা.) উত্তর দিলেন আমি হাজির ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার আদেশ শিরোধার্য। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার তাকে ডাকলেন– হে মুআয! মুআয

(রা.) উত্তর দিলেন আমি হাজির ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার আদেশ শিরোধার্য। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার তাকে ডাকলেন– হে মুআয! মুআয (রা.) উত্তর দিলেন আমি হাজির ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার আদেশ শিরোধার্য। এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তিনবার ডাকলেন এবং মুআয (রা.) তিনবারই উত্তর দিলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি মন থেকে সত্য জেনে লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ–এর স্বাক্ষ্য দিবে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন। তখন হযরত মুআয (রা.) আরজ করলেন ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি কি লোকদেরকে এ সুসংবাদ দিয়ে দিব না, যাতে তারা খুশী হয়? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না, তাহলে তারা কেবল এরই উপর ভরসা করে বসে থাকবে। হযরত আনাস (রা.) বলেন, মুআয (রা.) কেবল হাদীছ গোপন করার অপরাধে অপরাধী হওয়ার ভয়েই তার মৃত্যুকালে এ হাদীছ সম্পর্কে খবর দিয়ে যান। (বোখারী ও মুসলিম)

ঈমানের ইহকালীন ফায়দাসমূহ

পূর্বে বর্ণিত আয়াত ও হাদীছসমূহে ঈমানের পরকালীন কামিয়াবী ও পরকালীন ফায়দার কথা বয়ান করা হয়েছে। ঈমান দ্বারা মানুষ যেমন পরকালে কামিয়াব হয়, তেমনি দুনিয়াতেও কামিয়াব হয়, ঈমান দ্বারা যেমন পরকালের ফায়দা হাছেল হয়, তেমনি ইহকালের ফায়দাও হাছেল হয়। ঈমানের পরকালীন কল্যাণ যেমন রয়েছে, ইহকালীন কল্যাণও তেমনি রয়েছে। দুনিয়ার সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা, প্রাচুর্য - এই সবকিছুর সঙ্গে ঈমানের সম্পর্ক রয়েছে। ঈমান দ্বারা এই সবকিছু অর্জন হয়ে থাকে। এমনকি ঈমানের ভিত্তিতে মানুষ দুনিয়ার ক্ষমতা পর্যন্ত লাভ করতে পারে, যা দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় কামিয়াবী বলে গণ্য হয়ে থাকে। কুরআন-হাদীছে এসব বিষয়ে প্রচুর তথ্য রয়েছে।

ঈমানের ইহকালীন একটি বড় ফায়দা হল– ঈমান দ্বারা দুনিয়ার ক্ষমতা অর্জিত হয়। এক আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ.

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ায় ক্ষমতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। (সূরা নূর : ৫৫)

www.maktabatulabrar.com

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, ঈমানের দ্বারা মানুষ দুনিয়ার সর্বোচ্চ কাম্য বিষয় –ক্ষমতা পর্যন্ত অর্জন করতে পারবে।

এ আয়াতে একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, আল্লাহ পাক একথা বলেননি যে, তোমরা ক্ষমতা লাভ কর, তাহলে ঈমান আসবে, আমল আসবে। অর্থাৎ, ঈমান আমল প্রতিষ্ঠা করার জন্য ক্ষমতা লাভ করা পূর্বশর্ত– আল্লাহ পাক একথা বলেননি বরং ঈমান আমল প্রতিষ্ঠিত হলে আল্লাহ পাক ফলস্বরূপ ক্ষমতা দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিছু লোক বলে থাকে যে, ক্ষমতায় না আসলে ঈমান প্রতিষ্ঠিত হবে না, ক্ষমতা না হলে আমল প্রতিষ্ঠিত হবে না, ক্ষমতা অর্জন ছাড়া দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে না, তাদের কথা ঠিক নয়। কেননা, আল্লাহ পাক বলেছেন যে, ঈমান আমল আসলে তারপর আল্লাহ পাক ঈমানদারদেরকে ক্ষমতা দিবেন।

তবে হ্যাঁ একথা বলা উদ্দেশ্য নয় যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করার জন্য কোনো উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনই নেই। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকার ফায়দা অনস্বীকার্য। ক্ষমতা থাকলে দ্বীনের এমন অনেক কাজ করা যায় যা ক্ষমতা ছাড়া করা যায় না, কিন্তু অধিকাংশ দ্বীনের কাজ করার জন্য ক্ষমতা অর্জন পূর্বশর্ত নয় বরং দ্বীনের মৌলিক কাজ (ঈমান ও আমল) করলেই আল্লাহ পাক দুনিয়ার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রদান করবেন– একথাই কুরআনের উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায়।

ঈমানের আর একটি পার্থিব ফায়দা হল– ঈমান দ্বারা শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ হয়। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেন,

وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا.

অর্থাৎ, তোমরা ঈমান আনলে, আমল করলে তোমাদের জীবনে যে নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করছে, সেটার পরিবর্তন ঘটিয়ে (আল্লাহ পাক তোমাদেরকে) নিরাপত্তা দান করবেন। (সূরা নূর : ৫৫)

বুঝা গেল– ঈমান আমল দ্বারা জীবনের নিরাপত্তা অর্জিত হয়। এটা ঈমানের ইহকালীন একটি বড় ফায়দা।

প্রশ্ন হতে পারে ঈমানের সঙ্গে নিরাপত্তার কী সম্পর্ক? ঈমান দ্বারা নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয় কীভাবে? তাহলে শুনুন– একজন মানুষ যখন ঈমান আনয়ন করে, তখন তার ভিতরে আল্লাহর ভয় আসে, পরকালের ভয় আসে। তখন সে চুরি-ডাকাতি করতে পারে না, রাহাজানি করতে পারে না,

মানুষের জান-মাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে না। কারণ, তার মধ্যে আযাবের ভয় থাকে। এভাবে ঈমান মানুষকে সমস্ত অপকর্ম থেকে বিরত রাখে। আর সমাজ যখন এসমস্ত অপকর্ম অর্থাৎ, চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, খুন-খারাবি থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখনই সেই সমাজে সত্যিকারভাবে জীবনের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর যখন মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে না, তখন তারা মানসিক ভাবে স্বস্তি পায়, শান্তি বোধ করে। এভাবে ঈমান আমলের দ্বারা মানুষ দুনিয়াতে শান্তি এবং নিরাপত্তা লাভ করতে পারে।

ঈমান এসে গেলে যে মানুষ এ সমস্ত অপকর্ম করতে পারে না– তা বয়ান করে এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: لَایَزْنِی الزَّانِیْ حِیْنَ یَزْنِیْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا یَشْرَبُ الْخَمْرَ حِیْنَ یَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا یَسْرِقُ حِیْنَ یَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا یَنْتَهِبُ نُهْبَةً یَرْفَعُ النَّاسُ اِلَیْهِ فِیْهَا اَبْصَارَهُمْ حِیْنَ یَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

متفق علیه. رواه البخاری فی ابواب المظالم والقصاص – باب النهبی بغیر اذن صاحبه، ورواه مسلم فی کتاب الایمان – باب بیان نقصان الایمان بالمعاصی الخ. واللفظ للبخاری.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একজন মানুষ যার মধ্যে ঈমান আছে, সে জেনা করতে পারে না, একজন মানুষ যার মধ্যে ঈমান আছে সে শরাব পান করতে পারে না, একজন মানুষ যার মধ্যে ঈমান আছে সে চুরি করতে পারে না, একজন মানুষ যার মধ্যে ঈমান আছে সে প্রকাশ্যে জন সমক্ষে ছিনতাই করতে পারে না। (বোখারী ও মুসলিম)

ফায়দা: এ হাদীছ থেকে বুঝা গেল– ঈমানের চেতনা মানুষকে এ সমস্ত অপরাধ থেকে বিরত রাখে। আর একথা বাস্তব সত্য যে, একমাত্র ঈমানের চেতনাই মানুষকে এ সমস্ত অপরাধ থেকে বরং যাবতীয় অপরাধ থেকে বিরত রাখতে পারে। দুনিয়ার অন্য কোনো শক্তি মানুষকে অপরাধ থেকে বিরত রাখতে পারে না। যতই কড়া আইন প্রণয়ন করা হোক না

www.maktabatulabrar.com

কেন, যতই কঠোর শাস্তির বিধান তৈরী করা হোক না কেন, যতই কঠোর শাসন-ব্যবস্থা চালু করা হোক না কেন, তা মানুষকে পুরোপুরিভাবে কখনোই অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না। আইনের রক্ত চক্ষু সব অপরাধ দেখতে পারে না। অপরাধকারীরা আইনের চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে পর্দার অন্তরালে গিয়ে অন্যায় করবে, যেখানে শাসনের চোখ দেখে না। কিন্তু কারও মধ্যে আল্লাহর আযাবের ভয় থাকলে অর্থাৎ, ঈমানী চেতনা তাজা থাকলে সে লোক চক্ষুর আড়ালে গিয়েও, গোপনে গিয়েও কোনো অন্যায় করতে পারবে না। কারণ, সেই গোপন অবস্থানে গিয়েও তার এই বিশ্বাস থাকবে যে, দুনিয়ার কোনো চক্ষু আমাকে না দেখলেও মহান আল্লাহর কাছ থেকে আমি কোনো কিছু লুকাতে পারছি না। তাই গোপন অবস্থানে গিয়েও, পর্দার আড়ালে গিয়েও সে অন্যায় করতে পারবে না। এভাবে ঈমানী চেতনাই একমাত্র পুরোপুরিভাবে সমাজের মানুষকে অন্যায় থেকে বিরত রাখতে পারে। তাই দেখা গেছে যখন সত্যিকার অর্থে মানুষের ভিতরে ঈমানী চেতনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর জামানায়, সাহাবায়ে কেরাম (রা.)–এর জামানায়, তখন মানুষের মাঝে এই সমস্ত অন্যায় অপরাধ ছিল না। মানুষ তখন শান্তি-নিরাপত্তায় বসবাস করত। একজন মহিলা একাকী ইয়ামান থেকে সুদূর শাম পর্যন্ত চলে যেত, সে তার জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর ব্যাপারে কোনো রকম আশংকা বোধ করত না। সম্পূর্ণ নিরাপত্তার সঙ্গে একা একাই সে এই সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে যেত। ঈমানের বদৌলতে তখন সমাজে এরকম শান্তি, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

কিন্তু মানুষ যখন শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার এই ব্যবস্থাকে ছেড়ে দিয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এবং দূর্নীতি ও অন্যায় অপরাধকে দূর করার জন্য নানান রকম আইন প্রণয়ন শুরু করেছে, আসল ব্যবস্থা ছেড়ে দিয়ে যখন নকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তখন তারা শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

সমগ্র পৃথিবীর অন্যায় অপরাধকে দমন করার জন্য "ইন্টারপোল" গঠন করা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন সংস্থা হিসাবেই এই "ইন্টারপোল" গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু এটা গঠন করার পর আন্তর্জাতিক অপরাধ কমেনি বরং দিন দিন বেড়েই চলেছে।

আমরা দেখেছি আমাদের সমাজে একটা অন্যায় অপরাধ ঘটলে সেটাকে দূর করার জন্য, সেটার ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য একটা তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। সেই তদন্ত কমিটির মধ্যে আবার অপরাধ ঢুকে পড়ে। সেই অপরাধ তদন্ত করার জন্য আবার আরেকটা তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এভাবে কমিটির পর কমিটি গঠন করা হয়, আইনের পর আইন প্রণয়ন করা হয়, কিন্তু অবস্থার উন্নতি হয় না। মানুষের শান্তি-নিরাপত্তা দিন দিন হ্রাসই পায়, মানুষের শান্তি-নিরাপত্তা বিঘ্নিতই হয়ে চলে। কারণ অপরাধ দূর করার জন্য যে ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করি, সেটা ভুল ব্যবস্থা। উর্দূতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে–

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

অর্থাৎ, যতই চিকিৎসা করছি ততই রোগ বেড়ে যাচ্ছে, কারণ চিকিৎসা হচ্ছে ভুল। ভুল চিকিৎসার কারণেই রোগ বেড়ে চলছে।

সত্যিকারভাবে সমাজে শান্তি-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে ঈমানী ব্যবস্থায় চলে আসতে হবে। যখন মানুষের মধ্যে ঈমানী চেতনা সৃষ্টি হবে, তখন মানুষ জেনা করতে পারবে না। যখন মানুষের মধ্যে ঈমানী চেতনা জাগ্রত থাকবে, তখন মানুষ চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন-খারাবি করতে পারবে না। যখন মানুষের মধ্যে ঈমান থাকবে, তখন মানুষ অন্যের জান-মাল, ইজ্জত আব্রু নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারবে না। এভাবেই অন্যায় অপরাধ দূর হবে, এভাবেই জীবনের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে, এভাবেই মানুষের মধ্যে শান্তি-স্বস্থি ফিরে আসবে।

ঈমান আমলের আর একটি দুনিয়াবী বড় ফায়দা হল মনের প্রশান্তি। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ.

অর্থ: আল্লাহর স্মরণ দ্বারা মনের প্রশান্তি লাভ হয়। (সূরা রা'দ : ২৮)

ফায়দা: আয়াত থেকে বুঝা গেল– আল্লাহ পাকের ইবাদত-বন্দেগী করার দ্বারা, ঈমান আমলের দ্বারা মানুষের অন্তরে প্রশান্তি আসে।

এই প্রশান্তি কীভাবে আসবে, তা আমরা নিজেরাও পরীক্ষা করে দেখতে পারি। আমাদের মধ্যে অনেক সময় বিভিন্ন রকম টেনশন দেখা দেয়, মনের মধ্যে অনেক রকম অস্থিরতা, অনেক রকম পেরেশানী দেখা দেয়, তখন যদি আমরা কুরআন তেলাওয়াত করি, তাহলে দেখতে পাব

www.maktabatulabrar.com

কুরআন তেলাওয়াত দ্বারা আমাদের অন্তরের সেই পেরেশানী দূর হয়ে যাচ্ছে। এটা পরীক্ষিত আমল। যখনই আমাদের কারও অন্তরে পেরেশানী দেখা দিবে, টেনশন আসবে, তখন আমরা কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে মনের সেই টেনশন ও পেরেশানীকে দূর করতে পারি। শুধু তেলাওয়াত নয়, নামাযের দ্বারা, অন্যান্য ইবাদতের দ্বারা এবং যিকির দ্বারাও অন্তরে প্রশান্তি আসে।

সব রকম পেরেশানী থেকে মুক্তির উপায়

নামায হল সব রকম পেরেশানী থেকে মুক্তির উপায়। নামায হল সব রকম সমস্যার সমাধান। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ حُذَيْفَةَ رضـ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ صَلّٰى.

رواه ابو داود فى كتاب الصلوة – باب وقت قيام النبى صلى الله عليه وسلم من الليل.

অর্থাৎ, হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর যখনই কোনো পেরেশানী দেখা দিত, তখন তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। (আবূ দাউদ)

নামাযের দ্বারা দু'টো ফায়দা হয়। (এক) অন্তরের পেরেশানী দূর হয়, (দুই) আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের ফায়সালা হওয়ায় সেই সমস্যাও দূর হয়, রহমতের ফায়সালার দ্বারা তার সমস্যার নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

নামায হল সমস্যা দূর করার একটা বড় মাধ্যম। আমরা কোনো সমস্যায় পড়লে মানুষের কাছে ছুটাছুটি করি, মানুষের দ্বারে দ্বারে দৌড়াই যে, কীভাবে সমস্যার সমাধান করা যায়। কিন্তু রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর তরীকা ছিল তিনি কোনো সমস্যায় পড়লে মানুষের দুয়ারে ছুটোছুটি না করে আল্লাহ পাকের দুয়ারে ছুটে যেতেন, মানুষের স্মরণাপন্ন না হয়ে আল্লাহ পাকের স্মরণাপন্ন হতেন এবং এভাবে সমস্যার সমাধান করে নিতেন। দেখা গেল ঈমান আমলের দ্বারা মানুষের মানসিক শান্তিও অর্জিত হয়। ঈমানের এটাও একটি বড় ফায়দা।

ঈমানের আর একটি বড় ফায়দা হল দুনিয়ায় প্রাচুর্য অর্জন হওয়া। ঈমান আমলের দ্বারা মানুষ দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও দুনিয়ার স্বচ্ছলতাও লাভ করতে পারে। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ. الاية.

অর্থাৎ, যদি নগরবাসীরা (অর্থাৎ, দেশবাসীরা, সমাজের লোকেরা) ঈমান আনত এবং নেক আমল করত, তাহলে আমি তাদের উপর আসমান থেকে বরকতের দুয়ার খুলে দিতাম। (সূরা আ'রাফ : ৯৬)

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে,

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا، يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا.

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের পরওয়ারদেগারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর – তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল– তাহলে তিনি আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করবেন। তোমাদের জন্য করে দিবেন বাগানসমূহ আর তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করবেন নহরসমূহের। (সূরা নূহ : ১০-১২)

ব্যাখ্যা: যদি কেউ নেক আমল বর্জন করে ক্ষমা চাইতে থাকে, তাহলে সেই ক্ষমা চাওয়ার কোনো অর্থ নেই। কাজেই ক্ষমা চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নেক আমলের কথাও এসে গেল। অতএব আয়াতের অর্থ হল– নেক আমল কর, গোনাহ্ থেকে বিরত থাক, আর গোনাহ্ হয়ে গেলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাহলে আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন আর তোমাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে, তোমাদের ধন-সম্পদের মধ্যে বরকত দান করবেন।

এই দুই আয়াত থেকে বুঝা গেল, ঈমান আমলের দ্বারা মানুষের দুনিয়ার প্রাচুর্যও এসে থাকে, দুনিয়ায় ধন-সম্পদও এসে থাকে। ধন-সম্পদ এসে যাওয়ার অর্থ ধন-সম্পদ কখনো পরিমাণে বেড়ে যায়, আবার কখনও পরিমাণে না বাড়লেও আল্লাহ্ পাক তার ভিতরে বরকত বৃদ্ধি করে দেন। যে কোনোভাবেই হোক ঈমান আমল দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি পায়– হয়তো পরিমাণ বৃদ্ধি পায় কিংবা বরকত বৃদ্ধি পায়।

ঈমানের আর একটি ইহকালীন ফায়দা হল– ঈমানের ওছীলায় আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে যুদ্ধে জয়ী করে থাকেন। কাফেররা যত বড় শক্তিশালী ও যত বেশী সশস্ত্র হোক না কেন, আর মুসলমানরা যতই

দুর্বল ও নিরস্ত্র হোক না কেন, আল্লাহ পাক ঈমানের ওছীলায় দুনিয়াতে মুসলমানদের জয়ী করে থাকেন। বদর যুদ্ধে ছিলেন তিন শত তেরজন নিরস্ত্র মুসলমান, আল্লাহ পাক তাদেরকে এক হাজার সশস্ত্র কাফেরদের বিরুদ্ধে জয়ী করেছিলেন। খন্দকের যুদ্ধসহ ইসলামের বিভিন্ন যুদ্ধে মুসলমানরা সৈন্য সংখ্যায় কম ছিল, অস্ত্র শক্তিতে দূর্বল ছিল, কিন্তু ঈমানের ওছীলায় আল্লাহ পাক তাঁদেরকে সাহায্য করেছিলেন। ফলে সৈন্য সংখ্যায় অধিক, অস্ত্রবলে বেশী বলিয়ান কাফেরদের বিরুদ্ধে তাঁরা জয়ী হয়েছিলেন। আল্লাহ পাক এ মর্মে ইরশাদ করেছেন,

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ তোমরা দুঃখিত হয়ো না, তোমরা চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না, যদি তোমরা ঈমানদার হও তাহলে তোমরাই বিজয়ী হবে। (সূরা আলু ইমরান : ১৩৯)

অর্থাৎ, ঈমানের ওছীলায় তোমরা যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে, ঈমানের বলে তোমরা শত্রুদেরকে পরাস্ত করতে পারবে।

আজ এই আধুনিক যুগেও যদি সারা দুনিয়ার মুসলমানদের ঈমান খাঁটি হয়ে যায়, তাহলে সারা দুনিয়ার কাফেররা মুসলমানদের পদানত থাকবে। আজ আমরা দেখতে পাই মুসলমানরা বিভিন্নভাবে কাফেরদের পদানত হয়ে আছে। কাফের শক্তি মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ করছে। এটা এ কারণে যে, আমাদের ঐ ঈমান নেই, যে ঈমানের ভিত্তিতে কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করার ওয়াদা করা হয়েছে। তাই ঈমানের জন্য আমাদের মেহনত-মোজাহাদা করতে হবে, ঈমানের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ঈমানের দুর্বলতা দূর করতে হবে, খাঁটি ঈমান ও সহীহ্ ঈমান প্রতিষ্ঠা করতে হবে, মুসলমানদেরকে খাঁটি ঈমান আমলের উপর উঠে আসতে হবে, তাহলে ঈমানের যে ফায়দা সাহাবায়ে কেরাম (রা.)–এর যুগে দেখা গিয়েছিল, এই যুগেও আমরা সে ফায়দা দেখতে পাব। সেই আল্লাহ এখনও আছেন, সেই কুরআন এখনও আছে, সেই হাদীছ এখনও আছে। যে আল্লাহ বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাদেরকে দিয়ে মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছিলেন, বিজ্ঞানের এই যুগেও সেই আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে দিয়ে সাহায্য করতে পারেন। সেই আল্লাহ ঈমানের যে ফায়দার কথা বলেছেন, তা আগেও যেমন ঠিক ছিল এখনও তেমনি ঠিক আছে এবং ভবিষ্যতেও ঠিক থাকবে। শুধু আমাদেরকে ঠিক হতে হবে।

www.maktabatulabrar.com

সারকথা– ঈমানের ফযীলত ও ফায়দাসমূহের মধ্যে রয়েছে–

* ঈমান দ্বারা উভয় জগতের শান্তি ও কামিয়াবী লাভ হয়।
* ঈমান দ্বারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ হয়।
* ঈমান দ্বারা জান্নাত লাভ হয়।
* ঈমান দ্বারা দুনিয়ার ক্ষমতা অর্জিত হয়।
* ঈমান দ্বারা শান্তি নিরাপত্তা লাভ হয়।
* ঈমান-আমল দ্বারা মনের প্রশান্তি লাভ হয়।
* ঈমান দ্বারা দুনিয়ায় প্রাচুর্য অর্জিত হয়।
* ঈমানের ওছীলায় যুদ্ধে জয় লাভ করা যায়।

দুনিয়াতে মুসলমানদের বিপদ-আপদের কারণ ও তার পুরস্কার

এখানে কারও মনে একটা সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, ঈমান আমলের দ্বারা যদি মানুষের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা বাড়বে, তাহলে দুনিয়াতে মুসলমানরা কেন এত বিপদগ্রস্ত হয়? মুসলমানদের উপর কেন এত রকম বিপদ-মুসীবত আসে, মুসলমানরা কেন বিজাতির কাছে এত মার খায়, মুসলমানদের এই দুরাবস্থা কেন? এখানে আমাদের কয়েকটা কথা মনে রাখতে হবে।

এক নম্বর কথা হল– মু'মিনদের উপর যে সমস্ত বিপদ-মুসীবত আসে তা অনেক সময় তাদের গোনাহের কারণে আসে। যখন তাদের দ্বারা গোনাহ্ হয়ে যায়, তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে তম্বীহ বা সতর্ক করার জন্য তাদেরকে কিছু বিপদ-মুসীবত দিয়ে থাকেন। এতে দুটো ফায়দা হয়। প্রথম ফায়দা হল তারা সতর্ক হয়ে ভবিষ্যতে যেন সেই পাপ থেকে বিরত থাকতে পারে। দ্বিতীয় ফায়দা হল দুনিয়ার এই সামান্য কষ্ট-ক্লেশ দিয়ে আল্লাহ তাদের পাপ মোচন করে দেন, যাতে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে তারা রক্ষা পায়। আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমে বলেছেন,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ.

অর্থাৎ, দুনিয়ার জল-স্থলে বিভিন্ন রকম ফ্যাসাদ দেখা দেয় মানুষের কৃতকর্মের কারণে। এই ফ্যাসাদ এজন্য দেখা দেয় যাতে মানুষ তাদের কিছু কৃতকর্মের শাস্তি (এখানেই) ভোগ করে নেয়। আশা করা যায় এভাবে তারা ভাল পথে ফিরে আসবে। (সূরা রূম : ৪১)

www.maktabatulabrar.com

ফায়দা: বুঝা গেল– মুসলমানদের এই বিপদ-মুসীবত তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের রহমত বা করুণাই বটে। কারণ তারা যে অন্যায়-অপরাধ করল, তার শাস্তি দুনিয়াতেই হয়ে যাচ্ছে, যাতে তাদেরকে পরকালের মহা শাস্তি পেতে না হয়। আবার এই বিপদ দেখে তারা সতর্ক হয়ে যেন ভবিষ্যতে আর এরকম অন্যায় না করে। এভাবে দুনিয়াতে সামান্য বিপদ কষ্ট দিয়ে আল্লাহ পাক আখেরাতের বড় বিপদ কষ্ট থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে চান, তাদেরকে ভাল পথে আনতে চান। অতএব এই বিপদের মধ্যেও আল্লাহ পাকের বিরাট রহমত লুকায়িত আছে। তাই বলা হয়, মুসলমানদের উপর দুনিয়াতে যে সমস্ত বিপদ-মুসীবত আসে, তা প্রকৃতপক্ষে তাদের জন্য মুসীবত নয়, বরং তাদের জন্য নেয়ামত। এমনকি এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُصِيْبَةٍ تُصِيْبُ الْمُسْلِمَ اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب المرضى – باب ما جاء فى كفارة المرضى، ورواه مسلم فى كتاب البر والصلة والادب – باب ثواب المؤمن فيما يصيبه الخ. وفى رواية لمسلم ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها الا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة.

অর্থাৎ, হযরত আয়েশা (রা.) বয়ান করেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মু'মিনের যেকোনো ধরনের মুসীবতই হোক না কেন, এমনকি একটা কাঁটা ফুটলেও তার দ্বারা আল্লাহ পাক তার পাপ মোচন করে থাকেন। (বোখারী ও মুসলিম)

মুসলিম শরীফের আর এক বর্ণনায় আছে– মু'মিনের যেকোনো ধরনের মুসীবতই হোক না কেন, এমনকি একটা কাঁটা ফুটলেও তার দ্বারা আল্লাহ পাক তার পাপ মোচন করে থাকেন এবং তার দরজা বুলন্দ করে থাকেন।

ফায়দা: এ সব হাদীছে বোঝানো হয়েছে যে, বিপদ-মুসীবত ও কষ্ট-ক্লেষ দিয়ে মুসলমানদের পাপ মোচনের ব্যবস্থা করে আল্লাহ পাক তাদের প্রতি রহমত করে থাকেন। অতএব মুসলমানদের সব ধরনের বিপদ-মুসীবত এবং কষ্ট-ক্লেষই নেয়ামত।

দ্বিতীয় নম্বর কথা হল– বিপদ-মুসীবত অনেক সময় পরীক্ষা স্বরূপ এসে থাকে। যাতে মানুষ এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে এবং তার দরজা বুলন্দ হতে পারে। এ জন্যেই আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দাদের উপর বিপদ-আপদ বেশী এসে থাকে, তাঁরা কঠিন কঠিন বিপদে পড়ে থাকেন। কারণ পরীক্ষা যত বেশী এবং যত কঠিন হবে, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে দরজাও তত বেশী বুলন্দ হবে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের দরজা বুলন্দ করতে চান, তাই তাঁদের পরীক্ষাও বেশী হয় এবং কঠিন হয়। হাদীছ শরীফে এসেছে–

عَنْ سَعْدٍ رضـ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَىُّ النَّاسِ اَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: اَلْاَنْبِيَآءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ. الحديث. رواه الترمذى فى ابواب الزهد – باب فى الصبر على البلاء. وقال هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত সাআদ (রা.) বলেন যে, আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা হয় কার? তিনি বললেন, নবীদের, তারপর নবীদের যে যত কাছের মানুষ তার পরীক্ষা সে অনুযায়ী হয়ে থাকে অর্থাৎ, সে অনুযায়ী বিপদ-মুসীবত তাদের বেশী এবং কঠিন হয়ে থাকে। (তিরমিযী)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُصَبْ مِنْهُ. رواه البخارى فى كتاب المرضى – باب ما جاء فى كفارة المرضى.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে বিপদ দান করে থাকেন। (বোখারী)

বুঝা গেল নেককার লোকদের বিপদ-মুসীবত তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য এবং তাদের কল্যাণের জন্য হয়ে থাকে। এভাবেও দেখা গেল দুনিয়াতে মুসলমানদের উপর যে বিপদ-মুসীবত আসে, আসলে তাদের জন্য তা বিপদ-মুসীবত নয়, বরং তাদের জন্য তা আল্লাহ তাআলার এক প্রকারের নেয়ামত। এভাবে বিপদ-মুসীবত দিয়ে মুসলমানদের দরজা বুলন্দ করার ব্যবস্থা করা হয়।

www.maktabatulabrar.com

আল্লাহ পাকের কাছে উঁচু মর্যাদা পেতে হলে যে মেহনত-মোজাহাদা করার দরকার, ঈমান আমলের ক্ষেত্রে যতখানি সাধনা করার প্রয়োজন, সেই মেহনত-মোজাহাদায়, সেই সাধনায় হয়ত কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে, আল্লাহ পাক তাঁর পক্ষ থেকে বিপদ-মুসীবত দিয়ে, মোজাহাদা ও সাধনার সেই ত্রুটি পূর্ণ করার ব্যবস্থা করে দেন এবং দরজা বুলন্দ করার ব্যবস্থা করেন। সেই বিপদ-মুসীবতে যখন সে ধৈর্য ধারণ করবে, আল্লাহ পাক সেই ধৈর্যের ওছীলায় তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন। যা হোক কিছু বিপদ-মুসীবত এমন আছে যা মুসলমানদের উপর এসে থাকে তাদের দরজা বুলন্দ করার জন্য।

তৃতীয় নম্বর কথা হল– অনেক সময় আল্লাহ পাক মুসলমানদের উপর বিপদ-মুসীবত দিয়ে থাকেন ভাল-মন্দ পার্থক্য করার জন্য। কে খাঁটি মু'মিন আর কে অ-খাঁটি মু'মিন– এই খাঁটি ও অ-খাঁটির মধ্যে পার্থক্য করার জন্যই আল্লাহ পাক মাঝে মধ্যে কিছু বিপদ-মুসীবত দিয়ে থাকেন। এরূপ মুহূর্তে যারা খাঁটি মু'মিন, তারা শত বিপদ সত্ত্বেও দ্বীনের উপর অটল থাকে। আর যারা খাঁটি মু'মিন নয়, তারা দ্বীন থেকে সরে যায়। যেমন– খাঁটি ধান থেকে চিটাকে আলাদা করার জন্য বাতাস দেওয়া হলে সেই বাতাসের মুখে চিটা আলাদা হয়ে যায়। কুরআনে কারীমের একটা আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন,

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ.

অর্থাৎ, তোমরা কি মনে করেছ এখন যে অবস্থায় তোমরা আছ সে অবস্থায় তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, যতক্ষণ আল্লাহ একথা জেনে না নেন যে, কে মোজাহাদা করে দ্বীনের উপর অটল থাকে? (সূরা আলে ইমরান : ১৪২)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, এখন যে অবস্থায় তোমরা আছ – কেউ খাঁটি মু'মিন, কেউ মুনাফেক, কেউ মনে প্রাণে মুসলমান আর কেউ শুধু মুখে মুসলমান। এখন সকলেই নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করছ, কিন্তু কে আসল মু'মিন আর কে নকল মু'মিন তা বাহ্যত ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপন্ন হচ্ছে না, আল্লাহ তাআলা এ অবস্থায় তোমাদেরকে ছেড়ে দিতে চান না বরং বিপদ- মুসীবত দিয়ে, প্রতিকূল পরিস্থিতি দিয়ে আসল-নকল বাছাই করে নিতে চান। তাই দেখা যায় যখন

বিপদ-মুসীবত আসে, তখন অনেক মানুষ সেই বিপদ-মুসীবতের কারণে নেক আমল করা ছেড়ে দেয় এই বলে যে, খুব পেরেশানীর মধ্যে আছি, কী আল্লাহ্‌কে ডাকব? এই বলে তারা দ্বীনের পথ থেকে সরে যায়। এভাবে বিপদ-মুসীবতের মাধ্যমে খাঁটি অ-খাঁটি পার্থক্য হয়ে যায়। যখন দ্বীনের প্রয়োজনে জেহাদের ডাক আসে তখন বাস্তবেই প্রমাণিত হয় কে খাঁটি মর্দে মু'মিন আর কে বর্ণচোরা মুনাফেক।

আজ মুসলমানরা ঘাটে ঘাটে মার খাচ্ছে, বিজাতিরা মুসলমানদের গ্রাস করছে, এর কারণ কি তাও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে দিয়ে গেছেন। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ ثَوْبَانَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُوْشِكُ الْاُمَمُ اَنْ تَدَاعٰى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْاَكِلَةُ اِلٰى قَصْعَتِهَا. فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: بَلْ اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ، وَلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمُ اَلْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِىْ قُلُوْبِكُمُ اَلْوَهْنَ. فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. رواه ابو داود فى كتاب الفتن – باب فى تداعى الامم على الاسلام.

অর্থাৎ, হযরত ছওবান (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, অচিরেই অন্যান্য জাতি তোমাদেরকে গ্রাস করার জন্য একে অপরকে ডাকতে থাকবে, যেমন– দস্তরখানা বিছিয়ে একে অপরকে ডাকতে থাকে। তখন একজন জিজ্ঞাসা করল ইয়া রসূলাল্লাহ! তখন আমাদের জনসংখ্যা কম থাকার কারণে এমন হবে কি? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না; তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক থাকবে, তবে তোমরা ভেসে যাবে যেমন খড় কুটা স্রোতে ভেসে যায়। আল্লাহ পাক তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় উঠিয়ে দিবেন এবং তোমাদের অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত এবং মৃত্যুর ভয় ঢেলে দিবেন। (আবূ দাউদ)

এ হাদীছ থেকে বুঝা গেল– দুনিয়ার মহব্বত এসে গেলে আমাদের পরাজয় আসবে, তখন পদে পদে আমাদেরকে মার খেতে হবে। এমনিভাবে মৃত্যুকে যদি ভয় করা হয় অর্থাৎ, মৃত্যুর ভয়ে যদি কাফের শক্তির বিরুদ্ধে

www.maktabatulabrar.com

জেহাদ করা না হয়, তাহলেও কাফেররা আমাদেরকে গ্রাস করে নিবে। কাফেরদেরকে ভয় না করে আল্লাহকে ভয় করলে তারা আমাদেরকে ভয় করবে, তখন সকলেই আমাদের পদানত থাকবে। কবি বলেন,

هر كه ترسيد از حق وتقوى گزيد ترسد ازوے جن وانس وهر كه ديد

অর্থাৎ, যে আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করবে, জিন ও ইন্‌সান যে-ই তাকে দেখবে তাকে ভয় করবে।

ইখ্‌লাস ও তাসহীহে নিয়তের গুরুত্ব ও ফযীলত

শরীআতে যত ধরনের আমল রয়েছে এবং প্রত্যেক আমলের যত ফযীলত রয়েছে সেই সব আমল সহীহ করার জন্য এবং সেই সমস্ত ফযীলত অর্জন করার জন্য মৌলিকভাবে আমাদের দুটো কাজ করণীয়। প্রথম কাজ হল ইল্‌ম বা জ্ঞান অর্জন করা। অর্থাৎ, প্রত্যেকটা আমল কীভাবে করতে হবে, তার নিয়ম-কানূন ও মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা করা। আর দ্বিতীয় কাজ হল তাসহীহে নিয়ত অর্থাৎ, নিয়ত সহীহ করা।

নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, দান-সদকা, কুরআন তেলাওয়াত, উযূ, গোসল, এ'তেকাফ, কুরবানী, যিকির-আযকার ইত্যাদি যাবতীয় আমলের জন্য ইল্‌ম এবং তাসহীহে নিয়ত বা নিয়ত সহীহ করা হল বুনিয়াদী বিষয়। নিয়ত সহীহ না থাকলে আল্লাহর কাছে আমল কবূল হয় না এবং তার ছওয়াবও পাওয়া যায় না। তাই প্রত্যেকটা আমল সহীহ নিয়তে করতে হবে। অনেক আমল করলাম কিন্তু নিয়ত সহীহ নেই, তাহলে কোনো আমলের কোনো ছওয়াব পাওয়া যাবে না। অনেক কিছু করা সত্ত্বেও ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে হবে। সহীহ নিয়ত বা ইখলাসকে বলা হয় আমলের রূহ। রূহ তথা প্রাণ ছাড়া একটা দেহের যেমন কোনো মূল্য থাকে না, সহীহ্ নিয়ত বা ইখলাস ছাড়াও তেমনি কোনো আমলের মূল্য থাকে না। সহীহ নিয়ত বা ইখলাস তাই ফরয। আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমে বলেছেন,

وَمَا اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ.

অর্থাৎ, মানুষকে যে ইবাদতের হুকুম দেওয়া হয়েছে, তা ইখলাসের সঙ্গে অর্থাৎ, সহীহ নিয়তের সঙ্গে করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। (সূরা বাইয়্যিনাহ)

সহীহ নিয়ত না হলে সেটা ইবাদত বলে গণ্য হবে না, সেটার কোনো ছওয়াব পাওয়া যাবে না। তাই প্রত্যেকটা আমলের নিয়ত সহীহ হতে হবে।

ইল্‌ম শিক্ষা করাকে ফরয করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, প্রয়োজনীয় বিষয়ের ইল্‌ম না থাকলে সে বিষয়ের আমলই সহীহ হবে না। ইল্‌ম না থাকলে আমল সহীহ হয় না। সেই সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত সহীহ না থাকলে আমলের ছওয়াব পাওয়া যায় না। আমি খুব জানলাম, সব কিছু সহীহ তরীকা অনুযায়ী করলাম, কিন্তু নিয়ত সহীহ্ নয়, তাহলে আমল তো সহীহ হবে, কিন্তু নিয়ত সহীহ না হওয়ার করণে তার ছওয়াব পাওয়া যাবে না। অতএব আমলের ক্ষেত্রে ইল্‌ম এবং সহীহ নিয়ত উভয়েরই খুব গুরুত্ব।

হাদীছে বলা হয়েছে,

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوٰى. رواه البخارى فى اول صحيحه.

অর্থাৎ, সব আমল পরিগণিত হবে নিয়তের ভিত্তিতে। যে যা নিয়ত করবে, তা-ই পাবে। (বোখারী)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীছের কথাগুলো বলেছিলেন এমন এক সময়ে যখন মুসলমানগণ মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় যাচ্ছিলেন তখন। তারা মক্কার মাতৃভূমি, জায়গা-জমি, আপনজন সব কিছু ছেড়ে মদীনায় চলে যাচ্ছিলেন। একমাত্র আল্লাহর জন্য সব কিছু ছেড়ে যাওয়া হচ্ছিল। এমন একটা দেশে তারা যাচ্ছিলেন, যেখানে আপনজন কেউ নেই, যেখানে নিজেদের জায়গা-জমি নেই, খাওয়ার-দাওয়ার ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই। এটা ছিল একটা অনেক বড় উঁচু দরজার দ্বীনী কাজ। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, এই হিজরতের মত এত বড় একটা আমলও যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে না হয়, তাহলে তাতেও কোনো ছওয়াব পাওয়া যাবে না। তিনি বলেছিলেন,

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا، اَوْ اِلٰى اِمْرَأَةٍ يَّنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ. (المصدر السابق)

অর্থাৎ, যার হিজরত হবে দুনিয়ার উদ্দেশ্যে সে তা লাভ করবে, কিংবা কোনো নারীর উদ্দেশ্যে তাহলে সে তাকে বিবাহ করতে পারবে। বস্তুত যে উদ্দেশ্যে হবে তার হিজরত সেটাই গণ্য হবে। (প্রাগুক্ত)

ফায়দা: এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে যার হিজরত হবে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের উদ্দেশ্যে, তার হিজরত সঠিক হিজরত বলে গণ্য হবে। আর যদি কেউ দুনিয়া উপার্জন করার জন্য হিজরত করে যে, ওখানে গেলে

এখন ব্যবসা-বাণিজ্য ভাল হবে, কারণ বহু দেশের মানুষ ওখানে হিজরত করে আসছে, কাজেই ওখানে ব্যবসা ভাল হবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তাহলে তার দুনিয়া হবে কিন্তু হিজরতের ছওয়াব সে পাবে না। আর যদি কেউ কোনো নারীর উদ্দেশ্যে হিজরত করে অর্থাৎ, এরকম মনে করে যে, আমি এক মহিলাকে ভালবাসতাম সে মক্কা থেকে মদীনায় চলে গেছে, অতএব আমি এখন মদীনায় গেলে তাকে বিবাহ করতে পারব। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এভাবে যদি কোনো নারীর উদ্দেশ্যে কেউ হিজরত করে, তাহলে নারীকে হয়ত পাবে কিন্তু তার হিজরত সহীহ হিজরত বলে গণ্য হবে না। হিজরতের ছওয়াব সে পাবে না।

এ হাদীছে ইবাদতের মূল শর্ত ইখ্‌লাস সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সব ধরনের ইবাদতে ইখ্‌লাস থাকতে হবে অর্থাৎ, সব ইবাদত একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে হতে হবে, অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না। নতুবা সেই ইবাদত সহীহ ইবাদত বলে গণ্য হবে না। সেই ইবাদতের ছওয়াব পাওয়া যাবে না। অতএব ইখ্‌লাস হল ইবাদতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

রিয়া বা লোক দেখানোর নিয়তের ক্ষতি

আল্লাহ তাআলা যে ইবাদতের জন্য আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সেই ইবাদত আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য বা কবূল হওয়ার জন্য অনেকগুলো শর্ত রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় শর্ত ইখ্‌লাস। ইখ্‌লাস অর্থ একমাত্র আল্লাহ্‌কে রাজি-খুশী করার জন্যই ইবাদত করা। এর সঙ্গে যদি নিজের খাহেশাত, নিজের খেয়াল খুশী, নিজের মনের চাহিদাকে যুক্ত করা হয়, তাহলে সেটা ইখ্‌লাছ পরিপন্থী হয়ে যাবে। সেটা খাঁটি ইবাদত হবে না। ইবাদতের সঙ্গে ইখ্‌লাছের সম্পর্ক হল দেহের সঙ্গে রূহের সম্পর্ক যেমন। কোনো দেহে যদি রূহ্ না থাকে, তাহলে সেই দেহের কোনো মূল্য থাকে না। অনুরূপ ইখ্‌লাছ না থাকলে ইবাদতেরও কোনো মূল্য থাকে না। ইখ্‌লাছের বিপরীত চিন্তা অর্থাৎ, লোক দেখানোর নিয়ত হল রিয়া। ইখ্‌লাছ না থাকলে বরং রিয়া থাকলে যত বড় ইবাদতই হোক, আল্লাহ্‌র কাছে তার কোনো মূল্য নেই।

রেওয়ায়েতে এসেছে[১]– কেয়ামতের দিন কিছু বড় বড় ইবাদতকারীকে ডাকা হবে, যেমন আল্লাহ্‌র রাস্তায় যারা জীবন দিয়ে দিয়েছে, এরকম কিছু

১. رواه مسلم والنسائى والترمذى ॥

www.maktabatulabrar.com

লোককে ডাকা হবে। ডেকে বলা হবে, বান্দা! তুমি আমার জন্য কী করেছিলে? সে বলবে, আমি তোমার জন্য আমার জীবনটা পর্যন্ত কুরবান করে দিয়েছি। আল্লাহ পাক বলবেন, না, তুমি আমার জন্য জীবন দাওনি, তুমি তো জীবন দিয়েছ এজন্য যে, মানুষ তোমাকে বীর-বাহাদুর বলবে। তুমি তো যুদ্ধ করেছ এজন্য যে, মানুষ তোমাকে বড় যোদ্ধা বলবে। তুমি যে উদ্দেশ্যে এটা করেছিলে, দুনিয়াতে তা পেয়ে গেছ– মানুষ তোমাকে বাহাদুর বলেছে। কাজেই আজ আমার কাছে তোমার কিছুই পাওয়ার নেই, যাও জাহান্নামে চলে যাও। কতিপয় বড় বড় ইবাদতকারীকে ডাকা হবে। ডেকে জিজ্ঞাসা করা হবে বান্দা! আমার জন্য কী করেছ? তারা বলবে, এত এত ইবাদত করেছি– সারারাত জেগে ইবাদত করেছি, সারাদিন রোযা রেখেছি ইত্যাদি। আল্লাহ পাক বলবেন, তুমি তো আমার জন্য করনি, তুমি তো এজন্য করেছ যে, মানুষ তোমাকে বড় বুযুর্গ বলবে, বড় ইবাদতকারী বলবে। তুমি যে উদ্দেশ্যে এগুলো করেছিলে, দুনিয়াতে সেটা পেয়ে গেছ– তোমাকে মানুষ বুযুর্গ বলেছে, বড় ইবাদতকারী বলে প্রশংসা করেছে, যা পাওয়ার দুনিয়াতে তুমি পেয়ে গেছ, এখন আমার কাছে কিছুই পাওয়ার নেই, যাও জাহান্নামে চলে যাও। কিছু বড় দানশীলকে ডাকা হবে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে আমার জন্য কী করেছ? বলবে, হে আল্লাহ! তোমার জন্য আমার এত এত টাকা-পয়সা দান করেছি। আল্লাহ পাক বলবেন, তুমি তো আমার জন্য করনি, তুমি তো এজন্য করেছ যে, মানুষ তোমাকে বড় দানশীল বলবে। তুমি যে উদ্দেশ্যে দান করেছিলে, দুনিয়াতে তা পেয়ে গেছ– তোমাকে মানুষ দানশীল বলে প্রশংসা করেছে। যা পাওয়ার দুনিয়াতে তুমি পেয়ে গেছ, এখন আমার কাছে কিছুই পাওয়ার নেই। যাও জাহান্নামে চলে যাও। এভাবে যাদের আমলে ইখ্‌লাস নেই, তাদের ইবাদত কোনোই উপকারে আসবে না।

সুতরাং সব আমলের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে কোনোভাবেই যেন আমাদের মনের মধ্যে মানুষকে দেখানোর নিয়ত, মানুষের কাছে প্রশংসা অর্জন করার নিয়ত, মানুষের কাছে সুনাম-সুখ্যাতি ছড়ানোর নিয়ত স্থান না পায়। এগুলো আমাদের ইবাদতের ছওয়াবকে নষ্ট করে দেয়। রিয়া তাই বড়ই ক্ষতিকর।

রিয়াকে বলা হয় শিরকে আস্‌গর বা ছোট শির্‌ক। কারণ ইবাদত করতে হয় একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। যখন কেউ 'লোকেরা দেখবে জানবে' এই উদ্দেশ্যে কোনো আমল করল, তখন সে প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌র সঙ্গে

www.maktabatulabrar.com

অন্য কিছুকে শরীক করল। আর আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করাকে বলা হয় শির্‌ক। আল্লাহর সত্তায়ও কেউ শরীক নেই, আল্লাহর গুণাবলীতেও কেউ শরীক নেই, আল্লাহর ইবাদতেও কোনো শরীক নেই, থাকতে পারবে না। এটাকেই বলা হয় ইবাদতের ক্ষেত্রে তাওহীদ বা একত্ববাদ। একত্বের বিষয়টা আল্লাহ্‌র সত্তার ক্ষেত্রে যেমন, আল্লাহ্‌র গুণাবলীর ক্ষেত্রেও তেমনি, আল্লাহ্‌র ইবাদতের ক্ষেত্রেও তেমনি। আল্লাহ পাক কোনো প্রকার শির্‌ককে পছন্দ করেন না। সেমতে কোনো ইবাদতে রিয়া থাকলে সেই ইবাদতকে তিনি কবূল করেন না।

রিয়া দূর করার উপায়

রিয়া একটা মনের রোগ। এটা একটা চিন্তার রোগ। কাজেই চিন্তা দিয়েই এ রোগকে দূর করতে হবে। রিয়া দূর করার উপায় হল– যখন আমি কোনো ইবাদত করতে যাব, তখন চিন্তা করে দেখব আমার নিয়ত ঠিক আছে কি না। আমি চিন্তা করে দেখব আমি কী উদ্দেশ্যে করছি। যদি মনের ভিতর কোনো রকমে মানুষের কাছে সুনাম-সখ্যাতি অর্জন করা বা জানানো শোনানোর বা প্রশংসা অর্জন করার বা মানুষের কাছে ভাল হওয়ার নিয়ত আছে বলে টের পাওয়া যায়, তাহলে সেটা ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে। একথা চিন্তা করতে হবে যে, মানুষের কাছে আমি যতই প্রশংসা অর্জন করি, মানুষ আমাকে যতই ভাল বলুক, পরকালে আসল বিপদের সময় তারা আমার কাজে আসবে না। দুনিয়াতে দেখা যায় কত বন্ধু-বান্ধব, কত আপন জন, কিন্তু বিপদের সময় অনেককেই পাওয়া যায় না। এ তো দুনিয়ার অবস্থা। আর কেয়ামতের ময়দানে যখন প্রত্যেকের এই অবস্থা হবে যে, প্রত্যেকে বলতে থাকবে "ইয়া নাফ্‌সী ইয়া নাফ্‌সী" অর্থাৎ, হায় আমার কী উপায় হবে! হায় আমার কী উপায় হবে!! তখন কেউ কারও কথা চিন্তা করার সুযোগ পাবে না। অতএব যাদের চিন্তায় আমি আমার ইবাদত নষ্ট করব, তারা আমার বিপদের সময় কোনোই উপকারে আসবে না। দুনিয়াতে লক্ষ মানুষ আমাকে ভাল বলুক, কিন্তু আল্লাহর কাছে যদি আমি ভাল সাব্যস্ত না হই, তাহলে এই লক্ষ মানুষের ভাল বলা আমার কোনো কাজে আসবে না। কুরআন শরীফে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হয়েছে,

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا.

অর্থাৎ, সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারও কোনো উপকারে আসবে না। (সূরা বাকারা : ৪৮)

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى.

অর্থাৎ, কেউ কারও গোনাহের বোঝা বহন করবে না। (প্রত্যেকের বোঝা নিজেকেই বহন করতে হবে।) [সূরা আনআম : ১৬৪]

সুতরাং যাদের চিন্তা করে আমি আমার ইবাদত নষ্ট করছি, তারা আমার আসল বিপদের সময় কোনো উপকারে আসবে না। এভাবে চিন্তা করলে মানুষের মন থেকে রিয়ার চিন্তা দূর হয়ে যায়, ইখ্‌লাস এসে যায়।

ইবাদত করার সময় আল্লাহকে রাজী-খুশী করা ছাড়া অন্য কোনো নিয়ত থাকবে না। অনেক সময় অনেক ইবাদতের দ্বারা দুনিয়াবী কিছু ফায়দাও হয়। যেমন– উযূ করলে শরীর ঠাণ্ডা হয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়। নামায পড়লে উঠা-বসা হয়, তাতে হার্টের উপকার হয়, শারীরিক ব্যায়াম হয় ইত্যাদি। ইবাদত করার সময় এসব দুনিয়াবী ফায়দা নিয়তে রাখা ঠিক নয়। এসব ফায়দার কথা নিয়তে না রাখলেও সেসব ফায়দা হয়ে যাবে।

মৃত্যুকে স্মরণ করার ফায়দা

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِىْ اَلْمَوْتَ. رواه الترمذى فى ابواب الزهد– باب ما جاء فى ذكر الموت وقال هذا حديث حسن غريب.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা স্বাদ কর্তনকারী জিনিস অর্থাৎ, মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ কর। (তিরমিযী)

ফায়দা: এ হাদীছ থেকে বুঝা গেল– মৃত্যুকে স্মরণ করা দ্বারা দুনিয়ার স্বাদ তথা দুনিয়ার মোহ অন্তর থেকে কেটে যায়। আর দুনিয়ার মোহ অন্তর থেকে দূর হলে সেই অন্তরে পরকালের চিন্তা-চেতনা স্থান লাভ করে এবং ইবাদত-বন্দেগীর স্বাদ লাভ হতে থাকে।

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনের ফযীলত

আল্লাহর ভয়ে তথা কবর, হাশর ও জাহান্নামের ভয়ে ক্রন্দন একটি অত্যন্ত ফযীলতের বিষয়। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

www.maktabatulabrar.com

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكٰى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتّٰى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ. رواه الترمذى فى ابواب الزهد – باب ما جاء فى فضل البكاء من خشية الله. وقال هذا حديث صحيح.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে. সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ দুধ তার থনে ফিরে না আসে। আর আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের ধুলা ও জাহান্নামের ধোঁয়া একত্র হবে না। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা: হাদীছ শরীফে বলা হয়েছে "যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ দুধ তার থনে ফিরে না আসে।" এখানে বোঝানো হয়েছে– যে দুধ একবার দোহন করা হয় তার যেমন পুনরায় তার থনে ফিরে আসা সম্ভব নয়, তেমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে তার পক্ষেও জাহান্নামে প্রবেশ করা সম্ভব নয়।

অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ - عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. رواه الترمذى فى ابواب فضائل الجهاد – باب ما جاء فضل الحرس فى سبيل الله، وقال: هذا حديث حسن غريب.

অর্থাৎ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি– দুটো চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না:– একটি চোখ হল যা আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে। আর একটি চোখ হল যা আল্লাহর রাস্তায় (জেহাদে) রাত্রিবেলা পাহারা রত থাকে। (তিরমিযী)

নিম্নোক্ত হাদীছের শেষেও আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে যে, এর দ্বারা কেয়ামতের দিন আল্লাহর ছায়ায় আশ্রয় লাভ করা যাবে–

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رضـ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ یُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِیْ ظِلِّهٖ یَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ - اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَاَ فِیْ عِبَادَةِ رَبِّهٖ، وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ فِی الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِی اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَیْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَیْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّیْ اَخَافُ اللّٰهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اِخْفَاءً حَتّٰی لَا تَعْلَمَ شِمَالُهٗ مَا تُنْفِقُ یَمِیْنُهٗ، وَرَجُلٌ ذَکَرَ اللّٰهَ خَالِیًا فَفَاضَتْ عَیْنَاهُ. متفق علیه. رواه البخاری فی باب من جلس فی المسجد ینتظر الصلوة وفضل المساجد.ورواه مسلم فی کتاب الزکوة – باب فضل اخفاء الصدقة.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তার ছায়ায় আশ্রয় দিবেন সেদিন, যেদিন তার ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। তারা হল– (১) ইনসাফগার শাসক, (২) যে যুবক তার প্রতিপালকের ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হয়, (৩) যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদের সঙ্গে লাগানো থাকে, (৪) যে দুই ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালবাসে– এরই ভিত্তিতে তারা একত্র হয় আবার এরই ভিত্তিতে তারা পৃথক হয়ে যায়। (৫) যে ব্যক্তিকে কোনো বংশীয় সুন্দরী নারী কু-কর্মের দিকে আহবান জানায় আর সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। (৬) যে ব্যক্তি এমন গোপনে দান করে যে, তার বাম হাত জানতে পারে না তার ডান হাত কী ব্যয় করে। (৭) আর সেই ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহর যিকির করে আর তার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। (বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর ভয়ে হযরত উছমান (রা.)–এর ক্রন্দন

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ هَانِیٍ مَوْلٰی عُثْمَانَ کَانَ عُثْمَانُ اِذَا وَقَفَ عَلٰی قَبْرٍ بَکٰی حَتّٰی یَبُلَّ لِحْیَتَهٗ. فَقِیْلَ لَهٗ تَذْکُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلَا تَبْکِیْ

وَتَبْکِیْ مِنْ هٰذَا؟ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْاٰخِرَةِ، اِنْ نَجٰی مِنْهُ فَمَا بَعْدَهٗ اَیْسَرُ مِنْهُ. وَاِنْ لَّمْ یَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهٗ اَشَدُّ. قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَاَیْتُ مَنْظَرًا قَطُّ اِلَّا وَالْقَبْرُ اَفْظَعُ مِنْهُ.

رواه الترمذی فی ابواب الزهد – فی باب خال عن الترجمة بعد باب ما جاء فی ذکر الموت وقال هذا حدیث حسن غریب. ورواه الحاکم فی المستدرک حدیث رقم ٨١٠٨ وقال هذا حدیث صحیح الاسناد. و وافقه الذهبی فی التلخیص: صحیح.

অর্থাৎ, হযরত উছমান (রা.)–এর আযাদকৃত গোলাম হানী থেকে বর্ণিত যে, হযরত উছমান (রা.) যখন কোনো কবরের নিকট দাঁড়াতেন, তখন তিনি কোঁদে দিতেন; যাতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল হযরত! জান্নাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করেন অথচ তাতে কাঁদেন না; আর এ কবর দেখে কাঁদছেন? তিনি উত্তর দিলেন– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কবর হল আখেরাতের মঞ্জিলসমূহের মধ্যে প্রথম মঞ্জিল। যদি কেউ তা থেকে নাজাত পায় তাহলে পরের মঞ্জিলগুলো তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়। আর যদি কেউ সেখান থেকে নাজাত না পায়, তাহলে পরের মঞ্জিলগুলো তার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অতঃপর তিনি বললেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন, আমি কবর থেকে বীভৎস আর কোনো দৃশ্য দেখিনি। (তিরমিযী ও মুস্তাদরকে হাকিম)

কবরের আযাবের ভয়াবহতা

কবরের আযাব কত ভয়াবহ হবে তার সামান্য একটু বর্ণনা এক হাদীছে এভাবে এসেছে–

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: لَیُسَلَّطُ عَلَی الْکَافِرِ فِیْ قَبْرِهٖ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ تِنِّیْنًا تَنْهَشُهٗ وَتَلْدَغُهٗ حَتّٰی تَقُوْمَ السَّاعَةُ لَوْ اَنَّ تِنِّیْنًا مِنْهَا نَفَخَ فِی الْاَرْضِ مَا

www.maktabatulabrar.com

نَبَتَتْ خَضْرَآءَ. رواه الدارمى فى كتاب الرقاق – باب فى شدة عذاب النار حديث رقم ٢٨١٥ واللفظ له. وروى الترمذى نحوه فى ابواب صفة القيمة وقال سبعون بدل تسعون. قلت الحديث حسن على الاقل.

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কাফেরের জন্য তার কবরে ৯৯ টা (আর এক বর্ণনা মতে ৭৯টা) সাপ নিযুক্ত করে দেওয়া হয়, যারা কেয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত তাকে কামড়াতে ও দংশন করতে থাকে। যদি সে সব সাপের কোনো একটা জমিনে নিঃশ্বাস ফেলত, তাহলে জমিনে আর কখনও ঘাস-পাতা তৃণলতা জন্মাত না। (দারিমী ও তিরমিযী)

কালেমায়ে তইয়্যেবার ফযীলত

কালেমায়ে তইয়্যেবা হল "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ"। এ কালেমার অনেক ফযীলত রয়েছে। নিম্নে এ কালেমার বিশেষ কয়েকটি ফযীলত বর্ণনা করা হল।

কালেমায়ে তইয়্যেবার একটি বিশেষ ফযীলত হল– যারা আন্তরিকতার সঙ্গে এ কালেমা বলে এবং পূর্ণরূপে এর মর্ম উপলব্ধি করে ও বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদেরকে এমন শক্তি যোগানো হয় যে, তারা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ কালেমায় কায়েম থাকতে পারে, যদিও এর উপর কায়েম থাকতে গিয়ে তাদেরকে বহু বিপদ-আপদেরও সম্মুখীনও হতে হয়। পরকালে (কবরে মুনকার নাকীরের প্রশ্নের সময়)ও তারা এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ-এর সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ.

অর্থাৎ, আল্লাহ মুমিনদেরকে মজবূত বাক্য (কালেমা)–এর উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন ইহকালেও এবং পরকালেও। (সূরা ইব্রাহীম : ২৭)

বোখারী শরীফের রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنِ الْبَرَآءِ بْنِ عَازِبٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْمُسْلِمُ اِذَا سُئِلَ فِى الْقَبْرِ يَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا

رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَذَالِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ. (رواه البخارى فى كتاب التفسير– باب قوله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت)

অর্থাৎ, মুসলমানকে যখন কবরে প্রশ্ন করা হবে, তখন সে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ–এর সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হবে। এটাই হল يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ আয়াতের মর্ম। (বোখারী)

কালেমায়ে তইয়্যেবার আর একটি বিশেষ ফযীলত হল– কালেমায়ে তইয়্যেবার সঙ্গে মৃত্যু হলে জান্নাত লাভ হয়।

ঈমান এতবড় দামী জিনিস যে, মৃত্যুর সময় ঈমান জ্ঞাপক কালেমা পাঠ করতে করতে মৃত্যু হলে জান্নাত লাভ হবে। হাদীছে এসেছে–

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهٖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. رواه الحاكم فى المستدرك حديث رقم ١٨٧٨، وقال: صحيح الاسناد. واقره عليه الذهبى فى التلخيص.

অর্থাৎ, হযরত মুআয ইব্নে জাবাল (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার শেষ কথা হবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ", সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুস্তাদরক হাকিম)

কালেমায়ে তইয়্যেবার আর একটি বিশেষ ফযীলত হল– ইখ্লাস সহকারে কালেমায়ে তইয়্যেবা পাঠ করলে কেয়ামতের দিন রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর শাফাআত লাভ করা যায়। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَنْ اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اَنْ لَا يَسْاَلَنِىْ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَحَدٌ اَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَاَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيْثِ، اَسْعَدُ النَّاسِ

www.maktabatulabrar.com

بِشَفَاعَتِیْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ قَالَ: لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهٖ اَوْ نَفْسِهٖ. رواه البخارى فى كتاب العلم – باب الحرص على الحديث.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! কেয়ামতের দিন কে আপনার শাফাআত (সুপারিশ) লাভে সৌভাগ্যবান হবে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আবূ হুরায়রা! আমার নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, তোমার পূর্বে কেউ আমাকে এ কথা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে না, কারণ হাদীছের ব্যাপারে আমি তোমার আগ্রহ লক্ষ করেছি। (তাহলে শোন) কেয়ামতের দিন আমার শাফাআত লাভে সৌভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি, যে খালেস অন্তরে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে। (বোখারী)

কালেমায়ে তইয়্যেবার ওজন সম্পর্কিত একটি হাদীছ

ঈমান সবচেয়ে দামী জিনিস। এই ঈমানের অর্থ জ্ঞাপক কালেমার ওজনও তাই সবচেয়ে বেশী। কালেমায়ে তইয়্যেবার ওজন সাত আসমান ও সাত জমিনের চেয়ে বেশী। এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِ الْخُدْرِیْ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ مُوْسٰى اَلنَّبِیُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَبِّ! عَلِّمْنِیْ شَيْئًا اَذْكُرُكَ بِهٖ اَوْ اَدْعُوْكَ بِهٖ. فَقَالَ يَا مُوْسٰى! قُلْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ. فَقَالَ يَا رَبِّ! كُلُّ عِبَادِكَ يَقُوْلُ هٰذَا، اِنَّمَا اُرِيْدُ شَيْئًا تَخُصُّنِیْ بِهٖ. قَالَ يَا مُوْسٰى! لَوْ اَنَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِیْ وَالْاَرَضِيْنَ السَّبْعَ وُضِعْنَ فِیْ كَفَّةٍ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فِیْ كَفَّةٍ لَمَالَتْ بِهِنَّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ. رواه فى شرح السنة فى باب ثواب التهليل (١١) حديث رقم ١٢٧٣. ورواه الحاكم فى المستدرک حديث رقم ١٩٧٢ وقال صحيح الاسناد. ووافقه الذهبى فى التلخيص: صحيح.

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একদা হযরত মূসা (আ.) বললেন, হে আমার রব! আমাকে এমন একটি বাক্য বলে দিন যা

দ্বারা আমি আপনার যিকির করতে পারি, অথবা বলেছেন, তার দ্বারা আপনার নিকট দুআ করতে পারি। আল্লাহ বললেন, হে মূসা! তুমি বলবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। তখন মূসা (আ.) বললেন, হে আমার রব! আপনার সকল বান্দাই তো এটি বলে থাকে। আমি আপনার নিকট এমন কিছু চাচ্ছি যা খাস করে আমাকেই বলবেন। তখন আল্লাহ বললেন, হে মূসা! যদি সাত আসমান ও আমি ভিন্ন তার সমস্ত অধিবাসী এবং সাত জমিন এক পাল্লায় রাখা হয় আর 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এক পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে নিশ্চিতই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-র পাল্লা ভারী হবে। (শরহুস সুন্নাহ ও মুস্তাদরকে হাকিম)

কালেমায়ে শাহাদাতের ওজন সম্পর্কিত একটি হাদীছ

তিরমিযী ও মুস্তাদরকে হাকিম গ্রন্থে কালেমায়ে শাহাদাতের ওজন সম্পর্কিত এক দীর্ঘ হাদীছে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضـ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اِنَّ اللّٰهَ سَيُخْلِصُ رَجُلاً مِنْ اُمَّتِیْ عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلَآئِقِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَتُنْكِرُ مِنْ ذَا شَيْئًا اَظَلَمَكَ كَتَبَتِیَ الْحَافِظُوْنَ؟ يَقُوْلُ لَا يَا رَبِّ. فَيَقُوْلُ اَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُوْلُ لَا يَا رَبِّ. فَيَقُوْلُ بَلٰى اِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَاِنَّهٗ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَيُخْرِجُ بِطَاقَةً فِيْهَا اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. فَيَقُوْلُ اُحْضُرْ وَزْنَكَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ مَا هٰذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هٰذِهِ السِّجِلَّاتِ؟ فَقَالَ فَاِنَّكَ لَاتُظْلَمُ قَالَ فَتُوْضَعُ السِّجِلَّاتُ فِیْ كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِیْ كَفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ وَلَا يَثْقُلُ مَعَ اِسْمِ اللّٰهِ شَيْئٌ. رواه الترمذى فى كتاب الايمان– باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد ان لا اله الا الله وقال: هذا حديث حسن غريب. ورواه الحاكم فى المستدرک حديث رقم ١٩٧٣ وقال صحيح الاسناد واقره عليه الذهبى. واللفظ للترمذى.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আম্র ইব্নুল আস (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন একজন লোককে সমস্ত মানুষের সামনে জোর আওয়াজে ডাকা হবে। তার সম্মুখে ৯৯টা দপ্তর খুলে ধরা হবে। প্রতিটা দপ্তর দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত দীর্ঘ। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তুমি কি এর কোনোটা অস্বীকার কর? সে বলবে, না, হে আমার রব! তখন আল্লাহ বলবেন, এসব অপরাধের ব্যাপারে তোমার কোনো ওজর আছে কি? কিংবা তোমার কোনো নেক আমল আছে কি? তখন লোকটা ভীত হয়ে বলবে– না, হে আমার রব! তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, হাঁ, আমার নিকট তোমার বহু নেকী রয়েছে, অবশ্যই তোমার প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না। অতঃপর আল্লাহ তাআলা একটা কাগজের টুকরো বের করবেন যাতে লেখা– اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ। তখন লোকটা জিজ্ঞাসা করবে– হে আমার প্রতিপালক! এই বিশাল বিশাল দপ্তরের সামনে এই টুকরো কাগজ আর কী! তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, অবশ্যই তোমার প্রতি জুলুম করা হবে না। অতঃপর ঐ সমস্ত দপ্তর এক পাল্লায় রাখা হবে আর ঐ টুকরো কাগজখানি এক পাল্লায় রাখা হবে। ফলে ঐসব দপ্তর হালকা হয়ে যাবে আর ঐ টুকরো কাগজখানি ভারী হয়ে যাবে। (তিরমিযী ও মুস্তাদরকে হাকিম)

তাম্বীহ: এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, এ হাদীছের ভিত্তিতে শুধু কালেমা পড়েই ক্ষান্ত থাকলে চলবে না এই ভেবে যে, যত পাপই করা হোক না কেন সেই সব পাপের তুলনায় কালেমার পাল্লা ভারী হয়ে যাবে এবং জান্নাতে যাওয়া নিশ্চিত হয়ে যাবে। এরূপ ধারণা করা হলে সেটা হবে বিভ্রান্তিমূলক ধারণা। কেননা, পাপের কারণে শাস্তি হওয়ার কথা অন্য বহু আয়াত ও হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীছে শুধু মাত্র কুফরের মোকাবেলায় কালেমা তথা ঈমানের ফযীলত বোঝানো উদ্দেশ্য, এ হাদীছ আমলের ব্যাপারে শিথিল হওয়া বা পাপ করার অবকাশ রয়েছে তা বোঝানোর জন্য নয়।

আল্লাহর ৯৯ নামের ফযীলত

আল্লাহর ৯৯ নামের ফযীলত বর্ণনা করে হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِاَةً اِلَّا وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ. متفق عليه. رواه

البخارى فى كتاب الرد على الجهمية الخ – باب ان لله مأة اسم الا واحدا. ورواه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء – باب فى اسماء الله تعالى وفضل من احصاها.

অর্থাৎ, আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর ৯৯ অর্থাৎ, এক কম একশত নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি সেগুলো মুখস্ত ও সংরক্ষণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ্ তাআলার ৯৯ নাম মুখস্ত ও সংরক্ষণ করার অর্থ হল এ নামগুলো মুখস্ত করা ও নামগুলো অনুযায়ী আকীদা-বিশ্বাস ও আখলাক-চরিত্র গড়ে তোলা। আল্লাহ্ তাআলার নামগুলোর সঙ্গে অনেক আকীদা জড়িত রয়েছে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন "আহকামে যিন্দেগী"। আর নামগুলোর সঙ্গে যে আমল-আখলাক জড়িত রয়েছে তা নামগুলোর অর্থের প্রতি খেয়াল দিলেই উপলব্ধি করা যায়। নিম্নে আল্লাহ্ পাকের ৯৯ নাম অর্থ সহকারে পেশ করা হল।

আল্লাহর ৯৯ নামের তালিকা

১. اَلْحَيُّ (আল-হায়্যু)- চিরঞ্জীব;
২. اَلْقَيُّوْمُ (আল-কায়্যুমু)-স্ব-প্রতিষ্ঠ, সংরক্ষণকারী;
৩. اَلْحَقُّ (আল-হাক্কু)- সত্য
৪. اَلْاَوَّلُ (আল-আওয়ালু)-প্রথম অর্থাৎ, অনাদি;
৫. اَلْاٰخِرُ (আল-আখিরু)-শেষ অর্থাৎ, অনন্ত,
৬. اَلْبَاقِيْ (আল-বাকী)-চিরস্থায়ী
৭. اَلظَّاهِرُ (আয্ যাহিরু)-প্রকাশ্য;
৮. اَلْبَاطِنُ (আল-বাতিনু)-গুপ্ত;
৯. اَلْعَلِيْمُ (আল-আলীমু)-মহা জ্ঞানী;
১০. اَلْخَبِيْرُ (আল-খবীরু)-সর্বজ্ঞ;
১১. اَللَّطِيْفُ (আল-লাতীফু)-সুক্ষ্মদর্শী;
১২. اَلْحَكِيْمُ (আল-হাকীমু) প্রজ্ঞাময়;
১৩. اَلْوَاسِعُ (আল-ওয়াছিউ)-সর্বব্যাপী;

www.maktabatulabrar.com

১৪. اَلْمَلِكُ (আল-মালিকু)-অধিপতি, সম্রাট,

১৫. مَالِكُ الْمُلْكِ (মালিকুল মুল্‌ক)-সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক;

১৬. اَلْمُعِزُّ (আল-মুইয্‌যু) সম্মানদাতা;

১৭. اَلْمُذِلُّ (আল-মুযিল্লু)-অপমানদাতা বা সম্মান হরণকারী ;

১৮. اَلْخَافِضُ (আল-খাফিযু)-অবনতকারী;

১৯. اَلرَّافِعُ (আর্-রাফিউ)-উন্নয়নকারী;

২০. اَلْقَادِرُ (আল-ক্বাদিরু)-শক্তিশালী;

২১. اَلْمُقْتَدِرُ (আল-মুকতাদিরু)-পূর্ণ ও স্বয়ংক্রিয় শক্তির অধিকারী;

২২. اَلْقَوِيُّ (আল-ক্বাবিয়্যু)-অসীম ও অটুট ক্ষমতার অধিকারী;

২৩. اَلْمَتِيْنُ (আল-মাতীনু)-সুস্থিত এবং অসম ক্ষমতার অধিকারী;

২৪. اَلْعَزِيْزُ (আল-আযীযু)-পরাক্রমশালী;

২৫. اَلْمَانِعُ (আল-মানিউ)-প্রতিরোধকারী;

২৬. اَلْقَهَّارُ (আল-কাহ্‌হারু)-মহাপরাক্রান্ত;

২৭. اَلْجَبَّارُ (আল-জাব্বারু)-প্রবল বিক্রমশালী;

২৮. اَلسَّمِيْعُ (আস্ সামীউ)-সর্বশ্রোতা;

২৯. اَلْبَصِيْرُ (আল-বাছীরু)-সম্যক দ্রষ্টা;

৩০. اَلْخَالِقُ (আল-খালিকু)- স্রষ্টা;

৩১. اَلْمُبْدِئُ (আল-মুবদিউ)- আদি স্রষ্টা;

৩২. اَلْبَارِئُ (আল-বারিউ)- উদ্ভাবনকর্তা;

৩৩. اَلْمُصَوِّرُ (আল-মুসাওবিরু)- আকৃতিদাতা;

৩৪. اَلْبَدِيْعُ (আল-বাদীউ)-নমূনাবিহীন সৃষ্টিকারী;

৩৫. اَلنُّوْرُ(আন্ নূরু)- জ্যোতির্ময়;

৩৬. اَلْهَادِئُ (আল-হাদীউ)-পথ প্রদর্শক;

৩৭. اَلرَّشِيْدُ (আর-রাশীদু)- সত্যদর্শী;

৩৮. اَلْمُحْيِئُ (আল-মুহ্‌য়ী)-জীবনদাতা;

www.maktabatulabrar.com

৩৯. اَلْوَاحِدُ (আল-ওয়াহিদু)-একক;

৪০. اَلْاَحَدُ (আল-আহাদু)-এক অদ্বিতীয়;

৪১. اَلْمُقِيْتُ (আল-মুকীতু)-আহার্যদাতা;

৪২. اَلرَّزَّاقُ (আল-আর্‌রায্‌যাকু)- রিযিক্‌দাতা;

৪৩. اَلْبَاسِطُ (আল-বাসিতু)-সম্প্রসারণকারী;

৪৪. اَلْقَابِضُ (আল-ক্বাবিযু)- সংকোচনকারী;

৪৫. اَلْفَتَّاحُ (আল-ফাত্তাহু)- উন্মুক্তকারী;

৪৬. اَلْحَفِيْظُ (আল-হাফীযু)-সংরক্ষণকারী;

৪৭. اَلْمُؤْمِنُ (আল-মু'মিনু)-নিরাপত্তা বিধায়ক;

৪৮. اَلسَّلَامُ (আস্-সালামু) নিরাপদ, শান্তিময়;

৪৯. اَلْمُهَيْمِنُ (আল-মুহাইমিনু)-রক্ষক, নেগাহবান;

৫০. اَلْوَالِئُ (আল-ওয়ালী)-অধিপতি; অভিভাবক;

৫১. اَلْوَكِيْلُ (আল-ওয়াকীলু)-কর্মবিধায়ক;

৫২. اَلْوَهَّابُ (আল-ওয়াহ্‌হাবু)-মহানুভবদাতা;

৫৩. اَلْكَرِيْمُ (আল-কারীমু)-উদারদাতা;

৫৪. اَلْغَنِيُّ (আল-গানিয়্যু)- অভাবমুক্ত; মুখাপেক্ষীহীন;

৫৪. اَلْمُغْنِئُ (আল-মুগ্‌নীয়ু)-অভাব মোচনকারী;

৫৬. اَلْوَاجِدُ (আল-ওয়াজিদু)-প্রাপক;

৫৭. اَلنَّافِعُ (আন্‌নাফিউ')-কল্যাণকারী;

৫৮. اَلضَّارُّ (আয্‌যাররু)-অকল্যাণের মালিক;

৫৯. اَلْبَرُّ (আল-বার্‌রু)-নেকময়;

৬০. اَلْمُمِيْتُ (আল-মুমীতু)-মৃত্যুদাতা;

৬১. اَلْوَارِثُ (আল-ওয়ারিসু)-স্বত্বাধিকারী;

৬২. اَلْمُعِيْدُ (আল-মুঈদু)-পুনঃসৃষ্টিকারী;

৬৩. اَلْبَاعِثُ (আল-বা'ইছু)- পুনরুত্থানকারী;

৬৪. اَلْجَامِعُ (আল-জামিউ)-একত্রকরণকারী;

৬৫. اَلْحَسِيْبُ (আল-হাসীবু)-হিসাব গ্রহণকারী;

৬৬. اَلْمُحْصِىْ (আল-মুহ্সী)-পুংখানুপুংখ হিসাব গ্রহণকারী;

৬৭. اَلشَّهِيْدُ (আশ-শাহীদু)- প্রত্যক্ষকারী;

৬৮. اَلرَّقِيْبُ (আর্ রাকীবু)-পর্যবেক্ষণকারী;

৬৯. اَلْحَكَمُ (আল-হাকামু)-মীমাংসাকারী;

৭০. اَلْعَدْلُ (আল-আদ্লু)-ন্যায়নিষ্ঠ;

৭১. اَلْمُقْسِطُ (আল-মুকসিতু)- ন্যায়পরায়ণ;

৭২. اَلشَّكُوْرُ (আশ্ শাকূরু)- গুণগ্রাহী;

৭৩. اَلْوَالِىُّ (আল-ওয়ালিয়্যু)-সাহায্যকারী, বন্ধু, অভিভাবক;

৭৪. ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (যুল জালালি ওয়াল ইক্রাম)

৭৫. اَلْوَدُوْدُ (আল-ওয়াদূদু)-প্রেমময়;

৭৬. اَلْمُقَدِّمُ (আল-মুকাদ্দিমু)-অগ্রবর্তীকারী;

৭৭. اَلْمُؤَخِّرُ (আল-মুআখ্খিরু)-পশ্চাদবর্তীকারী;

৭৮. اَلْمُنْتَقِمُ (আল-মুন্তাকিমু)-শাস্তিদাতা;

৭৯. اَلصَّبُوْرُ (আস্ সাবূরু)- ধৈর্যশীল;

৮০. اَلْحَلِيْمُ (আল-হালীমু)-সহিষ্ণু;

৮১. اَلْعَفُوُّ (আল-'আফুউ)- ক্ষমাকারী;

৮২. اَلْغَفَّارُ (আল-গাফ্ফারু) পরম ক্ষমাশীল;

৮৩. اَلْغَفُوْرُ (আল-গাফূরু)- পরম ক্ষমাকারী;

৮৪. اَلتَّوَّابُ (আত্-তাওয়াবু)-তওবা কবূলকারী;

৮৫. اَلْمُجِيْبُ (আল-মুজীবু)- কবূলকারী;

৮৬. اَلرَّحِيْمُ (আর রহীমু)- অতি দয়ালু;

৮৭. اَلرَّحْمٰنُ (আর রহ্মানু)-অত্যন্ত দয়াময়;

৮৮. اَلرَّؤُوْفُ (আর্-রাউফু) সীমাহীন দয়ালু ;

৮৯. اَلْقُدُّوْسُ (আল-কুদ্দূসু) পবিত্র;

৯০. اَلْجَلِيْلُ (আল-জালীলু)- পূর্ণাঙ্গ মহিমাময় ;

৯১. اَلْمَجِيْدُ (আল-মাজীদু)- গৌরবময়;

৯২. اَلْمُتَكَبِّرُ (আল-মুতাকাব্বিরু)- সুউচ্চ, সমুচ্চ গৌরবময়তার অধিকারী;

৯৩. اَلْمُتَعَالِىْ (আল-মুতা'আলী)-সর্বোচ্চ মর্যাদাবান;

৯৪. اَلْمَاجِدُ (আল-মাজীদু)- এককতম মহান;

৯৫. اَلصَّمَدُ (আস্ সমাদু)-অনপেক্ষ;

৯৬. اَلْحَمِيْدُ (আল-হামীদু)-প্রশংসিত;

৯৭. اَلْكَبِيْرُ (আল-কাবীরু)-সর্বাধিক বড়ত্বের অধিকারী;

৯৮. اَلْعَلِىُّ (আল-আলিয়্যু)-সর্বোচ্চ মর্যাদাবান;

৯৯. اَلْعَظِيْمُ (আল-আযীমু)-সর্বোচ্চ মাহাত্মের অধিকারী;

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا

নিশ্চয় মুমিনদের উপর নামায নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফরয করা হয়েছে। (সূরা নিছা : ১০৩)

www.maktabatulabrar.com

তৃতীয় অধ্যায়

ফাযায়েলে উযূ, মেসওয়াক, আযান ও নামায

بسم الله الرحمن الرحيم

তৃতীয় অধ্যায়

ফাযায়েলে উযূ, মেসওয়াক, আযান ও নামায

উযূর ফযীলত

উযূর দ্বারা গোনাহ মাফ হওয়া

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِذَا تَوَضَّاَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَآءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَآءِ، فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَآءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَآءِ، فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَآءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَآءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ. رواه مسلم فى كتاب الطهارة – باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء، ورواه الترمذى فى اول ابواب الطهارة وقال هذا حديث حسن صحيح. واللفظ لمسلم.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোনো মুসলমান অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) কোনো মুমিন বান্দা উযূ করে আর চেহারা ধৌত করে, তখন তার চেহারা থেকে পানির সঙ্গে অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) পানির শেষ বিন্দুর সঙ্গে ঐসব গোনাহ বের হয়ে যায়, যার দিকে সে তার দুই চক্ষু দিয়ে দৃষ্টিপাত করেছিল। এবং যখন সে হাত ধৌত করে, তখন তার দুই হাত থেকে পানির সঙ্গে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সঙ্গে ঐসব গোনাহ বের হয়ে যায় যা তার দুই হাত সম্পাদন করেছিল। অতঃপর যখন সে তার দুই পা ধৌত করে, তখন পানির সঙ্গে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সঙ্গে ঐসব গোনাহ বের হয়ে যায়, যা করতে তার দুই পা অগ্রসর হয়েছিল। এভাবে সে (উযূর স্থান থেকে) বের হয় গোনাহ থেকে পাক-সাফ হয়ে। (মুসলিম ও তিরমিযী)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهِ. رواه مسلم فى كتاب الطهارة – باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء.

অর্থাৎ, হযরত উছমান ইবনে আফ্ফান (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি উযূ করে এবং উত্তমরূপে উযূ করে, তার গোনাহসমূহ তার শরীর থেকে বের হয়ে যায় এমনকি তার নখের নিচ থেকেও বের হয়ে যায়। (মুসলিম)

উযূর দ্বারা কেয়ামতের দিন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উজ্জ্বল হওয়া

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اِنَّ اُمَّتِىْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُّطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب العلم – باب فضل الوضوء والغر المحجلين من آثار الوضوء، ورواه مسلم فى كتاب الطهارة – باب استحباب اطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء. واللفظ للبخارى.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন আমার উম্মতকে (জান্নাতের দিকে) ডাকা হবে "গুর্‌রাম মুহাজ্জাল" (অর্থাৎ, উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট উযূর চিহ্নের কারণে) বলে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার উজ্জ্বলতাকে দীর্ঘ করতে পারে, সে যেন তা করে। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা: "গুর্‌রাম মুহাজ্জাল" বলা হয় এমন ঘোড়াকে, যার হাত, পা ও কপাল ধবধবে সাদা। এখানে উযূর কারণে কেয়ামতের দিন মুমিনের চেহারা উজ্জ্বল হবে এটাই বোঝানো হয়েছে। সুতরাং নির্দিষ্ট স্থান পূর্ণরূপে ভিজিয়ে উত্তমরূপে উযূ করা চাই।

উযূ থাকতে আবার উযূ করার ফযীলত

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ عَلٰى طُهْرٍ كُتِبَ لَهٗ عَشْرَ حَسَنَاتٍ. رواه ابوداود فى أخر رواية طويلة فى كتاب الطهارة – باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث، و رواه الترمذى فى ابواب الطهارة – باب ما جاء انه يصلى الصلوت بوضوء واحد وضعفه للافريقى. قلت الضعف ليس بشديد فيتحمل فى باب الفضائل مع انه يؤيده ما رواه البخارى كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلوة، بالاضافة الى انه تقرر بان كل حسنة بعشر امثالها.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ওমর (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি উযূ থাকতেও উযূ করে, তার জন্য অতিরিক্ত দশটি নেকী লিখে দেওয়া হয়। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

উযূ সহকারে ঘুমানোর ফযীলত

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِىْ شِعَارِهٖ مَلَكٌ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ اِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلَانٍ فَاِنَّهٗ بَاتَ طَاهِرًا. رواه ابن حبان فى صحيحه حديث رقم ١٠٣٧.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ওমর (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় রাত্র যাপন করে, তার সঙ্গে একজন ফেরেশতা রাত্র যাপন করে। সে ঘুম থেকে ওঠা মাত্রই ফেরেশতা তার জন্য দুআ করে বলে হে আল্লাহ! তুমি তোমার অমুক বান্দাকে ক্ষমা করে দাও। কেননা, সে পবিত্র অবস্থায় রাত্র যাপন করেছে। (সহীহ ইব্‌নে হিব্বান)

আর এক রেওয়ায়েতে এসেছে– উযূ সহকারে ঘুম পড়লে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দুনিয়া-আখেরাতের যে বিষয়ে দুআ করবে তা-ই কবূল হবে।[১]

উযূর পর বিশেষ দুআর ফযীলত

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَّتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ اَوْ فَيُسْبِغُ ثُمَّ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وزاد الترمذى **اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ. اِلَّا فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَآءَ.** رواه مسلم فى صحيحه فى كتاب الطهارة – باب الذكر المستحب عقب الوضوء.

অর্থাৎ, হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যদি উত্তমরূপে উযূ করার পর এই দুআটি পাঠ করে, তাহলে তার জন্য জান্নাতের আট দরজা খুলে দেওয়া হবে, সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে। (মুসলিম ও তিরমিযী)

দুআটি হল–

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

---

১. رواه ابو داود والنسائى (اى فى عمل اليوم الليلة) وابن ماجة. كذا فى الترغيب ‖ حديث رقم ٨٨٣. والحديث صحيح كذا فى هامشه.

www.maktabatulabrar.com

ব্যাখ্যা: জান্নাতে প্রবেশের জন্য একটি দরজা খুলে দেওয়াই যথেষ্ট, তবুও তার জন্য আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে তার সম্মানার্থে। সে স্বাধীনভাবে সেই আটটি দরজার যে কোনোটা দিয়ে প্রবেশ করবে।

মেসওয়াকের গুরুত্ব ও ফযীলত

মেসওয়াকের গুরুত্ব

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلٰوةٍ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الجمعة – باب السواك يوم الجمعة، و رواه مسلم فى كتاب الطهارة – باب السواك. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি না আমি আমার উম্মতকে কষ্টে ফেলব মনে করতাম, তাহলে তাদেরকে (ফরয হিসাবে) প্রত্যেক নামাযের সময় মেসওয়াক করার আদেশ করতাম। (বোখারী ও মুসলিম)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا جَائَنِىْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ اِلَّا اَمَرَنِىْ بِالسِّوَاكِ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ اُحْفِىَ مُقَدَّمَ فِىَّ. رواه احمد فى مسنده حديث رقم ٢٢١٧٠ واسناده حسن كذا فى هامشه.

অর্থাৎ, হযরত আবূ উমামা (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখনই হযরত জিবরাঈল (আ.) আমার নিকট আসতেন, তখনই আমাকে মেসওয়াক করার জন্য বলতেন, আমার তো ভয় হতে লাগল যে, (মেসওয়াক করতে করতে) আমি আমার মুখের সম্মুখ দিক ক্ষয় করে ফেলব। (মুসনাদে আহমদ)

মেসওয়াকের ফযীলত

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِّلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ. رواه النسائى فى الترغيب فى السواك ورواه احمد فى مسنده حديث رقم ٢٤٠٨٥ واسناده صحيح كذا فى هامشه.

অর্থাৎ, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মেসওয়াক হল মুখ পরিষ্কারকারী এবং আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উপায়। (নাসায়ী ও মুসনাদে আহমদ)

মেসওয়াকের ফযীলত বয়ান করে আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَفْضُلُ الصَّلٰوةُ الَّتِىْ يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلٰوةِ الَّتِىْ لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِيْنَ ضِعْفًا. رواه البيهقى فى شعب الايمان فى فضل الوضوء. حديث رقم ٢٧٧٤.

অর্থাৎ, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে নামাযের জন্য মেসওয়াক করা হয় তার ফযীলত ঐ নামাযের তুলনায় সত্তুর গুণ বেশী, যে নামাযের জন্য মেসওয়াক করা হয় না। (শুআবুল ঈমান)

উল্লেখ্য : এখানে "সত্তুর" বলে হয়তো নির্দিষ্ট সংখ্যা ৭০ কেই বোঝানো হয়েছে, অথবা অধিক সংখ্যক বার বোঝানো হয়েছে।

ইমামতের ফযীলত

ইমামতের ফযীলত বয়ান করে এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلٰثَةٌ عَلٰى كُثْبَانِ الْمِسْكِ اُرَاهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ - عَبْدٌ اَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوْلَاهُ وَرَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهٖ رَاضُوْنَ وَرَجُلٌ يُنَادِىْ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. رواه الترمذى فى ابواب البر والصلة – باب ما جاء فى فضل المملوك الصالح وقال: هذا حديث حسن غريب.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তি কেয়ামতের দিন মেশকের স্তূপের উপর থাকবে:- (১) যে গোলাম আল্লাহর হক ও তার মনিবের হক ঠিকমত আদায় করে, (২) যে ব্যক্তি লোকদের ইমামত করে আর তার প্রতি তারা সন্তুষ্ট এবং (৩) যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান দেয়। (তিরমিযী)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلٰثَةٌ لَا يَهُوْلُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَلَا يَنَالُهُمُ الْحِسَابُ، هُمْ عَلٰى كَثِيْبٍ مِّنْ مِسْكٍ حَتّٰى يُفْرَغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ - رَجُلٌ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ اِبْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ وَاَمَّ بِهٖ قَوْمًا وَهُمْ رَاضُوْنَ بِهٖ، وَدَاعٍ يَدْعُوْا اِلَى الصَّلَوٰتِ اِبْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ، وَعَبْدٌ اَحْسَنَ فِيْمَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ رَبِّهٖ وَفِيْمَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ مَوَالِيْهِ. قال الهيثمى: رواه الطبرانى فى الاوسط والصغير وفيه عبد الصمد بن عبد العزيز المقرى ذكره ابن حبان فى الثقات. مجمع الزوائد ج/١ باب فضل الاذان. قال المنذرى فى الترغيب واسناده لا بأس به.

অর্থাৎ, ইবনে ওমর (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তি এমন আছে যারা কেয়ামতের ভয়াবহতায় ভীত হবে না, তাদের কোনো হিসাব-নিকাশ দিতে হবে না বরং তারা মেশকের টিলার উপর (আনন্দে রত) থাকবে, অথচ অন্যান্য মাখলূক তখন হিসাব- নিকাশে ব্যস্ত থাকবে। সেই তিন ব্যক্তি হল– (১) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্তে কুরআন পাক পড়েছে এবং এমনভাবে ইমামত করেছে যে, মুক্তাদিগণ তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল। (২) যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আযান দিয়েছে। (৩) যে গোলাম স্বীয় মনিব এবং অধীনস্থ লোক উভয়ের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেছে। (তাবারানী)

আযানের ফযীলত

আযানের ফযীলত বয়ান করে এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

www.maktabatulabrar.com

عَنْ مُعَاوِيَةَ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اَلْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ. رواه مسلم فى كتاب الصلوة – باب فضل الاذان وهرب الشيطان عند سماعه.

অর্থাৎ, হযরত মুআবিয়া (রা.) বলেন যে, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি– কেয়ামতের দিন মুআযযিনগণ সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ ঘাড়বিশিষ্ট হবে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা: দীর্ঘ ঘাড়বিশিষ্ট হওয়া দ্বারা বোঝানো হয়েছে– তাদেরকে সকলের উপর দিয়ে দেখা যাবে অথবা তারা সর্বাপেক্ষা সম্মানী হবে।

আযানের ফযীলত বয়ান করে আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ رضـ مَرْفُوْعًا: لَا يَسْمَعُ مَدٰى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا اِنْسٌ وَلَا شَيْئٌ اِلَّا شَهِدَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ. رواه البخارى فى كتاب الرد على الجهمية – باب قول النبى صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে কোনো মানুষ ও জিন অথবা অন্য কিছু মুআযযিনের আযানের শেষ রেশটুকু পর্যন্ত শুনবে, সে কেয়ামতের দিন মুআযযিনের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। (বোখারী)

আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهٗ مَدٰى صَوْتِهٖ وَيَشْهَدُ لَهٗ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهٗ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ صَلّٰى. رواه ابو داود فى كتاب الصلوة – باب رفع الصوت بالاذان، ورواه النسائى فى باب رفع الصوت بالاذان عن البراء بن عازب.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মুআযযিন–তাকে মাফ করে দেওয়া হবে তার আযানের শেষ রেশটুকু পর্যন্ত এবং তার জন্য সাক্ষ্য দিবে

প্রত্যেক সজীব ও নির্জীব। আর তার জন্য রয়েছে যারা (উক্ত আযানের ভিত্তিতে) নামায পড়বে তাদের সম পরিমাণ ছওয়াব। (আবূ দাউদ ও নাসায়ী)

আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ الْبَرَآءِ بْنِ عَازِبٍ رضـ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهٗ مَدٰى صَوْتِهٖ وَيُصَدِّقُهٗ مَنْ سَمِعَهٗ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهٗ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ صَلّٰى مَعَهٗ. رواه النسائى فى الامامة – باب كيف يقوم الامام، ورواه احمد فى مسنده حديث رقم ١٨٤١٦. واسناده صحيح كذا فى هامشه.

অর্থাৎ, হযরত বারা ইব্নে আযেব (রা.) বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রথম কাতারে নামায আদায়কারীদের প্রতি আল্লাহ রহমত করেন, ফেরেশতাগণ তাদের জন্য দুআ করেন। আর মুআযযিন–তাকে মাফ করে দেওয়া হবে তার আযানের শেষ রেশটুকু পর্যন্ত এবং তার জন্য সাক্ষ্য দিবে প্রত্যেক সজীব ও নির্জীব। আর তার জন্য রয়েছে যারা (উক্ত আযানের ভিত্তিতে) নামায পড়বে তাদের সম পরিমাণ ছওয়াব। (নাসায়ী ও মুসনাদে আহমদ)

আযানের ফযীলত বয়ান করে এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلٰثَةٌ عَلٰى كُثْبَانِ الْمِسْكِ اُرَاهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَبْدٌ اَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوْلَاهُ وَرَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهٖ رَاضُوْنَ وَرَجُلٌ يُنَادِىْ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. رواه الترمذى فى ابواب البر والصلة – باب ما جاء فى فضل المملوك الصالح وقال: هذا حديث حسن غريب.

অর্থাৎ, হযরত ইব্নে ওমর (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তি কেয়ামতের দিন মেশকের স্তূপের উপর থাকবে:– (১) যে গোলাম আল্লাহর হক ও তার মনিবের হক ঠিকমত আদায় করে, (২) যে ব্যক্তি লোকদের ইমামত করে আর তার প্রতি তারা সন্তুষ্ট এবং (৩) যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান দেয়। (তিরমিযী)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلٰثَةٌ لَا يَهُوْلُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَلَا يَنَالُهُمُ الْحِسَابُ، هُمْ عَلٰى كَثِيْبٍ مِّنْ مِسْكٍ حَتّٰى يُفْرَغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلَآئِقِ - رَجُلٌ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ اِبْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ وَاَمَّ بِهٖ قَوْمًا وَهُمْ رَاضُوْنَ بِهٖ، وَدَاعٍ يَدْعُوْا اِلَى الصَّلَوٰتِ اِبْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ، وَعَبْدٌ اَحْسَنَ فِيْمَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ رَبِّهٖ وَفِيْمَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ مَوَالِيْهِ. قال الهيثمى: رواه الطبرانى فى الاوسط والصغير وفيه عبد الصمد بن عبد العزيز المقرى ذكره ابن حبان فى الثقات. مجمع الزوائد ج/١ باب فضل الاذان. قال المنذرى فى الترغيب واسناده لا بأس به.

অর্থাৎ, ইবনে ওমর (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তি এমন আছে যারা কেয়ামতের ভয়াবহতায় ভীত হবে না, তাদের কোনো হিসাব-নিকাশ দিতে হবে না বরং তারা মেশকের টিলার উপর (আনন্দে রত) থাকবে, অথচ অন্যান্য মাখলূক তখন হিসাব- নিকাশে ব্যস্ত থাকবে। সেই তিন ব্যক্তি হল– (১) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্তে কুরআন পাক পড়েছে এবং এমনভাবে ইমামত করেছে যে, মুক্তাদিগণ তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল। (২) যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আযান দিয়েছে। (৩) যে গোলাম স্বীয় মনিব এবং অধীনস্থ লোক উভয়ের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেছে। (তাবারানী)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَذَّنَ سَبْعَ سِنِيْنَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهٗ بَرَآئَةٌ مِّنَ النَّارِ. رواه الترمذى فى ابواب الصلوة – باب ما جاء فى فضل الاذان وقال هذا حديث غريب. قلت: وفى اسناده جابر الجعفى ومن الائمة من وثقه، والحديث ليس بموضوع وليس فى متنه نكارة، فيعتبر فى باب الفضائل.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ছওয়াবের নিয়তে সাত বৎসর আযান দিবে, তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি লিখে দেওয়া হবে। (তিরমিযী)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اَذَّنَ اِثْنَتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَاذِيْنِهِ فِىْ كُلِّ مَرَّةٍ سِتُّوْنَ حَسَنَةً وَبِاِقَامَتِهِ ثَلٰثُوْنَ حَسَنَةً. رواه الحاكم فى المستدرک حديث رقم ٨٦٠ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخارى. واقره عليه الذهبى فى التلخيص. قلت وللحديث شواهد قوية فيما ينجبر ضعفه كما فى المستدرک نفسه.

অর্থাৎ, হযরত ইব্‌নে ওমর (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বার বৎসর আযান দিবে তার জন্য জান্নাতের ফয়সালা করে দেওয়া হবে এবং তার জন্য লিখে দেওয়া হবে প্রত্যেকবার আযানের বিনিময়ে ষাট নেকী এবং প্রত্যেক ইকামতের বিনিময়ে ত্রিশ নেকী। (মুস্তাদরকে হাকিম)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يَعْلَمِ النَّاسُ مَا فِى النِّدَآءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلَّا اَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الاذان – باب الاستهام فى الاذان، ورواه النسائى فى كتاب الاذان – الاستهام على التاذين. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি মানুষ জানত আযান দেওয়া এবং প্রথম কাতারে নামায পড়ার ফযীলত কত বেশী, তাহলে এ দুটো

আমলের জন্য প্রয়োজনে লটারী করত। আর যদি তারা জানত আগেভাগে নামায পড়তে যাওয়ার কী ফযীলত তাহলে তার জন্য দ্রুত অগ্রসর হত। আর যদি তারা জানত ইশার নামায ও ফজরের নামাযের ছওয়াব কী তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এই দুই নামাযের জন্য আসত। (বোখারী ও নাসায়ী)

আযানের ফযীলত সম্পর্কিত দীর্ঘ আলোচনার সার সংক্ষেপ হল– এ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীছসমূহের আলোকে আযানের ফযীলত ১০টি। যথা:–

১. যারা এবং যা কিছু আযান শুনবে সকলে এবং সবকিছুতে কেয়ামতের দিন মুআযযিনের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে।
২. প্রত্যেক ওয়াক্তের আযানের বিনিময়ে ষাটটি করে নেকী দান করা হবে এবং প্রত্যেক ইকামতের বিনিময়ে ত্রিশটি করে নেকী দান করা হবে।
৩. মুআযযিনের জন্য রয়েছে যারা তার আযানের ভিত্তিতে নামায পড়বে তাদের সম পরিমাণ ছওয়াব।
৪. কেয়ামতের দিন মুআযযিনগণ সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ ঘাড়বিশিষ্ট হবে।
৫. মুআযযিন কেয়ামতের ভয়াবহতায় ভীত হবে না।
৬. মুআযযিন কেয়ামতের দিন মেশকের স্তূপের উপর আনন্দে রত থাকবে।
৭. মুআযযিন হিসাব-নিকাশের পেরেশানী থেকে মুক্ত থাকবে।
৮. মুআযযিনকে মাফ করে দেওয়া হবে।
৯. কেউ সাত বৎসর আযান দিলে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি লিখে দেওয়া হবে।
১০. বার বৎসর আযান দিলে জান্নাতের ফয়সালা করে দেওয়া হবে।

আযানের জওয়াব দেওয়ার ফযীলত

মুসলিম ও নাসায়ী শরীফে হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিম্নরূপে আযানের জওয়াব দিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১]

উক্ত হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী আযানের শব্দসমূহ এবং তার জওয়াবের শব্দসমূহ ছকের মাধ্যমে দেখানো হল।

---

১. رواه مسلم فى كتاب الصلوة – باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه الخ، والنسائى عن ابى هريرة بمثله فى كتاب الاذان – فى ثواب ذالک

www.maktabatulabrar.com

আযানের শব্দসমূহ এবং তার জওয়াবের শব্দসমূহ

আযান ও ইকামতের শব্দসমূহ	আযান ও ইকামতের জওয়াবের শব্দসমূহ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ	اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ	اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ	لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ	لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ	اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

উল্লেখ্য, ফজরের আযানের অতিরিক্ত শব্দের জওয়াব এবং একামতের শব্দসমূহের জওয়াবের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন "আহকামে যিন্দেগী"।

* আযানের বাক্যগুলোর সঙ্গে সঙ্গে জওয়াব দেওয়ার পর (আযান শেষ হলে) প্রথমে দুরূদ শরীফ পড়বে। তারপর পরবর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত দুআসমূহ পড়বে।

www.maktabatulabrar.com

আযানের পর দুআ পড়ার ফযীলত

বোখারী ও নাসায়ী শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَآءِ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَآئِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ. رواه البخارى فى كتاب الاذان – باب الدعاء عند النداء، و رواه النسائى فى كتاب الاذان – باب الدعاء عند الاذان. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে নিম্নোক্ত দুআ বলবে, তার জন্য কেয়ামতের দিন শাফাআত করা আমার জন্য অবধারিত হয়ে যাবে।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَآئِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ.

মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও সহীহ ইব্নে হিব্বানের অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوْلًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رواه مسلم فى كتاب الصلوة – باب استحباب القول مثل قول المؤذن، ورواه ابو داود فى كتاب الصلوة – باب ما يقول اذا سمع المؤذن، ورواه النسائى فى كتاب الاذان – باب الدعاء عند الاذان، ورواه ابن حبان حديث رقم ١٦٨٥. واللفظ لابن حبان.

অর্থাৎ, হযরত সাআদ ইব্নে আবী ওয়াক্কাস (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মুআযযিনের আযান শুনে নিম্নোক্ত দুআ পড়বে, তার গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

وَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوْلًا.

নামাযের গুরুত্ব ও ফায়দা

ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নামায। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত– এক ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল–

اَىُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ؟ قَالَ اَلصَّلٰوةُ عَلٰى وَقْتِهَا. قَالَ ثُمَّ اَىٌّ؟ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. قَالَ ثُمَّ اَىٌّ؟ قَالَ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. رواه البخارى فى كتاب مواقيت الصلوة – باب فضل الصلوة لوقتها، ورواه النسائى فى كتاب المواقيت – فى فضل الصلوة لمواقيتها.

অর্থাৎ, কোন্ আমল আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নামায। সে আবার জিজ্ঞাসা করল- তারপর কোন্ আমল বেশী প্রিয়? তিনি বললেন, তারপর মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা। সে আবার জিজ্ঞাসা করল- তারপর কোন্ আমল বেশী প্রিয়? বললেন, জেহাদ। (বোখারী ও নাসায়ী)

ফায়দা: হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেছেন, আলেমগণের মতে এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈমানের পরে নামাযই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

নামাযের আর একটি গুরুত্ব ও ফযীলতের দিক হল নামায অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে এবং জীবনকে অন্যায় ও পাপ থেকে মুক্ত রাখে। এ হিসাবে নামায জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, অবশ্যই নামায অশ্লীলকাজ ও পাপ থেকে বিরত রাখে। (সূরা আনকাবূত : ৪৫)

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আমরা অনেক মানুষকে দেখতে পাই তারা নামায পড়েন আবার অশ্লীলকাজ এবং পাপেও জড়িত থাকেন। তাহলে নামায কীভাবে তাকে বিরত রাখল? এ প্রশ্নের জওয়াব হল তাদের নামায যথাযথভাবে হচ্ছে না, যার ফলে নামায তাদেরকে অন্যায় থেকে বিরত রাখছে না। নামায যথাযথভাবে হলে অবশ্যই নামায তাদেরকে অন্যায় অপরাধ থেকে বিরত রাখত। এক রেওয়ায়েতে এরকম বক্তব্যই পাওয়া যায়। বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اِنَّ فُلَانًا يُصَلِّىْ بِاللَّيْلِ، فَاِذَا اَصْبَحَ سَرَقَ. فَقَالَ سَيَنْهَاهُ مَا تَقُوْلُ. رواه احمد ورجاله رجال الصحيح. كذا فى مجمع الزوائد ج/٧ كتاب التفسير– باب سورة العنكبوت. ورواه البزار، كذا فى ابن كثير تحت ا لاية المذكورة.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, অমুক ব্যক্তি রাতের বেলায় নামায পড়ে, অতঃপর যখন সকাল হয় সে চুরিতে লিপ্ত হয়। তিনি জওয়াবে বললেন, অচিরেই নামায তুমি যা বলছ তা থেকে তাকে বিরত করবে। (মুসনাদে আহমদ ও বায্যার)

ফরয নামাযের ফযীলত

ফরয নামাযের ফযীলত অনেক। তন্মধ্যে বিশেষ কিছু ফযীলত সম্পর্কে বর্ণনা পেশ করা হল।

ফরয নামায দ্বারা গোনাহ মোচন হয়

ফরয নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত বয়ান করে কুরআনে কারীমের একটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰتِ.

অর্থাৎ, দিনের দুই ভাগে এবং রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম কর। নিশ্চয় নেক আমলসমূহ গোনাহসমূহকে অপসারণ করে। (সূরা হূদ: ১১৪)

اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُوْلُ ذَالِكَ يُبْقِىْ مِنْ دَرَنِهٖ؟ قَالُوْا لَا يُبْقِىْ مِنْ دَرَنِهٖ شَيْئًا. قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوٰتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللّٰهُ بِهَا الْخَطَايَا. متفق عليه.

رواه البخارى فى كتاب مواقيت الصلوة – باب الصلوة الخمس كفارة للخطايا اذا صلاهن فى الجماعة وغيرها. ورواه ومسلم فى كتاب الصلوة – باب فضل الصلوة المكتوبة فى جماعة الخ. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সাহাবীদেরকে লক্ষ করে বললেন,) আচ্ছা বল দেখি তোমাদের কারও বাড়ীর সামনে যদি একটা নহর থাকে এবং সে ব্যক্তি উক্ত নহরে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে? সাহাবাগণ আরয করলেন জি না কিছুই থাকতে পারে না। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অবস্থাও অনুরূপ। আল্লাহ পাক পাঁচ ওয়াক্ত নামায দ্বারা নামাযীর যাবতীয় গোনাহ মাফ করে দেন। (বোখারী ও মুসলিম)

তবে উল্লেখ্য যে, নামায দ্বারা সগীরা গোনাহ মাফ হয়। কবীরা গোনাহ তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। নামায দ্বারা যে শুধু সগীরা গোনাহ মাফ হয় কবীরা গোনাহ মাফ হয় না– এ বিষয়টি এক হাদীছ থেকে বুঝা যায়। বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلصَّلَوٰتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَآئِرَ. رواه مسلم فى كتاب الطهارة – باب فضل الوضوء والصلوة عقبه.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, পাঁচ ওয়াক্তের নামায এবং এক জুমুআ থেকে আর এক জুমুআ মধ্যবর্তী যাবতীয় গোনাহ মোচন করে দেয় যদি কবীরা না হয়। (মুসলিম)

তবে উল্লেখ্য যে, নামাযের ভিতরে যেহেতু এস্তেগফারও রয়েছে, তাই নামায দ্বারা সগীরা কবীরা উভয় রকম গোনাহ মাফ হয়ে যাবে বলে

এ সম্পর্কে এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَآءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ، فَاَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ، قَالَ فَجَعَلَ ذٰلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ، قَالَ فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ! قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. قَالَ: اِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّىْ الصَّلٰوةَ يُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوْبُهٗ كَمَا يَتَهَافَتُ هٰذَا الْوَرَقُ عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ. رواه احمد فى مسنده حديث رقم ٢١٤٤٨ واسناده حسن كذا فى هامشه.

অর্থাৎ, হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সময়ে শীতকালে বাইরে তাশরীফ আনলেন। তখন গাছ থেকে পাতা ঝরার মওসুম ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাছের একটা ডাল হাত দিয়ে ধরলেন, ফলে তার পাতা আরও বেশী করে ঝরতে লাগল। অতঃপর তিনি বললেন, হে আবূ যর! আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি হাজির আছি। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, মুসলমান বান্দা যখন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নামায আদায় করে, তখন তার থেকে গোনাহসমূহ ঝরে পড়ে, যেমন এই গাছের পাতা ঝরে পড়ছে। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা: শীতকালে গাছের পাতা এত বেশী ঝরে পড়ে যে, কোন কোন গাছে একটা পাতাও অবশিষ্ট থাকে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, ইখলাসের সঙ্গে সামায পড়লে এরূপ বান্দার কোনো গোনাহ-ই অবশিষ্ট থাকে না। তবে এখানে একটা কথা লক্ষ্যণীয় যে, উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, নামাযের দ্বারা শুধু সগীরা গুনাহসমূহ মাফ হয়। কবীরা গোনাহ তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। তাই সব ধরনের গোনাহ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নামাযের সঙ্গে সঙ্গে তওবা-এস্তেগফারের প্রতিও যত্নবান হতে হবে।

ফরয নামাযের ফযীলত ও ফায়দা সম্বন্ধে আরও এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি–

www.maktabatulabrar.com

আশা করা যায়। কিন্তু শর্ত হল নিজ গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে। নতুবা তওবা হবে না। কেননা নিজকৃত গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া ব্যতীত খাঁটি তওবা হয় না।

ফরয নামাযের হিসাবে উত্তীর্ণ হতে পারলে বাকী সবকিছুর হিসাবে সহজে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে

ফরয নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত বয়ান করে এক হাদীছের অংশ বিশেষে বলা হয়েছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْ عَمَلِهٖ صَلٰوتُهٗ، فَاِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ، وَاِنْ فَسَدَتْ خَابَ وَخَسِرَ. الحديث. رواه الترمذى فى ابواب الصلوة – باب ما جاء ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيمة الصلوة وحسنه.

অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন (বান্দার আমলসমূহের মধ্যে) সর্ব প্রথম (ফরয) নামাযের হিসাব হবে। তার নামায ঠিক হলে সে কামিয়াব হবে এবং তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। আর যদি তার নামায ঠিক না হয়, তাহলে সে ব্যর্থ হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (তিরমিযী)

আর এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَنَسٍ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلصَّلَاةُ، فَاِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَآئِرُ عَمَلِهٖ وَاِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَآئِرُ عَمَلِهٖ. قال الهيثمى (مجمع الزوائد ج/١ كتاب الصلاة – باب فرض الصلاة): رواه الطبرانى فى الاوسط، وفيه القاسم بن عثمان قال البخارى له احاديث لا يتابع عليها، وذكره ابن حبان فى الثقات وقال ربما اخطأ. قال المنذرى فى الترغيب: لا بأس باسناده ان شاء الله. وفى هامشه والحديث صحيح بشواهده.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন (বান্দার আমলসমূহের মধ্যে) সর্ব প্রথম (ফরয) নামাযের হিসাব হবে। তার নামায ঠিক হলে তার অন্যান্য যাবতীয় আমল ঠিক (ধরা) হবে। আর যদি তার নামায খারাপ হয়, তাহলে তার অন্যান্য যাবতীয় আমল খারাপ (ধরা) হবে। (তাবারানী)

www.maktabatulabrar.com

ফরয নামায দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য বেশী অর্জিত হয়

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছের একাংশে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... ... وَمَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدِىْ بِشَيْئٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِمَّا اِفْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. الحديث. رواه البخارى فى كتاب الرقاق – باب التواضع.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, (আল্লাহ তাআলা বলেছেন,) আমার বান্দা আমি তার প্রতি যা ফরয করেছি তার চেয়ে বেশী অন্য কিছু দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে পারে না। (বোখারী)

ফরয নামায আদায়কারী গাফেলদের তালিকাভুক্ত হয় না

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَافَظَ عَلٰى هٰؤُلَآءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ لَمْ تُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَمَنْ قَرَاَ فِىْ لَيْلَةٍ مِاَةَ اٰيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ. رواه الحاكم فى المستدرك حديث رقم ١١٨٨ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. و وافقه الذهبى فى التلخيص: على شرطهما.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ফরয নামাযসমূহের ব্যাপারে যত্নবান থাকবে, গাফেলদের তালিকায় তার নাম লেখা হবে না। আর যে ব্যক্তি প্রতি রাতে (অন্তত) একশত আয়াত তেলাওয়াত করবে, তার নাম ফরমাবর- দারদের (আনুগত্যশীলদের) তালিকাভুক্ত করা হবে। (মুস্তাদরকে হাকিম)

নামায নূর ও দলীল হবে

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ ذَكَرَ الصَّلٰوةَ يَوْمًا فَقَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهٗ نُوْرًا

অর্থাৎ, হযরত উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা.) বলেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি– আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি এই সব নামায নিয়ে উপস্থিত হবে এমনভাবে যে, সে এই নামাযসমূহকে পূর্ণ করেছে, তার হকের প্রতি অবহেলা করে তাতে ত্রুটি করেনি, তার জন্য আল্লাহর নিকট অঙ্গীকার রয়েছে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর। আর যে ব্যক্তি এই সব নামায নিয়ে উপস্থিত হবে এমনভাবে যে, সে এই নামাযসমূহের প্রতি অবহেলা করে তার হকে ত্রুটি করেছে, তার জন্য আল্লাহর কাছে কোনো অঙ্গীকার নেই। তিনি চাইলে তাকে শাস্তি দিবেন, চাইলে রহম করবেন। (সহীহ ইব্নে হিব্বান ও আবূ দাউদ)

আর এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ-رُكُوْعِهِنَّ وَسُجُوْدِهِنَّ وَوُضُوْئِهِنَّ وَمَوَاقِيْتِهِنَّ، وَعَلِمَ اَنَّهُنَّ حَقٌّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ اَوْ قَالَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. رواه احمد فى مسنده حديث رقم ١٨٢٦١. واسناده صحيح كذا فى هامشه. وقال المنذرى: اسناده جيد ورواته رواة الصحيح.

অর্থাৎ, হযরত হানযালা (রা.) বলেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি যত্নের সঙ্গে এই পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করবে অর্থাৎ, তার রুকূ, সাজদা, উযূ ওয়াক্ত সব ব্যাপারে যত্ন নিবে এবং এই বিশ্বাস রাখবে যে, এগুলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হক, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে (অথবা বলেছেন,) তার জন্য জান্নাত অবধারিত)। [মুসনাদে আহমদ]

এতক্ষণের আলোচনার সারকথা হল নামাযের বিশেষ ৯টি ফযীলত। যথা–

১. নামায আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয় আমল।
২. নামায দ্বারা পাপ মোচন হয়।
৩. নামাযের হিসাবে উত্তীর্ণ হতে পারলে বাকী সবকিছুর হিসাবে সহজেউত্তীর্ণ হওয়া যাবে।

وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ، وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَّهُ بُرْهَانٌ وَلَا نُوْرٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَهَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَاُبَيِّ ابْنِ خَلْفٍ. رواه الدارمى فى كتاب الرقاق – باب فى المحافظة على الصلاة حديث رقم ٢٧٢١، وقال الهيثمى: رواه احمد والطبرانى فى الكبير والاوسط ورجال احمد ثقات. مجمع الزوائد ج/١ باب فرض الصلاة. ورواه ابن حبان فى صحيحه حديث رقم ١٤٤٨. واللفظ لابن حبان.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আম্র (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি যত্নবান থাকে, কেয়ামতের দিন সেই নামায তার জন্য নূর হবে, (হিসাবের সময় নামায তার জন্য) দলীল হবে এবং নামায তার জন্য নাজাতের কারণ হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি যত্নবান হবে না, কেয়ামতের দিন নামায তার জন্য নূর ও দলীল হবে না, তার জন্য নাজাতের কোনো সনদও থাকবে না; বরং কারূন, হামান, ফেরআউন ও উবাই ইব্নে খাল্ফ (প্রমুখ জঘন্য কাফের)–এর সঙ্গে তার হাশর হবে। (সহীহ ইব্নে হিব্বান, সুনানে দারিমী ও মুসনাদে আহমদ)

নামায হল জান্নাতে প্রবেশের জামানত

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضـ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ عَلٰى عِبَادِهٖ، فَمَنْ جَآءَ بِهِنَّ وَقَدْ اَكْمَلَهُنَّ وَلَمْ يَنْتَقِصْهُنَّ اِسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ جَآءَ بِهِنَّ وَقَدْ اِنْتَقَصَهُنَّ اِسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ لَمْ يَكُنْ لَّهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَآءَ عَذَّبَهُ وَاِنْ شَآءَ رَحِمَهُ. رواه ابن حبان فى صحيحه حديث رقم ١٧٢٣. ورواه ابو داود فى كتاب الصلوة – باب المحافظة على الصلوت.و اللفظ لابن حبان.

www.maktabatulabrar.com

৪. নামায দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য বেশী অর্জিত হয়।
৫. নামায দ্বারা গাফেলদের তালিকা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
৬. কেয়ামতের দিন নামায নূর হবে।
৭. হিসাবের সময় নামায দলীল হবে।
৮. নামায নাজাতের কারণ হয়।
৯. নামায হল জান্নাতে প্রবেশের জামানত।

নামায তরক করার শাস্তি ও খারাবী

যারা নামায না পড়ে, তাদের সম্পর্কে এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ نَوْفِلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ رضـ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلٰوةُ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلَهُ وَمَالَهُ. رواه ابن حبان فى صحيحه حديث رقم ١٤٥٩.

অর্থাৎ, হযরত নওফেল ইব্নে মুআবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির এক ওয়াক্ত নামাযও ছুটে গেল, তার যেন পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ সবকিছুই কেড়ে নেওয়া হল। (সহীহ ইব্নে হিব্বান)

ব্যাখ্যা: কারও পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ সবকিছুই যদি কেড়ে নেওয়া হয়, তাহলে সে যেমন বিপদগ্রস্ত ও হতভাগা, তেমনি নামায তরককারী ব্যক্তিও বিপদগ্রস্ত ও হতভাগা। এ হাদীছে মানুষকে এভাবেও নামায তরক করা থেকে সাবধান করা হয়েছে যে, কেউ যদি জানে যে অমুক রাস্তা দিয়ে গমন করা হলে তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ সবকিছু ছিনিয়ে নেওয়া হবে, তাহলে সে কখনও সেই রাস্তা দিয়ে গমন করবে না, সেই রাস্তা থেকে সর্বপ্রযত্নে বিরত থাকবে। তদ্রূপ নামায তরক করার রাস্তা থেকেও সকলের বিরত থাকা চাই।

যারা নামায না পড়ে, তাদের সম্পর্কে আর এক হাদীছে এসেছে যে, তাদের হাশর হবে ফেরআউন, হামান ও উবাই ইব্নে খাল্ফ প্রমুখ জঘন্ন কাফেরের সঙ্গে। বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلٰوةَ يَوْمًا فَقَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ، وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُوْرًا وَلَا نَجَاةً وَلَابُرْهَانًا، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَاُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ. رواه الدارمى فى كتاب الرقاق – باب فى المحافظة على الصلاة حديث رقم ٢٧٢١، وقال الهيثمى: رواه احمد والطبرانى فى الكبير والاوسط ورجال احمد ثقات. مجمع الزوائد ج/١ باب فرض الصلاة.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি যত্নবান থাকে, কেয়ামতের দিন সেই নামায তার জন্য নূর হবে, (হিসাবের সময় নামায তার জন্য) দলীল হবে এবং নামায তার জন্য নাজাতের কারণ হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি যত্নবান হবে না, কেয়ামতের দিন নামায তার জন্য নূর ও দলীল হবে না, তার জন্য নাজাতের কোনো সনদও থাকবে না; বরং কারূন, ফেরআউন, হামান ও উবাই ইব্নে খাল্ফ (প্রমুখ জঘন্য কাফের)–এর সঙ্গে তার হাশর হবে। (সুনানে দারিমী, মুসনাদে আহমদ তাবারানী)

প্রথম কাতারে নামায পড়ার ফযীলত

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يَعْلَمِ النَّاسُ مَا فِى النِّدَآءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلَّا اَنْ يَّسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. رواه البخارى فى كتاب الاذان – باب الاستهام فى الاذان، ورواه النسائى فى كتاب الاذان – باب الاستهام على التاذين.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি মানুষ জানত আযান দেওয়া এবং প্রথম কাতারে নামায পড়ার ফযীলত কত বেশী, তাহলে তারা এ

www.maktabatulabrar.com

দুটো আমলের জন্য প্রয়োজনে লটারী করত। আর যদি মানুষ জানত আগেভাগে নামাযে যাওয়ার কত ফযীলত, তাহলে দ্রুত সে দিকে অগ্রসর হত। আর যদি তারা জানত ইশা এবং ফজরের নামাযে জামাআতে হাজির হওয়ার কত ফযীলত, তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে হাজির হত। (বোখারী ও নাসায়ী)

আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْاَوَّلِ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَلَى الثَّانِىْ؟ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْاَوَّلِ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَلَى الثَّانِىْ؟ قَالَ وَعَلَى الثَّانِى. الحديث. رواه احمد فى مسنده حديث رقم ٢٢١٦ واسناده حسن، كذا فى هامشه.

অর্থাৎ, হযরত আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ প্রথম কাতারে (নামায আদায়কারী ব্যক্তিগণ)–এর প্রতি রহমত করেন এবং ফেরেশতারা রহমতের দুআ করেন। এ শুনে সাহাবীগণ আরয করলেন ইয়া রসূলাল্লাহ! দ্বিতীয় কাতারের প্রতিও! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ প্রথম কাতারে (নামায আদায়কারী ব্যক্তিগণ)–এর প্রতি রহমত করেন এবং ফেরেশতারা রহমতের দুআ করেন। সাহাবীগণ আবার আরয করলেন ইয়া রসূলাল্লাহ! দ্বিতীয় কাতারের প্রতিও! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাঁ দ্বিতীয় কাতারের প্রতিও। (মুসনাদে আহমদ)

কাতার সোজা করার গুরুত্ব ও ফযীলত

জামাতের নামাযে কাতার সোজা করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাতার বাঁকা থাকলে অন্তর বাঁকা হয়ে যায় বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

لَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ. رواه ابو داود، نسائى، ابن خزيمة وابن حبان. كذا فى الترغيب حديث رقم ٧٣٧.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, তোমরা কাতারে আগপিছ হয়ে (অর্থাৎ, কাতার বাঁকা করে) দাঁড়িও না, তাহলে তোমাদের অন্তরও আগপিছ (অর্থাৎ, বাঁকা) হয়ে যাবে। (আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হিব্বান)

অতএব কাতার সোজা করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আশপাশের মুসল্লীদের পায়ের গোড়ালী বরাবর নিজের পায়ের গোড়ালী রাখলে কাতার ভালভাবে সোজা হয়ে থাকে।

কাতার সোজা করার ফযীলত সম্পর্কে এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ مَرْفُوْعًا ..... اَقِيْمُوا الصَّفَّ فِى الصَّلٰوةِ، فَاِنَّ اِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلٰوةِ. رواه البخارى فى كتاب الاذان – باب اقامة الصف من تمام الصلوة.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তোমরা নামাযের কাতার সোজা কর। কেননা, কাতার সোজা করা নামাযের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত। (বোখারী)

কাতারে ফাঁক পূর্ণ করা এবং মিলে মিলে দাঁড়ানোর ফযীলত

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَآئِشَةَ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ. رواه ابن حبان فى صحيحه حديث رقم ٢١٥٤، ورواه احمد فى مسنده حديث رقم ٢٥١٤٦. واسناده صحيح كذا فى هامشه.

অর্থাৎ, হযরত আয়েশা (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন, যারা কাতারে মিলে মিলে দাঁড়ায় তাদের প্রতি আল্লাহ রহমত করেন এবং ফেরেশতারা তাদের জন্য রহমতের দুআ করেন। (সহীহ ইব্নে হিব্বান ও মুসনাদে আহমদ)

কাতারে ডান পাশে দাঁড়ানোর ফযীলত

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَآئِشَةَ رضـ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ

اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلٰى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ. رواه ابن حبان فى صحيحه حديث رقم ٢١٥١.

অর্থাৎ, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যারা কাতারের ডান দিকে দাঁড়ায়, আল্লাহ তাদের প্রতি রহমত করেন এবং ফেরেশতারা তাদের জন্য রহমতের দুআ করেন। (সহীহ ইব্নে হিব্বান)

জামাআতে নামায পড়ার গুরুত্ব ও জামাআত তরক করার খারাবী

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ اٰمُرَ بِالصَّلٰوةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ اُخَالِفَ اِلٰى رِجَالٍ (وَفِىْ رِوَايَةٍ لَا يَشْهَدُوْنَ الصَّلٰوةَ) فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ. الحديث. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الاذان – باب وجوب صلوة الجماعة، ومسلم فى كتاب الصلوة – باب فضل صلوة الجماعة الخ.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ঐ সত্তার কছম, যার হাতে আমার জীবন! আমার তো ইচ্ছা হয় হুকুম করব কিছু লাকড়ী একত্র করার, তা একত্র করা হবে, অতঃপর আমি নামাযের আযান দিতে আদেশ করব আর আযান দেওয়া হবে, তারপর আমি কাউকে হুকুম দিব লোকদের ইমামত করার, সে লোকদের ইমামত করবে আর আমি সেই সব লোকদের বাড়ী বাড়ী যাব –অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে– যারা জামাআতে হাজির হয়নি এবং তাদেরসহ তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিব। (বোখারী ও মুসলিম)

আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِىَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اِتِّبَاعِهٖ عُذْرٌ قَالُوْا وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ

خَوْفٌ اَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلٰوةُ الَّتِىْ صَلّٰى. رواه ابو داود فى كتاب الصلوة – باب التشديد فى ترك الجماعة.

অর্থাৎ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আযান শোনার পর কোনো ওজর না থাকা সত্ত্বেও একাকী নামায পড়ল, তার নামায কবূল হবে না। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন– ওজর বলতে কী বোঝায়? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ভয় বা রোগ-ব্যাধি। (আবূ দাউদ)

জামাআতের ব্যাপারে সাহাবাদের গুরুত্ব

সাহাবাগণ জামাআতের ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। কোনো অবস্থাতেই তাঁরা জামাআত ত্যাগ করতেন না। একাকী চলতে অপারগ হলেও অন্য ব্যক্তিদের সহযোগিতায় জামাআতে হাজির হতেন। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

(قَالَ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ) وَلَقَدْ رَاَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا اِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُوْمُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتٰى بِهٖ يُهَادٰى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتّٰى يُقَامَ فِى الصَّفِّ. رواه مسلم فى كتاب الصلوة – باب فضل صلوة الجماعة الخ ورواه ابو داود فى كتاب الصلوة – باب التشديد فى ترك الجماعة. واللفظ لمسلم.

অর্থাৎ, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, আমি দেখেছি (সাহাবীগণ কেউ জামাআত ছাড়তেন না) কেবল মুনাফেকই জামাআত ছাড়ত। এরূপ ব্যক্তিও দেখা গেছে যাকে দুই ব্যক্তির মধ্যখানে (তাদের কাধে) ভর দিয়ে মসজিদে আনা হয়েছে, যাতে তাকে (নামাযের) কাতারে দাঁড় করানো হয়। (মুসলিম ও আবূ দাউদ)

জামাআতে নামায পড়ার ফযীলত

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلٰوةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً. متفق عليه. رواه

www.maktabatulabrar.com

البخارى فى كتاب الاذان – باب فضل صلوة الجماعة ومسلم فى كتاب الصلوة – باب فضل صلوة الجماعة الخ واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জামাআতের সঙ্গে নামায একাকী নামাযের চেয়ে ২৭ গুণ অধিক মর্যাদা রাখে। (বোখারী ও মুসলিম)

আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلٰوةُ الْجَمِيْعِ تَزِيْدُ عَلٰى صَلٰوتِهٖ فِىْ بَيْتِهٖ وَصَلٰوتِهٖ فِىْ سُوْقِهٖ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً. الحديث. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الصلوة – باب الصلوة فى مسجد السوق، ومسلم فى كتاب الصلوة – باب فضل الصلوة المكتوبة فى الجماعة الخ.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জামাআতের নামায তার ঘরে বা তার বাজারে (দোকানে) নামায পড়ার চেয়ে পচিশ গুণ বেশী ছওয়াব রাখে। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা: প্রথম হাদীছে জামাআতে নামায পড়লে ২৭ গুণ এবং দ্বিতীয় হাদীছে ২৫ গুণের কথা বলা হয়েছে। বাহ্যিকভাবে বর্ণনা দুটোর মধ্যে বৈপরিত্য রয়েছে বলে মনে হয়। মুহাদ্দিছীনে কেরাম এ দুটো বর্ণনার মধ্যে এভাবে সমন্বয় সাধন করেছেন যে, এই পার্থক্য নামাযীদের অবস্থার পার্থক্যের কারণে ঘটে থাকে। কেউ কেউ ২৫ গুণ ছওয়াব পায়, আবার কেউ কেউ ইখলাসের দরুণ ২৭ গুণ ছওয়াব পায়। কোন কোন মুহাদ্দিছ বলেছেন, ২৭ গুণ ইশা এবং ফজর নামাযের ক্ষেত্রে, যেহেতু এই দুই নামাযে জামাতে হাজির হওয়া তুলনামূলক বেশী কষ্টকর। আর অন্যান্য নামাযে ২৫ গুণ। কোন কোন মুহাদ্দিছ বলেছেন, জামাআতের নামাযের ছওয়াব প্রথমে ২৫ গুণ ছিল, পরে বৃদ্ধি পেয়ে ২৭ গুণ হয়েছে। দুই হাদীছে দুই সময়ের বর্ণনা এসেছে, অতএব দুই বর্ণনার মধ্যে কোনো বৈপরিত্য নেই।

জামাআতে নামায পড়ার ফযীলত বয়ান করে আর এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رضـ اَنَّهٗ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

www.maktabatulabrar.com

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ تَوَضَّاَ فَاَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ مَشٰى اِلٰى صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ فَصَلَّاهَا مَعَ الْاِمَامِ غُفِرَ لَهٗ ذَنْبُهٗ. رواه ابن خزيمة فى صحيحه حديث رقم ١٤٨٩.

অর্থাৎ, হযরত উছমান (রা.) বলেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি উযূ করবে, উত্তমভাবে উযূ করবে, তারপর ফরয নামায পড়ার জন্য গমন করবে। অনন্তর ইমামের সঙ্গে সে নামায আদায় করবে, তার গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। (সহীহ ইব্নে খুযায়মা)

ইশা ও ফজরের নামায জামাআতে পড়ার খাস ফযীলত

সাধারণভাবে সব নামায জামাআতের সঙ্গে পড়ার কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে ফজর ও ইশার নামায জামাআতের সঙ্গে পড়ার কথা স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, এই দুই সময় জামাআতে হাজির হতে অলসতা বাধা হয়ে থাকে, তাই এর জন্য স্বতন্ত্র ফযীলত রাখা হয়েছে। তদুপরি হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী এই দুই ওয়াক্ত নামায মুনাফেকদের জন্য কঠিন।[১] হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– তিনি বলেছেন, আমরা যখন কোনো লোককে ফজর ও ইশার জামাআতে না পেতাম, তার ব্যাপারে বদ-গুমানীতে বা কু-ধারণায় পড়ে যেতাম।[২]

ফজর ও ইশার নামায জামাআতের সঙ্গে পড়ার কথা স্বতন্ত্রভাবে বয়ান করে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يَعْلَمِ النَّاسُ مَا فِى النِّدَآءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلَّا اَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. رواه البخارى فى كتاب الاذان – باب الاستهام فى الاذان، ورواه النسائى فى كتاب الاذان – الاستهام على التاذين. واللفظ للبخارى.

১। احمد وابو داود وابن خزيمة وابن حبان. كذا فى الترغيب حديث رقم ٦١٣. ১.

২। رواه البزار والطبرانى وابن خزيمة فى صحيحه. كذا فى الترغيب حديث رقم ٦٠٨. ২.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি মানুষ জানত আযান দেওয়া এবং প্রথম কাতারে নামায পড়ার ফযীলত কত বেশী, তাহলে তারা এ দুটো আমলের জন্য প্রয়োজনে লটারী করত। আর যদি তারা জানত আগেভাগে নামায পড়তে যাওয়ার কী ফযীলত, তাহলে তার জন্য দ্রুত অগ্রসর হত। আর যদি তারা জানত ইশা ও ফজরের নামাযে জামাআতে হাজির হওয়ার ছওয়াব কী, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এই দুই নামাযের জন্য (মসজিদে) আসত। (বোখারী ও নাসায়ী)

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عُثْمَانَ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّى الْعِشَآءَ فِىْ جَمَاعَةٍ فَكَاَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِىْ جَمَاعَةٍ فَكَاَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهٗ. رواه مسلم فى كتاب الصلوة – باب فضل صلوة الجماعة الخ، ورواه الترمذى فى ابواب الصلوة – باب ما جاء فى فضل العشاء والفجر فى جماعة وقال هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত উছমান (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ইশার নামায জামাআতের সঙ্গে আদায় করল, সে যেন অর্ধ রাত নফল ইবাদত করল, আর যে ফজরের নামায জামাআতের সঙ্গে আদায় করল, সে যেন পূর্ণ রাত নফল নামায আদায় করল। (মুসলিম ও তিরমিযী)

স্বতন্ত্রভাবে ফজরের নামায জামাআতের সঙ্গে পড়ার ফযীলত বয়ান করে এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِىْ جَمَاعَةٍ فَهُوَ فِىْ ذِمَّةِ اللّٰهِ تَعَالٰى. قال المنذرى (الترغيب حديث رقم ٦١٤): رواه ابن ماجة باسناد صحيح.

অর্থাৎ, হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতের সঙ্গে আদায় করল, সে আল্লাহ্‌র জিম্মায় থাকল। (ইবনে মাজা)

www.maktabatulabrar.com

৪০ দিন একাধারে তাকবীরে উলার সঙ্গে জামাআতে নামায পড়ার ফযীলত

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلّٰى لِلّٰهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِىْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْاُوْلٰى كُتِبَ لَهٗ بَرَائَتَانِ بَرَائَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَائَةٌ مِنَ النِّفَاقِ. رواه الترمذى فى ابواب الصلوة – باب فى فضل التكبيرة الاولى.

অর্থাৎ, হযরত আনাস ইব্‌নে মালেক (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ৪০ দিন তাকবীরে উলা তথা প্রথম তাকবীরের সঙ্গে জামাআতে নামায পড়ে, তার জন্য দুটো মুক্তি লিখে দেওয়া হয়:– জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও মুনাফেকী থেকে মুক্তি। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা: "তাকবীরে উলা" শব্দের অর্থ প্রথম তাকবীর। "তাকবীরে উলা"-র সঙ্গে শরীক হওয়ার অর্থ ইমামের সূরা কেরাত শুরু করার পূর্বে নামাযে শরীক হওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, প্রথম রাকআতে রুকূতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শরীক হলেও "তাকবীরে উলা"-য় শরীক হয়েছে বলে গণ্য হবে।

মসজিদে হারামে নামায পড়ার ফযীলত

মসজিদে হারামে এক নামায অন্য মসজিদে এক লক্ষ নামায থেকেও উত্তম। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلٰوةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلٰوةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلٰوةٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَفْضَلُ مِنْ مِاَةِ اَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ. رواه ابن ماجة فى باب ما جاء فى فضل الصلوة فى المسجد الحرام ومسجد النبى صلى الله عليه وسلم. قال فى فتح البارى: رجاله ثقات. وقال البوصرى: اسناد حديث جابر صحيح. ورواه ابن حبان عن عبد الله بن الزبير حديث رقم ١٦١١، واللفظ لابن ماجة.

অর্থাৎ, হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার মসজিদে এক নামায মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য মসজিদে নামাযের চেয়ে এক হাজার গুণ বেশী ফযীলত রাখে। আর মসজিদে হারামে এক নামায (মসজিদে নববী ব্যতীত) অন্য মসজিদে এক লক্ষ নামাযের চেয়ে বেশী ফযীলতপূর্ণ। (ইব্নে মাজা ও সহীহ ইব্নে হিব্বান)

ব্যাখ্যা: কেউ কেউ জানতে চান মসজিদে হারামে নামায পড়লে যখন এক লক্ষ গুণ ছওয়াব, তাহলে এক ওয়াক্তের নামায কাযা করলে জীবনের এক লক্ষ নামায কাযা করার সমতুল্য হয়ে যাবে কি না? এ প্রশ্নের উত্তর হল– না, তা হবে না। আরও মনে রাখতে হবে যে, এই এক লক্ষ গুণ ছওয়াব শুধু ওয়াক্তিয়া ফরয নামায জামাআতের সঙ্গে আদায় করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সুন্নাত ও নফলের ক্ষেত্রে এই বর্দ্ধিত ছওয়াব প্রযোজ্য নয়।

মসজিদে নববীতে নামায পড়ার ফযীলত

মসজিদে নববীতে এক নামায অন্য মসজিদে এক হাজার নামায থেকেও উত্তম। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلٰوةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلٰوةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلٰوةٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَفْضَلُ مِنْ مِاَةِ اَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ. رواه ابن ماجة فى باب ما جاء فى فضل الصلوة فى المسجد الحرام ومسجد النبى صلى الله عليه وسلم. قال فى فتح البارى: رجاله ثقات. وقال البوصرى: اسناد حديث جابر صحيح. ورواه ابن حبان عن عبد الله بن الزبير حديث رقم ١٦١١، واللفظ لابن ماجة.

অর্থাৎ, হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার মসজিদে এক নামায মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য মসজিদে নামাযের চেয়ে এক হাজার গুণ বেশী ফযীলত রাখে। আর মসজিদে হারামে এক নামায (মসজিদে নববী ব্যতীত) অন্য মসজিদে এক লক্ষ নামাযের চেয়ে বেশী ফযীলতপূর্ণ। (ইব্নে মাজা ও সহীহ ইব্নে হিব্বান)

ব্যাখ্যা: কেউ কেউ জানতে চান মসজিদে নববীতে নামায পড়লে যখন এক হাজার গুণ ছওয়াব, তাহলে মসজিদে নববীতে এক ওয়াক্তের নামায কাযা করলে জীবনের এক হাজার নামায কাযা করার সমতুল্য হয়ে যাবে কি না? এ প্রশ্নের উত্তর হল– না, তা হবে না। আরও মনে রাখতে হবে যে, এই এক হাজার গুণ ছওয়াব শুধু মাত্র ওয়াক্তিয়া ফরয নামায জামাআতের সঙ্গে আদায় করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সুন্নাত ও নফলের ক্ষেত্রে এই বর্দ্ধিত ছওয়াব প্রযোজ্য নয়।

মসজিদে নববীতে ৪০ ওয়াক্ত নামায একাধারে জামাআতে পড়ার ফযীলত

কোনো ব্যক্তি মসজিদে নববীতে একাধারে ৪০ ওয়াক্ত নামায আদায় করলে তার জন্য দোযখ থেকে মুক্তি এবং আযাব ও মুনাফেকী থেকে মুক্তির ছাড়পত্র লিখে দেওয়া হবে বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আনাস ইব্নে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ صَلّٰى فِىْ مَسْجِدِىْ اَرْبَعِيْنَ صَلَاةً لَا تَفُوْتُهُ صَلَاةٌ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَبَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ. قال الهيثمى رواه احمد والطبرانى فى الاوسط ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ج/٤. باب فيمن صلى بالمدينة اربعين صلاتا.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার মসজিদে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায এমনভাবে আদায় করবে যে, মধ্যে কোনো নামায ছুটবে না, তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও আযাব থেকে মুক্তি লিখে দেওয়া হবে, সে মুনাফিকী থেকে মুক্তি লাভ করবে। (তাবারানী)

তবে উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত ফযীলত পুরুষদের জন্য খাস এবং মসজিদে নববীতে জামাআতের সঙ্গে আদায়কৃত নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মহিলাদের জন্য মসজিদে নববীতে নামায পড়ার চেয়ে ঘরে নামায পড়াতেই ছওয়াব বেশী।[১]

মসজিদে আকসায় নামায পড়ার ফযীলত

মসজিদে আকসা তথা বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায পড়ার ফযীলতও অনেক। একটি বিশেষ ফযীলত হল মসজিদে আকসায় নামায দ্বারা (মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী ব্যতীত) অন্যান্য মসজিদের তুলনায় পাঁচশত গুণ বেশী ছওয়াব হয়ে থাকে। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

১. احسن الفتاوى ج/٣ و ٤

www.maktabatulabrar.com

عَنْ اَبِى الدَّرْدَآءِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلصَّلَاةُ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِاَةِ اَلْفِ صَلَاةٍ، وَالصَّلَاةُ فِىْ مَسْجِدِىْ بِاَلْفِ صَلَاةٍ، وَالصَّلَاةُ فِىْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِخَمْسِمِاَةِ صَلَاةٍ. رواه الطبرانى وابن خزيمة فى صحيحه والبزار.(واللفظ للطبرانى). كذا فى الترغيب حديث رقم ١٨٠٣.

অর্থাৎ, হযরত আবুদ্দরদা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মসজিদে হারামে নামায এক লক্ষ গুণ, আমার মসজিদে নামায এক হাজার গুণ, আর বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায পাঁচশত গুণ। (তাবারানী, সহীহ ইব্নে খুযায়মা ও বায্যার)

আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَنٰى بَيْتَ الْمَقْدِسِ سَأَلَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ خِلَالًا ثَلٰثَةً -سَأَلَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ فَاُوْتِيَهُ وَسَأَلَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ مُلْكًا لَا يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ بَعْدَهُ فَاُوْتِيَهُ وَسَأَلَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ بِنَآءِ الْمَسْجِدِ اَنْ لَّا يَاْتِيَهُ اَحَدٌ لَايَنْهَزُهُ اِلَّا الصَّلٰوةُ فِيْهِ اَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ خَطِيْئَتِهٖ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ. رواه النسائى فى كتاب المساجد – فضل المسجد الاقصى والصلوة فيه. ورواه ابن حبان فى صحيحه حديث رقم ١٦٢٥. واللفظ للنسائى.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, হযরত দাউদের পুত্র সুলায়মান (আ.) যখন বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে তিনটি আবেদন জানান। তিনি আল্লাহর কাছে আবেদন জানান যে, তাকে এমন বিচার-জ্ঞান দান করা হোক যা তাঁর বিচারের অনুকূল, তাকে এটি দান করা হয়। তিনি আল্লাহর কাছে আবেদন জানান যে, তাকে এমন রাজত্ব জ্ঞান দান করা হোক যা তার পর আর

www.maktabatulabrar.com

কাউকে দেওয়া হবে না, তাকে এটি দান করা হয়। আর যখন নির্মাণ কাজ শেষ হয় তখন তিনি আল্লাহ্র কাছে আবেদন জানান যে, যে ব্যক্তি একমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যে এই মসজিদে আসবে, তাকে যেন মায়ের পেট থেকে জন্ম নেওয়ার দিনের মত নিষ্পাপ করে দেওয়া হয়। (নাসায়ী ও সহীহ ইব্নে হিব্বান)

উল্লেখ্য: তিনটি দুআর ক্ষেত্রে প্রথম দুটি দুআর ব্যাপারে কবূল হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখিত আছে। তৃতীয়টির ব্যাপারে এক রেওয়ায়েতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

نَحْنُ نَرْجُوْ اَنْ يَّكُوْنَ اللّٰهُ قَدْ اَعْطَاهُ. رواه الحاكم حديث رقم ٨٣.

অর্থাৎ, তৃতীয়টির ব্যাপারেও আমরা আশা করি যে, আল্লাহ সেটি তাঁকে দান করেছেন অর্থাৎ, তা কবূল করেছেন। (মুস্তাদরকে হাকিম)

মসজিদে যাওয়ার ফযীলত

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ اَوْرَاحَ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا اَوْ رَاحَ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الاذان – باب فضل من خرج الى المسجد ومن راح، ومسلم فى كتاب الصلوة –باب فضل الصلوة المكتوبة ا لخ.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকালে বিকালে মসজিদে গমন করবে, আল্লাহ তার জন্য প্রত্যেকবারের বিনিময়ে জান্নাতে একটি মেহমানী (আপ্যায়ন) প্রস্তুত রাখবেন যত সকাল এবং যত বিকাল সে গমন করবে। (বোখারী ও মুসলিম)

আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (ابْنِ مَسْعُوْدٍ) رضـ مَرْفُوْعًا ..... وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَعْمِدُ اِلٰى مَسْجِدٍ مِّنْ هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً. الحديث. رواه مسلم فى كتاب الصلوة – باب فضل صلوة الجماعة الخ.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে কোনো মসজিদের দিকে গমন করে, সে যে সব কদম বাড়ায় তার প্রত্যেকটি কদমের বিনিময়ে তার জন্য একটি নেকী লেখা হয়, একটি মর্যাদা উঁচু করা হয় এবং একটা গোনাহ মাফ করা হয়। (মুসলিম)

আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رضـ مَرْفُوْعًا ..... اِذَا تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَی الْمَسْجِدِ لَا یُخْرِجُهُ اِلَّا الصَّلٰوةُ لَمْ یَخْطُ خُطْوَةً اِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِیْئَةٌ. الحدیث. متفق علیه.

رواه البخاری فی کتاب الاذان – باب فضل صلوة الجماعة، ومسلم فی کتاب الصلوة – باب فضل الصلوة المکتوبة فی جماعة الخ.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন সে (মসজিদে গমনকারী ব্যক্তি) উত্তমরূপে উযূ করে, অতঃপর বের হয় মসজিদের দিকে, নামায ব্যতীত অন্য কিছু তাকে বের করে না, (এমতাবস্থায়) সে যত কদমই রাখে তার দরুন তার এক একটি মর্যাদা বুলন্দ করা হয় এবং এক একটা গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। (বোখারী ও মুসলিম)

আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ اَرَادَ بَنُوْ سَلَمَةَ اَنْ یَّتَحَوَّلُوْا اِلٰی قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَکَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُعْرَی الْمَدِیْنَةُ، وَقَالَ یَا بَنِیْ سَلَمَةَ! اَلَا تَحْتَسِبُوْنَ اٰثَارَکُمْ؟ فَاَقَامُوْا. متفق علیه. رواه البخاری فی فضائل المدینة – باب کراهیة النبی صلی الله علیه وسلم ان تعری المدینة، ورواه مسلم فی کتاب الصلوة – باب فضل الصلوة المکتوبة فی جماعة الخ.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন বনূ সালামা গোত্রের লোকেরা মসজিদে নববীর কাছে চলে আসতে চাইল। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার আশপাশ খালী

হয়ে যাক তা অপছন্দ করলেন এবং বললেন, হে বনূ সালামা! তোমরা কি তোমাদের কদমে কদমে ছওয়াব হয় তা মনে রাখবে না। (বোখারী ও মুসলিম)

আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ بُرَیْدَةَ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَشِّرِ الْمَشَّآئِیْنَ فِی الظُّلَمِ اِلَی الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ. رواه ابو داود فی کتاب الصلوة – باب ما جاء فی المشی الی الصلوة فی الظلم.

অর্থাৎ, হযরত বুরায়দা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যারা অন্ধকারে মসজিদে যায়, তাদেরকে কেয়ামাতের দিন পূর্ণাঙ্গ নূর পাওয়ার সুসংবাদ দিয়ে দাও। (আবূ দাউদ)

আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ بَیْتِهٖ مُتَطَهِّرًا اِلٰی صَلٰوةٍ مَکْتُوْبَةٍ فَاَجْرُهٗ کَاَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ. الحدیث. رواه ابو داود فی کتاب الصلوة – باب ما جاء فی فضل المشی الی الصلوة.

অর্থাৎ, হযরত আবূ উমামা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিজ গৃহ থেকে পবিত্র অবস্থায় ফরয নামাযের জন্য বের হয়, তার ছওয়াব একজন এহরামধারী হাজীর ছওয়াবের ন্যায়। (আবূ দাউদ)

আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلٰثَةٌ کُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَی اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ- رَجُلٌ خَرَجَ غَازِیًا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَی اللّٰهِ حَتّٰی یَتَوَفَّاهُ فَیُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ اَوْ یَرُدُّهٗ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ وَ غَنِیْمَةٍ، وَ رَجُلٌ رَاحَ اِلَی الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ

www.maktabatulabrar.com

عَلَى اللّٰهِ، وَ رَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. رواه ابو داود فى كتاب الجهاد – باب ركوب البحر والغزو.

অর্থাৎ, হযরত আবূ উমামা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তি এমন আছে যাদের সকলেই আল্লাহ্‌র দায়িত্বে রয়েছে:– ১. যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদে বের হয়েছে সে আল্লাহ্‌র দায়িত্বে রয়েছে যে পর্যন্ত না তিনি তাকে তুলে নেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করান কিংবা সে জেহাদে যে ছওয়াব বা গনীমতের মাল অর্জন করেছে তাসহ তাকে ফিরিয়ে আনেন। ২. যে ব্যক্তি মসজিদে গমন করেছে, সে আল্লাহ্‌র দায়িত্বে রয়েছে এবং ৩. যে ব্যক্তি সালাম সহকারে নিজ ঘরে প্রবেশ করেছে, সেও আল্লাহ্‌র দায়িত্বে রয়েছে। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা: সালাম সহকারে প্রবেশ করার অর্থ ঘরে কেউ থাকলে তাকে সালাম দিবে আর কেউ না থাকলে "আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহ্‌লাল বাইত" বলবে।

সারকথা, এই কিতাবে উল্লেখিত হাদীছসমূহের আলোকে মসজিদে গমনের বিশেষ ৭ টি ফযীলত। যথা–

১. প্রত্যেকবার মসজিদে গমনের ভিত্তিতে তার জন্য জান্নাতে আপ্যায়নের প্রস্তুতি নেওয়া হবে।
২. মসজিদে যাওয়ার প্রত্যেকটি কদমের বিনিময়ে একটি নেকী লেখা হয়।
৩. মসজিদে যাওয়ার প্রত্যেকটি কদমের বিনিময়ে একটা গোনাহ মাফ হয়।
৪. মসজিদে যাওয়ার প্রত্যেকটি কদমের বিনিময়ে একটি মর্যাদা উঁচু হয়।
৫. অন্ধকারে মসজিদে গমনকারী কেয়ামাতের দিন পূর্ণাঙ্গ নূর লাভ করবে।
৬. ফরয নামাযের জন্য মসজিদে গমনকারী এহরামধারী হাজীর ন্যায় ছওয়াব লাভ করে।
৭. মসজিদে গমনকারী আল্লাহ্‌র দায়িত্বে থাকে।

আগেভাগে মসজিদে যাওয়ার ফযীলত

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يَعْلَمِ النَّاسُ مَا فِى النِّدَآءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلَّا اَنْ

يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الاذان – باب الاستهام فى الاذان، وراه النسائى فى كتاب الاذان– الاستهام على التاذين. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি মানুষ জানত আযান দেওয়া এবং প্রথম কাতারে নামায পড়ার ফযীলত কত বেশী, তাহলে তারা এ দুটো আমলের জন্য প্রয়োজনে লটারী করত। আর যদি তারা জানত আগেভাগে নামায পড়তে যাওয়ার কী ফযীলত, তাহলে তার জন্য দ্রুত অগ্রসর হত। আর যদি তারা জানত ইশার নামায ও ফজরের নামাযের ছওয়াব কী, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এই দুই নামাযের জন্য আসত। (বোখারী ও নাসায়ী)

মসজিদে যেয়ে নামাযের জন্য অপেক্ষা করার ফযীলত

মুসল্লী মসজিদে প্রবেশ করে যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, ততক্ষণ তার নামাযের ছওয়াব হতে থাকে। হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ مَرْفُوْعًا اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِىْ صَلٰوةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ وَتُصَلِّىْ الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِىْ مَجْلِسِهِ الَّذِىْ يُصَلِّىْ فِيْهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُؤْذِ يُحْدِثْ فِيْهِ.

متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الصلوة – باب الصلوة فى مسجد السوق، ومسلم فى كتاب الصلوة – باب فضل الصلوة المكتوبة فى جماعة الخ.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসল্লী যখন মসজিদে প্রবেশ করে তখন যাবত নামায তাকে আঁটকে রাখে সে নামাযের মধ্যে রয়েছে বলে গণ্য হয় (অর্থাৎ, ততক্ষণ তার নামাযের ছওয়াব হতে থাকে।) তারপর নামাযান্তে যতক্ষণ সে সেই স্থানে থাকে ফেরেশতা তার জন্য এই বলে দুআ করতে থাকে যে, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দিন, হে আল্লাহ! তার প্রতি রহমত করুন। এরূপ চলতে থাকে যদি সে কাউকে কষ্ট না দেয়, বে-উযূ না হয়। (বোখারী ও মুসলিম)

www.maktabatulabrar.com

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েতের শেষে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে–

وَلَا يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلٰوةَ. رواه البخارى فى كتاب الاذان – باب فضل صلوة الجماعة.

অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যতক্ষণ নামাযের জন্য অপেক্ষা করবে ততক্ষণ সে নামাযের মধ্যে রয়েছে বলে গণ্য হবে। (বোখারী)

নামাযের পর মসজিদে বসে থাকা সময়টুকুর ফযীলত

মুসল্লী মসজিদে নামায শেষ করার পর যতক্ষণ সেখানে থাকবে, ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তার জন্য দুআ করতে থাকে। পূর্বে বর্ণিত হাদীছেও এটা বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আর একটি দীর্ঘ হাদীছের একাংশে ইরশাদ হয়েছে–

فَاِذَا صَلّٰى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّىْ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِىْ مُصَلَّاهُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ. الحديث. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الاذان – باب فضل صلوة الجماعة، ومسلم فى كتاب الصلوة – باب فضل الصلوة المكتوبة فى جماعة الخ.

অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যতক্ষণ তার নামাযের স্থানে বসে থাকে, ততক্ষণ ফেরেশতা তার জন্য এই বলে দুআ করতে থাকে যে, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দাও, হে আল্লাহ! তার প্রতি রহমত কর। (বোখারী ও মুসলিম)

এক নামাযের পর আর এক নামাযের জন্য অপেক্ষা করার ফযীলত

এক নামাযের পর আর এক নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলে, গোনাহ মোচন হতে থাকে এবং দরজা বুলন্দ হতে থাকে। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوْا:

www.maktabatulabrar.com

بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. قَالَ: اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ. فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ. رواه ابن حبان فى صحيحه فى اول كتاب الطهارة – باب فضل الوضوء.حديث رقم ١٠٢٤.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একদিন) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন আমল সম্পর্কে বলব না যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের গোনাহ মোচন করবেন এবং মর্যাদা বুলন্দ করবেন? সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন জি ইয়া রসূলাল্লাহ। তিনি বললেন, কষ্টকর অবস্থায়ও ভালভাবে উযূ করা, বেশী বেশী মসজিদের দিকে কদম রাখা আর এক নামাযের পর আর এক নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। এটা হল সীমান্ত প্রহরা, এটা হল সীমান্ত প্রহরা, এটা হল সীমান্ত প্রহরা। (সহীহ ইব্নে হিব্বান)

ব্যাখ্যা: এখানে "সীমান্ত প্রহরা" বলে বোঝানো হয়েছে গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা। এই তিনটি আমল দ্বারা যেহেতু গোনাহ মোচন হয়, তাই এগুলোকে "সীমান্ত প্রহরা" তথা গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সীমান্ত প্রহরা দ্বারা শত্রু থেকে আত্মরক্ষা হয় আর এই আমলগুলো দ্বারা গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা হয়।

মসজিদের ফযীলত

মসজিদের ফযীলত সম্বন্ধে এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى مَسَاجِدُهَا، وَاَبْغَضُ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ اَسْوَاقُهَا. رواه مسلم فى كتاب المساجد – باب فضل الجلوس فى مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর নিকট পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় স্থান হল মসজিদ। আর আল্লাহর নিকট পৃথিবীর সবচেয়ে অপ্রিয় স্থান হল বাজার। (মুসলিম)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ - اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَاَ فِىْ عِبَادَةِ رَبِّهٖ، وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اِخْفَاءً حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهٗ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. متفق عليه. رواه البخارى فى باب من جلس فى المسجد ينتظر الصلوة وفضل المساجد.ورواه مسلم فى كتاب الزكوة – باب فضل اخفاء الصدقة.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দিবেন সেদিন, যেদিন তার ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। তারা হল– (১) ইনসাফগার শাসক, (২) যে যুবক তার প্রতিপালকের ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হয়, (৩) যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদের সঙ্গে লাগানো থাকে, (৪) যে দুই ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালবাসে– এরই ভিত্তিতে তারা একত্র হয় আবার এরই ভিত্তিতে তারা পৃথক হয়ে যায়। (৫) যে ব্যক্তিকে কোনো বংশীয় সুন্দরী নারী কু-কর্মের দিকে আহবান জানায় আর সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি। (৬) যে ব্যক্তি এমন গোপনে দান করে যে, তার বাম হাত জানতে পারে না তার ডান হাত কী ব্যয় করে। (৭) আর সেই ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহর যিকির করে আর তার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা: অশ্রু প্রবাহিত হওয়ার দুটো অর্থ হতে পারে। (১) নিজের গোনাহ খাতা স্মরণ করে রোনাজারী করা। (২) যওক-শওক ও আবেগ ভরে চোখ থেকে অশ্রু বের হওয়া।

বেতর নামাযের ফযীলত

বেতর নামাযের ফযীলত সম্বন্ধে এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ الْعَدَوِىِّ رضـ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اِنَّ اللّٰهَ اَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِىَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ وَهِىَ الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلٰى صَلٰوةِ الْفَجْرِ. رواه الحاكم فى المستدرک حديث رقم ١١٧٦ وقال هذا حديث صحيح الاسناد. و وافقه الذهبى فى التلخيص: صحيح. ورواه ابو داود فى كتاب الصلوة – باب استحباب الوتر. واللفظ للحاكم.

অর্থাৎ, হযরত খারেজা ইবনে হুজাফা আল আদাবী (রা.) বলেন যে, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেন, আল্লাহ তাআলা একটি নামায দ্বারা তোমাদের সাহায্য করেছেন, সে নামায তোমাদের জন্য এক পাল লাল উট থেকেও উত্তম। সে নামায হল বেতর নামায। আল্লাহ তোমাদের জন্য তা ইশা এবং ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে নির্ধারণ করেছেন। (মুস্তাদরকে হাকিম ও আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা: হাদীছে বলা হয়েছে, এক পাল লাল উট থেকেও উত্তম। তখনকার যুগে আরবদের কাছে লাল উঠ ছিল অনেক দামী সম্পদ। সে যুগে বড় সম্পদশালী তাকে মনে করা হত, যার অনেক লাল উট থাকত। যেমন– আমাদের যুগে কেউ কোটি কোটি টাকার মালিক হলে তাকে বড় সম্পদশালী মনে করা হয়। তাই হাদীছে যেন বলা হচ্ছে, এই নামায অর্থাৎ, বিতরের নামায তোমার জন্য কোটি কোটি টাকার মালিক হওয়া থেকেও অনেক উত্তম।

* বেতর নামাযে প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা (সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা), দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কাফিরূন এবং তৃতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পড়া উত্তম। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ পড়তেন।[১]

জুমুআর নামাযের ফযীলত

চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

জুমুআর দিন আগেভাগে মসজিদে যাওয়ার ফযীলত

চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

জুমুআর নামায তরক করার খারাবী

চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

---

১. ترمذى، ابوب الوتر– باب ما جاء ما يقرء فى الوتر.

www.maktabatulabrar.com

সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ رضـ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلّٰى فِىْ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ - اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَآءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ.

رواه مسلم الى قوله "فى الجنة" فى كتاب الصلوة – باب فضل السنن الراتبة الخ، وباقى الالفاظ للترمذى فى ابواب الصلوة – باب ما جاء فى من صلى فى يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة من السنة الخ وقال: هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে এক দিন-রাতে (ফরয ব্যতীত) বার রাকআত নামায পড়বে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে– চার রাকআত জোহরের পূর্বে, দুই রাকআত তারপরে, দুই রাকআত মাগরিবের (ফরযের) পরে, দুই রাকআত ঈশার পরে এবং দুই রাকআত ফজরের নামাযের পূর্বে। (মুসলিম ও তিরমিযী)

ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতের বিশেষ ফযীলত

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَآئِشَةَ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا. رواه مسلم فى كتاب الصلوة – باب استحباب ركعتى سنة الفجر الخ ورواه الترمذى فى ابواب الصلوة – باب ما جاء فى ركعتى الفجر من الفضل وقال: هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ফজরের দুই রাকআত (সুন্নাত) নামায দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যস্থ সবকিছু থেকে উত্তম। (মুসলিম ও তিরমিযী)

* ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতের প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পড়া মুস্তাহাব। অথবা প্রথম রাকআতে

www.maktabatulabrar.com

সূরা বাকারার قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا الخ আয়াত ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আলে ইমরানের قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا الخ আয়াত পড়া মুস্তাহাব।[১]

তারাবীহ নামাযের ফযীলত

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ مَرْفُوْعًا: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الايمان – باب تطوع قيام رمضان من الايمان، و رواه مسلم فى كتاب الصلوة – باب الترغيب فى قيام رمضان وهو التراويح.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে ছওয়াবের নিয়তে রমযান মাসে নামায কায়েম করবে, তার জন্য তার পূর্ববর্তী (ছগীরা) গোনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে। (বোখারী ও মুসলিম)

সুন্নাতে গায়র মুয়াক্কাদা নামাযের ফযীলত

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَءً ا صَلّٰى قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا. رواه احمد وابو داود والترمذى وحسنه، وابن خزيمة وان حبان فى صحيحيهما. كذا فى الترغيب حديث رقم ٨٦٢.

অর্থাৎ, হযরত ইব্নে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রতি রহমত করেন যে আসরের পূর্বে চার রাকআত নামায পড়ে। (মুসনাদে আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, সহীহ ইব্নে খুযায়মা ও সহীহ ইব্নে হিব্বান)

---

১. رواه النسائى فى كتاب الافتتاح– باب القرائة فى ركعتى الفجر وباب القرائة فى ركعتى الفجر بقل يايها الكافرون وقل هو الله احد.

নফল নামাযের গুরুত্ব ও ফায়দা

ফরয নামাযের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে। এই হিসাবে পার হতে না পারলে নাজাত পাওয়া যাবে না। তবে কোনো বান্দার ফরয নামাযে যদি কোনো ত্রুটি থাকে আর তার নফল নামায পড়া থাকে, তাহলে তার নফল দ্বারা তার ফরযের ত্রুটি পূর্ণ করে দিয়ে তার নাজাতের ব্যবস্থা করা হবে। নফল দ্বারা ফরযের ঘাটতি পূরণ করা হয়। আমাদের কার্ নামায এমন হয়, যার মধ্যে কোনোই ত্রুটি থাকে না? তাই ফরয নামাযের সঙ্গে নফল নামাযও পড়া চাই। যাতে আমাদের আদায়কৃত নফল দ্বারা আমাদের ফরযের ত্রুটি পূর্ণ হতে পারে এবং আমরা নাজাত পেতে পারি।

অতএব নফল নামাযের একটি ফায়দা এই যে, নফল দ্বারা ফরযের ঘাটতি পূরণ হয়ে নাজাতের ব্যবস্থা হবে। হাদীছ শরীফে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْ عَمَلِهٖ صَلٰوتُهٗ، فَاِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ، وَاِنْ فَسَدَتْ خَابَ وَخَسِرَ، فَاِنْ اِنْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهٖ شَيْئٌ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: اُنْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا اِنْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهٖ عَلٰى ذٰلِكَ. رواه الترمذى فى ابواب الصلوة – باب ما جاء ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيمة الصلوة وقال هذا حديث حسن غريب.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি– কেয়ামতের দিন বান্দার আমলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম ফরয নামাযের হিসাব হবে। তার নামায ঠিক হলে সে কামিয়াব হবে এবং তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। আর যদি তার নামায ঠিক না হয়, তাহলে সে ব্যর্থ হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি ফরয নামাযে কিছুটা ত্রুটি বের হয়, তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, এই বান্দার কিছু নফল আছে কি না দেখ। যা দ্বারা ফরযের ঘাটতি পূরণ করা হবে। (তারপর বান্দার অন্যান্য আমলেরও এই নীতিতে হিসাব হবে।) [তিরমিযী]

www.maktabatulabrar.com

নফল নামাযের আর একটি ফায়দা এই যে, নফল নামায দ্বারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে বান্দার নৈকট্য লাভ হয়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছের একাংশে বর্ণিত হয়েছে– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اَحْبَبْتُهٗ. الحديث.

رواه البخارى فى كتاب ا لرقاق – باب التواضع.

অর্থাৎ, নফল দ্বারা বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করে। এমনকি আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করি। (বোখারী)

বুযুর্গানে দ্বীনের নফলের বিবরণ

নফল নামায বেশী বেশী পড়া চাই। বুযুর্গানে দ্বীন কী পরিমাণ নফল পড়তেন তা চিন্তা করতেও অবাক লাগে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) সারারাত জাগ্রত থেকে ইবাদত, দুআ ও যিকিরের মধ্যে অতিবাহিত করতেন।[১] তিনি সারারাত জাগ্রত থেকে তাহাজ্জুদে লিপ্ত থাকতেন। তিনি প্রতি রাতে তাহাজ্জুদে এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন। একাধারে চল্লিশ বৎসর তিনি ইশার উযূ দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন।[২] হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব (রহ.) পঞ্চাশ বৎসর যাবত এবং আবুল মু'তামির (রহ.) চল্লিশ বৎসর যাবত একই উযূ দ্বারা ইশা ও ফজরের নামায আদায় করেছেন। ইমাম গাজ্জালী (রহ.) আবূ তালেব মক্কী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, চল্লিশজন তাবিয়ী ইশার উযূ দিয়ে ফজরের নামায পড়েছেন। তন্মধ্যে কেউ কেউ চল্লিশ বৎসর যাবত এ নিয়মের উপর বহাল থেকেছেন। হযরত ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বল (রহ.) সারাদিন মাসআলা চর্চা করেও দৈনিক তিনশত রাকআত নফল আদায় করতেন। বাদশা মামূন তাঁকে বেত্রাঘাত করার কারণে দূর্বল হয়ে পড়েন, তারপরও সেই অবস্থায় দৈনিক দেড়শত রাকআত নামায পড়তেন। হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) ইল্‌ম চর্চা ছাড়াও প্রধান বিচারপতি হিসাবে কাজ সম্পাদন করতেন। এসত্ত্বেও তিনি দৈনিক দুইশত রাকআত নামায পড়তেন। হযরত ইমাম শাফিয়ী (রহ.)ও রাতের বেলায় খুবই সামান্য নিদ্রা যেতেন। হযরত ছাবেত বুনানী (রহ.)–এর নামাযের সঙ্গে এত মহব্বত ছিল যে, পঞ্চাশ

১. تذكرة الحفاظ وعقود الجمان ॥ ২. تاريخ بغداد ॥

বৎসর যাবত তিনি রাতের বেলায় না ঘুমিয়ে নামাযে কাটাতেন আর সকাল বেলায় এই দুআ করতেন– হে আল্লাহ! যদি কাউকে কবরে নামায পড়ার অনুমতি দান করা হয় তবে আমাকেও যেন অনুমতি দান করা হয়। বিখ্যাত হাদীছ-গ্রন্থ "নাসায়ী শরীফ"–এর প্রণেতা ইমাম নাসায়ী (রহ.) দিবারাতের অধিকাংশ সময় ইবাদতে কাটাতেন। "তাফসীরে মাজহারী"–এর লেখক হযরত কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.) প্রতিদিন একশত রাকআত নফল নামায পড়তেন। তিনি প্রতিরাতে তাহাজ্জুদে এক মনজিল কুরআন তেলাওয়াত করতেন।[১]

বুযুর্গ নারীগণও নফলের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকেননি। হযরত মুয়াযাহ্ আদাবিয়া (রহ.) এক আশ্চর্য রকমের বুযুর্গ মহিলা ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে তিনি হাদীছ শ্রবণ করেছেন। যখন সকাল হত, তখন হযরত মুয়াযাহ্ আদাবিয়া (রহ.) ভাবতেন আজই আমার মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। এই চিন্তা করে সারাদিন তিনি ঘুমাতেন না; নফল নামায পড়তে থাকতেন। তিনি ভাবতেন যদি ঘুম যাই আর এ অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে তো আমি আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলাম। যখন রাত আসত, তখন তিনি ভাবতেন হয়ত এই রাতেই আমার মৃত্যু এসে যেতে পারে। অতএব যদি ঘুমের অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়, তাহলে তো মৃত্যুর সময় আল্লাহ্র নামও নিতে পারব না। তাই সারারাত তিনি জেগে থাকতেন এবং নফল নামায পড়তে থাকতেন। আর নিজের নফ্সকে বলতেন, "একটু অপেক্ষা কর। ঘুমের সময় তো সামনে আসছে।" অর্থাৎ, মৃত্যুর পর কিয়ামত পর্যন্ত ঘুমাতে পারবে। এভাবে তিনি রাত্র-দিন জাগ্রত থেকে রাত্র-দিনে ৬ শত রাকআত নফল নামায পড়তেন। স্বামীর মৃত্যুর পর আর কোনো দিন তিনি বিছানায় যাননি।[২]

আর এক বুযুর্গ নারীর ঘটনা শুনুন। হযরত উম্মে হারূন (রহ.) আল্লাহ তাআলাকে খুব বেশী ভয় করতেন। শুকনো রুটি খেতেন। আর বলতেন, রাত এলে আমার ভাল লাগে। দিন এলেই অস্থির লাগে। তিনি সারারাত জাগ্রত থেকে ইবাদতে কাটাতেন।[৩]

অতএব বেশী বেশী নফল নামায পড়া চাই। নিম্নে কতিপয় নফল নামাযের বিবরণ ও ফযীলত বয়ান করা হল।

১. فضائل اعمال وغيره ॥ ২. طبقات شعرانى ৩. طبقات شعرانى

www.maktabatulabrar.com

তাহাজ্জুদ নামাযের ফযীলত

* ইশার নামাযের পর থেকে সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত যে নফল নামায পড়া হয় তাকে 'সালাতুল লাইল' বা 'তাহাজ্জুদের নামায' বলা হয়। নফল নামাযের মধ্যে এই প্রকার নফলের অর্থাৎ, তাহাজ্জুদের ফযীলত সবচেয়ে বেশী।

তাহাজ্জুদ নামাযের অনেক ফযীলত। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْمَفْرُوْضَةِ صَلٰوةٌ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ. **الحديث**. رواه احمد فى مسنده حديث رقم ٨٤٨٨، ورواه مسلم فى كتاب الصيام – باب فضل صوم المحرم. واللفظ لاحمد.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি– ফরয নামাযের পর সমস্ত নফল নামাযের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মর্যাদার নামায হল রাতের গর্ভের নামায (অর্থাৎ, তাহাজ্জুদের নামায)। (মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ)

অন্য এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمِ وَاَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلٰوةُ اللَّيْلِ. رواه مسلم فى كتاب الصيام – باب فضل صوم المحرم، ورواه النسائى فى كتاب قيام الليل وتطوع النهار – باب فضل صلوة الليل.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরাযরা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রমযানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ রোযা হল আল্লাহর মাস মুহাররমের রোযা। আর ফরয নামাযের পর সর্বশ্রেষ্ঠ নামায হল তাহাজ্জুদের নামায। (মুসলিম ও নাসায়ী)

আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْعَرِىِّ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ فِى الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرٰى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ

ظَاهِرِهَا، اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِمَنْ اَطْعَمَ الطَّعَامَ وَاَفْشَى السَّلَامَ وَصَلّٰى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. رواه ابن حبان فى صحيحه حديث رقم ٥٥٠.

অর্থাৎ, হযরত আবূ মালেক আশআরী (রা.) বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে এমন কিছু (সুন্দর) কক্ষ আছে যার ভিতর থেকে বার দেখা যায় আর বার থেকে ভিতর দেখা যায়। আল্লাহ সেগুলো ঐসব লোকদের জন্য তৈরী করেছেন যারা মেহমানদারী করে, বেশী বেশী সালাম করে এবং রাতের বেলায় নামায পড়ে যখন অন্য মানুষ ঘুমন্ত থাকে। (সহীহ ইব্নে হিব্বান)

আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَاِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَّكُمْ اِلٰى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِّلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْاِثْمِ. رواه الحاكم فى المستدرک حديث رقم ١١٨٤ وقال هذا حديث صحيح على شرط البخارى. و وافقه الذهبى فى التلخيص: على شرط البخارى.

অর্থাৎ, হযরত আবূ উমামা বাহিলী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা তাহাজ্জুদের নামায পড়। কেননা, তাহাজ্জুদের নামায হল তোমাদের পূর্ববর্তী নেককার লোকদের তরীকা এবং তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদের নৈকট্য লাভের উপায় আর তোমাদের গোনাহ মোচনকারী ও গোনাহ থেকে বাধা দানকারী। (মুস্তাদরকে হাকিম)

তাহাজ্জুদের ফযীলত বয়ান করে আর এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَاَيْقَظَ اِمْرَاَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ. رواه ابو داود فى كتاب الصلوة – باب الحث على قيام الليل.

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রাতে জাগ্রত হয় এবং নিজের স্ত্রীকে জাগ্রত করে দেয়, অতঃপর উভয়ে একত্রে দুই রাকআত নামায আদায় করে, তাদের উভয়কে অধিক যিকরকারীদের তালিকাভুক্ত করা হয়। (আবূ দাউদ)

উল্লেখ্য: ঘুমানোর সময় তাহাজ্জুদে উঠার নিয়ত থাকলে ঘুম না ভাংগার কারণে উঠতে না পারলেও আল্লাহ পাক তাহাজ্জুদের ছওয়াব দান করবেন। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رضـ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اَتٰى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِىْ اَنْ يَّقُوْمَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتّٰى اَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوٰى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ. رواه النسائى وابن ماجة. واسناده حسن. كذا فى الترغيب.

অর্থাৎ, হযরত আবুদ্দরদা (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রাতে জেগে নামায পড়ার নিয়তে বিছানায় আসে অতঃপর তার নিদ্রা প্রবল হওয়ায় উঠতে না পেরে সকাল হয়ে যায়, তার জন্য নিয়ত মোতাবেক ছওয়াব লিখে দেওয়া হবে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে তার নিদ্রা সদকা স্বরূপ গণ্য হবে। (নাসায়ী ও ইব্নে মাজা)

তাম্বীহ: যে কোনো নফল ইবাদত শুরু করার পর সেটির উপর অব্যাহতভাবে কায়েম থাকা চাই। যে পরিমাণ নফল ইবাদত শুরু করা হয় তার চেয়ে পরিমাণ যেন কমতে না পারে। একবার শুরু করার পর ছেড়ে দেওয়া আরম্ভ করলে কিংবা পরিমাণ কমিয়ে দিলে অন্তর শক্ত হয়ে যেতে পারে। তাতে করে পরবর্তীতে আবার সেই নফল শুরু করা বা সেই পরিমাণে উন্নিত হওয়া অনেক বেশী কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাহাজ্জুদের নামায়ের ব্যাপারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে এমন তাকীদ প্রদান করেছেন। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضـ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ اللّٰهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُوْمُ

www.maktabatulabrar.com

مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ. رواه البخارى فى كتاب التهجد – باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুকের মত হয়ো না যে তাহাজ্জুদ পড়ত অতঃপর তা ছেড়ে দেওয়া শুরু করেছে। (বোখারী)

তাহাজ্জুদের সময় দুআ কবূল হয়

তাহাজ্জুদের আর একটি ফায়দা হল তাহাজ্জুদের সময় দুআ কবূল হয়। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى (وَفِىْ رِوَايَةٍ فِىْ اَبْوَابِ الصَّلٰوةِ حِيْنَ يَمْضِىْ) ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ فَيَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهٗ، مَنْ يَسْاَلُنِىْ فَاُعْطِيَهٗ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَ لَهٗ وَفِىْ رِوَايَةٍ فَلَا يَزَالُ كَذَالِكَ حَتّٰى يُضِيْئَ الْفَجْرُ. رواه الترمذى فى ابواب الدعوات – باب خال عن الترجمة وقال هذا حديث حسن صحيح.ورواه البخارى فى كتاب التهجد – باب الدعاء والصلوة من اخر الليل.واللفظ للترمذى.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা প্রতি রাতে প্রথম আসমানে অবতরণ করেন যখন এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে (অন্য এক বর্ণনামতে যখন এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়)। অতঃপর বলতে থাকেন, কে আছে আমার কাছে দুআ করবে আমি তার দুআ কবূল করব, কে আছে আমার কাছে কোনো কিছুর আবেদন করবে আমি তাকে তা দান করব, কে আছে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করব। এক বর্ণনায় আছে এভাবে ফজর পর্যন্ত আল্লাহ পাক বলতে থাকেন। (বোখারী ও তিরমিযী)

www.maktabatulabrar.com

বোখারী শরীফের এক রেওয়ায়েতে তাহাজ্জুদের জন্য ঘুম থেকে ওঠার পর একটি দুআও বর্ণিত হয়েছে। সে দুআটি পাঠ করার পর দুআ করলে দুআ কবূল হওয়ার কথা বলা হয়েছে। রেওয়ায়েতটি এই–

عَنْ عُبَادَةَ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اَوْ دَعَا اُسْتُجِيْبَ لَهٗ فَاِنْ تَوَضَّا وَ صَلّٰى قُبِلَتْ صَلَاتُهٗ. رواه البخارى فى كتاب التهجد – فى باب خال عن الترجمة بعد باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه.

অর্থাৎ, হযরত উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতের বেলায় জেগে পাঠ করে–

لَآ اِلٰهَ اِلَا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

অতঃপর বলে, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ (অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন) অথবা যে কোনো দুআ করে তার দুআ কবূল করা হয়। অতঃপর যদি উযূ করে (এবং নামায পড়ে) তাহলে তার নামায কবূল করা হয়। (বোখারী)

* ইশার নামাযের পর থেকে সুবহে সাদেকের পুর্ব পর্যন্ত তাহাজ্জুদের সময়। তবে শেষ রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়া উত্তম।

* তাহাজ্জুদের নামায ২ থেকে ১২ রাকআত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত ৮ রাকআত পড়তেন বিধায় এটাকেই উত্তম বলা হয়েছে। পারলে ৮ রাকআত নতুবা ৪ রাকআত আর তাও হিম্মত না হলে ২ রাকআত হলেও পড়ে নেওয়া চাই।

* তাহাজ্জুদের নামাযের কাযা নেই, তবে রাতে পড়তে না পারলে পরের দিন দুপুরের পূর্বে অনুরূপ পরিমাণ নফল পড়ে নেওয়া উত্তম। (فتاوى دار العلوم جـ/٤)

* তাহাজ্জুদের নামায যে কোনো সূরা/কেরাত দিয়ে পাঠ করা যায়, তবে লম্বা সূরা/কেরাত হওয়া উত্তম।

তাহিয়্যাতুল উযূ নামাযের ফযীলত

* উযূ করার পর অঙ্গ শুকানোর পূর্বেই দুই রাকআত নফল নামায পড়া উত্তম। এই নামাযকে "তাহিয়্যাতুল উযূ" বা 'শুক্‌রুল উযূ' বলা হয়।

"তাহিয়্যাতুল উযূ" বা 'শুক্‌রুল উযূ' নামাযের অনেক ফযীলত, এমনকি এই নামায আদায়কারীর জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাওয়ার কথাও সহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীছে আছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ يَا بِلَالُ حَدِّثْنِىْ بِاَرْجٰى عَمَلٍ عَمِلْتَهٗ فِى الْاِسْلَامِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِى الْجَنَّةِ. قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً اَرْجٰى عِنْدِىْ اَنِّىْ لَمْ اَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِىْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ اِلَّا صَلَّيْتُ بِذٰلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِىْ اَنْ اُصَلِّىَ.

متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب التهجد – باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلوة بعد الوضوء، ورواه مسلم فى باب من فضائل ام سليم وام انس بن مالك وبلال. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বেলাল (রা.)কে বলেছিলেন, বেলাল! বল দেখি মুসলমান হয়ে তুমি এমন কোন্ কাজ করেছ যার ছওয়াবের আশা তুমি করতে পার? কেননা, আমি জান্নাতে আমার সম্মুখে তোমার স্যান্ডেলের আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। (অর্থাৎ, তুমি আমার আগেই জান্নাতে পৌঁছে গেছ!) হযরত বেলাল (রা.) বললেন, (আমার তেমন কোনো আমল নেই, তবে) রাত বা দিনে যখনই আমি উযূ করেছি, তখনই

www.maktabatulabrar.com

আমি সেই উযূ দ্বারা নামায পড়ে নিয়েছি যা আল্লাহ আমাকে তওফীক দিয়েছেন। (অর্থাৎ, সর্বদাই উযূর পর তাহিয়্যাতুল উযূ নামায পড়ে থাকি।) [বোখারী ও মুসলিম]

অন্য এক হাদীছে "তাহিয়্যাতুল উযূ" বা 'শুক্‌রুল উযূ' নামাযের দ্বারা অতীতের গোনাহ মাফ হয়ে যাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। একবার হযরত উছমান (রা.) সুন্দরভাবে উযূ করে দেখালেন। তারপর বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি এভাবে উযূ করতে দেখেছি, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ تَوَضَّاَ نَحْوَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهٗ غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الوضوء – باب الوضوء ثلثا ثلثا، ورواه مسلم فى كتاب الطهارة – باب صفة الوضوء وكماله.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এরূপ উযূ করবে, অতপর দুই রাকআত নামায পড়বে, যে নামাযের মধ্যে সে মনের সঙ্গে (নামাযের বাইরের) কোনো কথা বলবে না, (অর্থাৎ, নামাযের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কোনো চিন্তা-ভাবনা মনে স্থান দিবে না) তার অতীতের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। (বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)

দুখূলুল মসজিদ নামাযের ফযীলত

মসজিদে প্রবেশ করলে এবং মাকরূহ বা হারাম ওয়াক্ত না হলে মসজিদের তথা আল্লাহ্‌র তাযীমের উদ্দেশ্যে দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়তে হয়, এই নামাযকে 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' বা 'দুখূলুল মসজিদ বলা হয়। দুখূলুল মসজিদ নামায একটি ফযীলতপূর্ণ নামায।

হাদীছ শরীফে এসেছে– একদিন হযরত উছমান (রা.) কিভাবে উযূ করতে হয় তা দেখিয়ে বললেন,

رَاَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاَ وَهُوَ فِىْ هٰذَا الْمَسْجِدِ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّاَ مِثْلَ هٰذَا الْوُضُوْءِ ثُمَّ اَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ. قَالَ

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَغْتَرُّوْا. رواه البخارى فى كتاب الرقاق – باب قول الله يايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحيوة الدنيا.

অর্থাৎ, হযরত উছমান (রা.) বলেন যে, আমি এই মসজিদে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উযূ করতে দেখেছি। তিনি সুন্দরভাবে উযূ করত ইরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি এরূপ উযূ করবে অতঃপর মসজিদে গমন করত বসার পূর্বে দুই রাকআত নামায আদায় করবে, তার সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। হযরত উছমান (রা.) বলেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা ধোঁকা খেও না। (বোখারী)

* ফজরের নামাযের ওয়াক্তে বা কোনো মাকরূহ কিংবা হারাম ওয়াক্তে এই নামায পড়বে না।

ইশ্‌রাকের নামাযের ফযীলত

মূলত ইশরাক ও চাশতের নামাযের ব্যাপারে হাদীছে "সালাতুয যোহা" শব্দ এসেছে। সূর্যোদয়ের পর হতে সূর্য মধ্য আকাশে আসার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে জোহা বলা হয়। এ সময়ের মধ্যে দুই থেকে বার রাকআত নামাযের কথা হাদীছে এসেছে। এর নাম সালাতুয যোহা বা সালাতুল আওয়াবীন। কিন্তু সাধারণত সকালের দিক পড়া হলে তাকে ইশরাকের নামায এবং আরও পরে পড়া হলে তাকে চাশতের নামায বলা হয়ে থাকে।

সূর্য উদয়ের পর যে দুই বা চার রাকআত নফল নামায পড়া হয়, তাকে ইশ্‌রাক–এর নামায বলে। এই নামায দ্বারা এক হজ্জ ও এক উমরার ছওয়াব পাওয়া যায়। এই নামায দ্বারা গোনাহ মাফ হয়। এই নামায অনেক নেক আমলের জন্য যথেষ্ট হয়। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِىْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللّٰهَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهٗ كَاَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامَّةً تَامَّةً تَامَّةً. رواه الترمذى فى ابواب السفر –

باب ما ذكر مما يستحب فى الجلوس فى المسجد بعد صلوة الصبح حتى تطلع الشمس وقال هذا حديث حسن غريب.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতের সঙ্গে আদায় করবে, তারপর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে যিকর-আযকারে লিপ্ত থাকবে, তারপর দুই রাকআত নামায আদায় করবে, তার এক হজ্জ ও এক উমরার মত ছওয়াব হবে। হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামম বললেন, একটা পূর্ণাঙ্গ হজ্জ ও উমরার মত, একটা পূর্ণাঙ্গ হজ্জ ও উমরার মত, একটা পূর্ণাঙ্গ হজ্জ ও উমরার মত। (তিরমিযী)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسِ الْجُهَنِىِّ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَعَدَ فِىْ مُصَلَّاهُ حِيْنَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ حَتّٰى يُسَبِّحُ رَكْعَتَىِ الضُّحٰى لَا يَقُوْلُ اِلَّا خَيْرًا غُفِرَ لَهٗ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ اَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ. رواه ابو داود فى كتاب الصلوة – باب صلوة الضحى. ورواه احمد فى مسنده حديث رقم ١٥٥٦٠. واسناده حسن كذا فى هامشه.

অর্থাৎ, হযরত মুআয ইবনে আনাস আল-জুহানী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায থেকে ফারেগ হয়ে নিজ মুসাল্লায় বসে ইশরাকের নামায পড়বে, ইতিমধ্যে ভাল কথা ছাড়া কোনো কথা বলবে না, তার (সগীরা) গোনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে, যদিও তা সমুদ্র-ফেনার চেয়েও বেশী হয়। (আবূ দাউদ ও মুসনাদে আহমদ)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ وَاَبِىْ ذَرٍّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَنَّهٗ قَالَ: يَا اِبْنَ اٰدَمَ! اِرْكَعْ لِىْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَكْفِكَ اٰخِرَهٗ. رواه ابو داود فى كتاب الصلوة–باب صلوة الضحى ورواه احمد فى مسنده (عن نعيم بن همار الغطفانى) حديث رقم ٢٢٣٧٠ واسناده صحيح كذا فى هامشه. واللفظ لابى داود.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, হযরত আবুদ্দারদা ও আবূ জর গিফারী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন– আল্লাহ বলেন, হে বনী আদম! তুমি দিনের প্রথমাংশে আমার জন্য চার রাকআত নামায পড়, আমি দিনের শেষাংশে তোমার জন্য যথেষ্ট হব। (অর্থাৎ, দিনের শেষাংশে তোমার নেক মাকসাদ পূর্ণ করব।) [আবূ দাউদ ও মুসনাদে আহমদ]

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِیْ ذَرٍّ رضـ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: یُصْبِحُ عَلٰی كُلِّ سُلَامٰی مِنْ اِبْنِ اٰدَمَ صَدَقَةٌ - تَسْلِیْمُهٗ عَلٰی مَنْ لَقِیَ صَدَقَةٌ، وَاَمْرُهٗ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْیُهٗ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَاِمَاطَةُ الْاَذٰی عَنِ الطَّرِیْقِ صَدَقَةٌ، وَبُضْعَةُ اَهْلِهٖ صَدَقَةٌ، وَیُجْزِئُ مِنْ ذَالِكَ كُلِّهٖ رَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحٰی. رواه ابو داود فی كتاب الصلوة –باب صلوة الضحی.

অর্থাৎ, হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বনী আদমের প্রত্যেকটা জোড়ার উপর সদকা রয়েছে। যার সঙ্গে তার সাক্ষাত হয় তাকে সালাম দেওয়া সদকা, নেক কাজের কথা বলা সদকা, মন্দ কাজ থেকে বারণ করা সদকা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা সদকা এবং স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ব্যবহারেও সদকার ছওয়াব। আর ইশরাকের নামায এই সবগুলো থেকে যথেষ্ঠ হয়। (আবূ দাউদ)

* সূর্য উদয়ের আনুমানিক ১০/১২ মিনিট পর থেকে[১] ইশ্‌রাকের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় এবং দ্বিপ্রহরের আগ পর্যন্ত ওয়াক্ত বাকী থাকে। তবে ওয়াক্তের শুরুতেই পড়ে নেওয়া উত্তম।

* ফজরের নামায আদায়ের পর সেই স্থানেই বসে থেকে দুআ-দুরূদ, যিকির-আযকার ও তাসবীহ তেলাওয়াতে লিপ্ত থাকবে; দুনিয়াবী কোনো

১. نماز مسنون ও احسن الفتاوی جـ/২ و جـ/৩ -এর বর্ণনা অনুযায়ী ইশরাকের ওয়াক্তের এই বিবরণ পেশ করা হল। যদিও সাধারণ ভাবে সূর্যোদয়ের ২৩ মিনিট পরের কথা প্রসিদ্ধ আছে ॥

কথা বা কাজে লিপ্ত হবে না এবং সময় হয়ে গেলে ইশ্‌রাকের নামায আদায় করবে। এভাবে ইশ্‌রাক–এর নামায আদায় করাতে ছওয়াব বেশী। দুনিয়াবী কথাবার্তা বা কাজে লিপ্ত হয়ে গেলেও সময় হওয়ার পর ইশ্‌রাকের নামায আদায় করা যায়, তবে তাতে ছওয়াব কিছু কমে যায়।

* ইশ্‌রাকের নামায যে কোনো সূরা/কেরাত দিয়ে পড়া যায়।

চাশ্‌ত–এর নামাযের ফযীলত

* আনুমানিক ৯/১০ টার দিকে যে নফল নামায পড়া হয়, তাকে সালাতুয যোহা বা চাশ্‌তের নামায (বা আওয়াবীনের নামাযও) বলা হয়। এই নামায ২ রাকআত থেকে ১২ রাকআত পর্যন্ত পড়া যায়।

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ الْبَرَآءِ بْنِ عَازِبٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلّٰی اَرْبَعًا قَبْلَ الْهَاجِرَةِ فَكَاَنَّمَا صَلَّاهُنَّ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ. وَالْمُسْلِمَانِ اِذَا تَصَافَحَا لَمْ یَبْقَ بَیْنَهُمَا ذَنْبٌ اِلَّا سَقَطَ.

رواه البیهقی فی شعب الایمان. فصل فی المصافحة والمعانقة عند الالتقاء حدیث رقم ٨٩٥٥.

অর্থাৎ, বারা ইবনে আযেব (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দুপুরের পূর্বে চার রাকআত নামায আদায় করল, সে যেন তা কদরের রাতে আদায় করল। আর দুজন মুসলমান যখন পরস্পর মুসাফাহা করে, তখন তাদের সমস্ত গোনাহ ঝরে যায়, ফলে কোনো গোনাহই আর অবশিষ্ট থাকে না। (শুআবুল ঈমান)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّی الضُّحٰی ثِنْتَیْ عَشَرَةَ رَكْعَةً بَنَی اللّٰهُ لَهٗ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِی الْجَنَّةِ. رواه الترمذی وابن ماجة ورواه الترمذی فی ابواب الصلوة – باب ما جاء فی صلوة الضحی وقال: هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه انتهی. قلت فی الحدیث ضعف یسیر یتحمل فی باب الفضائل.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি চাশতের বার রাকআত নামায পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে স্বর্ণের একটি বালাখানা তৈরি করবেন। (তিরমিযী)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِى الدَّرْدَآءِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى الضُّحٰى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَمَنْ صَلّٰى اَرْبَعًا كُتِبَ مِنَ الْعَابِدِيْنَ، وَمَنْ صَلّٰى سِتًّا كَفٰى ذَالِكَ الْيَوْمَ وَمَنْ صَلّٰى ثَمَانِيًا كَتَبَهُ اللّٰهُ مِنَ الْقَانِتِيْنَ وَمَنْ صَلّٰى ثِنْتَىْ عَشَرَةَ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ. الحديث. قال الهيثمى: رواه الطبرانى فى الكبير وفيه موسى بن يعقوب الزمعى وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه ابن المدينى وغيره وبقية رجاله ثقات. كذا فى مجمع الزوائد باب صلاة الضحى. وقال الحافظ ابن حجر هوصدوق سيئ الحفظ كذا فى التقريب انتهى. قلت: هذا القدر من الضعف يتحمل فى باب الفضائل.

অর্থাৎ, হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি চাশতের নামায ২ রাকআত পড়ে তাকে গাফেলদের তালিকাভুক্ত করা হয় না। ৪ রাকআত পড়লে তাকে আবিদীন বা ইবাদতকারীদের তালিকাভুক্ত করা হয়। ৬ রাকআত পড়লে ঐ দিন তার (নফল ইবাদতের) জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। ৮ রাকআত পড়লে আল্লাহ তাকে আনুগত্যকারীদের তালিকাভুক্ত করেন। আর ১২ রাকআত পড়লে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করেন। (তাবারানী)

* ইশ্‌রাক আদায়ের পর থেকে দুপুরের আগ পর্যন্ত এই নামাযের ওয়াক্ত। তবে দিনের এক চতুর্থাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর অর্থাৎ, আনুমানিক ৯/১০ টার দিকে পড়া উত্তম।

* চাশ্‌ত–এর নামায যে কোনো সূরা/কেরাত দিয়ে পড়া যায়।

যাওয়াল বা সূর্য ঢলার নামাযের ফযীলত

* দুপুরে পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলার পর ৪ রাকআত নফল আদায় করা হয়, তাকে বলা হয় যাওয়ালের নামায বা সূর্য ঢলার নামায।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা এই নফল আদায় করতেন। সূর্য ঢলার সময় আসমানের রহমতের দরজা খোলা হয় বিধায় তখন এই নফল পড়ার ফযীলত অধিক।

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّآئِبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ اَرْبَعًا بَعْدَ اَنْ تَزُوْلَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ فَقَالَ اِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَاُحِبُّ اَنْ يَصْعَدَ لِىْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ. رواه الترمذى فى ابواب الصلوة – باب ما جاء فى الصلوة عند الزوال وقال هذا حديث حسن غريب.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুস সায়েব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জোহরের পূর্বে সূর্য ঢলার পর ৪ রাকআত নামায পড়তেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, সূর্য ঢলার সময় আসমানের রহমতের দরজাসমূহ খোলা হয়। তাই আমি চাই এ সময় আমার নেক আমল সেখানে পৌঁছে যাক। (তিরমিযী)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সালামেই এই চার রাকআত নামায আদায় করতেন।

আওয়াবীন নামাযের ফযীলত

* মাগরিবের ফরয এবং সুন্নাতের পর কমপক্ষে ৬ রাকআত এবং সর্বাপেক্ষা ২০ রাকআত নফলকে "আওয়াবীনের নামায" বলা হয়। হাদীছে এই ৬ রাকআত আওয়াবীনের ফযীলতে বার বৎসর ইবাদত করার ছওয়াব অর্জিত হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। অপর এক হাদীছে ২০ রাকআত পড়লে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন বলা হয়েছে।

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلّٰى سِتَّ رَكْعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِشَيْئٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ اِثْنَتَىْ عَشَرَةَ سَنَةً. رواه ابن خزيمة فى صحيحه فى باب فضل التطوع بين المغرب والعشاء (٥١٣) حديث رقم ١١٩٥. وفى سنده عمر بن ابى

www.maktabatulabrar.com

خثعم قال البخارى هو منكر الحديث. قال العلى القارى: رواه ابن خزيمة فى صحيحه مع انهم اجمعوا على جواز العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الاعمال.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকআত নামায পড়বে, যার মধ্যে সে কোনো (মন্দ) বাক্য উচ্চারণ করবে না, সে নামায তার জন্য বার বৎসর ইবাদতের সমান করে দেওয়া হবে। (সহীহ ইব্নে খুযায়মা)

সালাতুত্ তাসবীহ নামাযের ফযীলত

"সালাতুত তাসবীহ্" কথাটার মধ্যে 'সালাত' শব্দের অর্থ হল নামায, আর 'তাসবীহ' বলতে এখানে سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ (সুবহানাল্লাহি ওয়ালহাম্দু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার)। এই নামাযের ভিতরে এই তাস্বীহ পড়া হয় বিধায় এই নামাযকে সালাতুত তাসবীহ্ বলে।

সালাতুত্তাসবীহ্–এর অনেক ফযীলত। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ ..... اِذَا اَنْتَ فَعَلْتَ ذَالِكَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ ذَنْبَكَ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ قَدِيْمَهُ وَحَدِيْثَهُ خَطَاَهُ وَعَمَدَهُ صَغِيْرَهُ وَكَبِيْرَهُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ ..... اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تُصَلِّيَهَا فِىْ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِىْ كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِىْ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِىْ عُمُرِكَ مَرَّةً. رواه ابو داود فى كتاب الصلوة – باب صلوة التسبيح. ورواه الحاكم فى المستدرک حديث رقم ١٢٢٢.

والجدير بالذكر ان الحديث الوارد فى صلاة التسبيح طرقه ضعيفة الا انه صار حسنا لكثرة الطرق. قال الحافظ ابن حجر العسقلانى ذالک فى الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة كذا فى الآثار المرفوعة فى الاخبار الموضوعة للكنوى. وفى رد المحتار وحديثها حسن لكثرة طرقه و وهم من زعم وضعه وفيها ثواب لا يتناهى.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচা হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.)কে বলেছিলেন, চাচা, ... এই নামায দ্বারা আল্লাহ আপনার জীবনের নতুন-পুরাতন, ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত, সগীরা- কবীরা, গোপন-প্রকাশ্য সব রকম গোনাহ্ মাফ করে দিবেন। ... পারলে আপনি প্রতিদিন এই নামায পড়বেন। তা না পারলে সপ্তাহে এক দিন পড়বেন। তাও না পারলে মাসে একবার পড়বেন। তাও না পারলে বছরে একবার পড়বেন। অন্তত জীবনে একবার হলেও এই নামায পড়বেন। (আবূ দাউদ ও মুস্তাদরকে হাকিম)

সালাতুত্ তাসবীহ্ নামায পড়ার তরীকা

এই নামায হল ৪ রাকআত। প্রত্যেক রাকআতে এই তাসবীহ ৭৫ বার পড়তে হয়। তাহলে চার রাকআতে ৩০০ বার হয়। সালাতুত্ তাসবীহ্ নামাযে এই তাসবীহ্গুলো পাঠ করার দুইটা নিয়ম আছে। যথা–

একটা নিয়ম হল– প্রথমে নিয়ত করবেন। আরবীতে না পারলে নিজের ভাষায় এভাবে নিয়ত করবেন– চার রাকআত সালাতুত্ তাসবীহ নফল নামাযের নিয়ত করলাম। তারপর ছানা অর্থাৎ, সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা .... পড়বেন। অতঃপর সূরা ফাতিহা পাঠ করে যে কোনো সূরা/ কেরাত পড়বেন। সূরা/কেরাত শেষ করে ঐ দাঁড়ানো অবস্থাতেই ১৫ বার ঐ তাসবীহ পাঠ করবেন। এরপর আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যাবেন। রুকুর তাসবীহ পড়ার পর আবার ঐ তাসবীহ্ ১০ বার পড়বেন। তারপর রুকু থেকে উঠে 'রব্বানা লাকাল হাম্দ' বলার পর আবার ঐ তাসবীহ ১০ বার পড়বেন। তারপর সাজদায় যাবেন। সাজদার তাসবীহ পড়ার পর ঐ তাসবীহ ১০ বার, সাজদা থেকে উঠে দুই সাজদার মাঝখানে ১০ বার, দ্বিতীয় সাজদায় সাজদার তাসবীহ পড়ার পর আবার ঐ তাসবীহ্ ১০ বার। এই হল ৬৫ বার। এখন আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় সাজদা থেকে উঠে বসে আবার ১০ বার। এই হল এক রাকআতে মোট ৭৫ বার। এবার দ্বিতীয় রাকআতের জন্য উঠবেন। এখানে আল্লাহু আকবার বলে উঠতে হবে না। উঠার আল্লাহু আকবার তো আগেই বলা হয়েছে। দ্বিতীয় রাকআতে ঐভাবে সূরা/কেরাতের পর উক্ত তাসবীহ ১৫ বার, রুকুর তাসবীহের পর ১০ বার, রব্বানা লাকাল হাম্দ–এর পর ১০ বার, প্রথম সাজদায় ১০ বার, দুই সাজদার মাঝখানে ১০ বার, দ্বিতীয় সাজদায় ১০ বার। এরপর আল্লাহু আকবার বলে উঠবেন। এখানে তাশাহহুদ

অর্থাৎ, আত্তাহিয়্যাতু ... পড়তে হবে। এখানে আগে ১০ বার ঐ তাসবীহ পড়ে তারপর তাশাহহুদ পড়তে হবে। মনে রাখতে হবে এই তাসবীহ সব জায়গায় স্থানীয় তাসবীহের পরে, যেমন– সূরা/কেরাতের পরে, রুকুর তাসবীহের পরে, সাজদার তাসবীহের পরে, রব্বানা লাকাল হাম্‌দ–এর পরে, এভাবে এ তাসবীহটি সবকিছুর পরে, শুধু প্রথম বৈঠকে এবং শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার জন্য যখন বসা হবে, তখন তাশাহহুদের আগে ঐ তাসবীহ ১০ বার করে পড়বেন। তারপর তাশাহহুদ পড়বেন। শেষ রাকআতেও আগে ১০ বার ঐ তাসবীহ পড়ে তারপর তাশাহহুদ, দুরূদ শরীফ ও দুআয়ে মাছূরা পড়বেন।

সালাতুত্ তাসবীহের এই নিয়মটা উত্তম। আরও একটা নিয়ম রয়েছে। সে নিয়মটাও বর্ণনা করে দেওয়া হল।

দ্বিতীয় নিয়ম হল– নিয়ত বেঁধেই ছানা পড়ার পর সূরা/কেরাত পড়ার আগে ১৫ বার উক্ত তাসবীহ পাঠ করতে হবে। এরপর সূরা/কেরাত শেষ করে ১০ বার। এখানে দাঁড়ানো অবস্থায় দশবার বেশী হয়ে গেল। এই নিয়মে পড়লে দ্বিতীয় সাজদাতেই ৭৫ বার হয়ে যাবে। তাই দ্বিতীয় সাজদা থেকে সোজা দাঁড়িয়ে যাবেন। এ নিয়মে প্রথম বৈঠক এবং শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার জন্য যখন বসবেন, তখন আর ঐ তাসবীহ পড়তে হবে না।

তাসবীহ মনে রাখার জন্য আঙ্গুলের কর গণনা করা নিষেধ। একান্তই মনে রাখার প্রয়োজনে আঙ্গুল টিপে টিপে মনে রাখা যেতে পারে। কিন্তু আঙ্গুলের কর বা অন্য কোনো কিছু দিয়ে গণনা করা যাবে না।

তাসবীহ ৩০০ বার হতে হবে। কম থাকলে সালাতুত্ তাসবীহের ফযীলত পাওয়া যাবে না। তাই খুব এতমীনানের সঙ্গে পড়তে হবে।

যদি কেউ কোনো এক জায়গায় তাসবীহ পড়তে ভুলে যান বা কম থেকে যায়, তাহলে পরবর্তীতে যে জায়গায় মনে আসবে সেখানে ঐ জায়গারটাও পড়বেন পিছনের ছুটে যাওয়াটাও আদায় করে নিবেন।

সালাতুত্ তাসবীহ নামায একাকী পড়তে হয়, জামাআতের সঙ্গে এই নামায পড়া দুরস্ত নয়।[১]

* অনেক স্থানে মা বোনেরা জামাআতের সঙ্গে এই নামায পড়ে থাকেন, এটা দোরস্ত নয়। অনেক স্থানে দেখা যায় একজন জাননেওয়ালী

১. نماز مسنون ।

www.maktabatulabrar.com

মহিলা বলে দিতে থাকেন আর অন্যরা তার কথা শুনে শুনে এই নামায পড়তে থাকেন, এটাও ঠিক নয়। এতে নামায হবে না। কোনো নামাযের মধ্যেই নামাযী নন– এমন কোনো লোকের নির্দেশনা মেনে চলা যায় না। তাহলে নামায হয় না।

* মাকরূহ ওয়াক্ত ব্যতীত দিবা রাত্রির যে কোনো সময়ে এই নামায পড়া যায়, তবে সবচেয়ে উত্তম হল সূর্য ঢলার পর পড়া, তারপর দিনে, তারপর রাতে।

* সালাতুত্ তাসবীহ নামায যে কোনো সূরা/কেরাত দিয়ে পড়া যায়, তবে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) এই নামাযের চার রাকআতে সূরা তাকাছুর, আছর, কাফেরূন ও এখলাছ পড়ার কথা বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, সূরা হাদীদ, হাশর, সফ ও তাগাবুন পড়া উত্তম।[১]

তাওবার নামাযের ফায়দা

কারও থেকে কোন গোনাহ সংঘটিত হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ পবিত্রতা অর্জন করে ২ রাকআত নফল নামায পাঠ পূর্বক আল্লাহ্‌র নিকট অনুনয়-বিনয় করে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। নিজের গোনাহের প্রতি অনুতপ্ত হবে এবং ভবিষ্যতে গোনাহ না করার জন্য পাকা-পোক্ত ইরাদা করবে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার গোনাহ ক্ষমা করবেন। এই নামাযকে 'সালাতুত্তাওবা' অর্থাৎ, তাওবার নামায বলে।

এক হাদীছে বর্ণিত এসেছে–

عَنْ عَلِيٍّ رضـ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ وَصَدَقَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَّهٗ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ. ثُمَّ قَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ. رواه ابو داود فى كتاب الصلوة – باب فى الاستغفار، ورواه الترمذى فى ابواب الصلوة – باب ما جاء فى الصلوة عند التوبة وقال حديث على حديث حسن.

১. رد المحتار، مطلب فى صلوة التسبيح ।

অর্থাৎ, হযরত আলী (রা.) বলেন যে, আমাকে হযরত আবূ বকর (রা.) বলেছেন –আর তিনি সত্য বলেছেন– তিনি বলেছেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি– যে কোনো ব্যক্তি গোনাহ করে অতঃপর উঠে (উযূ গোসল দ্বারা) পবিত্রতা অর্জন করে এবং কিছু নামায পড়ে অতঃপর আল্লাহ্‌র নিকট এস্তেগফার করে তথা ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ নিশ্চয়ই তার গোনাহ ক্ষমা করে দেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াত পাঠ করলেন–

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ.

অর্থাৎ, এবং যারা –যখন কোনো গোনাহের কাজ করে বসে, অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করে বসে– আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

সালাতুল হাজাত নামাযের ফায়দা

আল্লাহ্‌র নিকট বা বান্দার নিকট বিশেষ কোনো প্রয়োজন হলে কিংবা শারীরিক মানসিক যে কোনো পেরেশানী দেখা দিলে উত্তমভাবে উযূ করে দুই রাকআত নফল নামায পড়বে। এই নামাযকে সালাতুল হাজাত বা প্রয়োজনের মুহূর্তের নামায বলে।

সালাতুল হাজাত সম্বন্ধে এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ اِلَى اللّٰهِ حَاجَةٌ اَوْ اِلٰى اَحَدٍ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ فَلْيَتَوَضَّاْ وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لْيُثْنِ عَلَى اللّٰهِ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لْيَقُلْ –

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌র নিকট বা বান্দার নিকট বিশেষ কোনো প্রয়োজন হলে (কিংবা শারীরিক মানসিক যে কোনো পেরেশানী দেখা দিলে) উত্তমভাবে উযূ করে দুই রাকআত নফল নামায পড়বে। অতঃপর আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও ছানা (প্রশংসা)

www.maktabatulabrar.com

এবং দুরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ্‌র নিকট নিম্নোক্ত দুআ করবে (ইনশাআল্লাহ তার প্রয়োজন পূর্ণ হবে) [তিরমিযী ও ইব্‌নে মাজা]

দুআটি এই–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، اَسْاَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَآئِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ، لَا تَدَعْ لِىْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَاحَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. رواه ان ماجة فى باب ما جاء فى صلوة الحاجة و رواه الترمذى فى ابواب الصلوة – باب ما جاء فى صلوة الحاجة. قلت وفى سنده بعض الضعف يتحمل فى باب الفضائل.

একটা ঘটনা

সালাতুল হাজতের মাধ্যমে কীভাবে প্রয়োজন পূর্ণ হয় তার একটি ঘটনা শুনুন। ঘটনাটি তাবারানী কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَنِيْفٍ اَنَّ رَجُلًا كَانَ يَخْتَلِفُ عَلٰى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ فِىْ حَاجَةٍ لَّهُ فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ اِلَيْهِ وَلَا يَنْظُرُ فِىْ حَاجَتِهٖ فَلَقِىَ عُثْمَانُ بْنُ حَنِيْفٍ فَشَكَا ذٰلِكَ اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حَنِيْفٍ اِئْتِ الْمِيْضَاةَ فَتَوَضَّاْ ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّىْ اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلٰى رَبِّىْ فَيَقْضِىْ لِىْ حَاجَتِىْ وَتَذْكُرُ حَاجَتَكَ وَرُحْ اِلَىَّ حِيْنَ اَرُوْحُ مَعَكَ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَصَنَعَ مَا قَالَ لَهُ ثُمَّ اَتٰى بَابَ عُثْمَانَ فَجَآءَ الْبَوَّابُ حَتّٰى اَخَذَ بِيَدِهٖ فَاَدْخَلَهُ عَلٰى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ

فَاجْلِسْهُ مَعَهُ عَلَى الطَّنْفَسَةِ وَقَالَ حَاجَتَكَ؟ فَذَكَرَ حَاجَتَهُ فَقَضَاهَا لَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا ذَكَرْتَ حَاجَتَكَ حَتّٰى كَانَتْ هٰذِهِ السَّاعَةَ وَقَالَ مَا كَانَتْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ فَائْتِنَا ثُمَّ اِنَّ الرَّجُلَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهٖ فَلَقِيَ عُثْمَانَ بْنَ حَنِيْفٍ فَقَالَ لَهُ جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا مَا كَانَ يَنْظُرُ فِيْ حَاجَتِيْ وَلَا يَلْتَفِتُ اِلَيَّ حَتّٰى كَلَّمْتَهُ فِيَّ فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَنِيْفٍ وَاللّٰهِ مَا كَلَّمْتُهُ وَلٰكِنْ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَتَاهُ رَجُلٌ ضَرِيْرٌ فَشَكَا اِلَيْهِ ذَهَابَ بَصَرِهٖ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَوَ تَصْبِرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ لَيْسَ لِيْ قَائِدٌ وَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : اِئْتِ الْمِيْضَاةَ وَ تَوَضَّأْ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ادْعُ بِهٰذِهِ الْكَلِمَاتِ. فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَنِيْفٍ فَوَاللّٰهِ مَا تَفَرَّقْنَا وَ طَالَ بِنَا الْحَدِيْثُ حَتّٰى دَخَلَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ فَكَاَنْ لَّمْ يَكُنْ بِهٖ ضَرَرٌ قَطُّ. (قال الهيثمى فى مجمع الزوائد] جـ/٢ صفحـ/٢٧٩ [قلت: روى الترمذى وابن ماجة طرفا من اخره خاليا عن القصة وقد قال الطبرانى عقبه: والحديث صحيح بعد ذكر طرقه التى روى بها.)

অর্থাৎ, হযরত উছমান ইব্নে হানীফ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি তার এক প্রয়োজনে বারবার খলীফা হযরত উছমান (রা.)–এর কাছে আসছিল। কিন্তু খলীফা হযরত উছমান (রা.) তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করছিলেন না। তার প্রয়োজনের ব্যাপারে মনোযোগ দিচ্ছিলেন না। অতঃপর লোকটি হযরত উছমান ইব্নে হানীফ (রা.)–এর কাছে যেয়ে এ বিষয়ে অভিযোগ জানাল। হযরত উছমান ইব্নে হানীফ (রা.) তাকে বললেন, তুমি উযূখানায় গিয়ে উযূ কর, তারপর মসজিদে যাও। মসজিদে গিয়ে দুই রাকআত নামায পড়। তারপর বল, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আবেদন জানাই। আমাদের নবী, রহমতের নবী– মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর ওছীলা দিয়ে তোমার কাছে আমার প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য আবেদন করছি। হযরত উছমান ইব্নে হানীফ (রা.)

বলেন, তুমি তোমার প্রয়োজনের বিষয় উল্লেখ করে বলবে। এই দুআ করার পর তুমি আমার কাছে এসো। তখন আমি তোমার সঙ্গে যাব। অতঃপর লোকটি এ কথামত উযূ করে দুই রাকআত নামায পড়ে ও অনুরূপভাবে দুআ করে সরাসরি হযরত উছমান (রা.)–এর কাছে চলে গেল। এবার দারোয়ান তার হাত ধরে হযরত উছমান (রা.)–এর কাছে নিয়ে গেল। হযরত উছমান (রা.) তাকে নিজের সঙ্গে বিছানায় বসালেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন আপনার কী প্রয়োজন? সে তার প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করল। তখন হযরত উছমান (রা.) তার প্রয়োজন পূর্ণ করলেন এবং বললেন, ইতিপূর্বে তোমার প্রয়োজনের কথা আমার স্মরণই হয়নি। যাহোক তোমার যে কোনো প্রয়োজন হোক আমার কাছে চলে আসবে। অতঃপর লোকটি হযরত উছমান (রা.)–এর কাছ থেকে বের হওয়ার পর হযরত উছমান ইব্নে হানীফ (রা.)–এর সঙ্গে দেখা হল। তিনি হযরত উছমান ইব্নে হানীফ (রা.)কে বললেন, আল্লাহ আপনাকে উত্তম বদলা দান করুন। আপনি আমার ব্যাপারে হযরত উছমান (রা.)–এর সঙ্গে কথা বলায় কাজ হয়েছে। নতুবা এর পূর্বে তিনি আমার প্রয়োজনের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করেননি। হযরত উছমান ইব্নে হানীফ (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি খলীফাকে কিছুই বলিনি, তবে (আমি তোমাকে ঐ পরামর্শ দিয়েছি, যে পরামর্শ দিতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছিলাম।) আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে তাঁর কাছে একজন অন্ধ লোক এল। সে তার অন্ধত্বের অভিযোগ জানাল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি ধৈর্য ধারণ করতে পার না? সে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে ধরে চালানোর মত কোনো লোক নেই। এ অবস্থা আমার জন্য খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি উযূখানায় গিয়ে উযূ কর, তারপর দুই রাকআত নামায পড়। তারপর এই দুআ কর ... (তিনি তাকে ঐ দুআ শিক্ষা দিলেন যা আমি তোমাকে শিখিয়েছি।) হযরত উছমান ইব্নে হানীফ (রা.) বলেন, আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তখনও ভিন্ন হয়ে যাইনি এবং সময়ও খুব দীর্ঘ হয়নি ইত্যবসরে লোকটি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এমন অবস্থায় ফিরে এল যেন কখনই তার কোনো (চোখের) সমস্যা ছিল না। সুবহানাল্লাহ!

www.maktabatulabrar.com

এ ঘটনায় হাতে নাতে দেখা গেল যে, সালাতুল হাজাত নামাযের মাধ্যমে প্রয়োজন পূর্ণ হয়।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল যখনই কোনো সমস্যায় পড়তেন, সালাতুল হাজতে দাঁড়িয়ে যেতেন। এক হাদীছে এসেছে-

عَنْ حُذَيْفَةَ رضـ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ صَلّٰى. رواه ابو داود فى كتاب الصلوة – باب وقت قيام النبى صلى الله عليه وسلم من الليل.

অর্থাৎ, হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর অভ্যাস ছিল যখনই কোনো পেরেশানী বা সমস্যা দেখা দিত, তখনই তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। (আবূ দাউদ)

এভাবে যে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানের জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের দ্বারস্থ না হয়ে আল্লাহ্‌র দ্বারস্থ হতেন। এ হল নামাযের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের যিন্দেগী।

খুশু' খুযূ'-এর গুরুত্ব

খুশু খুযূ অর্থ ধীরস্থিরতা এবং উগ্রতা পরিহার করা। দেহ মন স্থির করে ইবাদত করা, একাগ্রতা সহকারে ইবাদত করা এবং চলাফেরা উঠা-বসায় উগ্রতা পরিহার করাকে বলা হয় খুশু' খুযূ'। ইবাদতের মধ্যে দেহ স্থির করার অর্থ হল অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়া না করা। আর মন স্থির করার অর্থ হল ইচ্ছাকৃতভাবে অন্তরে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুকে উপস্থিত না করা এবং ইবাদতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়া অন্য কিছু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করা। অনিচ্ছাকৃতভাবে যেটা মনে এসে যায়, বান্দা তার জন্য দায়ী নয়।

নামাযে খুশু খুযূর নির্দেশ দিয়ে কুরআনে কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে,

وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে স্থির হয়ে দণ্ডায়মান হও। (বাকারা: ২৩৮)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এখানে লম্বা রুকূ করা এবং নম্রভাবে দৃষ্টি নত রেখে নামায পড়ার কথা (অর্থাৎ, খুশু খুযূর সঙ্গে নামায পড়ার কথা) বলা হয়েছে। (روح المعانى)

www.maktabatulabrar.com

নামাযে খুশু' খুযূ–র ফযীলত সম্পর্কিত বর্ণনা রয়েছে নিম্নোক্ত হাদীছে–

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضـ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ، مَنْ اَحْسَنَ وُضُوْئَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَاَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَسُجُوْدَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ اَنْ يَّغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَآءَ غَفَرَ لَهُ وَاِنْ شَآءَ عَذَّبَهُ. رواه ابو داود فى كتاب الصلوة – باب المحافظة على الصلوت.

অর্থাৎ, হযরত উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা.) বলেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি– আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি এই সব নামাযের জন্য সুন্দরভাবে উযূ করবে, যথা ওয়াক্তে সে নামাযগুলো আদায় করবে, রুকূ সাজদা পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করবে, পরিপূর্ণ খুশু খুযূর সঙ্গে সে নামাযগুলো আদায় করবে, তার জন্য আল্লাহর নিকট অঙ্গীকার রয়েছে তাকে ক্ষমা করার। আর যে ব্যক্তি সেভাবে করবে না, তার জন্য আল্লাহর নিকট কোনো অঙ্গীকার নেই। তিনি চাইলে তাকে ক্ষমা করবেন, চাইলে তাকে শাস্তি দিবেন। (আবূ দাউদ)

সাহাবা ও বুযুর্গানে দ্বীনের নামাযের খুশু-খুযূ-র বর্ণনা

সাহাবা, তাবিয়ী ও বুযুর্গানে দ্বীনের নামাযের খুশু' খুযূ–র ইতিহাস অত্যন্ত বিস্ময়কর। হযরত আলী (রা.)–এর অবস্থা ছিল নামাযের মধ্যে তিনি এতই বিভোর থাকতেন যে, বাইরের কোনো কিছুর দিকেই তাঁর খেয়াল যেত না। তাঁর ঘটনা সর্বজনবিদিত যে, যুদ্ধের ময়দানে তাঁর শরীরে কোনো তীর বিদ্ধ হলে নামাযের অবস্থায়ই তা বের করা যেত। একবার তার উরুতে একটা তীর বিদ্ধ হল। অনেক চেষ্টার পরও যখন তা বের করা গেল না, তখন সকলে পরামর্শক্রমে স্থির করল যে, নামাযের অবস্থাতেই তা বের করা সম্ভব হবে। অতঃপর যখন তিনি নফল নামাযে দাঁড়ালেন, তখন সকলেই তা বের করে নিতে সক্ষম হল। নামাযের পর আশে-পাশে লোকজন দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি তীর বের করতে এসেছো? উত্তরে সকলে জানাল যে, আমরা ইতিমধ্যে তা বের করে ফেলেছি। তিনি বললেন, আমি তো টেরই পেলাম না।

হযরত আমের ইব্নে আব্দুল্লাহ (রা.) বলতেন, নামাযের সময় কথাবার্তা তো দূরের কথা ঢোলের শব্দও আমি শুনতে পাই না।

বিখ্যাত তাবিয়ী হযরত মুসলিম ইব্নে ইয়াছার (রহ.) নামাযের সময় পরিবারের লোকজনকে বলতেন, আমার নামাযের সময় তোমরা কথাবার্তা বলতে পার। কারণ, নামায পড়ার সময় আমি তা মোটেই শুনতে পাই না।

প্রখ্যাত বুযুর্গ হযরত হাতেম বলখী (রহ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত ইসাম (রহ.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কীরূপে নামায পড়েন? হযরত হাতেম বলখী (রহ.) উত্তর দিলেন, নামাযের সময় হলে আমি ধীরে-সুস্থে উযূ করি। তারপর মনোযোগ সহকারে জায়নামাযে দাঁড়াই এবং মনে করি যেন কা'বা শরীফ আমার সম্মুখে, আমার পা পুলসিরাতের উপর, ডানদিকে জান্নাত আর বা দিকে জাহান্নাম। আজরাঈল আমার মাথার উপর। আমি কল্পনা করি যে, হয়তো এটিই আমার শেষ নামায, আর হয়তো নামায পড়ার সুযোগ পাব না! মনের অবস্থা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। অতঃপর খুব বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহু আকবার বলি এবং অর্থের প্রতি খেয়াল রেখে কেরাত পাঠ করি। নম্রতার সঙ্গে রুকূ' করি আর বিনয়ের সঙ্গে সাজদা করি। এরূপে ধীর-স্থিরভাবে নামায সম্পন্ন করি। আর আল্লাহ্র রহমতে কবূল হওয়ার আশা রাখি। নিজের বদ-আমলের দরুন তা অগ্রাহ্য হওয়ার আশংকাও রাখি। হযরত ইসাম (রহ.) জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কত বৎসর যাবত এভাবে নামায আদায় করে আসছেন? হযরত হাতেম বলখী (রহ.) উত্তর করলেন, ত্রিশ বৎসর যাবত।

বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত জুন্নূন মিসরী (রহ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, নামাযের তাকবীরে তাহরীমা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার উপর জালালে ইলাহী–র এমন প্রভাব পড়ত যে, মনে হত তিনি প্রাণহীন দেহে পরিণত হয়েছেন।[১]

জানাযা নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত

কোনো মুসলমান ভাই-বোন মারা গেলে তার জানাযা নামায পড়া ও জানাযার সঙ্গে দাফন পর্যন্ত শরীক থাকা তার হক। এক মুসলমানের প্রতি আর এক মুসলমানের এটা অধিকার। তদুপরি এটি অনেক ফযীলতেরও আমল। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

১. فضائل اعمال থেকে সংকলিত ॥

www.maktabatulabrar.com

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهٗ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَاِنَّهٗ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ اُحُدٍ. وَمَنْ صَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ تُدْفَنَ فَاِنَّهٗ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيْرَاطٍ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الايمان – باب اتباع الجنائز من الايمان، ورواه مسلم فى كتاب الجنائز – فصل فى حصول ثواب القيراط بالصلوة على الميت والقيراطين بعد دفنه. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জানাযার সাথে সাথে চলবে ঈমান সহকারে এবং ছওয়াবের আশায় এবং সে জানাযার নামায পড়বে ও দাফন হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে থাকবে, তার দুই 'কিরাত' ছওয়াব হবে। প্রতিটা 'কিরাত' উহুদ পাহাড়ের মত। আর যে ব্যক্তি নামায পড়ে দাফন হওয়ার পূর্বে ফিরে আসবে তার এক কিরাত ছওয়াব হবে। (বোখারী ও মুসলিম)

কবর জেয়ারতের ফায়দা

কবর জেয়ারত করা দ্বারা মৃত্যুর কথা বেশী বেশী স্মরণ হয়। আর মৃত্যুর কথা বেশী বেশী স্মরণ হলে দুনিয়ার মহব্বত হ্রাস পায় এবং আখেরাতের জন্য আমলের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ফলে মানুষের মধ্যে আমলী যিন্দেগী গড়ে ওঠে।

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ مَرْفُوْعًا ..... فَزُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَاِنَّهَا اَ تُذَكِّرُ الْمَوْتَ. رواه ابو داود فى كتاب الجنائز – باب فى زيارة القبور.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন, তোমরা কবর জেয়ারত কর। কেননা, কবর জেয়ারত তোমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিবে। (আবূ দাউদ)

মাইয়েতকে গোসল দান, কাফনের কাপড় প্রদান ও কবর খননের ফযীলত

এ সম্পর্কে জানার জন্য পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষে দেখুন।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ.

যখন জুমুআর দিনে (জুমুআর) নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে (তথা জুমুআর নামাযের দিকে) ধাবিত হও। (সূরা জুমুআ : ৯)

www.maktabatulabrar.com

চতুর্থ অধ্যায়

ফাযায়েলে আ'মালে জুমুআ ও ঈদাইন

بسم الله الرحمن الرحيم

চতুর্থ অধ্যায়

ফাযায়েলে আ'মালে জুমুআ ও ঈদাইন

জুমুআর দিনে বিশেষ ৭টি আমলের ফযীলত

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَغَدَا وَابْتَكَرَ وَمَشٰى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْاِمَامِ وَاَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ .

رواه النسائى فى كتاب الجمعة – فضل المشى الى الجمعة. ورواه الترمذى فى ابواب الجمعة – باب فى فضل الغسل يوم الجمعة وقال هذا حديث حسن وفيه اجر صيامها وقيامها. واللفظ للنسائى.

অর্থাৎ, হযরত আউছ ইবনে আউছ (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিনে (কাপড়-চোপড়) ধৌত করবে ও গোসল করবে অতঃপর সকাল সকাল প্রস্তুতি নিবে ও সকাল সকাল মসজিদে গমন করবে এবং সওয়ার না হয়ে পায়ে হেঁটে যাবে, আর মসজিদে গিয়ে ইমামের নিকটে বসবে, অতঃপর চুপ করে (খুতবা) শুনবে এবং অনর্থক কিছু করবে না, তার প্রত্যেক কদমে এক বৎসরের রোযা ও রাতের বেলায় নামায পড়ার ছওয়াব হবে। (নাসায়ী ও তিরমিযী)

www.maktabatulabrar.com

সারকথা এ হাদীছে ৭টি আমলের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যথা–

১. অন্য দিনের তুলনায় ফজরের সময় ঘুম থেকে আগে উঠা।
২. গোসল করা। (মেসওয়াকও করা)
৩. উত্তম ও পরিস্কার কাপড় পরিধান করা।
৪. পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া।
৫. ইমাম সাহেবের কাছাকাছি বসা।
৬. মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনা।
৭. খুতবার সময় কোনোরূপ কাজ না করা বা কথা না বলা।

জুমুআর দিন উপরোক্ত আমলগুলো করলে পূর্বে উল্লেখিত তিরমিযী শরীফের রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী প্রতি কদমে এক বৎসর নফল রোযা ও এক বৎসর নফল নামাযের ছওয়াব পাওয়া যায়।

অন্য এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَاَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ. وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا.

رواه مسلم فى كتاب الجمعة.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি উযূ করবে এবং উত্তমরূপে উযূর কাজগুলো সম্পন্ন করবে অতঃপর জুমুআতে যাবে এবং চুপ করে খুতবা শুনবে, তার এ জুমুআ থেকে ঐ জুমুআ পর্যন্ত গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। অধিকন্তু আরও তিন দিনের। আর যে ব্যক্তি খুতবার সময় কঙ্কর-বালি নাড়াচাড়া করল, সে অনর্থক কাজ করল। (মুসলিম)

অন্য এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِىِّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ ادَّهَنَ اَوْ مَسَّ مِنْ طِيْبٍ ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اِثْنَيْنِ فَصَلّٰى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ

اَنْصَتَ غُفِرَ لَهٗ مَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى. رواه البخارى فى كتاب الجمعة – باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة.

অর্থাৎ, হযরত সালমান ফার্সী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করবে, তারপর তেল মাখাবে বা সুগন্ধি মাখাবে, অনন্তর (মসজিদে) গমন করবে, তার পর দুজনের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাবে না, যা সম্ভব নামায আদায় করবে, তার পর ইমাম খুতবার জন্য বের হলে চুপ থেকে তা শুনবে, তার পরবর্তী জুমুআর মধ্যবর্তী সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। (বোখারী)

জুমুআর দিন জুমুআর নামাযের জন্য শীঘ্র মসজিদে যাওয়ার ফযীলত

জুমুআর দিন জুমুআর নামাযের জন্য যত শীঘ্র মসজিদে যাবে তত বেশী ছওয়াব হবে। সর্বপ্রথম যে যাবে, একটা উট কুরবানীর ছওয়াব পাবে। তারপরের জন একটা গাভী কুরবানীর, তারপরের জন দুম্বা কুরবানীর, তারপরের জন একটা মুরগি দানের এবং তারপরের জন একটা ডিম দানের ছওয়াব পাবে।

হাদীছে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشَةً، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلٰئِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ. رواه مسلم فى كتاب الجمعة – باب فضل التبكير الى الجمعة باعتيار الساعات، ورواه الترمذى فى ابواب الجمعة – باب ما جاء فى التبكير الى الجمعة وقال هذا حديث حسن صحيح. واللفظ لمسلم.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন জানাবাতের গোসলের ন্যায় গোসল করে, অনন্তর মসজিদে গমন করে, সে

যেন একটা উট কুরবানী করল। তারপর যে দ্বিতীয় মুহূর্তে গমন করে, সে যেন একটা গরু কুরবানী করল। তারপর তৃতীয় মুহূর্তে যে গমন করে, সে যেন একটা মেষ কুরবানী করল। তারপর চতুর্থ মুহূর্তে যে গমন করে সে যেন একটা মুরগী কুরবানী (অর্থাৎ, দান) করল। আর যে পঞ্চম মুহূর্তে গমন করে সে যেন একটা ডিম কুরবানী (অর্থাৎ, দান) করল। অনন্তর যখন ইমাম (খুতবা প্রদানের উদ্দেশ্যে) বের হয়, তখন ফেরেশতা (লেখার দফতর গুটিয়ে) খুতবা শুনতে শুরু করে। (মুসলিম ও তিরমিযী)

জুমুআর নামাযের ফযীলত

হাদীছে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلّٰى مَا قُدِّرَ لَهٗ ثُمَّ اَنْصَتَ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهٖ ثُمَّ يُصَلِّىْ مَعَهٗ غُفِرَ لَهٗ مَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى وَفَضْلُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ. رواه مسلم فى كتاب الجمعة.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিনে গোসল করবে, অতঃপর জুমুআর নামাযে যাবে, অনন্তর তার পক্ষে যা সম্ভব নামায পড়বে, অতঃপর ইমাম খুতবা আরম্ভ করলে চুপ থাকবে যাবত না ইমাম তা শেষ করবে, তারপর ইমামের সঙ্গে জুমুআর নামায পড়বে, তার এ জুমুআ ও পূর্ববর্তী জুমুআর মধ্যকার গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। অধিকন্তু আরও তিন দিনের। (মুসলিম)

তবে উল্লেখ্য যে, জুমুআর নামায দ্বারা সগীরা গোনাহ মাফ হয়। কবীরা গোনাহ তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। জুমুআর নামায দ্বারা সগীরা গোনাহ মাফ হয় কবীরা গোনাহ মাফ হয় না– তা এক হাদীছে স্পষ্টত বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ مَرْفُوْعًا اَلصَّلٰوةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَآئِرَ. رواه مسلم فى كتاب الطهارة – باب فضل الوضوء والصلوة عقبه.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, পাঁচ ওয়াক্তের নামায এবং এক জুমুআ থেকে আর এক জুমুআ মধ্যবর্তী যাবতীয় গোনাহ মোচন করে দেয় যদি কবীরা না হয়। (মুসলিম)

* জুমুআর দিন ফজর নামাযে প্রথম রাকআতে পূর্ণ সূরা আলিফ লাম মীম সাজদা এবং দ্বিতীয় রাকআতে পূর্ণ সূরা দাহ্‌র পড়া মুস্তাহাব। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ পড়তেন। (ترمذى، ابواب الجمعة-باب ما جاء فى ما يقرأ فى صلوة الصبح يوم الجمعة)

* জুমুআর নামাযে প্রথম রাকআতে সূরা জুমুআ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা মুনাফিকূন অথবা প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা (সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা) এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা গাশিয়া পড়া মুস্তাহাব। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ পড়তেন। (ترمذى، ابواب الجمعة-باب ما جاء فى القرائة فى صلوة الجمعة)

জুমুআর নামায তরক করার খারাবী

হাদীছে ইরশাদ হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّهُمَا قَالَا سَمِعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَلَى اَعْوَادِ مِنْبَرِهٖ: لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمِ الْجُمُعَاتِ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنَنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ. رواه مسلم فى كتاب الجمعة.

অর্থাৎ, হযরত ইবনে ওমর ও আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিম্বরের কাঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি– লোকেরা হয়ত জুমুআর নামায তরক করা থেকে বিরত থাকবে, না হয় আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরের উপর মোহর অংকিত করে দিবেন, অনন্তর তারা নিশ্চিতই গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (মুসলিম)

অন্য এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ اَبِى الْجَعْدِ الضَّمْرِىْ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ ثَلٰثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهٖ. رواه ابو داود فى كتاب الصلوة – باب التشديد فى ترك الجمعة، ورواه الترمذى فى ابواب

الجمعة – باب ما جاء فى ترك الجمعة من غير عذر وقال حسن غريب ورواه النسائى فى كتاب الجمعة – باب التشديد فى التخلف عن الجمعة.

অর্থাৎ, হযরত আবুল জা'দ আদ-দুমারী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অবহেলাবশত তিন জুমুআর নামায ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরের উপর মোহর অংকিত করেক দেন। (আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)

আর এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِىْ كِتَابٍ لَا يُمْحٰى وَلَا يُبَدَّلُ. وَفِىْ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ثَلَاثًا. رواه الشافعى فى الام ١/٢٣٩.

অর্থাৎ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জরূরত ব্যতীত জুমুআর নামায তরক করে, তার নামে মুনাফেক উপাধী লেখা হয় এমন কিতাবে যার লেখা মোছা হয় না এবং পরিবর্তনও করা হয় না। কোন কোন বর্ণনায় তিনবার তরক করার কথা বর্ণিত হয়েছে। (কিতাবুল উম্ম)

জুমুআর দিনে ইস্তিগফারের আমল

জুমুআর দিন বেশী বেশী ইস্তিগফার করার কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীছে বর্ণিত এসেছে–

عَنْ اَنَسٍ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ صَبِيْحَةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللّٰهُ ذُنُوْبَهٗ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. اورده النووى فى الاذكار عن كتاب ابن السنى – باب ما يقال فى صبيحة الجمعة.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন ফজর নামাযের পূর্বে তিনবার নিম্নোক্ত ইস্তিগফারটি পাঠ করবে তার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে, যদিও তা হয় সমুদ্রের ফেনার ন্যায়।

www.maktabatulabrar.com

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَیْهِ.

(كتاب الاذكار)

জুমুআর দিনে সূরা কাহাফের আমল

জুমুআর দিন সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করা (জুমুআর নামাযের আগে হোক বা পরে) অনেক ফযীলতের একটি আমল। এরূপ করলে দুই জুমুআর মধ্যবর্তী সময়টুকু নূরে নূরান্বিত থাকবে।

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدٍ رضـ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَاَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِیْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ اَضَآءَ لَهُ النُّوْرُ مَا بَیْنَ الْجُمُعَتَیْنِ.

رواه البيهقى فى الدعوات الكبير. كذا فى المشكاة.

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন সূরা কাহাফ পাঠ করবে, তার জন্য এ জুমুআ থেকে ঐ জুমুআ পর্যন্ত নূর চমকাতে থাকবে। (দাওয়াতুল কাবীর)

আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدٍ رضـ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَاَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ اَضَآءَ لَهُ مِنَ النُّوْرِ مَا بَیْنَهُ وَبَیْنَ الْبَیْتِ الْعَتِیْقِ. رواه البيهقى فى شعب الايمان. حديث رقم ٢٤٤٤.

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন সূরা কাহাফ পাঠ করবে, তার জন্য তার থেকে কা'বা শরীফ পর্যন্ত দীর্ঘ নূর চমকাতে থাকবে। (শুআবুল ঈমান)

জুমুআর দিনে আসরের পরের আমল

যে কোনো দিন আসরের পর থেকে সূর্য ডোবার পূর্ব পর্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে যিকির, তাসবীহ ও দু'আয় লিপ্ত থাকা মুস্তাহাব। কেননা, আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে এ দুটো সময়ে যিকির, তাসবীহ ও দু'আয় লিপ্ত থাকার বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا.

অর্থাৎ, আর তোমার প্রতিপালকের তাসবীহ ও তাহমীদে লিপ্ত থাক সূর্য উদয়ের পূর্বে এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে। (সূরা তাহা : ১৩০)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِیِّ وَالْاِبْكَارِ.

অর্থাৎ, আর তোমার প্রতিপালকের তাসবীহ তাহমীদ (প্রশংসা বর্ণনা করা যেমন–"আলহামদু লিল্লাহ" বলা)–য়ে লিপ্ত থাক সকাল-সন্ধ্যায়। (সূরা মুমিন : ৫৫)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِیْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِیْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ.

অর্থাৎ, আর আপন মনে তোমার পালনকর্তাকে স্মরণ করতে থাক ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং নিম্ন স্বরে সকালে এবং আসর থেকে মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে। (সূরা আরাফ : ২০৫)

এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে কোনো দিন সকালে ও আসরের পরে যিকির, তাসবীহ ও দুআয় লিপ্ত থাকা মুস্তাহাব। বিশেষত জুমুআর দিন আসরের পরে যেহেতু দুআ কবূল হওয়ার বিশেষ একটি মুহূর্ত রয়েছে এবং সে মুহূর্তটি আসরের পর হওয়ার ব্যাপারে অনেকের মত রয়েছে, তাই জুমুআর দিন আসরের পর (মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত) বিশেষভাবে যিকির, তাসবীহ ও দুআয় লিপ্ত থাকা চাই।

জুমুআর দিনে দুআ কবূল হওয়ার বিশেষ একটি মুহূর্ত

জুমুআর দিন বিশেষ একটি দুআর মুহূর্ত রয়েছে, যখন কোনো দুআ করা হলে তা অবশ্যই কবূল হয়। হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِیْهِ سَاعَةٌ لَا یُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَآئِمٌ یُصَلِّیْ یَسْاَلُ اللّٰهَ شَیْئًا اِلَّا اَعْطَاهُ اِیَّاهُ وَاَشَارَ بِیَدِهٖ یُقَلِّلُهَا. متفق عليه. رواه

www.maktabatulabrar.com

البخارى فى كتاب الجمعة – باب الساعة التى فى يوم الجمعة. ورواه مسلم فى كتاب الجمعة – باب ذكر الساعة التى تقبل فيها دعوة العبد اذا وافقها وبيان وقتها.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমুআর দিনের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, এ দিন এমন একটি সময় রয়েছে, যখন কোনো মুসলমান বান্দা নামাযের অপেক্ষায় থাকা অবস্থায় আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে আল্লাহ তাকে তা দান করেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতের ইশারায় দেখান যে, সে সময়টি সামান্য মুহূর্তের জন্য। (বোখারী ও মুসলিম)

এই দুআর মুহূর্ত কোন্‌টি তা নিয়ে প্রচুর মত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি মত হল সে মুহূর্তটি হচ্ছে– ইমাম যখন খুতবা প্রদান করার জন্য মিম্বরে আরোহণ করেন তখন থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত। আর এক মত হল– যখন জুমুআর নামাযের জন্য ইকামত দেওয়া হয় তখন থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত। আর একটি মত হল– সে মুহূর্তটি জুমুআর দিন আসরের নামাযের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। অতএব জুমুআর দিন এ মুহূর্তগুলিতে দুআর এহতেমাম করা চাই। তবে উল্লেখ্য যে, ইমাম খুতবা প্রদানের জন্য মিম্বরে আরোহণের পর থেকে খুতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত কোনো দুআ করতে চাইলে তা মনে মনে করবে।

জুমুআর দিন বেশী বেশী দুরূদ শরীফের আমল

জুমুআর দিন বেশী বেশী দুরূদ শরীফ পাঠ করা চাই। হাদীছ শরীফে এর বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَكْثِرُوْا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَاِنَّهُ اَتَانِىْ جِبْرَائِيْلُ انِفًا عَنْ رَبِّهٖ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّىْ عَلَيْكَ مَرَّةً وَاحِدَةً اِلَّا صَلَّيْتُ اَنَا وَ مَلَائِكَتِىْ عَلَيْهِ عَشْرًا. رواه الطبرانى بسند لا بأس به فى المتابعات. كذا فى القول البديع.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা জুমুআর দিন আমার প্রতি

www.maktabatulabrar.com

বেশী বেশী দুরূদ পাঠ কর। কেননা, এই মাত্র জিব্রাঈল (আ.) আমার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, পৃথিবীর যে কোনো মুসলমান তোমার প্রতি একবার দুরূদ পাঠ করবে আমি তাকে দশটি রহমত দান করব আর ফেরেশতারা তার জন্য দশবার রহমতের দুআ করবে। (তাবারানী)

আর এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةُ الْجُمُعَةِ فَاَكْثِرُوْا الصَّلَاةَ عَلَيَّ. اخرجه الشافعى وهو مرسل كذا فى القول البديع.

অর্থাৎ, হযরত সাফওয়ান ইবনে সুলাইম বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা জুমুআর দিন ও জুমুআর রাত (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) হলে আমার প্রতি বেশী বেশী দুরূদ পাঠ কর। (আল-কাওলুল বাদী')

দুই ঈদের দিনের আমলসমূহ

দুই ঈদের রাতের ফযীলত

দুই ঈদের রাতও ফযীলতের রাত। হাদীছে এসেছে–

مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيْدَيْنِ مُحْتَسِبًا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهٗ يَوْمَ تَمُوْتُ الْقُلُوْبُ. قال المنذرى رواه ابن ماجة ورواته ثقات الا ان بقية مدلس وقد عنعنه. كذا فى الترغيب والترهيب حديث رقم ١٦٤٢. وقال البوصرى: اسناده ضعيف لتدليس بقية وله شاهد من حديث عبادة رواه الطبرانى فى الكبير والاوسط والاصبهانى من حديث معاذ فيقوى بمجموع طرقه. ٢/٨٥.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার রাতে ছওয়াবের নিয়তে জাগরিত থেকে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকবে, তাহলে যেদিন অন্যান্য দিল মরে যাবে সেদিন তার দিল মরবে না। (ইবনে মাজা)

ব্যাখ্যা: কিয়ামতের দিনের আতংকের কারণে অন্যান্য লোকের অন্তর ঘাবড়ে গিয়ে মৃতপ্রায় হয়ে যাবে, কিন্তু দুই ঈদের রাতে জাগরণকারীর অন্তর তখন ঠিক থাকবে, ঘাবড়াবে না।

ঈদুল ফিতরের দিন করণীয় আমলসমূহ

* ঈদুল ফিতরে ১৩টি জিনিস সুন্নাত।

১. ভোরে খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠা।
২. মেসওয়াক করা।
৩. গোসল করা।
৪. যথাসাধ্য উত্তম পোশাক পরিধান করা।
৫. শরীআতসম্মতভাবে সাজ-সজ্জা করা।
৬. খুশবূ লাগানো।
৭. ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কোনো মিষ্টদ্রব্য খেয়ে যাওয়া।
৮. আগে ঈদগাহে যাওয়া।
৯. ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে সদকায়ে ফিতির (ফেতরা) না দিয়ে থাকলে দিয়ে যাওয়া।
১০. ঈদগাহে গিয়ে ঈদের নামায পড়া। বিনা ওজরে মসজিদে না পড়া।
১১. পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া।
১২. যাওয়ার সময় এই তাকবীর আস্তে আস্তে পড়তে পড়তে যাওয়া–

اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

১৩. এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া, অন্য রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন করা।

ঈদুল আযহার দিন করণীয় আমলসমূহ

* ঈদুল আযহার দিনও পূর্বে বর্ণিত ১৩টি বিষয় সুন্নাত। পার্থক্য হল (১) ঈদুল আযহায় ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কিছু না খাওয়া সুন্নাত। (২) ঈদুল আযহায় ঈদগাহে যাওয়ার সময় উপরোক্ত তাকবীর আস্তে আস্তে নয় বরং জোরে জোরে বলা সুন্নাত। (৩) ঈদুল ফিতরের তুলনায় ঈদুল আযহার নামায সকাল সকাল পড়া সুন্নাত। (৪) ঈদুল আযহায় ফিতরার বিধান নেই বরং এখানে নামাযের পর কুরবানী রয়েছে।

* ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উভয় ঈদের নামাযে প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা (সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা) এবং দ্বিতীয়

রাকআতে সূরা গাশিয়া (হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়া) অথবা প্রথম রাকআতে সূরা ক্বাফ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ক্বামার পড়া মুস্তাহাব। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ পড়তেন। (ترمذى، ابواب العيدين- باب القرائة فى العيدين)

তবে উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত সূরাসমূহের মধ্যে যে সূরাই পাঠ করা হবে তা পূর্ণাঙ্গ পাঠ করতে হবে। (التبيان فى آداب حملة القرآن)

ঈদুল আযহায় কুরবানীর আমল

অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

তোমাদের মধ্যে যে এই (রমযান) মাসে বর্তমান থাকবে, তাকে অবশ্যই তাতে রোযা রাখতে হবে। (সূরা বাক্বারা : ১৮৫)

www.maktabatulabrar.com

পঞ্চম অধ্যায়

ফাযায়েলে রোযা, এতেকাফ, শবে বরাত ও শবে কদর

بسم الله الرحمن الرحيم

পঞ্চম অধ্যায়

ফাযায়েলে রোযা, এতেকাফ, শবে বরাত ও শবে কদর

শবে বরাতের করণীয় আমলসমূহ

১৪ই শা'বান দিবাগত রাতকে বলা হয় শবে বরাত বা লাইলাতুল বরাত। "শবে বরাত" কথাটা ফার্সী, আর লাইলাতুল বরাত কথাটা আরবী। "শব" বা "লাইলাতুন" শব্দের অর্থ রাত, আর "বরাত" অর্থ মুক্তি। অতএব "শবে বরাত" বা "লাইলাতুল বরাত"–এর অর্থ হল মুক্তির রাত। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এই রাতে বান্দাদেরকে ডেকে ডেকে বলতে থাকেন, যারা গোনাহ থেকে মুক্তি চাওয়ার আছ মুক্তি চাও, আমি মুক্তি দিয়ে দিব। যারা অভাব-অনটন থেকে মুক্তি চাওয়ার আছ মুক্তি চাও, আমি মুক্তি দিয়ে দিব। যারা রোগ-শোকগ্রস্ত আছ, মুক্তি চাও আমি মুক্তি দিয়ে দিব। এভাবে আল্লাহ পাক গোনাহ, অভাব-অনটন, রোগ-শোক ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিস থেকে এই রাতে মুক্তি দিয়ে থাকেন। তাই এই রাতকে শবে বরাত বা মুক্তির রাত বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, শবে বরাত অর্থ ভাগ্যের রাত বা ভাগ্য-রজনী। এই অর্থ ঠিক নয়। শবে বরাত কথাটার সঠিক অর্থ ভাগ্য-রজনী নয় বরং মুক্তির রাত। এটা হল গোনাহ্-খাতা, অভাব-অনটন, রোগ-শোক ইত্যাদি থেকে মুক্তি চাওয়ার রাত এবং মুক্তি পাওয়ার রাত।

www.maktabatulabrar.com

শবে বরাত একটি মর্যাদাপূর্ণ রাত। হানাফী, শাফিয়ী, মালেকী, হাম্বলী চার মাযহাবের সব ইমামের নিকটই এ রাত ফযীলতপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ বলে স্বীকৃত। ফাযায়েল অধ্যায়ে গ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েত দ্বারা এ রাতের মর্যাদা ও ফযীলত প্রমাণিত। নিম্নে এরূপ কয়েকটি রেওয়ায়েত ও তার আলোকে এ রাত ও তার পরবর্তী দিনে করণীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হল।

শবে বরাত উপলক্ষে কি কি করণীয় সে সম্পর্কে এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَطْلُعُ اللّٰهُ اِلٰى جَمِيْعِ خَلْقِهٖ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيْعِ خَلْقِهٖ اِلَّا لِمُشْرِكٍ اَوْ مُشَاحِنٍ. رواه ابن حبان فى صحيحه حديث رقم ٥٢٨٧. والهيثمى فى مجمع الزوائد جـ/٨ فى الادب – باب ما جاء فى الشحناء عن الطبرانى فى الكبير والاوسط وقال: رجالهما ثقات. واللفظ للطبرانى.

অর্থাৎ, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, অর্ধ শাবানের রাতে (অর্থাৎ, শবে বরাতে) আল্লাহ তাআলা তাঁর সমস্ত মাখলূকের প্রতি মনোযোগ আরোপ করেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষভাবাপন্ন ব্যক্তি ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দেন। (সহীহ ইবনে হিব্বান ও তাবারানী)

আরেকটা হাদীছে এসেছে–

عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فَاِذَا هُوَ بِالْبَقِيْعِ فَقَالَ: اَكُنْتِ تَخَافِيْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَرَسُوْلُهٗ؟ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنَّكَ اَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ: اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اِلَى السَّمَآءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لِاَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ. رواه الترمذى فى الصوم – باب ما جاء فى ليلة النصف من شعبان، ورواه البغوى فى شرح السنة حديث رقم ٩٩٢، ورواه البيهقى فى شعب الايمان حديث رقم ٣٨٢٥، ٣٨٢٦. والحديث وان كان سنده منقطعا ولذا ضعفه البخارى لاكنه حسن مقبول عند الاحناف ورواته كلهم ثقات حتى ان الالبانى ذكره فى السلسلة الصحيحة شاهدا للحديث السابق.

অর্থাৎ, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন যে, এক রাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে না পেয়ে আমি খুঁজতে বের হলাম। খুঁজতে খুঁজতে জান্নাতুল বাকীতে (অর্থাৎ, মদীনার কবরস্থানে) গিয়ে আমি তাঁকে পেলাম। তিনি বললেন, কী ব্যাপার আয়েশা! (তুমি যে তালাশে বের হয়ে এলে?) তোমার কি মনে হয় আল্লাহ এবং তাঁর রসূল তোমার উপর কোনো অবিচার করবেন? (অর্থাৎ, আমি আল্লাহর রসূল হয়ে তোমার উপর অবিচার করে তোমার পাওনা রাতে অন্য কোনো বিবির ঘরে গিয়ে থাকব– এমন ধারণা তুমি করতে পার কি? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব দূর থেকে কথাটা বললেন। হযরত আয়েশা [রা.] অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন।) তিনি বললেন, (কেন মনে করব না?) আমার তো ধারণাই হয়েছে অন্য কোনো বিবির কাছে গিয়ে থাকবেন। (হযরত আয়েশা (রা.) মনের কথাটা পরিষ্কার করে বলে দিলেন, কোনো লুকোচুরি করলেন না।) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, যখন শা'বান মাসের ১৫ই রাত আসে অর্থাৎ, যখন শবে বরাত আসে, আল্লাহ পাক এই রাতে প্রথম আসমানে নেমে আসেন। অতঃপর বনূ কাল্‌ব গোত্রের বকরীর পশমের চেয়ে বেশী সংখ্যক বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। (তিরমিযী, শরহুছ–ছুন্নাহ ও শুআবুল ঈমান)

তৎকালীন যুগে বনু কাল্‌ব নামক একটা গোত্র ছিল। ঐ গোত্রের লোকেরা খুব বেশি হারে বকরী লালন-পালন করত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই বললেন, বনু কাল্‌ব গোত্রের যত বকরী আছে, সেগুলোর যত পশম আছে, তার চেয়েও বেশি সংখ্যক লোককে আল্লাহ পাক এই রাত্রে ক্ষমা করে থাকেন। সুব্‌হানাল্লাহ্! কাজেই এই রাত মুক্তির রাত, বিশেষভাবে গোনাহ্ থেকে মুক্তির রাত। অতএব এই রাতে গোনাহ্ থেকে বেশি বেশি করে ক্ষমা চাইতে হবে।

এ দুটো হাদীছ থেকে বুঝা গেল শবে বরাতের একটি আমল হল– আল্লাহর কাছে গোনাহ মাফ চাওয়া। এ রাতে যার যা চাওয়ার আছে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। বিশেষভাবে ক্ষমা চাইতে হবে।

দ্বিতীয় হাদীছ দ্বারা জানা গেল এ রাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে গিয়েছিলেন জেয়ারতের জন্য। অতএব এই রাতে জেয়ারতের জন্য কবরস্থানে যাওয়া যায়। তবে এ আমলটিকে অত্যাবশ্যকীয় মনে করা যাবে না। কেননা এখানে একটা

www.maktabatulabrar.com

বিষয় লক্ষ্যণীয়। তা হল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর জেয়ারত করতে গিয়েছিলেন একাকী, কাউকে ডেকে জামাআত সহকারে, আড়ম্বর করে যাননি। এটা আবশ্যক পর্যায়ের বা সকলের করণীয় পর্যায়ের বিষয় হলে অবশ্যই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলকে ডেকে জামাআত সহকারে তা করতেন। অতএব কেউ চাইলে আড়ম্বর ছাড়া কবরস্থানে গিয়ে কবর জিয়ারতও করে আসতে পারেন। প্রত্যেকটা আমল সেভাবেই করতে হবে যেভাবে কুরআন-হাদীছে এসেছে।

আরও উল্লেখ্য যে, কবর জিয়ারত মুরদাদের জন্য এক ধরনের ঈছালে ছওয়াব। "ঈছালে ছওয়াব"–এর অর্থ হল ছওয়াব পৌঁছে দেওয়া। যারা দুনিয়া থেকে চলে যান তাদের কাছে আমরা বিভিন্নভাবে ছওয়াব পৌঁছাতে পারি– দুআ করলেও ছওয়াব পৌঁছে, যে কোনো ইবাদত করে– নফল নামায পড়ে, কুরআন তেলাওয়াত করে, যিকির-আযকার করে, দান-সদকা করে, যে কোনোভাবে নফল ইবাদত করে এর ছওয়াব তাদের কাছে পৌঁছাতে পারি। এটাকেও বলে ঈছালে ছওয়াব। এই রাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'মিন নর নারী এবং শহীদদের জন্য দুআ করেছিলেন, এটা ঈছালে ছওয়াবের পর্যায়ভুক্ত। তাই এ রাতে মুরদাদের জন্য অন্য যে কোনোভাবে ঈছালে ছওয়াব করা যায়। দান-সদকা করেও করা যায়। গরীবদের জন্য কিছু আহারের ব্যবস্থা করার মাধ্যমেও করা যায়। তবে এই আহারের ব্যবস্থা হালুয়া রুটির মাধ্যমেই হতে হবে তা জরুরী নয়। বরং এই রাতে হালুয়া রুটি করা একটা রছমে পরিণত হয়েছে। তাই এ রছম থেকে বিরত থাকা জরুরী।

শবে বরাতের আমল প্রসঙ্গে আর এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا يَوْمَهَا.

অর্থাৎ, হযরত আলী (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন শা'বান মাসের মধ্যের রাত হয় (অর্থাৎ, যখন ১৪ই তারিখ দিবাগত রাত হয়), তখন তোমরা সেই রাত্র জাগরণ কর আর পরের দিন রোযা রাখ। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَنْزِلُ فِيْهَا لِغُرُوْبِ الشَّمْسِ اِلَى سَمَآءِ الدُّنْيَا، فَيَقُوْلُ اَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِّيْ فَاَغْفِرَلَهٗ، اَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَاَرْزُقَهٗ، اَلَا مُبْتَلًى فَاُعَافِيَهٗ، اَلَا كَذَا اَلَا كَذَا حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ. رواه ابن ماجة فى اقامة الصلوة – باب ما جاء فى ليلة النصف من شعبان. والبيهقى فى شعب الايمان حديث رقم ٢٢٨٣. ورجال الحديث لم يذكرهم احد بالجرح الشديد الا ان ابن ابى سبرة جرحه على بن المدينى والنسائى وابن عدى وغيرهم ولكن جرحهم مبهم غير مبرهن فلا يقبل. وعده الامام مالک من مشائخ المدينة وكان قاضيا مقتيا فى المدينة، فكيف يكون كذابا كما زعم . ونبه الذهبى فى "السير" ان ضعفه من ناحية الحفظ. وهذا مما يغتفر، لا سيما فى مثل هذا الباب.

অর্থাৎ, আল্লাহ পাক এই রাতে প্রথম আসমানে চলে আসেন। প্রথম আসমানে এসে মানুষকে ডেকে ডেকে বলতে থাকেন, তোমাদের কেউ গোনাহগার আছে, আমার কাছে মাফ চাইবে, আমি তাকে মাফ করে দিব। তোমাদের কেউ রিযিক চাওয়ার আছে আমার কাছে রিযিক চাইবে, আমি তাকে রিযিক দান করব। তোমাদের কেউ অসুস্থ্য আছে রোগ-শোকগ্রস্ত আছে, আমার কাছে রোগ থেকে মুক্তি চাইবে, আমি তাকে মুক্তি দিয়ে দিব। এভাবে আল্লাহ পাক এক একটা বিষয়ের উল্লেখ করে করে বলতে থাকেন, অমুকটা চাওয়ার আছ চাও আমি দিয়ে দিব। অমুকটা চাওয়ার আছ চাও আমি দিয়ে দেব। এভাবে এক একটা বিষয়ে উল্লেখ করে আল্লাহ পাক ডেকে ডেকে চাওয়ার জন্য বলতে থাকেন। সুব্হে সাদেক পর্যন্ত অর্থাৎ, ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত এভাবে আল্লাহ পাক বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ করে মানুষকে ডেকে ডেকে চাইতে বলেন, দুআ করতে বলেন। (ইবনে মাজা ও শুআবুল ঈমান)

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ্য যে, আল্লাহ পাক তো সব স্থানেই আছেন, মহান আল্লাহ পাক সম্পর্কে আমাদের আকীদা-বিশ্বাস হল যে, তিনি কোনো একটা নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নন বরং তিনি সব সময় সব স্থানে আছেন। একজনের পক্ষে সব সময় সব স্থানে কীভাবে থাকা সম্ভব, তা আল্লাহ পাকই জানেন। আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস এটাই যে, তিনি সব সময় সব স্থানে আছেন। এরপরও প্রথম আসমানে এসে যাওয়ার অর্থ কী? এটাও আল্লাহ পাক ভাল জানেন। হয়ত প্রথম আসমানে আসার

www.maktabatulabrar.com

কথা বলে আমাদেরকে এতটুকু বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ রহমত নিয়ে বান্দার প্রতি মুতাওয়াজ্জিহ (মনোযোগী) হন।

এ হাদীছে শবে বরাত উপলক্ষে তিনটি আমলের কথা বলা হয়েছে:–

একটি আমল হল– রাত্র জাগরণ করা। রাত্র জাগরণ একটা পরিভাষা। রাত্র জাগরণ বলতে বোঝানো হয় নফল ইবাদত করা। অর্থাৎ, এশার পর থেকে নিয়ে সুব্হে সাদেক পর্যন্ত নফল নামায পড়া। এই রাতে বেশী বেশী নফল নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে।

আর একটি আমল হল–পরের দিন রোযা রাখা। পরের দিন অর্থাৎ, ১৫ই শা'বান একটি রোযা রাখা নফল। নফলের নিয়তে এই রোযা রাখলে চলবে।

আর একটি আমল হল– রোগ-শোক, অভাব-অনটন ইত্যাদি থেকে মুক্তি চাওয়া।

অতএব এসব হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হল যে, শবে বরাত উপলক্ষ্যে যা কিছু আমাদের করণীয় তার মধ্যে রয়েছে–

১. এই রাতে নফল ইবাদত করা।
২. পরের দিন রোযা রাখা।
৩. এই রাতে সবকিছুর জন্য দুআ করা। বিশেষভাবে গোনাহ থেকে মুক্তি চাওয়া।
৪. আড়ম্বর ব্যতীত চাইলে কবরস্থানে গিয়ে কবর জিয়ারত করা।
৫. চাইলে যে কোনোভাবে মুরদাদের জন্য ঈসালে ছওয়াব করা।

এই পাঁচটি আমলের কথা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। এর বাইরে মানুষ যা কিছু করে, তা মানুষের মনগড়া তৈরী। পটকা ফোটানো, আতশবাজী করা, মোমবাতি জ্বালানো, হালুয়া রুটি খাওয়া ইত্যাদি মানুষের মনগড়া রছম। এসব থেকে বিরত থাকা চাই।

একথা মনে করা যাবে না যে, ছোট বাচ্চারা মোমবাতি জ্বালাচ্ছে, ছোট বাচ্চারা পটকা ফোটাচ্ছে তাতে আর এমন কী ক্ষতি? কিন্তু আমরা টাকা-পয়সা দিচ্ছি, সমর্থন করছি, আমাদের সহযোগিতায় হচ্ছে, কাজেই আমরাও ঐ গোনাহে শরীক হয়ে যাচ্ছি। আমরা যদি সমর্থন দেই, কিংবা তাতে বাধা না দেই, তাহলে ওরা শিখবে যে, এগুলো করতে হয়। এভাবে একটা অন্যায় জিনিস ছোটদেরকে শিক্ষা দেওয়া হল। এভাবে আমাদের ছোট সন্তান, আমাদের ছোট ভাই, আমাদের আপনজনকে আমরা অন্যায় কাজ শিক্ষা দিলাম। অন্যায় কাজ শিক্ষা দেওয়াটাও অন্যায়।

সবশেষে আবারও একটা বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে যে, কেউ কেউ বলে থাকেন, শবে বরাতের কোনো ফযীলত সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। কিন্তু এই বক্তব্য সঠিক নয়। একাধিক হাদীছে শবে বরাতের ফযীলত ও করণীয় বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। এসব হাদীছের মধ্যে কোন কোন হাদীছকে কেউই যয়ীফ বলেননি। যেমন পূর্বে আমরা হাদীছের তাহকীক পেশ করেছি। দু' একটি হাদীছকে কেউ কেউ যয়ীফ বলেছেন, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের মতে এসব হাদীছ গ্রহণযোগ্য এবং আমলযোগ্য। সব মযহাবের ইমামগণের নিকটই এ রাত তাৎপর্যপূর্ণ ও ফযীলতপূর্ণ রাত।

রমযান মাসের ফযীলত

রমযান মাস বহুবিধ ফযীলতের মাস। এ মাসের অনেক ফযীলত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হাদীছে চারটি ফযীলতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তা হল রমযান মাস রহমত, বরকত, গোনাহ মাফ ও দুআ কবূল হওয়ার মাস। বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا: وَحَضَرَ رَمَضَانُ، اَتَاكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرُ بَرَكَةٍ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْهِ فَيَنْزِلُ الرَّحْمَةَ وَيَحُطُّ الْخَطَايَا وَيَسْتَجِيْبُ فِيْهِ الدُّعَاءُ. يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى تَنَافُسِكُمْ فِيْهِ وَيُبَاهِىْ بِكُمْ مَلٰئِكَتَهُ فَاَرُوا اللّٰهَ مِنْ اَنْفُسِكُمْ خَيْرًا. فَاِنَّ الشَّقِىَّ مَنْ حُرِمَ فِيْهِ رَحْمَةَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات. كذا فى مجمع الزوائد كتاب الصيام – باب شهور البركة وفضل شهر رمضان.

অর্থাৎ, হযরত উবাদাহ ইব্নে সামিত (রা.) বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন বললেন, রমযান মাস এসে গেছে। এটি বরকতের মাস। আল্লাহ পাক এ মাসে তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন। সেমতে তিনি প্রচুর রহমত দান করেন, প্রচুর ক্ষমা করেন এবং প্রচুর দুআ কবূল করেন। আল্লাহ পাক ফেরেশ্তাদেরকে নিয়ে গর্ব করতে থাকেন যে, তোমরা দেখ আমার বান্দারা এ মাসে কত ইবাদত করছে! রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতিযোগিতা দেখবেন যে, তোমরা কত ইবাদত করতে পার। অতএব তোমরা

www.maktabatulabrar.com

আল্লাহকে দেখাও কত ভাল কাজ করতে পার। তোমরা আল্লাহকে ভাল কাজ করে দেখাও। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এটি তো এত বেশি রহমতের মাস যে, এত রহমতের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে আল্লাহর কাছ থেকে রহমত লাভ করতে পারল না, সে আসলেই হতভাগা। (তাবারানী)

অতএব এ মাসে যত রকম ইবাদত করা যায় করতে হবে এবং ইবাদতের প্রতিযোগিতা করতে হবে। ইবাদতে কার চেয়ে কে আগে বেড়ে যেতে পারে– এই প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। দুনিয়ার ব্যাপারে তো আমাদের মনে প্রতিযোগিতার মনোভাব আসে, কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে প্রতিযোগিতার মনোভাব আসে না। অথচ দ্বীনের ব্যাপারে অর্থাৎ, ইবাদতের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা আল্লাহর কাছে কাম্য, দুনিয়ার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা কাম্য নয়। আর আল্লাহ পাকের কাছে বেশি বেশি করে রহমত চাইতে হবে। যত নেক কাজ করা যাবে, ততই আল্লাহর রহমত পাওয়া যাবে। নেক কাজের মাধ্যমে আল্লাহ পাক থেকে রহমত লাভ করতে হবে। আল্লাহর কাছে রহমতের জন্য দুআও করতে হবে, যেন রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে আমরা হতভাগাদের কাতারে শামিল না হই। গোনাহ মাফ করাতে না পেরে যেন হতভাগাদের অন্তর্ভুক্ত না হই।

একদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বয়ান করার জন্য মেম্বরে উঠছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মেম্বরে তিনটা ধাপ ছিল। প্রথম ধাপে যখন উঠলেন, তখন বললেন আমীন! 'আমীন' অর্থ হে আল্লাহ! কবূল কর। কোন্ কথার উপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমীন বললেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তা বুঝলেন না। দ্বিতীয় ধাপে উঠে বললেন, আমীন! তৃতীয় ধাপে উঠেও বললেন, আমীন! বয়ান শেষে এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি এমন একটা কথা বললেন যা ইতিপূর্বে কখনও শুনিনি এবং আমরা বুঝতেও পারিনি? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যাখ্যা করে বললেন, যখন আমি প্রথম ধাপে উঠেছিলাম, তখন জিব্রাঈল (আ.) বলেছিলেন,

بُعْدًا لِمَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، قُلْتُ اٰمِيْنَ.

অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হোক! যে রমযান পেয়েও নিজের ক্ষমা করিয়ে নিতে পারল না। আমি ঐ বদ-দুআর জবাবে বলেছি আমীন। দ্বিতীয় ধাপে যখন উঠেছি তখন জিব্রাঈল (আ.) বলেছেন,

بُعْدًا لِمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، قُلْتُ اٰمِيْنَ.

অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হোক যার সামনে আপনার নাম উল্লেখ হল আর সে দুরূদ শরীফ পাঠ করল না, আমি বলেছি আমীন।

এ জন্যই যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর নাম আসে অর্থাৎ, রসূল বা মুহাম্মাদ এই শব্দগুলো আমাদের সামনে উল্লেখ হয়, তখন দুরূদ শরীফ পড়ে নিতে হয়। যে কোনো দুরূদ শরীফ পাঠ করে নিলে হয়। সবচেয়ে ছোট দুরূদ হল "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম"। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর নাম আসলে দুরূদ পড়া জরুরী। একবার দুরূদ পাঠ করলে আল্লাহ পাক দশটি রহমত নাযিল করেন। এত বড় সুযোগ কেউ অবহেলায় ছেড়ে দিলে সে ধ্বংস হওয়ার কাজই করল। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যখন আমি তৃতীয় ধাপে উঠেছি, তখন জিব্রাঈল (আ.) বলেছেন,

بُعْدًا لِمَنْ اَدْرَكَ اَبَوَاهُ الْكِبَرَ عِنْدَهُ اَوْ اَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ، قُلْتُ اٰمِيْنَ. رواه الحاكم فى المستدرک عن كعب بن عجرة حديث رقم ٧٤١٤ وقال صحيح الاسناد، ووافقه الذهبى فى التلخيص: صحيح.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মাতা-পিতা উভয়কে কিংবা একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল, আর তাদের খেদমত করে, তাদেরকে খুশি করে জান্নাত লাভ করে নিতে পারল না সেও ধ্বংস হোক! আমি এই বদ-দুআর জবাবেও বলেছি আমীন। (মুস্তাদরকে হাকিম)

বুঝা গেল মাতা-পিতার খেদমত করে তাদেরকে খুশি করা জান্নাতে যাওয়ার একটা বড় উপায়। যাদের মাতা-পিতা জিন্দা আছেন তাদের পক্ষে মাতা-পিতার খেদমত করার সুযোগ রয়ে গেছে। যাদের মাতা-পিতা দুনিয়াতে নেই– দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, তাদের পক্ষে মাতা-পিতাকে খুশি করার বিশেষ দুটি উপায় রয়েছে। তা হল–

এক নম্বর : মাতা-পিতার জন্য দান-সদকা করে, ইবাদত-বন্দেগী করে তার ছওয়াব তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। আর মাতা-পিতার কোনো অনাদায়ী ইবাদত থাকলে সেগুলোর ফেদিয়া বা কাফ্ফারা আদায় করে দেওয়া। হজ্জ অনাদায়ী থাকলে বদলী হজ্জ আদায় করানো। ঋণ অনাদায়ী থাকলে সে ঋণ পরিশোধ করা। এগুলোর মাধ্যমেও মাতা-পিতাকে খুশি

www.maktabatulabrar.com

করা যায়। কারণ তারা এর কারণে যদি কষ্টে থাকেন আর তাদের জন্য এ সব ছওয়াবের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে আল্লাহ পাক যখন তাদেরকে জানিয়ে দিবেন যে, তোমার অমুকে তোমার জন্য এই কাজটুকু করেছে, তখন তারা খুশি হয়ে যাবেন।

দুই নম্বর : মৃত মাতা-পিতাকে খুশী করার আরেকটি উপায় হল তাদের বন্ধু-বান্ধব এবং আপনজন যারা দুনিয়াতে বেঁচে আছেন তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা। এভাবে আমরা মৃত মাতা-পিতাকে খুশী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি।

রমযান মাসের আরও বিশেষ ফযীলত হল– এ মাসে এই উম্মতকে পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা অন্য কোনো উম্মতকে দান করা হয়নি। শুআবুল ঈমানের এক হাদীছে এ পাঁচটি বিষয়ের বিবরণ এভাবে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُعْطِيَتْ اُمَّتِىْ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْسُ خِصَالٍ لَمْ تُعْطَ اُمَّةٌ قَبْلَهُمْ.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার উম্মতকে রমজান উপলক্ষ্যে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে যা পূর্বের কোনো উম্মতকে দান করা হয়নি। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পাঁচটি বিষয়ের বিবরণ প্রদান করে বলেন,

এক নম্বর : خُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ

অর্থাৎ, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্র কাছে মেশ্ক আম্বরের চেয়ে বেশী ভাল। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, রোযাদারের প্রতি আল্লাহ এমন খুশী হন যে, তার কোনো কিছুই তাঁর খারাপ লাগে না। এমনকি তার মুখের গন্ধটাও ভাল লাগে। রোযাদারের সব কিছু আল্লাহ্র কাছে প্রিয় হয়ে যায়।

বোখারী এবং নাসায়ী শরীফেও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে এরূপ বর্ণনা এসেছে–

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ. رواه البخارى فى كتاب الصوم – باب فضل الصوم.ورواه النسائى فى كتاب الصيام – فضل الصيام.

অর্থাৎ, ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার জীবন, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র কাছে মেশ্‌ক আম্বরের চেয়ে বেশী ভাল।

দুই নম্বর : وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى يُفْطِرُوْا অর্থাৎ, রোযাদারের জন্য ফেরেশতাগণ রহমতের দুআ করতে থাকে। অর্থাৎ, রোযা রাখা দ্বারা ফেরেশতার দুআ অর্জন করা যায়।

তিন নম্বর : وَيُزَيِّنُ اللّٰهُ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ অর্থাৎ, রোযাদারদের উদ্দেশে আল্লাহ পাক প্রতিদিন জান্নাতকে নতুন নতুনরূপে সাজাতে থাকেন। এখানে পরিষ্কার বুঝা যায়– যদি এই রোযাদারদের জান্নাতে পৌঁছানো না হবে, তাহলে তাদের জন্য জান্নাতকে সাজানো তো অর্থহীন হয়ে যায়। তাদের জন্যই যখন সাজানো হচ্ছে, তখন অবশ্যই তাদেরকে সেখানে পৌঁছানো হবে। তাহলে রোযা হচ্ছে জান্নাতে পৌঁছার একটা বড় ওছীলা।

চার নম্বর : وَتُصَفَّدُ فِيْهِ الشَّيَاطِيْنُ অর্থাৎ, এই রমযানে বড় বড় শয়তানদেরকে বেঁধে রাখা হয়।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَتُصَفَّدُ فِيْهِ الشَّيَاطِيْنُ وَلَا يَخْلُصُوْنَ اِلٰى مَا يَخْلُصُوْنَ فِىْ غَيْرِهٖ.

অর্থাৎ, এ মাসে শয়তানকে বেঁধে রাখা হয়। ফলে অন্য সময়ের মত এ মাসে শয়তান ধোঁকা দিতে সক্ষম হয় না। (শুআবুল ঈমান)

এ সম্পর্কে বোখারী শরীফের রেওয়ায়েত নিম্নরূপ–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ. رواه البخارى فى كتاب الصوم – باب هل يقال رمضان او شهر رمضان الخ و فى كتاب بدء الخلق – باب صفة ابليس وجنوده.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন রমযান আসে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় আর শয়তানগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়। (বোখারী)

www.maktabatulabrar.com

এ মাসে শয়তানদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়, যাতে মানুষ ওয়াছওয়াছামুক্ত হয়ে বেশী বেশী ইবাদত করতে পারে এবং গোনাহ থেকে মুক্ত থেকে পবিত্র জীবনের সূচনা করতে পারে।

রমযান মাস মানুষের জীবনে আমলের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার মাস। আল্লাহ পাক এ মাসে আমল করার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যে শয়তান আমল থেকে মানুষকে বিচ্যুত করে, সে শয়তানকে এ মাসে বেঁধে রাখা হয়। যাতে মানুষ ওয়াছওয়াছামুক্ত হয়ে আমলের দিকে অগ্রসর হতে পারে। মহান আল্লাহ প্রদত্ত অগ্রসর হওয়ার এ সুযোগকে কাজে লাগানো চাই। রমযান মাসে নেকী অর্জনে অগ্রসর হওয়া চাই, পাপ থেকে বিরত হওয়া চাই। আল্লাহর পক্ষ থেকে এরূপ আহবানই জানানো হয়। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَيُنَادِىْ مُنَادٍ يَا بَاغِىَ الْخَيْرِ هَلُمَّ وَيَا بَاغِىَ الشَّرِّ اَقْصِرْ. رواه النسائى فى كتاب الصيام – باب فضل شهر رمضان.

অর্থাৎ, (আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত) আহবানকারী আহবান করে বলতে থাকে, হে ভাল কাজের প্রত্যাশী! অগ্রসর হও, আর হে মন্দ কাজের প্রত্যাশী! ক্ষান্ত হও। (নাসায়ী)

এ মাসে শয়তানকে বেঁধে রাখা হয় বলে বাস্তবেও দেখা যায় এ মাসে অন্য সময়ের চেয়ে পাপের জয্‌বা কম হয় এবং ইবাদতের জয্‌বা বেশী হয়। এই জয্‌বা ধরে রাখতে হবে। মিথ্যা না বলা, গীবত না করা, মানুষের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ না করা, জামাআতের সঙ্গে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ইত্যাদি যে সব আমল আমরা রমযানে করছি, এই আমলগুলোকে ধরে রাখতে হবে। এই জয্‌বাকে ধরে রাখতে হবে। এরকম যেন না হয় যে, রমযানে মসজিদ ভরে যাচ্ছে, সকলে জামাআতের সঙ্গে নামায আদায় করছি এরপর রমযানের পরে মসজিদে হাজির হওয়ার পরিমাণ কমে যাচ্ছে।

পাঁচ নম্বর: وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِيْ آخِرِ يَوْمِهٖ অর্থাৎ, রমজান উপলক্ষ্যে রোযাদারদের ক্ষমা করা হয়, বিশেষভাবে শেষ দিনে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (رواه البيهقى فى شعب الايمان حديث رقم ٣٦٠٢)

এই হাদীছ থেকে বুঝা গেল– আমরা যদি রমযানের রোযা সহীহ্ভাবে আদায় করি, রমযানের হক পুরোপুরি আদায় করতে পারি, তাহলে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে, ফেরেশতাদের দুআ পাওয়া যাবে, এই রমযানের ওছীলায় জান্নাত পাওয়া যাবে, এই রমযানের ওছীলায় জীবনকে গঠন করা যাবে। আর সবচয়ে বড় কথা হল ক্ষমা পাওয়া যাবে। এতবড় সুযোগকে যদি আমরা কাজে লাগাতে না পারি, যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একথা আমাদের শুনতে হয় যে, হতভাগারা! এতবড় সুযোগ তোমাদেরকে দিয়েছিলাম, যে সুযোগ অন্য কোনো উম্মতকে দেইনি, অথচ তোমরা সে সুযোগকে কাজে লাগাতে পারনি, তাহলে আমাদের জন্য সেটা হবে বড়ই আফসুসের বিষয়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমলের জন্য কবূল করুন। আমীন!

রমযান মাসের আরও একটি বিশেষ ফযীলত হল– রমযানে নেক আমলের ছওয়াব বৃদ্ধি পায়। রমযান মাসে উমরা করলে একটি হজ্জের সমতুল্য ছওয়াব পাওয়া যায়। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّ عُمْرَةً فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً. متفق عليه. رواه البخارى فى ابواب العمرة – باب عمرة فى رمضان، ورواه مسلم فى كتاب الحج – باب فضل العمرة فى رمضان. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রমযানে একটি উমরা একটি হজ্জের সমতুল্য। (বোখারী ও মুসলিম)

এ হাদীছে শুধু মাত্র উমরার ফযীলত বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি বুঝা যায়। বায়হাকীর একটি জয়ীফ হাদীছে রমযান মাসে একটি নফল আমল একটি ফরজের সমতুল্য এবং একটি ফরয সত্তরটি ফরযের সমতুল্য হয়ে যায় বলে উল্লেখিত হয়েছে।

রমযান মাসের আরও একটি বিশেষ ফযীলত হল– রমযান মাসে প্রতিদিন বহু লোককে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছের একাংশে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

وَلِلّٰهِ عُتَقَآءُ مِنَ النَّارِ وَذَالِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. رواه الترمذى فى ابواب الصوم – باب ما جاء فى فضل شهر رمضان، وفى الحاكم الى قوله ولله عتقاء من النار حديث رقم ١٥٦٤ وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبى فى التلخيص: على شرطهما.

অর্থাৎ, (রমযানের) প্রতি দিন আল্লাহ তাআলা বহু সংখ্যক লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। (তিরমিযী ও মুস্তাদরকে হাকিম)

রমযান মাসের আরও একটি বিশেষ ফযীলত হল– রমযান মাসে শবে কদর রাখা হয়েছে, যে রাতে ইবাদত করা হাজার মাস ইবাদত করার চেয়ে বেশী ফযীলতপূর্ণ। শবে কদর সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

সারকথা– রমযান মাসের বিশেষ ফযীলতসমূহের মধ্যে রয়েছে–

* রমযান মাস বরকতের মাস।
* রমযান মাস রহমত, মাগফেরাত ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস।
* রমযান মাস দুআ কবূল হওয়ার মাস।
* রমযান মাসে এই উম্মতকে পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা অন্য কোনো উম্মতকে দান করা হয়নি।
* রমযানে নেক আমলের ছওয়াব বৃদ্ধি পায়।
* রমযান মাসে প্রতিদিন বহু লোককে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।
* রমযান মাসে শবে কদর রাখা হয়েছে।

রমযানের রোযার ফযীলত ও ফায়দা

আমাদেরকে যে রোযার বিধান দেওয়া হয়েছে, এই রোযার অনেকগুলো ফযীলত ও ফায়দা রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নে বিশেষ ছয়টি ফযীলত ও ফায়দার কথা উল্লেখ করা হল–

রোযার একটি ফায়দা হল তাকওয়া বা পরহেযগারী অর্জিত হওয়া। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থাৎ, হে মু'মিনরা, তোমাদেরকে রোযার বিধান দেওয়া হল; যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকেও রোযার বিধান দেওয়া হয়েছিল। এই রোযার

www.maktabatulabrar.com

বিধান দেওয়া হল এই উদ্দেশ্যে, যাতে তোমরা তাক্ওয়া পরহেযগারী-র অধিকারী হতে পার। (সূরা বাকারা : ১৮৩)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল রোযার একটি ফায়দা হল তাকওয়া বা পরহেযগারী অর্জিত হওয়া।

তাকওয়া বা পরহেযগারী-এর অর্থ হল বিরত থাকা, সংযমী হওয়া। অর্থাৎ, গোনাহ্ থেকে বিরত থাকা, পাপের ক্ষেত্রে সংযমী হওয়া। বুঝা গেল- রোযার উদ্দেশ্য হল গোনাহ্ থেকে বিরত থাকা, গোনাহের ক্ষেত্রে সংযমী হওয়া।

রোযা দ্বারা কীভাবে মানুষ গোনাহ থেকে বিরত হয়? রোযা দ্বারা কীভাবে সংযমী হওয়া যায়? এটা বুঝার জন্য আগে বুঝতে হবে গোনাহ্ কিভাবে হয়। সাধারণত মানুষের গোনাহ হয় পেটের কারণে কিংবা যৌনাঙ্গের কারণে। অধিকাংশ গোনাহের সম্পর্ক হয় পেটের সঙ্গে অর্থাৎ, খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে কিংবা যৌন বিষয়ের সঙ্গে। রোযা রাখার মাধ্যমে খাওয়া-দাওয়া ও যৌন বিষয়– এই দুটোকে নিয়ন্ত্রণ করার অভ্যাস গড়ে তোলা হয়।

রোযা দ্বারা শুধু যে পানাহার এবং যৌন ব্যবহারকেই নিয়ন্ত্রণ করা হয় তা নয়, সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেই নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কারণ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গোনাহ্ থেকে বিরত থাকলেই রোযা পূর্ণাঙ্গ হয়। মুখের দ্বারা যত গোনাহ্ হতে পারে সেই সব গোনাহ্ থেকে যদি বিরত থাকা হয়, চোখের দ্বারা যত গোনাহ হয় তা থেকে যদি বিরত থাকা হয়, কানের দ্বারা যত গোনাহ্ হয় তা থেকে যদি বিরত থাকা হয়, এভাবে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে যত গোনাহ্ হতে পারে সেসব থেকে যদি বিরত থাকা হয়, তাহলেই সেটা হয় পূর্ণাঙ্গ রোযা। অতএব দেখা গেল রোযাকে পূর্ণাঙ্গ বানাতে হলে সারা মাস আমাদেরকে সব ধরনের গোনাহ্ থেকে বিরত থাকতে হচ্ছে, নতুবা আমাদের রোযা পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে না। বরং সেটা হচ্ছে ছেড়া ফাঁটা রোযা, ভাঙ্গা-চোরা রোযা। হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ رضـ مَرْفُوْعًا اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرُقْهَا. رواه النسائى فى كتاب الصيام – فضل الصيام.ورواه البخارى عن ابى هريرة فى كتاب الصوم – باب فضل الصوم. واللفظ للنسائى.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, হযরত আবূ উবায়দা (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রোযা হল ঢাল স্বরূপ, যতক্ষণ সে এই ঢালকে ফেড়ে না দেয়। (বোখারী ও নাসায়ী)

এখানে বোঝানো হয়েছে যে, ঢাল দ্বারা যেমন মানুষ আত্মরক্ষা করতে পারে, তেমনি রোযা দ্বারাও মানুষ আত্মরক্ষা করতে পারে। ঢাল দ্বারা আত্মরক্ষা হয় শত্রুর আক্রমণ থেকে, আর রোযা দ্বারা আত্মরক্ষা হয় গোনাহ্ থেকে এবং জাহান্নাম থেকে। তবে ঢাল দ্বারা মানুষ আত্মরক্ষা করতে পারে যদি ঢাল ঠিক থাকে, সেটা ফাঁটা-ছেড়া না হয়, তাতে কোনো ছিদ্র না থাকে। ফাঁটা ছেড়া থাকলে সেই ঢাল দ্বারা আত্মরক্ষা করা যায় না। তদ্রূপ রোযা দ্বারাও আত্মরক্ষা হবে যদি রোযা সহীহ্ ছালেম থাকে। রোযা যদি ফেঁড়ে-চিরে যায়, তাহলে সেই রোযা দ্বারা আত্মরক্ষা হবে না। এই রোযা কীভাবে ফেঁড়ে–চিরে যায়? সেদিকে ইংগিত করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "রোযা হল ঢাল স্বরূপ" একথা বলার পর বলেছেন,

فَلَا يَرْفُثْ وَلَايَجْهَلْ (وَفِىْ رِوَايَةِ النَّسَائِىْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَايَصْخَبْ) فَاِنْ اِمْرُءٌ قَاتَلَهُ اَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ صَائِمٌ. رواه البخارى فى كتاب الصوم – باب فضل الصوم ورواه النسائى فى كتاب الصيام – فضل الصيام.

অর্থাৎ, (রোযা হল ঢাল স্বরূপ) অতএব কেউ যেন রোযা অবস্থায় কোনো অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয়, কোনো অজ্ঞতায় লিপ্ত হবে না। নাসায়ী শরীফের রেওয়ায়েতে এসেছে– কোনো অশ্লীলতায় যেন লিপ্ত না হয়, চিৎকার যেন না করে তথা রাগান্বিত যেন না হয়। কেউ যদি তার সঙ্গে লড়াই-ঝগড়া ও গালিগালাজ করতে আসে সে যেন বলে দেয় আমি রোযাদার। (বোখারী ও নাসায়ী)

এখানে উদাহরণ স্বরূপ রোযা অবস্থায় অশ্লীল কথা, অশ্লীল কাজ, চিৎকার না করা তথা রাগ না হওয়া, মারামারি-কাটাকাটি না করা, ঝগড়া-বিবাদ না করা, গালিগালাজ না করা ইত্যাদি কয়েকটা গোনাহের কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য গোনাহ থেকেও বিরত থাকতে হবে। যেমন– মিথ্যা বলা, গীবত করা থেকেও বিরত থাকতে হবে। অন্যান্য সব রকম গোনাহ থেকেও বিরত থাকতে হবে। "কোনো অজ্ঞতায় লিপ্ত হবে না" বলেও সব ধরনের গোনাহ থেকে বিরত থাকার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। কেননা, সব গোনাহই অজ্ঞতা। এভাবে সব গোনাহ থেকে বিরত না থাকলে

রোযা ভাল থাকবে না। এভাবে সব গোনাহ্ থেকে বিরত থাকলে এই এক মাসেই গোনাহ্ থেকে বিরত থাকা এবং গোনাহ্মুক্ত জীবন যাপন করার একটা অভ্যাস গড়ে উঠবে। এভাবে একটি পবিত্র জীবনের সূচনা করাই হল রোযার উদ্দেশ্য। না খাইয়ে মানুষকে কষ্ট দেওয়া রোযার উদ্দেশ্য নয়। কোনো ইবাদতের মাধ্যমেই বান্দাকে কষ্ট দেওয়া আল্লাহ্র উদ্দেশ্য নয়।

যদি না খেয়ে কষ্ট করাই রোযার উদ্দেশ্য হত, তাহলে সাহ্রী না খেয়ে রোযা রাখলেই বেশী উত্তম হত। কারণ তাতে কষ্ট বেশী হত। সাহ্রী না খাওয়াই তাহলে ফযীলতের বিষয় হত। ইফতার দেরীতে করাই তাহলে উত্তম হত। অথচ শরীআতে মাসআলা রাখা হয়েছে সাহ্রী খাওয়া উত্তম। আর ইফতারের সময় হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিলম্ব না করেই ইফতার করা উত্তম। তবে রোযা দ্বারা যেহেতু কাম ভাব দমন করা উদ্দেশ্য, তাই অতিভোজন ভাল নয়। যদি না খেয়ে কষ্ট করাই রোযার উদ্দেশ্য হত, তাহলে মাসআলা রাখা হত যে, সাহ্রী যত আগে খেতে পারবে, আর ইফতার যত বিলম্বে করতে পারবে ততই উত্তম। অথচ মাসআলা রাখা হয়েছে তার উল্টো। কোন কোন সাহাবী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এরকম অনুমতিও চেয়েছিলেন যে, একাধারে দুইদিন রোযা রাখব। অর্থাৎ, আজ সাহ্রী খেলাম, তারপর সারাদিন রোযা রাখলাম, রাতেও কোনো ইফতারী বা খাবার গ্রহণ করলাম না, সাহরীও খেলাম না, তার পরের দিনও সারাদিন রোযা রাখলাম। দ্বিতীয় দিন ইফতার করলাম। এভাবে এক সঙ্গে ডাবল রোযা রাখার অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অনুমতি দেননি। যদি না খেয়ে কষ্ট করাই রোযার উদ্দেশ্য হত, তাহলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ রকম রোযা রাখার অনুমতি দিতেন।

মূলত রোযার দ্বারা বান্দাকে কষ্ট দেওয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়, আসল উদ্দেশ্য হল নফসকে দমন করা এবং গোনাহ্ থেকে বিরত থাকা। গোনাহ্মুক্ত জীবন যাপনের অভ্যাস গড়ে তোলা। অতএব যদি এমন হয় যে, আমি রোযাও রাখলাম, গোনাহ্ও করলাম, তাহলে আমার দ্বারা রোযার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হল না এবং আমি রোযার বড় একটা ফায়দা থেকে বঞ্চিত হলাম।

আয়াতের শেষে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্যও এই বিধান দেওয়া হয়েছিল। মুফাস্সিরীনে কেরাম বলেছেন, এখানে পূর্ববর্তী লোকদের রোযা রাখার কথা এজন্য উল্লেখ করা

www.maktabatulabrar.com

হয়েছে, যাতে মানুষ রোযা রাখতে কষ্ট বোধ না করে। কারণ এটা শুধু আমরা নই আগের যুগের লোকেরাও করে আসছে। যখন মানুষ কোন একটা কষ্টের বিষয়ে আরও অনেককে শরীক দেখতে পায়, তখন সে বিষয়টা তার কাছে আর কষ্টকর বোধ হয় না। যেমন ধরুন একজন মানুষের সামান্য একটু রোগ-ব্যধি হয়েছে। সে ঘরে বসে কাঁতরাচ্ছে, ছটফট করছে। তাকে একটা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সে হাসপাতালে গিয়ে দেখবে যে, আমার আর কী অসুবিধা, কত মানুষ আমার চেয়ে জটিল অবস্থায় পড়ে আছে, তখন সে নিজের রোগের কথা ভুলে যাবে। তখন সে মনে করবে যে, আমার রোগ তো কিছুই নয়, এই তো কত লোক কত কষ্টে পড়ে আছে! এভাবে তার কষ্ট বোধ কমে আসবে। রোযার ব্যাপারেও তাই বলা হয়েছে, রোযাকে তোমরা কষ্টের মনে করবে কেন? আগের যুগের মানুষও তো রোযা রেখেছে।

রোযার আর একটি ফযীলত ও ফায়দা হল পূর্বের গোনাহ মাফ হয়ে যাওয়া। হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ. رواه البخارى فى كتاب الايمان – باب صوم رمضان احتسابا من الايمان.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান একীনের সঙ্গে এবং ছওয়াবের নিয়তে রমযানের রোযা রাখবে, তার অতীতের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। (বোখারী)

রোযার আর একটি ফযীলত ও ফায়দা হল রোযাদারদেরকে "রইয়্যান" নামক স্পেশাল দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। হাদীছে এসেছে–

عَنْ سَهْلِ (بْنِ سَعْدٍ) رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّآئِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ. يُقَالُ اَيْنَ الصَّآئِمُوْنَ؟ فَيَدْخُلُوْنَ مِنْهُ. فَاِذَا دَخَلَ اٰخِرُهُمْ اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ اَحَدٌ. متفق عليه. رواه مسلم فى كتاب الصيام – باب فضل الصيام ورواه البخارى فى كتاب الصوم – باب الرياهن للصائمين الى قوله يدخل منه الصائمون. واللفظ لمسلم.

অর্থাৎ, হযরত সাহ্‌ল ইবনে সাআদ (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে যার নাম "রইয়্যান"। কেয়ামতের দিন একমাত্র রোযাদারগণই সেই দরজা দিয়ে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। তাদের সঙ্গে আর কেউ সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। রোযাদারদের প্রবেশ শেষ হওয়ার পর সে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। অতঃপর আর কেউ সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। (বোখারী ও মুসলিম)

রোযার আর একটি ফযীলত ও ফায়দা হল রোযাদারদের জন্য রোযা সুপারিশ করবে। হাদীছে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ اَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ، وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتَهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ. رواه احمد فى مسنده حديث رقم ٦٦٢٦ واسناده صحيح كذا فى هامشه. ورواه الحاكم فى المستدرک حديث رقم ٢٠٧٤ وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبى فى التلخيص: على شرط مسلم.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন রোযা এবং কুরআন আল্লাহ্‌র নিকট বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে পরওয়ারদেগার, আমি তাকে দিনে খাবার ও প্রবৃত্তি থেকে বাধা দিয়েছি; সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবূল করুন। আর কুরআন বলবে, আমি তাকে রাত্রে নিদ্রা থেকে বাধা দিয়েছি; সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবূল করুন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তখন তাদের (রোযা ও কুরআন) উভয়ের সুপারিশ কবূল করা হবে। (মুসনাদে আহমদ ও মুস্তাদরকে হাকিম)

রোযার আর একটি ফযীলত ও ফায়দা হল রোযার পুরস্কার আল্লাহ পাক নিজ হাতে দান করবেন। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ

عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ اَلْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِاَةِ ضِعْفٍ. قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ: اِلَّا الصَّوْمَ فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ لِاَجْلِىْ. الحديث. متفق عليه. رواه مسلم فى كتاب الصيام – باب فضل الصوم. ورواه البخارى فى كتاب الصوم – باب فضل الصوم.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বনী আদমের সব নেক আমল বাড়ানো হয়ে থাকে– দশ গুণ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত। আল্লাহ বলেন, রোযা ব্যতীত। কেননা, রোযা আমারই জন্য এবং আমিই তার প্রতিফল দান করব (যত ইচ্ছা তত)। সে আমারই জন্য প্রবৃত্তি ও খানা-পিনা বর্জন করে থাকে। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা: এ হাদীছে বলা হয়েছে "রোযা আমারই জন্য", অথচ সব ইবাদতই আল্লাহ্‌র জন্য। তবে নামায, দান-সদকা, হজ্জ ইত্যাদি অন্যান্য ইবাদত কেউ লোক দেখানোর জন্যও করতে পারে, কিন্তু রোযা কেউ লোক দেখানোর জন্য করতে পারে না। কেননা গোপনে খানা-পিনা থেকে বিরত থাকা একমাত্র আল্লাহ্‌র ভয়েই হয়ে থাকে। তাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, রোযা একমাত্র আমারই জন্য। আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে রোযাদারগণকে পুরস্কার দান করবেন। আর দাতা যখন নিজ হাতে দান করেন তখন উত্তম ও বেশীই দান করেন।

রোযার আর একটি ফযীলত ও ফায়দা হল রোযাদারের দুআ কবূল হয়। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُرَدُّ دُعَائُهُمْ - اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حَتّٰى يُفْطِرَ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ. **الحديث**. رواه احمد فى مسنده حديث رقم ٩٧٠٤. واسناده حسن كذا فى هامشه .

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তির দুআ আল্লাহ তাআলা ফেরত দেন না। এক হল ইনসাফগার শাসক। দ্বিতীয় হল রোযাদার, যতক্ষণ সে ইফতার না করে। তৃতীয় হল মাজলূম ব্যক্তির দুআ। (মুসনাদে আহমদ)

www.maktabatulabrar.com

রোযাদারের দুআ আল্লাহ তাআলা ফেরত দেন না, কবূল করেন। আল্লাহ্‌র কাছে ইনসাফগার শাসকের অনেক মর্যাদা। তার দুআও আল্লাহ তাআলা ফেরত দেন না, কবূল করেন। মাজলূমের দুআও আল্লাহ পাক ফেরত দেন না, কবূল করেন।

এ হাদীছে প্রথম নম্বরে রোযাদারের কথা বলা হয়েছে। রোযা অবস্থায় রোযাদারের দুআ কবূল হয়, বিশেষভাবে ইফতারের সময়ের কথাও বলা হয়েছে।[১] ইফতারের সময় দুআ করা চাই। ইফতার শুরু করার আগে হোক, ইফতার কিছুটা করার পরে হোক অথবা ইফতার সম্পূর্ণ শেষ করে তারপরে হোক সর্বাবস্থায় হতে পারে। দুআ হাত তুলে হোক বা হাত না তুলে হোক, সব অবস্থায় দুআ কবূল হয়।

ইফতারের সময় ছাড়াও রোযা অবস্থায় যে কোনো সময় বেশী বেশী দুআ করতে হবে। নিজের জন্যও দুআ করতে হবে, অন্যের জন্যও দুআ করতে হবে। যিন্দাদের জন্যও দুআ করতে হবে, মুর্দাদের জন্যও দুআ করতে হবে। খুব বেশী বেশী দুআর আমল বজায় রাখতে হবে। রমযান মাস দুআ কবূলের সময়। আমরা যেন এ সুযোগকে হেলায় না হারাই। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

বিশেষ দ্রষ্টব্য : দুআ কবূল হওয়ার জন্য অনেকগুলো শর্ত রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন চতুর্দশ অধ্যায় (ফাযায়েলে তাওবা-ইস্তিগফার ও দুআ)।

রোযার আর একটি ফযীলত ও ফায়দা হল যা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত দীর্ঘ হাদীছের একাংশে বর্ণিত হয়েছে–

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ وَاِذَا لَقِىَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ. رواه البخارى فى كتاب الصوم – باب هل يقول انى صائم اذا شتم.

অর্থাৎ, রোযাদারের দুটো খুশী। যখন সে ইফতার করে তখন তার খুশী আর যখন সে তার রবের সাক্ষাতে যাবে তখন রোযার কারণে সে খুশী হবে। (বোখারী)

১. كتاب الاذكار عن ابن السنى وابن ماجة فى باب ما يقول عند الافطار ॥

রোযার ফযীলত ও ছওয়াব নষ্ট হওয়া প্রসঙ্গ

রোযার যে সমস্ত ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, আমাদের অসতর্কতা ও বদ আমলীর কারণে তা নষ্টও হয়ে যেতে পারে। এ সম্পর্কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীছটি আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে। বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُبَّ صَآئِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ اَلْجُوْعُ وَرُبَّ قَآئِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ اَلسَّهَرُ.

رواه الحاكم فى المستدرک حديث رقم ١٦٠٣ وقال صحيح على شرط البخارى، ووافقه الذهبى فى التلخيص: على شرط البخارى.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, অনেক রোযাদার এরকম আছে, যাদের ক্ষুধার্ত থাকাই সার (অর্থাৎ, শুধু ক্ষুধার্ত থাকাই তার সার হয় আর কোনো ফায়দা হয় না।) এবং রাতে ইবাদতকারীদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে, যাদের ঘুম বর্জন করাই সার। (অর্থাৎ, শুধু রাত জাগাই তার সার হয় আর কোনো ফায়দা হয় না।) [মুস্তাদরকে হাকিম]

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. رواه البخارى فى كتاب الصوم – باب من لم يدع قول الزور والعمل به فى الصوم.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও গলত আমল পরিত্যাগ করল না, তার খাদ্য-পানীয় পরিত্যাগ করার (তথা নামকা ওয়াস্তে রোযা রাখার) আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই। (আল্লাহ তাআলা তার রোযা কবূল করবেন না।) [বোখারী]

এ ছাড়াও পূর্বে রোযা অবস্থায় অশ্লীলতায় লিপ্ত না হওয়া, ঝগড়া বিবাদ না করা, মারামারি কাটাকাটি না করা ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

মুহাদ্দিছীনে কেরাম এ সব হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা রোযা অবস্থায় মানুষের গীবত-শেকায়েত করে, মিথ্যা কথা বলে, অশ্লীলতা, ঝগড়া- বিবাদ, মারামারি-কাটাকাটি ইত্যাদি গোনাহ করে, তাদের রোযার ছওয়াব নষ্ট হয়ে যায়। এমনিভাবে কেউ যদি রোযা রেখে হারাম খাদ্য দ্বারা ইফতার করে তার রোযারও ছওয়াব নষ্ট হয়ে যায়। যারা মানুষকে দেখানোর জন্য রোযা রাখে অর্থাৎ, এই মনে করে রোযা রাখে যে, রোযা না রাখলে মানুষ কী বলবে, রোযা না রাখলে মানুষের সামনে কীভাবে মুখ দেখাব– এরকম রিয়ার মনোভাব নিয়ে যারা রোযা রাখে, তাদের রোযারও ছওয়াব নষ্ট হয়ে যায়। যারা মানুষকে দেখানোর জন্য, মানুষের কাছে সুনাম অর্জন করার জন্য লম্বা তারাবীহ পড়ে, মানুষের কাছে সুনাম অর্জন করার জন্য রাতের বেলায় জেগে লম্বা তাহাজ্জুদ পড়ে, তাদের তারাবীহ তাহাজ্জুদের ছওয়াবও নষ্ট হয়ে যায়। রাত জেগে ঘুম মারা ছাড়া আর কোনো ফায়দা তাদের হয় না। এমনিতেই আমাদের ইবাদত-বন্দেগী সাহাবায়ে কেরামের তুলনায়, তাবেঈন, তাবে তাবেঈনের তুলনায় অনেক কম এবং অনেক নিম্নমানের। যা কিছু করি তাও যদি এভাবে রিয়ার কারণে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আমাদের মত হতভাগা আর কে থাকবে। দুনিয়াতেও কষ্ট করলাম আখেরাতেও কষ্ট করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রিয়া থেকে হেফাজত করুন। আমীন!

রিয়া দূর করার পদ্ধতি

একটা বিষয় মনে রাখলে রিয়া-র চিন্তা দূর হবে। তাহল– যে মানুষকে খুশী করার কথা আমি চিন্তা করি, যখন আমার আসল বিপদের সময় আসবে অর্থাৎ, হাশরের ময়দানে, তখন এই মানুষ আমার কোনোই উপকারে আসবে না। যাদেরকে খুশী করার জন্য, যাদের কাছে সুনাম অর্জন করার জন্য আমি এই ইবাদত-বন্দেগী করব, তারা আমার বিপদের সময় কোনোই উপকারে আসবে না। দুনিয়াতেও তো বিপদে পড়লে অনেক ক্ষেত্রে কোনো মানুষকে পাওয়া যায় না। হাশরের ময়দানের অবস্থা তো এমন হবে যে, প্রত্যেকেই ইয়া নাফছী ইয়া নাফ্ছী বলে অর্থাৎ, হায় আমার কী উপায় হবে, হায় আমার কী উপায় হবে–এই বলে তড়পাতে থাকবে। অন্যের কিছু দেখার কোনো সুযোগ থাকবে না। অতএব মানুষকে দেখানোর জন্য আমি করব, এই মানুষ আমার বিপদের সময় কোনোই

www.maktabatulabrar.com

কাজে আসবে না। এই চিন্তা রাখলে রিয়ার চেতনা মন থেকে দূর হয়ে যাবে। আমার সুখ-দুঃখে, আমার বিপদ-আপদে, আমার আল্লাহ্কেই কাছে পাই এবং পাব। অতএব তাঁরই উদ্দেশ্যে সব কিছু করতে হবে–এই চিন্তা রাখলে ইবাদতে এখলাস আসবে, রিয়া আসতে পারবে না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সব আমল এখ্লাসের সঙ্গে রিয়ামুক্তভাবে করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

সাহ্রীর ফযীলত

আমরা সাহ্রী গ্রহণ করে থাকি। কিন্তু চিন্তার বিষয় হল আমরা কী নিয়তে সাহ্রী গ্রহণ করব? সাধারণত আমাদের মনে এই চিন্তা থাকে যে, সাহ্রী না খেলে সারাদিন ক্ষুধায় কষ্ট পেতে হবে। কাজেই ক্ষুধার কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য সাহ্রী খেতে হয়। এই চিন্তায় সাহ্রী খেলে সহীহ্ নিয়তে সাহরী হবে না। এই চিন্তায় সাহ্রী খেলে ক্ষুধার কষ্ট থেকে বাঁচা যাক আর না যাক সাহ্রীর ছওয়াব ও বরকত থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে যাব। সাহ্রী খাওয়া সুন্নাত– এই নিয়তে সাহ্রী খেতে হবে। তাহলে না খাওয়ার কষ্ট থেকেও বাঁচা গেল, সুন্নাত আদায় করার ছওয়াবও পাওয়া যাবে। সাহ্রী খাওয়ার পিছনে একটা নিয়ত থাকবে এই সুন্নাত আদায় করার নিয়ত। আরেকটা নিয়ত থাকবে যা এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السُّحُوْرِ بَرَكَةً. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الصوم – باب بركة السحور الخ. ورواه مسلم فى كتاب الصيام – باب فضل السحور الخ.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামম ইরশাদ করেছেন, তোমারা সাহ্রী খাও, অবশ্যই সাহ্রীর মধ্যে বকরত রয়ে গেছে। (বোখারী ও মুসলিম)

এ হাদীছের আলোকে সাহ্রীর সময় আমাদের আরেকটা নিয়ত থাকবে। তাহল বরকত অর্জন করার নিয়ত। আরেকটি হাদীছে এসেছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِيْنَ. قال الهيثمى: رواه الطبرانى فى الاوسط وقال تفرد به يحيى بن يزيد الخولانى، قال الهيثمى: ولم اجد من ترجمه. كذا

فى مجمع الزوائد ج/٣ كتاب الصيام – باب ما جاء فى السحور. ورواه ابن حبان فى صحيحه حديث رقم ٣٤٦٧.

অর্থাৎ, যারা সেহ্‌রী খায়, আল্লাহ তাদেরকে রহমত দান করেন, ফেরেশ্‌তারা তাদের জন্য রহমতের দুআ করেন। (তাবারানী ও সহীহ ইব্‌নে হিব্বান)

এ হাদীছের আলোকে সাহ্‌রী খাওয়ার বেলায় আল্লাহর রহমত এবং ফেরেশ্‌তাদের দুআ অর্জন করারও নিয়ত থাকবে। মোটকথা, সুন্নাত আদায় করার নিয়ত, বরকত অর্জন করার নিয়ত এবং রহমত অর্জন করার নিয়ত– এই থাকবে সাহ্‌রীর নিয়ত। সাহ্‌রী পেট পুরে না হোক একটু পানি হলেও আমরা খাব শুধু এই সুন্নাত, বরকত এবং রহমতের নিয়তে। পেট পুরে না খেলে সাহরী খাওয়া হবে না এমন নয়।

সাহ্‌রী যথাসম্ভব রাতের শেষের দিকে খাওয়া উত্তম। যদি আগেভাগে খাওয়া হয়ে যায়, তারপরেও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চা পানি পান ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকলেও শেষ মুহূর্তে সাহ্‌রী খাওয়ার ফযীলত অর্জিত হবে। নিয়ত করা হয়ে গেলে আর সেহ্‌রী খাওয়া যায় না– অনেকে এরকম একটা ভুল ধারণার শিকার, অথচ নিয়ত করার পরেও সময় থাকলে খাওয়া বা পান করা যায়, তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

রোযা কামেল হওয়ার আদবসমূহ

যেহেতু রোযার আসল উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন করা তথা গোনাহ্‌ থেকে বিরত থাকা, তাই বুযুর্গানে দ্বীন কামেল রোযা হওয়ার জন্য তথা পূর্ণাঙ্গ ভাল রোযা হওয়ার জন্য ছয়টা শর্তের কথা বলেছেন।

প্রথম শর্ত হল– চক্ষুর হেফাজত করা, অর্থাৎ, চোখের দ্বারা যেন কোনো গোনাহ্‌ হতে না পারে। অতএব রোযাকে পরিপূর্ণ সহীহ করতে চাইলে রোযা অবস্থায় নাচ-গান দেখা চলবে না, গায়র মাহরাম নারীর দিকে নজর দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। সব রকম চোখের গোনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত হল– জবানের হেফাজত করা, অর্থাৎ, জবান দ্বারা যেন কোনো গোনাহ্‌ হতে না পারে। জবানের বড় দুটো গোনাহ্‌ হল গীবত করা এবং মিথ্যা বলা।

www.maktabatulabrar.com

হাদীছে এসেছে[১]– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লা–এর জমানায় দু'জন মহিলা রোযা রেখে খুব কাঁতর হয়ে পড়ল, তাদের অবস্থা মরণাপন্ন হয়ে দাঁড়াল। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে দুজন মহিলাকে ডেকে তাদেরকে একটা পেয়ালা দিলেন যে, এই পেয়ালায় যেন তারা বমি করে। বমি করলে দেখা গেল যে, তাতে গোশতের টুকরো এবং তাজা রক্ত পড়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে, তারা গীবত করেছে, তাই তাদের এই দুরবস্থা হয়েছে।

কুরআন শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী কোনো মুসলমানের গীবত করার অর্থ হল তার গোশত চিবিয়ে খাওয়া। এটা যে বাস্তব, অমূলক নয়– এটা প্রমাণ করার জন্যই হয়ত আল্লাহ পাক এ ঘটনা ঘটিয়ে দেখিয়েছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এই গীবত করার কারণেই তাদের রোযায় কষ্ট হচ্ছে। এ ঘটনা থেকে বোঝা গেল– কোনো ইবাদত যদি সহীহ্‌ তরীকায় করা না হয়, তার মধ্যে যদি গলতী এসে যায়, তাহলে সেই ইবাদতে কষ্ট হয়। রোযার যে সহীহ্‌ তরীকা ছিল, ঐ মহিলারা সেই সহীহ্‌ তরীকায় রোযা রাখেনি, তারা রোযার মধ্যে গলতী করেছে অর্থাৎ, গীবত করেছে, তাই তাদের রোযায় কষ্ট হয়েছে। অভিজ্ঞতায়ও দেখা যায় রোযায় মুত্তাকী পরহেযগার মানুষের তেমন কষ্ট হয় না, ফাসেক ফাজেরদের যেমন কষ্ট হয়। আমরা যত ইবাদত করি, অনেক সময় খুব কষ্ট লাগে; নামায পড়তেও কষ্ট লাগে, রোযা রাখতেও কষ্ট লাগে, আরও যত রকম ইবাদত আছে সেগুলো করতেও কষ্ট লাগে। এর একটা কারণ এ-ও যে, আমরা সহীহ্‌ তরীকায় করি না। প্রত্যেকটি ইবাদতকে যদি সহীহ্‌ তরীকায় করি অর্থাৎ, যেভাবে করা কাম্য সেভাবে করি, তাহলে দেখা যাবে তাতে কোনো কষ্ট নেই বরং আরাম।

তৃতীয় শর্ত হল– কানের হেফাজত করা অর্থাৎ, কানের দ্বারা যত গোনাহ্‌ হতে পারে, সেগুলো থেকে বিরত থাকা। গান শোনা, মানুষের গীবত- শেকায়েত শোনা, কুটনামী-চোগলখোরী শোনা ইত্যাদি নিষেধ। এগুলো থেকে বিরত থাকাই হল কানের হেফাজত।

চতুর্থ শর্ত হল– শুধু এই তিন অঙ্গই নয় বরং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারাও যে সব গোনাহ্‌ হতে পারে, তার থেকেও বিরত রাখা।

---

১. مجمع الزوائد ج/٣ كتاب الصيام–باب الغيبة للصائم ॥

পঞ্চম শর্ত হল– অতিভোজন না করা। কারণ অতিভোজন করলে কামভাব ও পশুপ্রবৃত্তি দমন হয় না। আর কামভাব ও পশুপ্রবৃত্তিকে দমন না করলে গোনাহ্ বর্জন করা যায় না। বুযুর্গানে দ্বীন নফ্ছের সঙ্গে মুজাহাদা করার জন্য কম খাওয়ার কথা বলতেন। হাদীছেও পেটের তিন ভাগের একভাগ খানা, একভাগ পানি আর একভাগ খালি রাখার কথা বলা হয়েছে।১ তবে উলামায়ে কেরাম বলেছেন, বর্তমান এই দুর্বলতার যুগে এত কমও খাবে না যাতে রোযা রাখতে, নামাযে, যিকির-আযকারে বা দ্বীনের খেদমতে ব্যাঘাত ঘটে। কম খাওয়ার মোজাহাদার কথা তখনকার যুগে বলা হত, যখন মানুষ সবল ছিল। এখন মানুষ দুর্বল হয়ে এসেছে, এখন বুযুর্গানে দ্বীন এবং ওলামায়ে কেরাম বলেন, যদি কেউ এরকম হয় যে, কম খেলে দুর্বল হয়ে যাবে, তাহলে সে পেট ভরে খেতে পারে। তবে সারাদিন যেন খাওয়ার দিকেই নজর না থাকে এবং এতবেশী ইফতার ও সাহ্রী খাওয়া না হয় যাতে শরীর অলস হয়ে পড়ে।

ষষ্ঠ শর্ত হল– আল্লাহ্র কাছে রোযা কবূল হয় কি না– এই ভয় রাখতে হবে এবং সেভাবে সতর্ক থাকতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর রহমতের আশাও রাখতে হবে। রহমতের আশা এবং আযাবের ভয়– এই মনোভাবের ভিতরে সারাটা দিন কাটাতে হবে।

মূলত কারও মধ্যে যদি আল্লাহর ভয় এসে যায়, তাহলে সে খাঁটি মানুষ হয়ে যেতে পারে। একমাত্র আল্লাহর ভয়ই এমন এক জিনিস, যার দ্বারা মানুষ গোনাহ্ থেকে বিরত থাকতে পারে। আবার আল্লাহর রহমতের আশাও এমন এক জিনিস, যার ভিত্তিতে মানুষ অনেক কষ্টকর কাজ করতেও প্রস্তুত হয়ে যায়। চিন্তা করলে দেখা যায়– দুনিয়ায় মানুষ যত ধরনের কষ্ট করে, তা হয় কোনো আশায় করে, কিংবা কোনো ভয়ে করে। ভয় আর আশা– এর ভিত্তিতেই মানুষ দুনিয়ার সব কিছু করে। যেমন– মানুষ আয়-উপার্জনের জন্য কষ্ট করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করে। এর পিছনেও ভয় এবং আশা কার্যকরী থাকে। তার এই ভয় থাকে যে, আমি যদি কাজ না করি, তাহলে অভাবে পড়তে হবে। আবার আশাও থাকে যে, যদি কাজ করি, তাহলে অভাব দূর হবে, গাড়ী-বাড়ি হবে, সুখ-শান্তি হবে, আরাম-আয়েশ হবে ইত্যাদি। এভাবে দেখা যায় ভয় আর আশা– এর কারণেই মানুষ দুনিয়াতে সবকিছু করে। দ্বীনের কাজ করার ক্ষেত্রেও

১. ترمذى ابواب الزهد– باب ما جاء فى كراهية الاكل، وقال : هذا حديث حسن صحيح

www.maktabatulabrar.com

এরকম ভয় এবং আশা উভয়ই রাখতে হয়। আল্লাহর রহমতের আশা এবং তার আযাবের ভয় এ দুটো যদি এসে যায়, তাহলে মানুষের দ্বীনও দোরস্ত হয়ে যায়। এ দুটো এসে গেলে মানুষ দ্বীনের জন্য যে কোনো কষ্ট করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। তাই রোযাকে যদি পূর্ণাঙ্গ ভাল করতে হয়, তাহলে আল্লাহ্র আযাবের ভয় এবং আল্লাহ্র রহ্মতের আশা উভয়ই রাখতে হবে।

রমযান মাসের বিশেষ কয়েকটি আমলের ফযীলত

ইফতার করানো

রোযাদারকে ইফতার করানো একটি বড় ফযীলতের আমল। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে–

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْجُهَنِيِّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ غَيْرَ اَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا. رواه الترمذى فى ابواب الصوم– باب ما جاء فى فضل من فطر صائما.

অর্থাৎ, হযরত যায়েদ ইব্নে খালেদ জুহানী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে ইফতার করায়, তার ঐ রোযাদারের রোযার সমতুল্য ছওয়াব হয়। এটা ঐ রোযাদারের ছওয়াব থেকে কিছুই কমায় না। (যিনি ইফতার করান আল্লাহ পাক তাকে নিজের ভাণ্ডার থেকে ঐ রোযাদারের রোযার সমপরিমাণ ছওয়াব দান করেন।) [তিরমিযী]

উল্লেখ্য, ইফতার করানোর যে ফযীলত এ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে সে ফযীলত অর্জন করার জন্য নানান রকম ইফতারী দ্বারা রোযাদারকে পেট পুরে খাওয়ানো জরূরী নয়। একটি খুরমা খাওয়ালে বা এক ঢোক পানি পান করালে বা এক চুমুক দুধ পান করালেও এই ছওয়াব অর্জিত হবে ইনশাআল্লাহ।

চিন্তা করে দেখুন রমযানের একটি রোযার ছওয়াব কত? কেউ যদি সারা যিন্দেগী নফল রোযা রাখে, একটি ফরয রোযার সমতুল্য হয় না। অথচ একজন রোযাদারকে ইফতার করালে আল্লাহ পাক এই পরিমাণ ছওয়াব দিয়ে দেন। সুবহানাল্লাহ্!

শবে কদরে ইবাদত করা

রমযান মাসের আর একটি বিশেষ আমল হল শবে কদরে আমল করা। শবে কদর সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

শবে কদরের বর্ণনা

লাইলাতুল কদর বা শবে কদরের ফযীলত অন্য কোনো উম্মতকে দেওয়া হয়নি, শুধু এই উম্মতকেই দেওয়া হয়েছে। এই উম্মতকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন শ্রেষ্ঠ উম্মত বানিয়েছেন। কিন্তু হায়াত দিয়েছেন কম। অন্যান্য উম্মত শত শত বছর, হাজার বছর পর্যন্ত হায়াত পেত। এত দীর্ঘ হায়াত পেয়ে তারা অনেক বেশী নেক আমল করতে পারত। এই উম্মত হায়াত পায় সেই তুলনায় কম। এই অল্প হায়াত পেয়েও তারা যেন অন্যান্য উম্মতের চেয়ে বেশী নেকী অর্জন করতে পারে সে সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। যাতে অন্যান্য উম্মতের চেয়ে এই উম্মত নেকীতে পিছিয়ে না থাকে। কারণ এই উম্মত তো শ্রেষ্ঠ উম্মত, তারা তো নেকীতে অগ্রগামী থাকবে, পিছিয়ে থাকবে না। লাইলাতুল কদর বা শবে কদর হল সেই সুযোগের একটি। লাইলাতুল কদর বা শবে কদর এই উম্মতের একটি বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য উম্মতকে এই রাতের ফযীলত দেওয়া হয়নি।[১] অতএব এই সুযোগকে হেলায় হারানো হলে তা হবে বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়।

শবে কদরের ফযীলত

শবে কদরের বিশেষ ৩টি ফযীলত রয়েছে। তার মধ্যে **একটি ফযীলত** সম্পর্কে সূরা কদরের মধ্যে বলা হয়েছে,

إِنَّا أَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

অর্থাৎ, আমি লাইলাতুল কদরে কুরআন অবতীর্ণ করেছি। (সূরা কদর)

প্রথমে লওহে মাহ্ফূজ থেকে কুরআন প্রথম আসমানে নাযিল হয়। লওহে মাহ্ফূজ অর্থ সংরক্ষিত ফলক। সপ্তম আসমানের উপরে আছে লওহে মাহ্ফূজ। এই লওহে মাহ্ফূজে পৃথিবীর আদি থেকে নিয়ে অন্ত পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে এবং যা কিছু ঘটবে, সব কিছু লিখে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে কুরআনে পাকও লিখে রাখা হয়েছে। এই লওহে মাহ্ফূজ থেকে কুরআন শরীফ শবে কদরে দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ করা হয়। সেখান থেকে

১. التفسير المظهرى ॥

www.maktabatulabrar.com

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ২৩ বছরের নবুয়তী যিন্দেগীতে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন মোতাবেক কিছু কিছু করে পুরো কুরআন নাযিল হয়েছে। এ রাতে কুরআন নাযিল হওয়া এ রাতের ফযীলত বোঝায়। কারণ আল্লাহর বাণী এবং শ্রেষ্ঠ বাণী এই রাতে নাযিল হয়েছে। এর দ্বারা রমযান মাসেরও ফযীলত বুঝা যায়। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا أَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ.

অর্থাৎ, লাইলাতুল কদর কি, শবে কদরের ফযীলত কী, তা কি তুমি জান? শবে কদর হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। (সূরা কদর)

অর্থাৎ, শবে কদরে ইবাদত করা হাজার মাস ইবাদত করার চেয়েও বেশী ফযীলত রাখে। হাজার মাসে ৮৩ বছর ৪ মাস হয়। এ হিসাবে কেউ যদি জীবনে ১২টি রমযানে লাইলাতুল কদরের ফযীলত অর্জন করতে পারে, তাহলে এক হাজার বছর ইবাদতের ফযীলত অর্জন করতে পারবে। আরও লক্ষ্যণীয় যে, কুরআন শরীফে একথা বলা হয়নি যে, শবে কদর হাজার মাসের সমান; বরং বলা হয়েছে হাজার মাসের চেয়েও উত্তম, হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। অতএব কেউ জীবনে বারটি শবে কদর পেলে হাজার বছর ইবাদত করার চেয়ে বেশী ফযীলত অর্জন করতে পারবে। কত বেশী ফযীলত তা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি। আল্লাহর ভাণ্ডারে অভাব নেই, তিনি কত বেশী দিতে পারেন, তা আমরা কল্পনাও করতে পারব না। এভাবে এই উম্মত অল্প হায়াত পেয়েও অন্যান্য উম্মতের চেয়ে বেশী নেকী অর্জন করে অগ্রগামী হয়ে যেতে পারবে।

ইবনে কাছীর মুজাহিদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, একবার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সামনে আগের যুগের উম্মতদের বিভিন্ন ইবাদতের কথা বয়ান করছিলেন। তিনি বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি এক হাজার মাস জেহাদে কাটিয়েছেন তা বয়ান করলেন। আলী ইবনে উরওয়াহ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জাকারিয়া (আ.), হযরত আইয়ূব (আ.), হযরত হিযকীল (আ.) ও হযরত ইউশা (আ.)- এই চারজন নবীর প্রত্যেকে ৮০ বছর করে আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়েছেন এটাও বয়ান করলেন। তখন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে একটা হতাশা জাগল। তাদের মনটা একটু ছোট হয়ে গেল যে, আমরা এত বছর হায়াতও পাব না, এত ইবাদতও করতে পারব না। তাহলে তো অন্যান্য উম্মত

অগ্রসর হয়ে যাবে আর আমরা পিছিয়ে যাব। তখন এই সূরা নাযিল হল যে, ঐ যে একজন মানুষ সারা জীবনে হাজার মাস জেহাদে কাটিয়েছে, আমি তোমাদের জন্য প্রতি বছরে এমন একটি রাত দান করলাম যা হাজার মাস ইবাদত করার চেয়েও বেশী ফযীলত রাখে।

শবে কদরের আর **একটি ফযীলত** হল এ রাত বিশেষ রহমতের রাত। কুরআনে কারীমে কদরের রাত সম্বন্ধে বলা হয়েছে,

تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ. الاية

অর্থাৎ, সেই রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। (সুরা কদর: ৪)

এই আয়াতের এক ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় যে, এই রাতে বিশেষ এক ধরনের রহমতের ফেরেশতা নাযিল হয়। এ থেকে বুঝা যায় এ রাতটি বিশেষ রহমতের রাত। অর্থাৎ, এ রাতে বান্দাদের প্রতি বিশেষ রহমত হয়ে থাকে।

শবে কদরের আর একটি ফযীলত বয়ান করা হয়েছে বোখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الصوم – باب فضل ليلة القدر، وروها مسلم فى كتاب الصلوة – باب الترغيب فى قيام رمضان وهو التراويح. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রেখে ছওয়াবের আশায় রমযানের রোযা রাখে, তার পূর্বের সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপরে বিশ্বাস রেখে ছওয়াবের আশায় শবে কদরে এবাদত করে, তার পূর্বের সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে দেওয়া হয়। (বোখারী ও মুসলিম)

কোন্ রাত শবে কদর?

হাদীছের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় রমযান মাসের যে কোনো রাত শবে কদর হতে পারে। তবে বোখারী ও মুসলিম শরীফের এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الصوم – باب تحرى ليلة القدر فى الوتر من العشر الاواخر، ورواه مسلم فى كتاب الصيام – باب فضل ليلة القدر الخ.

অর্থাৎ, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা রমযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে শবে কদর তালাশ কর। (বোখারী ও মুসলিম)

এ হাদীছে রমযানের ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯– এই বেজোড় রাতগুলোতে বিশেষভাবে শবে কদর তালাশ করতে বলা হয়েছে। আমরা শুধু ২৭ শে রাতকেই শবে কদর ধরে নিয়েছি। আমরা মনে করি শবে কদর অর্থই ২৭ শে রাত। তাই শবে কদর উপলক্ষ্যে যা কিছু ইবাদত করার তা একমাত্র ঐ ২৭ শে রাতেই করি, অন্য রাতে করি না। কিন্তু হাদীছে এমন কথা বলা হয়নি। বরং হাদীছের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় শেষ দশকের যে কোনো বেজোড় রাতে শবে কদর হতে পারে। এমনকি এক হাদীছে রমযানের প্রথম দশকের কথাও বলা হয়েছে। আবূ দাউদের এক হাদীছে গোটা রমযানের যে কোনো রাতে হতে পারে বলা হয়েছে। শায়খ মুহিউদ্দীন ইব্‌নে আরাবী (রহ.) রমযানের ১৩ এবং ১৮ তারিখে শবে কদর পাওয়ার কথা বলেছেন। হযরত ইমাম শাফিয়ী (রহ.) ২১ রমযানের কথা বলেছেন। সব কিছু মিলালে বুঝা যায় যে, শবে কদর সব বছর এক রাতে না-ও হতে পারে। কোনো বছর ২১ শে, কোনো বছর ২৩ শে, কোনো বছর ২৫ শে, কোনো বছর ২৭ বা ২৯ শে হতে পারে। এছাড়াও রমযানের যে কোনো রাতে শবে কদর হতে পারে। তাই রমযানের সব রাতেই লাইলাতুল কদর বা শবে কদর তালাশ করা চাই।

শবে কদর অনির্দিষ্ট থাকার হেকমত

বোখারী শরীফের হাদীছে বর্ণিত আছে[১]– হযরত উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দিষ্ট করে শবে কদর সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য ঘর থেকে বের হয়েছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে দুজন মুসলমানের ঝগড়া শুনে তিনি ভুলে যান। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হতে পারে এর

১. بخارى كتاب الصوم–باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحى الناس ॥

www.maktabatulabrar.com

মধ্যে কোনো মঙ্গল নিহিত আছে। উলামায়ে কেরাম বলেছেন, হতে পারে সে মঙ্গল বা হেকমত এই যে,

প্রথমত শবে কদর নির্দিষ্ট থাকলে শবে কদরের আশায় এখন অন্য রাতেও মানুষ যে ইবাদত করে তা একেবারে ছেড়ে দিত।

দ্বিতীয়ত সব সময়ই কিছু কিছু লোকের গোনাহ হয়েই থাকে। এভাবে শবে কদরের মত মহা মর্যাদাবান রাত জেনেও তারা গোনাহ করত আর ধ্বংস হয়ে যেত।

তৃতীয়ত শবে কদর নির্দিষ্ট থাকলে দুর্ভাগ্যবশত যদি কারও সে রাতে ইবাদত করা হয়ে না উঠত, তাহলে সে চরম হতাশ হয়ে রাত্র জাগরণই একেবারে ছেড়ে দেওয়ার উপক্রম হত।

চতুর্থত এখন শবে কদর অনির্দিষ্ট থাকায় যত রাত্রই জাগরণ করবে, তার জন্য পৃথক পৃথক ছওয়াব প্রাপ্ত হবে। হতে পারে শবে কদরের ফযীলত অর্জনের নিয়তে রাত্র জাগরণ করছে বিধায় যত রাত্রেই জাগরণ করবে প্রতি রাত্রেই শবে কদরের ছওয়াব প্রাপ্ত হবে। কেননা আল্লাহ পাক খাঁটি নিয়তের ভিত্তিতে ছওয়াব প্রদান করে থাকেন।

শবে কদর উপলক্ষে করণীয় আমলসমূহ

লাইলাতুল কদর বা শবে কদর উপলক্ষে আমাদের কি কি করণীয়? কুরআন-হাদীছের আলোকে এ রাতে আমাদের বিশেষ ২টি আমল করণীয়–

১ নম্বর করণীয় হল– লাইলাতুল কদরের ফযীলত পাওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু নফল ইবাদত করা। যেমন পূর্বে উল্লেখিত এক হাদীছে বলা হয়েছে,"যে ব্যক্তি কদরের রাতে বিশ্বাসের সঙ্গে এবং ছওয়াব অর্জন করার নিয়তে ইবাদত করবে তার অতীতের সব গোনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে।" এ হাদীছ দ্বারা একদিকে এই রাতের ফযীলতও বুঝা গেল যে, এ রাতে ইবাদত করা দ্বারা অতীতের সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়, আবার এটাও বুঝা গেল যে, এ রাতের একটি করণীয় কাজ হল ইবাদত করা। তাই এই রাতের ফযীলত পাওয়ার জন্য আমাদেরকে এই রাতে কিছু নফল ইবাদত করতে হবে। কিছু নফল নামায পড়তে হবে, তেলাওয়াত, যিকির-আযকার ইত্যাদি করতে হবে।

২ নং করণীয় হল– দুআ করা, বিশেষভাবে মাগফেরাতের দুআ করা অর্থাৎ, আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। হাদীছ শরীফে এসেছে– হযরত

www.maktabatulabrar.com

আয়েশা (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন–

اَرَاَيْتَ اِنْ عَلِمْتُ اَىُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا اَقُوْلُ فِيْهَا؟ قَالَ: قُوْلِىْ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ. رواه احمد فى مسنده حديث رقم ٢٥٢٦٠ واسناده صحيح كذا فى هامشه. ورواه الترمذى فى ابواب الدعوات – فى باب خال عن الترجمة وقال: هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, ইয়া রসূলাল্লাহ্! যদি আমি বুঝতে পারি কোন্ রাত শবে কদর, তাহলে ঐ রাতে আমি কী বলব ? অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে কি চাইব? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি বলবে, اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি বড়ই ক্ষমাশীল, ক্ষমা করতে তুমি ভালবাস, তাই আমাকে ক্ষমা করে দাও। (মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী)

এ হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শবে কদরে ক্ষমা চাওয়ার কথা শিক্ষা দিয়েছেন, ক্ষমা পাওয়ার জন্য দুআ করতে বলেছেন।

শবে কদর হল বৎসরের শ্রেষ্ঠ রাত। এই শ্রেষ্ঠ রাতের জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শ্রেষ্ঠ দুআ শিক্ষা দিয়েছেন। শ্রেষ্ঠ দুআ হল ক্ষমা চাওয়ার দুআ। কারণ ক্ষমা পাওয়াই হচ্ছে মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় পাওয়া। কেউ যদি জীবনে অনেক কিছু পায় কিন্তু ক্ষমা না পায়, তাহলে তার জীবন ব্যর্থ! পক্ষান্তরে অন্য কিছু না পেয়ে শুধু যদি ক্ষমা লাভ করতে পারে তাহলে তার জীবন স্বার্থক। তাই আল্লাহ্র কাছে এই বিশেষ মর্যাদার রাতে ক্ষমা চেয়ে দুআ করতে বলা হয়েছে।

রমযান মাসের আর একটি বিশেষ আমল হল রমযানের শেষ দশকে এ'তেকাফ করা। নিম্নে এতেকাফ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

এ'তেকাফের বর্ণনা

"এ'তেকাফ" অর্থ পড়ে থাকা, অবস্থান করা। যেন আল্লাহ্র দরবারে এই উদ্দেশ্যে পড়ে থাকা হয় যে, যতক্ষণ মাগফিরাত রহমত না হবে, ততক্ষণ দরবারে পড়েই থাকব।

পুরুষের জন্য যেমন এ'তেকাফের সুযোগ রয়েছে, মহিলাদের জন্যও এ সুযোগ রয়েছে। পুরুষগণ যেমন এতেকাফ করতে পারেন, মহিলাগণও তেমনি এ'তেকাফ করতে পারেন। বরং মহিলাদের জন্য

এ'তেকাফ করা বেশী সহজ। তারা ঘরের একটা কোণাকে নির্দিষ্ট করে সেখানেই এ'তেকাফের নিয়তে থাকবেন।

এ'তেকাফের সময় শুরু হয় রমযানের একুশতম রাত থেকে। ২০শে রমযান দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই এ'তেকাফের স্থানে চলে আসতে হয়। এরপর ঈদের চাঁদ দেখা গেলে এ'তেকাফের সময় শেষ হয়।

এ'তেকাফের ফযীলত ও ফায়দা

এ'তেকাফের বিশেষ তিনটি ফায়দা ও ফযীলত রয়েছে। তা হল–

এ'তেকাফের একটি বিশেষ ফায়দা এই যে, এ'তেকাফ করা দ্বারা লাইলাতুল কদর বা শবে কদর পাওয়া অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যায়। কেননা, রমযানের শেষ দশকই শবে কদর হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনাময়ী সময়। আর এ'তেকাফকারী এই গোটা সময়েই আল্লাহ্‌র দরবারে পড়ে থাকে। তাই রমযানের শেষ দশকে এ'তেকাফ করা দ্বারা লাইলাতুল কদর বা শবে কদর পাওয়া অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যায়।

এ'তেকাফের একটি ফযীলত সম্পর্কে হাদীছে এসেছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ مَرْفُوْعًا ..... وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا اِبْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى جَعَلَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقَ اَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ. رواه البيهقى فى شعب الايمان – باب فى الاعتكاف حديث رقم ٣٩٦٥.

অর্থাৎ, হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে খাঁটি দিলে একদিন এ'তেকাফ করবে, আল্লাহ তাআলা জাহান্নামকে তার থেকে তিন খন্দক দূরে সরিয়ে দিবেন। এক "খন্দক" বলে বোঝানো হয় আসমান জমিনের যে দূরত্ব তার চেয়েও বেশী দূরত্বকে। (শুআবুল ঈমান)

এক দিনের এ'তেকাফ দ্বারা জাহান্নাম এরকম অনেক অনেক দূরে সরে যায়। আর জাহান্নাম তার থেকে দূরে সরে যাওয়ার অর্থ সে জান্নাতের কাছে চলে আসে।

এ'তেকাফের আর একটি ফযীলত বয়ান করে আরেক হাদীছে বলা হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى الْمُعْتَكِفِ: هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوْبَ، وَيَجْرِىْ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ

www.maktabatulabrar.com

كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا. رواه ابن ماجة فى باب فى ثواب الاعتكاف. وفى سنده فرقد بن يعقوب السبخى، قال السندى قلت: فى اخر كتاب الحج من جامع الترمذى قد تكلم يحيى بن سعيد فى فرقد السبخى وروى عنه الناس.

অর্থাৎ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ'তেকাফকারীর ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন, এ'তেকাফকারী ব্যক্তি সব রকম গোনাহ থেকে মুক্ত থাকে এবং তার জন্য সব ধরনের নেক আমলকারীর মত নেকী লেখা হয়। (ইবনে মাজা)

ব্যাখ্যা: এ'তেকাফ করার কারণে যেসব নেক কাজ সে করতে পারবে না যেমন– জানাযায় শরীক হওয়া, রুগীর সেবা করা ইত্যাদি, এগুলোর ছওয়াবও সে পাবে।

সারকথা হল–

* এ'তেকাফ দ্বারা লাইলাতুল কদর পাওয়া অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যায়।
* এ'তেকাফ দ্বারা জাহান্নাম বহু দূরে সরে যায়।
* এ'তেকাফ দ্বারা যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।
* এ'তেকাফ করলে যেসব নেক কাজ সে করতে পারবে না, সেসব নেক কাজ না করেও সেগুলোর ছওয়াব পেয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, রমযানের শেষ দশকের এ'তেকাফ সুন্নাত এতেকাফ। এ'তেকাফ তিন ধরনের রয়েছে। যথা– সুন্নাত, ওয়াজেব ও নফল। তিন ধরনের এ'তেকাফের বিস্তারিত মাসায়েল জেনে নিতে হবে। এসবের মাসায়েল জানার জন্য "আহকামে যিন্দেগী" কিতাবখানি দেখে নেওয়া যেতে পারে।

দুই ঈদের রাতের ফযীলত

চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

শাওয়ালের ছয় রোযার ফযীলত

শাওয়াল মাসে একটা বড় নেকীর কাজ হল ছয়টি নফল রোযা রাখা। সাধারণত একে "ছয় রোযা" বলা হয়ে থাকে। ছয় রোযার ফযীলত সম্পর্কে হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ رضـ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ

كَصِيَامِ الدَّهْرِ. رواه مسلم فى كتاب الصيام – باب استحباب صوم ستة من شوال اتباعا لرمضان.

অর্থাৎ, হযরত আবূ আইয়্যুব আনসারী (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যারা রমযানের রোযা রাখে, তার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখে, তাদের সারা বৎসর রোযা রাখার ছওয়াব হয়। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা: এ হাদীছে বলা হয়েছে যে, রমযানের রোযা রাখার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখলে পূর্ণ এক বছরের রোযা রাখার ছওয়াব পাওয়া যায়। আল্লাহ্‌র কাছে হয়তো এরকম হিসাব আছে যে, প্রতিটি নেকী যেহেতু কম পক্ষে ১০ গুণ বর্দ্ধিত করে দেওয়া হয়; অতএব রমযানের ৩০টি রোযা আর শাওয়ালের ৬টি রোযা, এই ৩৬কে ১০ দ্বারা গুণ দিলে ৩৬০টি হয়ে যায়। এভাবে রমযানের রোযার সঙ্গে ছয় রোযা রাখলে পূর্ণ এক বছর রোযা রাখার ছওয়াব পাওয়া যায়।

এখানে শাওয়াল মাসে যে ৬টি রোযা রাখার কথা বলা হয়েছে, তা শাওয়াল মাসের যে কোনো সময় হতে পারে। একসঙ্গেও ছয়টি হতে পারে, ভেঙ্গে ভেঙ্গেও হতে পারে। তবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে রাখাই উত্তম।

আশুরার দিনে করণীয় আমল এবং আশুরা রোযার ফযীলত

"আশুরা"-এর তাৎপর্য

"আশুরা"–এর শাব্দিক অর্থ দশম। সাধরণত আশুরা বলতে মুহার্‌রমের দশম তারিখকে বোঝানো হয়। আশুরা উপলক্ষে আমাদের কী করণীয়, আশুরার তাৎপর্য কী? এ সম্পর্কে বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীছে এসেছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَدَ الْيَهُوْدَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِىْ تَصُوْمُوْنَهُ؟ فَقَالُوْا: هٰذَا يَوْمٌ عَظِيْمٌ نَجَّى اللّٰهُ فِيْهِ مُوْسٰى وَقَوْمَهُ، وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فَصَامَهُ مُوْسٰى شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُوْمُهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَنَحْنُ اَحَقُّ وَاَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْكُمْ. فَصَامَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الصوم–باب صيام يوم عاشوراء، ورواه مسلم فى كتاب الصيام – باب صوم يوم عاشوراء. واللفظ لمسلم.

অর্থাৎ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরত করার পর দেখলেন সেখানকার ইয়াহুদীরা আশুরার দিন রোযা রাখে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে চাইলেন, তোমরা এই দিনে রোযা রাখ কেন ? তারা বলল, এই দিনে আল্লাহ্ তাআলা (তাঁর কুদরতে) মূসা (আ.) ও তাঁর কওমকে সমুদ্র পার করে নিয়েছেন, আর ফিরআউন ও ফিরআউনের বহিনীকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছেন। এর শোকর আদায় করার জন্য হযরত মূসা (আ.) রোযা রেখেছেন, তাই আমরাও এ দিনে রোযা রাখি। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমরা মূসা (আ.)–এর অনুসরণ তোমাদের চেয়ে বেশী করব। সেমতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা রাখা শুরু করলেন এবং অন্যদেরও রোযা রাখতে বললেন। (বোখারী ও মুসলিম)

এই হল আশুরার দিনের তাৎপর্য। নেয়ামতের শোকর আদায় করার শিক্ষা গ্রহণ করাই হল এই দিনের শিক্ষা। যদিও আল্লাহ তাআলা এই নেয়ামতটা দান করেছিলেন বনী ইসরাঈল বা ইয়াহুদীদেরকে, তারাই সমুদ্র পার হয়ে গিয়েছিল অলৌকিকভাবে। কিন্তু প্রকারান্তরে এটা আমাদের উপরও আল্লাহ্‌র একটা নেয়ামত। সেটা এভাবে যে, হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর সেই অনুসারীরা ছিলেন হকপন্থী, এ হিসাবে তাঁরা হলেন আমাদের পূর্ব পুরুষ বা পূর্বসূরী। আর আমাদের পূর্বসূরীদের উপর যা নেয়ামত, প্রকারান্তরে আমাদের উপরও তা নেয়ামত। তাঁরা ছিলেন আমাদের এই হক্কানী সিলসিলার মানুষ। অতএব তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নেয়ামত প্রকারান্তরে আমাদের উপরও নেয়ামত। এই দৃষ্টিভংগিতেই শোকর আদায় করার জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা রেখেছেন এবং অন্যদেরও রোযা রাখতে বলেছেন।

www.maktabatulabrar.com

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দিনে রোযা রেখেছেন এবং রোযা রাখার কথা বলেছেন, তাই এই দিনে রোযা রাখাকে মুস্তাহাব বলা হয়েছে।

আশুরার রোযার ফযীলত

এই দিনে রোযা রাখার ফযীলত সম্পর্কে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ، وَاَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلٰوةُ اللَّيْلِ. رواه مسلم فى كتاب الصيام – باب فضل صوم المحرم.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রমযান মাসের রোযার পর শ্রেষ্ঠ রোযা হল আল্লাহ্‌র মাস– মুহার্‌রমের রোযা। আর ফরয নামাযের পর সর্বশ্রেষ্ঠ নামায হল রাতের নামায (অর্থাৎ, তাহাজ্জুদ)। [মুসলিম]

এই দিনে রোযা রাখার ফযীলত সম্পর্কে হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আর এক হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

صِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَآءَ اِنِّىْ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ. رواه مسلم فى كتاب الصيام – باب استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر وصوم يوم عرفة وصوم عاشوراء.

অর্থাৎ, আমি আল্লাহর কাছে আশা রাখি যে, আশুরার দিনে রোযা রাখলে পিছনের এক বছরের গোনাহ্‌ মাফ হয়ে যাবে। (মুসলিম)

রেওয়ায়েতে আরও এসেছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ حِيْنَ صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ وَاَمَرَ بِصِيَامِهٖ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّهٗ يَوْمٌ يُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صُمْنَا التَّاسِعَ. وَفِىْ

www.maktabatulabrar.com

رِوَايَةٍ لَئِنْ بَقِيْتُ اِلٰى قَابِلٍ لَاَصُوْمَنَّ التَّاسِعَ. رواه مسلم فى كتاب الصيام – باب صوم يوم عاشوراء.

অর্থাৎ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরার দিনে রোযা রাখলেন এবং তাতে রোযা রাখার জন্য নির্দেশ দিলেন, তখন সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এ দিনকে তো ইয়াহুদী নাসারারা সম্মান করে। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাম ইরশাদ করলেন, যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি তাহলে এর সঙ্গে নবম তারিখেও একটি রোযা রাখব ইনশা আল্লাহ। (মুসলিম)

পরবর্তী মুহাররম পর্যন্ত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেঁচে থাকেননি। তবুও তিনি তাতে রোযা রাখার সিদ্ধান্ত জানিয়ে গেছেন বিধায় উত্তম হল ১০ তারিখের সঙ্গে আরেকটি রোযা রাখা, নয় তারিখ বা ১১ তারিখ। এভাবে ১০ তারিখের সঙ্গে আগে বা পরে আরও একটি মিলিয়ে মোট দুটো রোযা রাখা উত্তম। ফোকাহায়ে কেরাম বলেছেন, যদি কেউ শুধু ১০ তারিখে রোযা রাখে অর্থাৎ, একটি রোযা রাখে, সেটা ভাল নয় মাকরূহ্‌ তান্‌যীহী। দুটো রোযা রাখাই উত্তম।

মোটকথা– আশুরার রোযা রাখার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নেয়ামতের শোকর আদায় করার মনোভাব সৃষ্টি করাই হচ্ছে আশুরার দিনের কাজ। হ্যাঁ পরবর্তীতে এই দিনে হযরত হুছাইন (রা.) কারবালার ময়দানে অত্যন্ত নির্মমভাবে শহীদ হয়েছিলেন। উম্মতের জন্য এই ঘটনার স্মৃতি বেদনাদায়ক, হৃদয় বিদারক– একথা সত্য, কিন্তু এই বেদনার স্মৃতি স্মরণ করার মাধ্যমে আশুরা দিবস পালন করতে হবে একথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা দিয়ে যাননি। এ দিনে যদি আমাদের সেই বেদনাদায়ক স্মৃতি স্মরণ হয়ে যায়, তাহলে অন্যান্য দিনে তা স্মরণ হলে যা করণীয়, এদিনেও ততটুকুই করণীয়। যে কোনো বিপদ আসলে বা বিপদ-আপদের কথা স্মরণ হলে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন" পাঠ করার শিক্ষা ইসলাম দিয়েছে। এ হিসাবে কারবালার স্মৃতি যেহেতু একটা বড় দুঃখজনক স্মৃতি, বেদনাদায়ক স্মৃতি, তাই এটা স্মরণ হলে আমরা "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন" পাঠ করতে পারি। তবে তা পাঠ করা জরুরী নয়। কারণ পুরাতন মৃত্যুর স্মৃতি স্মরণ হলে

প্রত্যেকবার এটা পাঠ করতে হবে তা জরুরী নয়। কেউ পাঠ করতে চাইলে পাঠ করতে পারে।

এ-ই হল আশুরার দিনে করণীয় বিষয়। এর বাইরে হযরত হুছাইন (রা.)–এর কথা স্মরণ করে, কারবালার কথা স্মরণ করে যা কিছু করা হচ্ছে, যেমন– মাতম করা হচ্ছে, বুক চাপড়ানো হচ্ছে, হায় হুছাইন, হায় হুছাইন, ইয়া আলী! বলে আবেগ জাহির করা হচ্ছে, শোক মিছিল করা হচ্ছে, তা'যিয়া বের করা হচ্ছে– এগুলো মানুষের সৃষ্টি করা রছম ও কুসংস্কার। কুরআন-হাদীছে এর কোনো ভিত্তি নেই। কোনো সাহাবী থেকে এ সমস্ত আমল পাওয়া যায় না। বুযুর্গানে দ্বীন এগুলো করেননি।

উল্লেখ্য, আশুরার দিনে পরিবারকে উত্তম আহার্য প্রদান করলে আল্লাহ তাআলা সারা বৎসর তার জন্য উত্তম আহার্যের ব্যবস্থা করবেন বলে বায়হাকী কর্তৃক একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। হাফেজ ইব্নে হাজার প্রমুখের তাহকীকের ভিত্তিতে এ রেওয়াতটি منكر পর্যায়ের। এ তাহকীকটি আমাদের নিকট অধিকতর সহীহ সাব্যস্ত হওয়ার কারণে এ কিতাবে সে হাদীছটি বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকা হল। তবে হাফেজ ইরাকী, সুয়ূতী ও মুনযিরী প্রমুখ অনেকে রেওয়াতটিকে حسن বা صحيح বৈলেও মন্তব্য করেছেন। তদুপরি উম্মতের অনেকের تعامل ও রয়েছে। অতএব কেউ এ হাদীছ অনুসারে আমল করলে তার অবকাশ নেই বলা যায় না। সেমতে কেউ এরূপ আমল করলে শক্তভাবে তার খণ্ডন না করা চাই।

আইয়্যামে বীযের রোযার ফযীলত

'আইয়্যামে বীয' অর্থ উজ্জ্বল রাতের দিনগুলো। চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখকে আইয়্যামে বীয বলা হয়। অনেকে এ দিনগুলোর রোযাকে "আইয়াম বেযের রোযা" বলে থাকে। এটা শুদ্ধ নয়। শুদ্ধ কথা হল 'আইয়্যামে বীযের রোযা।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আম্র ইবনুল আস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছের একাংশে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فَاِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا وَذَالِکَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الصوم – باب صوم الدهر، ورواه مسلم فى كتاب الصيام – باب استحباب صوم ثلثة ايام من كل شهر الخ. واللفظ للبخارى.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, প্রতি মাসে তিনটি নফল রোযা রাখ। কেননা, প্রত্যেকটি নেকী কমপক্ষে দশগুণ বর্দ্ধিত করে দেওয়া হয়। এভাবে সারা বৎসর নফল রোযা রাখার ছওয়াব হবে। (বোখারী ও মুসলিম)

অন্য এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا ذَرٍّ! اِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ فَصُمْ ثَلٰثَ عَشْرَةَ وَاَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ. رواه الترمذى فى ابواب الصوم – باب ما جاء فى صوم ثلثة من كل شهر وقال هذا حديث حسن، ورواه النسائى فى كتاب الصيام – صوم ثلثة ايام من الشهر. واللفظ للترمذى.

অর্থাৎ, হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, হে আবূ যর! প্রতি মাসে তিন দিন নফল রোযা রাখতে চাইলে ১৩, ১৪ ও ১৫ এই (আইয়্যামে বীযের) তিন দিন রাখবে। (তিরমিযী ও নাসায়ী)

অন্য রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায় আইয়্যামে বীয ব্যতীত অন্য যে কোনো তিন দিন নফল রোযা রাখলেও ঐ ফযীলত হাছেল হবে।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা আইয়্যামে বীযের রোযা রাখতেন। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ حَفْصَةَ رضـ قَالَتْ: اَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامُ عَاشُوْرَآءَ وَالْعَشْرَ وَثَلٰثَةُ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. رواه النسائى فى كتاب الصيام – كيف يصوم ثلثة ايام من كل شهر.

অর্থাৎ, হযরত হাফসা (রা.) বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারটা আমল কখনও ছাড়তেন না:– আশুরার রোযা রাখা, (ওজর না থাকলে) যিলহজ্জের নয় দিন রোযা রাখা, প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা আর ফজরের (ফরযের) পূর্বে দুই রাকআত (সুন্নাত)। [নাসায়ী]

আরাফার দিন রোযা রাখার ফযীলত

আরাফার দিনে রোযা রাখার ফযীলত সম্পর্কে হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِىْ بَعْدَهُ. رواه مسلم فى كتاب الصيام – باب استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر وصوم يوم عرفة الخ.

অর্থাৎ, আরাফার দিনের রোযা– আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশা করি যে, ঐ রোযা তার পূর্বের বৎসরের ও পরের বৎসরের গোনাহ মুছে ফেলবে। (মুসলিম)

তবে আরাফার দিনে রোযা রাখা আরাফায় অবস্থানকারী হাজীদের জন্য নয়। বরং যারা হজ্জে রত নয় তাদের জন্য। এ সম্পর্কে এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. رواه ابو داود فى كتاب الصيام – صوم عرفة بعرفة، ورواه الحاكم فى المستدرک حديث رقم ١١١٩ وقال صحيح على شرط البخارى ووافقه الذهبى فى التلخيص: على شرط البخارى.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফার দিনে আরাফার ময়দানে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। (আবূ দাউদ ও মুস্তাদরকে হাকিম)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও হজ্জে আরাফার দিন রোযা রাখেননি। এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ اُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِىْ صَوْمِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثْتُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ. متفق عليه. رواه البخارى فى المناسک – باب صوم يوم عرفة، ورواه مسلم فى كتاب الصيام – باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত উম্মুল ফযল (রা.) থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, লোকেরা আরাফার দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা রেখেছেন কি না তা নিয়ে সন্দেহে পতিত হলে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পানীয় প্রেরণ করলাম আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা পান করলেন। (ফলে মানুষ নিশ্চিত হল যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা রাখেননি।) [বোখারী ও মুসলিম]

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ.

তোমরা হজ্জ ও উমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পূর্ণরূপে পালন কর। (সূরা বাক্বারা : ১৯৬)

www.maktabatulabrar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফাযায়েলে হজ্জ, উমরা ও যিয়ারত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফাযায়েলে হজ্জ, উমরা ও যিয়ারত

উমরার ফযীলত

উমরা বলা হয় চারটি আমলের সমষ্টিকে। এহরাম বাঁধা, বায়তুল্লাহর তওয়াফ করা, সাফা মারওয়ার মাঝে সায়ী করা এবং হলক (মাথা মুণ্ডানো) বা কছর (চুল ছোট) করা। নিম্নে এই উমরার ফযীলত বর্ণনা করা হল।

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَ الْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَآءٌ اِلَّا الْجَنَّةُ. متفق عليه. رواه البخارى فى ابواب العمرة – باب وجوب العمرة وفضلها، ورواه مسلم فى كتاب الحج – باب فضل الحج والعمرة.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এক উমরা অপর উমরা পর্যন্ত সময়ের জন্য গোনাহ মোচনকারী এবং এবং হজ্জে মাবরূর (অর্থাৎ, যে হজ্জ গোনাহ এবং খারাবী থেকে মুক্ত হয়), জান্নাতই হল তার পুরস্কার। (বোখারী ও মুসলিম)

আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (ابْنِ مَسْعُوْدٍ) رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَاِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ، كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُوْرِ ثَوَابٌ اِلَّا الْجَنَّةَ. رواه النسائى فى كتاب المناسك – فضل المتابعة بين الحج والعمرة.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে মাসঊদ (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একাধারে হজ্জ ও উমরা করতে থাক। এটা পাপ ও দরিদ্রতাকে এমনভাবে দূর করে দেয় যেমন আগুন লোহা এবং সোনা রূপার ময়লা দূর করে দেয়। আর হজ্জে মাবরূর (অর্থাৎ, যে হজ্জ গোনাহ এবং খারাবী থেকে পবিত্র হয়।)–এর একমাত্র পুরস্কার হল জান্নাত। (নাসায়ী)

রমযানে উমরার ফযীলত

রমযান ব্যতীত অন্য সময়ের চেয়ে রমযানে উমরার ফযীলত বেশী। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاِنَّ عُمْرَةً فِىْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً. متفق عليه. رواه البخارى فى ابواب العمرة – باب عمرة فى رمضان، ورواه مسلم فى كتاب الحج – باب فضل العمرة فى رمضان. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রমযানে একটি উমরা একটি হজ্জের সমতুল্য। (বোখারী ও মুসলিম)

www.maktabatulabrar.com

হজ্জের ফযীলত

হজ্জের একটি ফযীলত হল গোনাহ থেকে মুক্তি লাভ করা। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ.

متفق عليه. رواه البخارى فى المناسک – باب فضل الحج المبرور، ورواه مسلم فى كتاب الحج – باب فضل الحج والعمرة. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ্জ করে এবং হজ্জের কালে অশ্লীল কথা ও কাজ এবং গোনাহ থেকে বিরত থাকে, সে মায়ের পেট থেকে জন্ম গ্রহণের দিনের ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসে। (বোখারী ও মুসলিম)

আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (ابْنِ مَسْعُوْدٍ) رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَاِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ، كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُوْرِ ثَوَابٌ اِلَّا الْجَنَّةَ. رواه النسائى فى كتاب المناسک – فضل المتابعة بين الحج والعمرة.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে মাসউদ (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একাধারে হজ্জ ও উমরা করতে থাক। এটা পাপ ও দরিদ্রতাকে এমনভাবে দূর করে দেয় যেমন আগুন লোহা এবং সোনা রূপার ময়লা দূর করে দেয়। আর হজ্জে মাবরূর (অর্থা, যে হজ্জ গোনাহ এবং খারাবী থেকে পবিত্র হয়।)–এর একমাত্র পুরস্কার হল জান্নাত। (নাসায়ী)

হজ্জের আর একটি ফযীলত হল জান্নাত লাভ হওয়া। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَ الْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَآءٌ اِلَّا الْجَنَّةُ. متفق عليه. رواه البخارى فى ابواب العمرة – باب وجوب العمرة وفضلها، ورواه مسلم فى كتاب الحج – باب فضل الحج والعمرة.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এক উমরা অপর উমরা পর্যন্ত সময়ের জন্য গোনাহ মোচনকারী এবং হজ্জে মাবরূর (অর্থাৎ, যে হজ্জ গোনাহ এবং খারাবী থেকে মুক্ত হয়), জান্নাতই হল তার পুরস্কার। (বোখারী ও মুসলিম)

হজ্জের গুরুত্ব

হজ্জ শরীয়তের একটা গুরুত্বপূর্ণ ফরয। এটা ইসলামের পাঁচ বুনিয়াদের অন্যতম একটা। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا.

অর্থাৎ, মানুষের হজ্জ করা দায়িত্ব আল্লাহর-ই উদ্দেশ্যে। যাদের সামর্থ আছে আল্লাহ্র ঘর পর্যন্ত পৌঁছার তাদের উপর হজ্জ ফরয। (আলে ইমরান : ৯৭)

এ আয়াতে কাদের উপর হজ্জ ফরয তা বোঝানো হয়েছে। সেই সঙ্গে হজ্জের নিয়ত সহীহ হওয়ার গুরুত্বও বোঝানো হয়েছে। হজ্জের নিয়ত হতে হবে সম্পূর্ণ খালেস। কোনো রকম মার্কেটিংয়ের নিয়ত, দেশ ঘোরার নিয়ত, বেড়ানোর নিয়ত, আবহাওয়া পরিবর্তনের নিয়ত– ইত্যাদি নিয়ত রাখা যাবে না। নিয়ত হতে হবে একমাত্র আল্লাহকে রাজী খুশী করা। হজ্জ হতে হবে আল্লাহ্রই উদ্দেশ্যে। তাই ইরশাদ হয়েছে, "মানুষের হজ্জ করা দায়িত্ব আল্লাহর-ই উদ্দেশ্যে।"

হজ্জ তরককারীর প্রতি কঠোর হুশিয়ারী

হজ্জ আদায় করতে বিলম্ব করলে যত বিলম্ব হতে থাকবে, ততই গোনাহ্ হতে থাকবে। আর খোদা-না-খাস্তা এই বিলম্ব করার কারণে যদি কেউ হজ্জ না করে মারা যায়, তাহলে তার ব্যাপারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কত শক্ত কথা বলেছেন! রেওয়ায়েতে এসেছে–

www.maktabatulabrar.com

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَّمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ اَوْ سُلْطَانٌ جَابِرٌ اَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ اِنْ شَآءَ يَهُوْدِيًّا وَاِنْ شَآءَ نَصْرَانِيًّا. رواه الدارمى فى كتاب المناسك – باب من مات ولم يحج. وفى هامشه وفيه ليث وهو ضعيف وشريک وهو سيئ الحفظ.

অর্থাৎ, হযরত আবূ উমামা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যাকে শক্ত অভাব বা অত্যাচারী শাসক কিংবা গুরুতর রোগ বাধা দেয়নি অথচ সে হজ্জ ফরয হওয়ার পরেও হজ্জ না করে মরতে বসেছে, তাহলে সে চায় তো মরুক ইয়াহুদী হয়ে বা নাসারা (খৃষ্টান) হয়ে। (সুনানে দারিমী)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর একজন উম্মত ইয়াহুদী হয়ে মারা যাবে কিংবা খৃষ্টান হয়ে মারা যাবে, আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর মনে তার ব্যাপারে দরদ আসবে না– এটা তো হতে পারে না। তাহলে হজ্জ না করে মারা যাওয়া লোকদের ব্যাপারে কত শক্ত মনোভাব নিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাটা বলেছেন। এ থেকে বুঝা যায়– হজ্জ ফরয হওয়ার পর হজ্জ না করা কত বড় মারাত্মক গোনাহের কাজ। আর যদি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর কথা অনুযায়ী হজ্জ ফরয হওয়ার পর হজ্জ না করে মরে যাওয়ার কারণে সত্যিই ইয়াহুদী বা নাসারাদের তালিকায় তার নাম উঠে যায়, তাহলে তো আর উপায় থাকবে না। অতএব হজ্জ ফরয হওয়ার যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি হজ্জ করে নেওয়া চাই। কোনোরূপ গড়িমসি যেন হজ্জ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ না ঘটে।

হজ্জ না করার পশ্চাতে বিভিন্ন রকম ওয়াছওয়াছা

হজ্জ না করার পিছনে অনেকের এই ওয়াছওয়াছা কাজ করে যে, আগামীতে করব, আগামীতে করব। এভাবে আগামীতে করব ভাবতে ভাবতে অনেকের জীবনে হজ্জ করা নসীব হয়ে ওঠে না।

অনেকের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে যে, হজ্জ করতে গেলে বিরাট অংকের টাকা খরচ হয়ে যাবে! কিছু কিছু লোক তো এমন আছে, যারা

www.maktabatulabrar.com

এটাকেই ইসলামের হজ্জ বিধানের বিরুদ্ধে যুক্তি হিসাবে দাঁড় করায়। তারা বলে, হজ্জের পিছনে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়ে যায়, যা অনেক গরীব দেশের অর্থনীতি সামাল দিতে পারে না। কুরবানীর সময়ও এ লোকেরা এই জাতীয় কথা বলতে থাকে যে, এত বিপুল পরিমাণ অর্থ কুরবানীর পিছনে ব্যয় করা হয়! আবার এই একদিনে বিপুলসংখ্যক প্রাণী জবাই হয়, যা সারা বৎসর জবাই হলে সারা বৎসরই মানুষের পুষ্টি যোগান দিতে পারত। হজ্জ এবং কুরবানীর প্রশ্ন আসলে অর্থনীতির জন্য তাদেরকে দুঃখ করতে দেখা যায়; অথচ খেলা-ধুলা, নাচ-গান ইত্যাদি অনুৎপাদনশীল ও গোনাহের খাতে এর চেয়ে বেশী অর্থ ব্যয় হলেও তার কারণে তাদেরকে দুঃখ করতে দেখা যায় না। আসলে ইসলামের বিরোধিতা করার জন্যই এই সব ফালতু যুক্তি দাঁড় করানো হয়। কেউ কেউ নাউজুবিল্লাহ্ এরকমও বলে যে, হজ্জ তো একটা মেলা। নানান দেশের নারী পুরুষের একটা জমজমাট মেলা। এটা হল হজ্জের প্রতি মানুষকে বিতশ্রদ্ধ করে তোলার একটা শয়তানী বক্তব্য। এ ধরনের বক্তব্য দিলে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হজ্জকে অবমাননা করা হয়। এ ধরনের বক্তব্য কুফ্‌রীর পর্যায়ে চলে যায়। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন।

হজ্জের ব্যাপারে অনেকের মধ্যে আরও বিভিন্ন ধরনের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে, যার ফলে তারা হজ্জ করেন না বা হজ্জ করতে বিলম্ব করেন। অনেকের ধারণা– ছেলে-মেয়েকে বিবাহ না দিয়ে হজ্জে যাওয়া যায় না। তারা বলেন ছেলে-মেয়ে উপযুক্ত হয়ে গেছে, ওদেরকে বিবাহ না দিয়ে কীভাবে হজ্জে যাই? এভাবে অনেকে হজ্জে যাওয়াকে পিছিয়ে দেন। মনে রাখতে হবে ছেলে-মেয়েকে বিবাহ দেওয়া এক কর্তব্য, হজ্জ আরেক কর্তব্য। এক কর্তব্যের অজুহাতে আরেক কর্তব্যকে পিছিয়ে দেওয়া যাবে না। ছেলে-মেয়ের বিবাহ আগে হজ্জ পরে– এমন বাধ্যবাধকতা নেই। হজ্জ ফরয হলে হজ্জ করে নিতে হবে। যখন ছেলে-মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা হবে তখন তাদেরকে বিবাহ দিয়ে দিতে হবে। ছেলে-মেয়েকে বিবাহ দেওয়ার জন্য হজ্জকে ঝুলিয়ে রাখা যাবে না। ছেলে-মেয়ে বিবাহের উপযুক্ত হয়ে গেলে তাদেরকে বিবাহ না দিয়ে আমরা নামায পড়ি, রোযা রাখি, চাকরি করি, ব্যবসা-বাণিজ্য করি। তাদেরকে বিবাহ না দিয়ে এগুলো যখন করতে পারি, তখন হজ্জ কেন করতে পারব না? সারকথা, ছেলে-মেয়ের বিবাহের উপর হজ্জকে ঝুলিয়ে রাখার কোনো বৈধতা বা সুস্থ্য যুক্তি নেই।

কেউ কেউ মনে করেন যে, একটা জমি ক্রয় করতে হবে, জমি ক্রয় না করে কীভাবে হজ্জ করি, বাড়ি করা দরকার, বাড়ি না করে কীভাবে হজ্জ করি? এভাবে জমি ক্রয় করতে, বাড়ি করতে অর্থ-কড়ি ফুরিয়ে যায়, তারপর আর হজ্জ করার সামর্থ থাকে না। মনে রাখা চাই একবার যদি হজ্জ ফরয হয়ে যায়, এরপর কোনো কারণে তার কাছে অর্থ-কড়ি না-ও থাকে, অর্থশূন্য হয়ে যায়, তাহলেও ঐ ফরযটা তার জিম্মায় থেকেই যায়। ঐ ফরয আদায় করতে না পারলে গোনাহের বোঝা নিয়েই তাকে কবরে যেতে হবে। এই অজুহাত দিয়ে রক্ষা পাওয়া যাবে না যে, আমার অর্থ-কড়ি ফুরিয়ে গিয়েছিল, পরে আর হজ্জ করার মত অর্থ-কড়ি হাতে আসেনি, তাই আমার কোনো দোষ নেই। হজ্জ ফরয হয়ে গেলে জমি ক্রয় করা আগে নয়, হজ্জ করা আগে। হজ্জ ফরয হয়ে গেলে বাড়ি করা আগে নয় হজ্জ করা আগে। জমি ক্রয় করা হোক বা না হোক, ঘর করা হোক বা না হোক, বাড়ি করা হোক বা না হোক, হজ্জ ফরয হয়ে গেলে হজ্জ আদায় করেই নেওয়া চাই। জমি ক্রয় করা না হলে, বাড়ি না করা হলে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে না, কিন্তু ফরয হজ্জ আদায় না করলে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে এবং আঁটকে যেতে হবে।

অনেক ভাই এই ভুল ধারণার শিকার যে, আমার পিতা-মাতা হজ্জ করেননি আমি কীভাবে হজ্জ করব! এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা হজ্জ করছেন না। মনে করুন পিতা-মাতা যদি মালদার না হন, তাদের উপর যদি যাকাত ফরয না হয়, কিংবা যাকাত ফরয হওয়া সত্ত্বেও তারা যদি যাকাত না দেন, তাহলে কি আমার উপর যাকাত ফরয হলেও আমি যাকাত না দিয়ে থাকব? পিতা-মাতার নেসাব পরিমাণ মাল নেই বিধায় তাদের উপর যাকাত ফরয হয় না। কিন্তু আমার নেসাব পরিমাণ মাল থাকলে আমার উপর যাকাত ফরয হবে। এখানে পিতা-মাতার উপরে যাকাত ফরয হল না আমার উপর যাকাত ফরয হল কী করে? তদ্রূপ আমার মাল থাকলে আমার উপর হজ্জ ফরয হবে, পিতা-মাতার মাল না থাকলে পিতা-মাতার উপরে হজ্জ ফরয হবে না। অতএব তারা হজ্জ করেনি বলে আমি হজ্জ করতে পারব না এটা ঠিক নয়। একজনের ইবাদতকে আরেকজনের ইবাদতের উপর এরকম ঝুলিয়ে রাখা যাবে না যে, অমুকে না করলে আমি করব না। অমুকে নামায পড়ে না বলে কি আমিও নামায না পড়ে থাকব? আমার ফরয আমাকেই আদায় করতে

www.maktabatulabrar.com

হবে। এ সমস্ত অজুহাতে হজ্জ না করা বা হজ্জ করতে বিলম্ব করা শরীয়তসম্মত নয়।

অনেকের এরকম ওয়াছওয়াছা হয় যে, হজ্জের জন্য এত বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে ফেলব, এ অর্থ দিয়ে আরও কিছু দিন ব্যবসা-বাণিজ্য করি, তাতে লাভ হবে, সেই লাভের টাকা দিয়ে হজ্জ করব। এখানে দেখা গেল টাকার মায়ায় তিনি হজ্জকে পিছিয়ে দিচ্ছেন। অনেকে তো টাকা কমে যাওয়ার মায়ায় কোনো দিনই হজ্জ করতে যাচ্ছেন না। এসব লোকদের মনে রাখতে হবে হজ্জ উমরাহ্ করলে অর্থ-কড়ি কমে না বরং বাড়ে। এ সম্পর্কে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হাদীছে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (ابْنِ مَسْعُوْدٍ) رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ، كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُوْرِ ثَوَابٌ اِلَّا الْجَنَّةَ. رواه النسائى فى كتاب المناسک–فضل المتابعة بين الحج والعمرة.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে মাসউদ (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একাধারে হজ্জ ও উমরা করতে থাক। এটা পাপ ও দরিদ্রতাকে এমনভাবে দূর করে দেয় যেমন আগুন লোহা এবং সোনা রূপার ময়লা দূর করে দেয়। আর হজ্জে মাবরূর (অর্থাৎ, যে হজ্জ গোনাহ এবং খারাবী থেকে পবিত্র হয়।)–এর একমাত্র পুরস্কার হল জান্নাত। (নাসায়ী)

এ হাদীছ থেকে পরিষ্কার বুঝা গেল হজ্জ উমরা করলে অর্থ কমবে না বরং বাড়বে, অভাব আসবে না বরং অভাব মোচন হবে। দুনিয়াতে এরকম বহু আল্লাহর বান্দা আছেন যারা প্রতি বছর হজ্জ করেন, উমরাহ্ করেন। আর আল্লাহ্র রহমতে প্রতি বছর তাদের অর্থের ব্যবস্থা হয়ে যায়। তাদের অভাব বাড়ে না বরং কমে, তাদের টাকা-পয়সা কমে না বরং বাড়ে। হাদীছের কথা মিথ্যা নয়। আল্লাহ পাক হজ্জ উমরা আদায়কারী ব্যক্তির সম্পদে বরকত দান করে থাকেন।

হজ্জের নিয়ত করতে গেলে আরও মনের মধ্যে অনেক রকম বাধা অনুভব হতে পারে। মনে হতে পারে বর্তমানে আমার নানান রকম অসুবিধা, পরিবারের এই অসুবিধা সেই অসুবিধা, আমার বা অমুকের এই

রোগ সেই রোগ, বা আমার ঘর-বাড়ি দেখার কেউ নেই, বিবি বাচ্চার খোঁজ-খবর রাখার কেউ নেই। এরকম নানান অসুবিধার দিক সামনে আসতে পারে। কিন্তু আমরা চিন্তা করে দেখতে পারি আমাদের কারও যদি বিদেশে যাওয়ার বিরাট একটা সুযোগ এসে যায়, তাহলে কি তখন এই জাতীয় ওজর বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে? তখন কি এই চিন্তা বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে যে, ছেলে মেয়েকে দেখবে কে, ঘর সামলাবে কে, পরিবারকে দেখবে কে? তখন তো সব কিছু ম্যানেজ করে নিতে পারব। তাহলে দ্বীনের বড় একটা কাজ করার জন্য কেন সবকিছু ম্যানেজ করে নিতে পারি না।

আসলে এটা হল মনের দুর্বলতা। মানুষ যখন কোনো কাজের পাকা-পোক্ত নিয়ত করে নেয়, তখন তার সব ব্যবস্থাও সে করতে পারে। যখন কোনো ব্যাপারে পাক্কা নিয়ত এবং মজবূত এরাদা হয়ে যায়, তখন কি কি অসুবিধা আছে, কীভাবে সেগুলো দূর করা যায় তার চিন্তা-ফিকিরও তার ভিতরে এসে যায় এবং আল্লাহ পাক তার জন্য সব কিছুর ব্যবস্থা করে দেন।

মসজিদে হারামে নামায পড়ার ফযীলত

এ সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা দেখুন।

ফাযায়েলে যিয়ারত

মদীনা শরীফ শরীফ যিয়ারতের ফযীলত

যারা হজ্জ উমরা করতে যান, তারা সাধারণত হজ্জ বা উমরার আগে কিংবা পিছে মদীনা শরীফ যিয়ারতে যেয়ে থাকেন। মদীনা শরীফ যিয়ারত করা হজ্জ উমরার অংশ নয়, তবে একটা শ্রেষ্ঠতম ছওয়াবের কাজ এবং বরকত, মর্যাদা ও উন্নতি লাভের একটা শ্রেষ্ঠ ও বড় মাধ্যম। বড়ই সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে এই মোবারক যিয়ারতে মদীনার তওফীক লাভ করে। কোন কোন আলেমের মতে সঙ্গতিসম্পন্ন লোকদের জন্য এই যিয়ারত ওয়াজিব। (مناسك ملا على القارى)।

মসজিদে নববীর ফযীলত

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَيْنَ بَيْتِىْ وَمِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِىْ عَلٰى حَوْضِىْ.

متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الصلوة – باب فضل ما بين القبر والمنبر، ورواه مسلم فى كتاب الحج – باب فضل ما بين قبره صلى الله عليه وسلم ومنبره الخ.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার হুজরা এবং আমার মিম্বরের মাঝে জান্নাতের একটি বাগান। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুজরা বলতে যেখানে রওজায়ে আতহার অবস্থিত সেই হুজরাকে বোঝানো হয়েছে। এটি ছিল হযরত আয়েশা (রা.)–এর হুজরা। এই হুজরা থেকে মিম্বরে নবীর মধ্যখানের স্থানটুকুকে জান্নাতের টুকরা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হতে পারে আখেরাতে এ অংশটুকুকে জান্নাতের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হবে। কিংবা হতে পারে এখানে ইবাদতকারীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে এ অর্থে এটিকে জান্নাতের টুকরা বলা হয়েছে। কিংবা হতে পারে এখানে অধিক ইবাদত-বন্দেগী হতে থাকার কারণে এটিকে জান্নাতের বাগান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

মসজিদে নববীতে নামাযের ফযীলত

এ সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা দেখুন।

মসজিদে নববীতে ৪০ ওয়াক্ত নামায তাকবীরে উলার সঙ্গে পড়ার ফযীলত

এ সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা দেখুন।

রওযায়ে আতহার যিয়ারতের ফযীলত

রওযায়ে আতহার যিয়ারতের ফযীলত অনেক। এক হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ زَارَنِىْ بَعْدَ مَوْتِىْ فَكَاَنَّمَا زَارَنِىْ فِىْ حَيَاتِىْ. (اخرجه ابن عساكر وغيره. قال الذهبى [هذا الحديث وما فى معناه] طرقها كلها لينة لكن يتقوى بعضها ببعض، ومن اجودها اسنادا حديث حاطب [المذكور] كذا فى المقاصد الحسنة.)

অর্থাৎ, যে আমার মৃত্যুর পর আমার যিয়ারত করল সে যেন জীবদ্দশাতেই আমার যিয়ারত করল। (ইবনে আছাকির)

www.maktabatulabrar.com

وَسَلَّمَ: مَنْ خَرَجَ حَتّٰى يَاْتِىَ هٰذَا الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ قُبَآءَ فَصَلّٰى فِيْهِ كَانَ لَهٗ عِدْلُ عُمْرَةٍ. رواه النسائى فى كتاب المساجد – فضل مسجد قباء والصلوة فيه.

অর্থাৎ, হযরত সাহ্‌ল ইবনে হুনাইফ (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বের হয়ে এই মসজিদে অর্থাৎ, মসজিদে কোবায় আসবে, অতঃপর তাতে নামায পড়বে, এটা তার জন্য একটি উমরা বরাবর হবে। (নাসায়ী)

উল্লেখ্য, যে কোনো দিন মসজিদে কুবা যিয়ারত করতে যাওয়া যায়। তবে শনিবার দিন যাওয়া উত্তম। যিয়ারতে গেলে অন্তত দুই রাকআত নামায পড়ে আসা চাই।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

আর এক হাদীছে এসেছে– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهٗ شَفَاعَتِىْ. قال النيموى فى آثار السنن: رواه ابن خزيمة فى صحيحه وقال: ان ثبت الخبر، فان فى القلب منه...، والدارقطنى والبيهقى واخرون واسناده حسن او يقاربه. واجاب النيموى عن الاعتراضات الواردة على اسناد هذه الرواية جوابا شافيا. وقال الذهبى طرقها كلها لينة لكن يتقوى بعضها ببعض.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করল, তার জন্য শাফাআত করা আমার উপর ওয়াজিব হয়ে গেল। (দারাকুতনী ও বায়হাকী প্রভৃতি)

হাদীছে আরও এসেছে–

عَنْ عُمَرَ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ زَارَ قَبْرِىْ اَوْ قَالَ مَنْ زَارَنِىْ كُنْتُ لَهٗ شَفِيْعًا اَوْ شَهِيْدًا. كذا فى مسند الطيالسى. وذكره ابن حجر فى المطالب العالية بسند حققه الشيخ حبيب الرحمن الاعظمى وقال وله شاهد عند ابى يعلى والطبرانى بسند صحيح.

অর্থাৎ, হযরত ওমর (রা.) বলেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে (অথবা তিনি বলেছেন, যে আমার যিয়ারত করবে), আমি তার জন্য সুপারিশকারী হব। (মুসনাদে তয়ালিছী)

মসজিদে কোবায় নামায পড়ার ফযীলত

মসজিদে কোবা মসজিদে নববী থেকে প্রায় ৩.২ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত একটি মসজিদ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরত করে মদীনায় আসেন, প্রথমে তিনি কোবা এলাকায় অবস্থান করেন এবং নিজ হাতে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এটিই মসজিদে কোবা। মসজিদে কোবায় নামায পড়ার বিশেষ ফযীলত রয়েছে।

এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ.

আর তাদের সম্পদে প্রার্থী ও অপ্রার্থী সকলের হক রয়েছে।
(সূরা যারিয়াত : ১৯)

www.maktabatulabrar.com

সপ্তম অধ্যায়

ফাযায়েলে যাকাত ও সাদাকাত

بسم الله الرحمن الرحيم

সপ্তম অধ্যায়

ফাযায়েলে যাকাত ও সাদাকাত

যাকাতের গুরুত্ব

মাল বা ধন-সম্পদের সঙ্গে আল্লাহ পাক যেসব বিধান রেখেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হল যাকাত। দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হল নামায, আর মালের সঙ্গে সম্পর্কিত ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হল যাকাত। এই নামায আর যাকাত এতই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, এ দুটোকে মুসলমান হওয়ার আলামত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর যুগে সাহাবায়ে কেরামকে জেহাদের জন্য বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হত। তাদেরকে বলে দেওয়া হত যে, তোমরা যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে এবং নামায না পড়ে আর যাকাত না দেয়। এর দ্বারা বোঝানো হত যে, কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ চলতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান না আনবে, নামায না পড়বে এবং যাকাত না দিবে। অর্থাৎ, এই তিনটি কাজ যতক্ষণ না করবে, ততক্ষণ তাদেরকে মুসলমান বলে গণ্য করা হবে না।

www.maktabatulabrar.com

যদি কেউ শুধু মুখে বলে আমি মুসলমান, কিন্তু সে নামায না পড়ে এবং যাকাত না দেয়, তাহলে তাকে সঠিক মুসলমান হিসাবে বিবেচনা করা হবে না। মানুষের দৈহিক যত ইবাদত রয়েছে তার ভিতর সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হল নামায। আর সম্পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যত বিধান রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হল যাকাত। অতএব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই দু'টো ইবাদত– নামায আর যাকাত থেকে বিরত থাকলে কীভাবে তাকে মুসলমান হিসাবে বিবেচনা করা যাবে? সারকথা হল– যে ব্যক্তি নামায পড়বে না, যাকাত দিবে না সে যেন মুসলমান-ই নয়।

নামায ও যাকাতের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী হওয়ার কারণে কুরআন শরীফে এ দু'টো ইবাদতের কথা সবচেয়ে বেশীসংখ্যক বার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রায় ৮০ জায়গায় নামাযের কথা এবং ৩২ জায়গায় যাকাতের কথা বলা হয়েছে।

যাকাত না দেওয়ার শাস্তি

যাকাত না দেওয়ার শাস্তি সম্পর্কে কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ.

অর্থাৎ, যারা স্বর্ণ-রুপা বা টাকা-পয়সা সঞ্চয় করে রাখে, আল্লাহর রাস্তায় তা ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সু-সংবাদ (?) দিয়ে দাও। (সূরা তাওবা : ৩৪)

এখানে "সু-সংবাদ" কথাটা ব্যঙ্গচ্ছলে বলা হয়েছে, মূলত এটা সু-সংবাদ নয় বরং দুঃসংবাদ। এই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি কী তা বয়ান করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ.

অর্থাৎ, ঐ সোনা-রুপা জাহান্নামের আগুনে তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তার কপালে, তার পাঁজরে ও পিঠে (অর্থাৎ, শরীরের বিভিন্ন স্থানে) শেক দেওয়া হবে এবং বলা হবে যে, নিজেদের জন্য যেটা সঞ্চয় করে রেখেছিলে এটা তো তা-ই! এখন তোমাদের সেই সঞ্চয়ের স্বাদ আস্বাদন করে দেখ!। (সূরা তাওবা : ৩৫)

রেওয়ায়েতে এসেছে–

قَالَ اِبْنُ عُمَرَ: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ. اِنَّمَا كَانَ هٰذَا قَبْلَ اَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتْ جَعَلُوْهَا طُهْرَةً لِّلْاَمْوَالِ.

رواه البخارى فى كتاب الزكاة – باب اثم مانع الزكاة.

অর্থাৎ, হযরত ইব্নে ওমর (রা.) বলেন, যারা সম্পদ সঞ্চয় করে রাখে যাকাত আদায় করে না, তাদের জন্য শাস্তি অর্থাৎ, এই আয়াত তাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে। যারা সম্পদের যাকাত আদায় করে তারা এই শাস্তির আওতায় পাড়বে না। (বোখারী)

অতএব আমি সম্পদ উপার্জন করে তার যাকাত আদায় করলাম না, শুধু সঞ্চয়ই করে রাখলাম, তাহলে তার অর্থ এই দাঁড়াল যে, শাস্তি ভোগ করার জন্যই আমি তা করলাম! (নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক।)

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

অর্থাৎ, যারা কার্পন্য করে ঐ সম্পদ নিয়ে যা নিজ অনুগ্রহে আল্লাহ তাদেরকে দান করেছেন তারা যেন মনে না করে যে, সেটা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং সেটা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যে সম্পদ নিয়ে তারা কার্পন্য করছে কেয়ামতের দিন সে সম্পদ তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরিয়ে দেওয়া হবে। (সূরা আলে ইমরান: ১৮০)

যাকাত আদায় না করার আরও অনেক রকম শাস্তি রয়েছে। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِىْ بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ. رواه البخارى فى كتاب الزكاة – باب اثم مانع الزكاة.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যাকে আল্লাহ মাল দান করেছেন আর সে তার যাকাত দেয় না, কেয়ামতের দিন তার মালকে তার জন্য মাথায় টাক পড়া সাপের রূপ দেওয়া হবে, যার চক্ষুর উপর দুটো কাল দাগ থাকবে (অর্থাৎ, প্রচণ্ড বিষাক্ত হবে।) ঐ সাপকে তার গলায় বেড়ি স্বরূপ করে দেওয়া হবে। অনন্তর সেটা তার মুখের দিক দ্বারা দংশন করতে থাকবে (অথবা সেটা তার দুই গালে দংশন করতে থাকবে) আর বলতে থাকবে আমি তোমার মাল! আমি তোমার সঞ্চয় করে রাখা সম্পদ!! (বোখারী)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَايُؤَدِّىْ مِنْهَا حَقَّهَا اِلَّا اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ صُفِحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَاُحْمِىَ عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوٰى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ. الحديث. رواه مسلم فى كتاب الزكاة – باب اثم مانع الزكاة.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক সোনা রূপার অধিকারী ব্যক্তি যে তার হক (অর্থাৎ, যাকাত) আদায় করে না, যখন কেয়ামতের দিন আসবে, তার জন্য আগুনের বহু পাত তৈরি করা হবে এবং সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তার পাজর, কপাল ও পিঠে শেক দেওয়া হবে। যখনই তা ঠাণ্ডা হয়ে আসবে পুনরায় তা গরম করা হবে। (এভাবে শাস্তি চলতেই থাকবে।) [মুসলিম]

দান-সদকার ফযীলত ও ফায়দা

দান-সদকার বহু ফযীলত রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নে বিশেষ কয়েকটি ফযীলত সম্পর্কে বর্ণনা পেশ করা হল।

দান-সদকা একটি ঈর্ষণীয় বিষয়

দান-সদকার একটি ফযীলত হল দান-সদকা এত উত্তম যে, তা ঈর্ষণীয়। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَسَدَ اِلَّا فِيْ اِثْنَيْنِ - رَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِيْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب العلم – باب الاغتباط فى العلم والحكمة، ومسلم فى كتاب فضائل القرآن – باب فضل من يقوم بالقرآن الخ. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একমাত্র দুই ব্যক্তি ঈর্ষণীয়– এক ব্যক্তি হল যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন আর হক কাজে সেই সম্পদ ব্যয় করার জন্য তাকে নিযুক্ত করেছেন। আর এক ব্যক্তি হল যাকে আল্লাহ হেকমত তথা কুরআন-হাদীছের ইল্‌ম দান করেছেন অতঃপর সে সেই ইলম অনুযায়ী সবকিছুর ফয়সালা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। (বোখারী ও মুসলিম)

দান-সদকা দ্বারা সম্পদে বরকত লাভ

দান-সদকার আর একটি ফযীলত হল দান-সদকা দ্বারা সম্পদে বরকত হয়। আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী সম্পদ ব্যয় করলে, আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করলে, দ্বীনের কাজে সম্পদ ব্যয় করলে সম্পদ কমে না বরং বাড়ে। এর বিপরীত অবৈধভাবে সম্পদ উপার্জন করলে সে সম্পদে আল্লাহ পাক বরকত দেন না।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ.

অর্থাৎ, সূদকে আল্লাহ মোচন করে দেন আর দান-সদকাকে বৃদ্ধি করে দেন। (সূরা বাকারা : ২৭৬)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ.

অর্থাৎ, অর্থাৎ, তোমরা যাকাত (ইত্যাদি) যা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দিবে এসব লোকেরাই (তাদের ছওয়াব) বৃদ্ধি করতে থাকে। (সূরা রূম : ৩৯)

www.maktabatulabrar.com

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ. رواه مسلم فى كتاب البر والصلة والادب – باب استحباب العفو والتواضع ورواه الترمذى فى ابواب البر والصلة – باب ما جاء فى التواضع وقال هذا حديث حسن صحيح. واللفظ لمسلم.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সদকা সম্পদকে হ্রাস করে না, ক্ষমা করা দ্বারা আল্লাহ বান্দার ইজ্জত বৃদ্ধি করেন; আর কেউ আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাওয়াজু বা বিনয় অবলম্বন করলে আল্লাহ তার মর্যাদাকে উঁচু করে দেন। (মুসলিম ও তিরমিযী)

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় ও হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর রাস্তায় দান-সদকা করা হলে, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হলে –ফরয ব্যয় হোক বা নফল ব্যয় হোক, যে পর্যায়ের ব্যয়ই হোক না কেন এই ব্যয় করলে– সম্পদ কমে না বরং আল্লাহ পাক সম্পদ বৃদ্ধি করে দেন। কখনও সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেন, কখনও সম্পদের বরকত বৃদ্ধি করে দেন। যখন যেভাবে বৃদ্ধি করা আল্লাহ পাক মোনাছেব মনে করেন, সেভাবেই বৃদ্ধি করে দেন। এর বিপরীত যারা সূদ বা অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন করে, তাদের সম্পদকে আল্লাহ বরকতহীন করে দেন, তাদের সম্পদে বরকত হয় না। সম্পদ দ্বারা যে উদ্দেশ্য –সুখ শান্তি অর্জন করা– তা তাদের ভাগ্যে জোটে না। দেখা যায় সব সময় তাদের পেরেশানী লেগে আছে, টেনশনের পর টেনশন লেগে আছে। তাদের সম্পদ কাজের কাজে লাগে না। অতএব দেখা গেল যাকাত দিলে, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলে আখেরাতেরও ফায়দা, দুনিয়ারও ফায়দা।

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخِرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا. متفق عليه.

رواه البخارى فى كتاب الزكاة – باب قول الله عزوجل فاما من اعطى واتقى الخ، ورواه مسلم فى كتاب الزكاة – باب بيان ان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখনই আল্লাহ্‌র বান্দাগণ ভোরে ওঠে, আকাশ থেকে দুজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তাঁদের একজন বলেন হে আল্লাহ, তুমি দাতাকে প্রতিদান দাও এবং অপরজন বলেন, হে আল্লাহ, তুমি কৃপণকে সর্বনাশ দাও। (বোখারী ও মুসলিম)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللّٰهُ: اَنْفِقْ يَا اِبْنَ اٰدَمَ اُنْفِقْ عَلَيْكَ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب النفقات، ورواه مسلم فى كتاب الزكاة – باب الحث فى النفقة وتبشير المنفق الخلف. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি দান কর, আমি তোমাকে দান করব। (বোখারী ও মুসলিম)

দান-সদকার ছওয়াব অনেক গুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়

দান-সদকার আর একটি ফযীলত হল দান-সদকার ছওয়াব অনেক গুণে বর্দ্ধিত করে দেওয়া হয়। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِعِدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللّٰهُ اِلَّا الطَّيِّبَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهٖ ثُمَّ يُرَبِّهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّىْ اَحَدُكُمْ فَلُوَّهٗ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الزكاة – باب الصدقة من كسب طيب، ورواه مسلم فى كتاب الزكاة – باب بيان ان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি একটা খেজুর বরাবর সদকা করবে পবিত্র উপার্জন থেকে –আর আল্লাহ পবিত্র উপার্জন ব্যতীত কবূল করেন না– তাহলে আল্লাহ তার সদকা কবূল করবেন। অনন্তর সেটাকে বর্দ্ধিত করবেন –যেমন তোমাদের কেউ তার অশ্বশাবককে লালন-পালন করে বড় বানাতে থাকে– (এভাবে আল্লাহ তার সদকাকে বৃদ্ধি করতে থাকেন) এমনকি তা পাহাড়ের সমান হয়ে যায়। (বোখারী ও মুসলিম)

দান-সদকা দ্বারা গোনাহ মোচন হয়

দান-সদকার আর একটি ফযীলত হল দান-সদকা দ্বারা গোনাহ মোচন হয়। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ حُذَيْفَةَ رضـ مَرْفُوْعًا ..... فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِىْ اَهْلِهٖ وَمَالِهٖ وَ وَلَدِهٖ وَجَارِهٖ تُكَفِّرُهَا الصَّلٰوةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْاَمْرُ وَالنَّهْىُ. **الحديث.** رواه البخارى فى كتاب مواقيت الصلوة – باب الصلوة كفارة.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, নামায, রোযা, সদকা ও ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ (এ সব আমল) মানুষের পরিবার, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশী সংক্রান্ত গোনাহসমূহ মোচন করে দেয়। (বোখারী)

দান-সদকা দ্বারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ

দান-সদকার আর একটি ফযীলত হল দান-সদকা দ্বারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ হয়। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ رضـ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اَضْحٰى اَوْ فِطْرٍ اِلَى الْمُصَلّٰى فَمَرَّ عَلَى النِّسَآءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَآءِ تَصَدَّقْنَ فَاِنِّىْ اُرِيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ. فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ. **الحديث.** رواه البخارى فى كتاب الحيض– باب ترك الحائض الصوم.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিতরের দিন বের হয়ে মহিলাদের কাছে গেলেন এবং (তাদেরকে লক্ষ করে) বললেন, হে মহিলা সমাজ! তোমরা সদকা কর। কেননা, আমাকে দেখানো হয়েছে যে, জাহান্নামের সিংহভাগ হল নারী। মহিলাগণ জিজ্ঞাসা করল, তার কী কারণ ইয়া রসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, তার কারণ হল তোমরা বেশী বেশী অভিশাপ দাও এবং স্বামীর না-শোকরী কর। (বোখারী)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رض قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الزكاة – باب اتقوا النار ولو بشق تمرة. ورواه مسلم فى كتاب الزكاة – باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة او كلمة طيبة وانها حجاب من النار. واللفظ لمسلم.

অর্থাৎ, হযরত আদি ইব্নে হাতিম (রা.) বলেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি– তোমাদের মধ্যে যার পক্ষে সম্ভব একটা খেজুরের টুকরা দান করে হলেও জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা করুক। (বোখারী ও মুসলিম)

দান-সদকা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য ও জান্নাত লাভ

দান-সদকার আর একটি ফযীলত হল দান-সদকা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلسَّخِىُّ قَرِيْبٌ مِّنَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّارِ، وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِنَ اللّٰهِ بَعِيْدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّارِ، وَلَجَاهِلٌ سَخِىٌّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ. رواه الترمذى فى كتاب البر والصلة – باب ما جاء فى السخاء وقال هذا حديث غريب انتهى. قلت فى سنده ضعف يتحمل فى باب الفضائل.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দাতা ব্যক্তি আল্লাহ্রও নিকটে, জান্নাতেরও নিকটে, মানুষেরও নিকটে; অথচ জাহান্নাম থেকে দূরে। পক্ষান্তরে কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকেও দূরে, জান্নাত থেকেও দূরে, মানুষ থেকেও দূরে; অথচ জাহান্নামের নিকটে। নিশ্চয়ই মূর্খ দাতা কৃপণ ইবাদতকারীর চেয়ে আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়। (তিরমিযী)

দান-সদকা বিষয়ক একটি ঘটনা

দান-সদকা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হওয়ার এবং ইহকাল ও পরকালে কামিয়াব হওয়ার একটি ঘটনা বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।[১] ঘটনাটি নিম্নরূপ–

বনী ইসরাইলে তিনজন লোক ছিল। একজন শ্বেত-রোগী, একজন টাকওয়ালা, আর একজন অন্ধ। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাইলেন এবং তাদের কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন।

ফেরেশতা সর্ব প্রথম সেই শ্বেত-রোগীর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কী? সে বলল, সুন্দর রং ও সুন্দর ত্বক। অনন্তর আমার শরীর থেকে যদি এই শ্বেতী রোগ বিদূরিত হয়ে যায়, তাহলে মানুষ আমাকে দূরে ঠেলে দিবে না; ঘৃণা করবে না। একথা শোনার পর ফেরেশতা তার শরীরে হাত বুলিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই সে সুস্থ হয়ে উঠল। তার ত্বক ভালো হয়ে উঠল। রংও সুন্দর হয়ে উঠল। অতঃপর ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে সর্বাধিক আকর্ষণীয় সম্পদ কী? সে বলল, উট। ফেরেশতা তাকে একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী প্রদান করে বললেন, আল্লাহ এতে বরকত দান করুন!

অতঃপর ফেরেশতা উপস্থিত হলেন টাকওয়ালার কাছে। তাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় বস্তু কী? সে বলল, আমার মাথায় যদি সুন্দর চুল গজাত আর এই টাক-বিমারীটা দূরীভূত হত, তাহলে মানুষ আমাকে ঘৃণা করত না। ফেরেশতা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। হাত বুলাতেই তার মাথার টাক ভাল হয়ে গেল। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ কী? সে বলল, গাভী! ফেরেশতা তাকে একটি গর্ভবতী গাভী প্রদান করলেন এবং বললেন, আল্লাহ এটাকে বরকতময় করুন!

১. رواه البخارى فى كتاب الانبياء – حديث ابرص واقرع واعمى، ومسلم فى كتاب الزهد – ال فصل فى حديث الابرص والاقرع والاعمى

অতঃপর ফেরেশতা উপস্থিত হলেন অন্ধের কাছে। বললেন, তোমার কী চাই- বল। সে বলল, আল্লাহ যদি আমাকে দৃষ্টি দান করতেন তাহলে সকল মানুষকে দেখতে পেতাম! ফেরেশতা তার চোখের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে দৃষ্টিসম্পন্ন করে দিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, সম্পদের মধ্যে তোমার পছন্দের জিনিস কোনটি? সে বলল, বকরী। ফেরেশতা তাকে একটি গর্ভবতী বকরী প্রদান করলেন।

তিনজনের জানোয়ারগুলোই বাচ্চা প্রসব করল। অনেক বাচ্চা দিল। অল্প দিনের মধ্যেই তাদের উট, গরু আর ছাগলের পালে প্রান্তর ভরে উঠল।

তার পর একদিন আল্লাহর নির্দেশে সেই ফেরেশতা পূর্বের আকৃতিতে অবতীর্ণ হলেন। তিনি প্রথমে সেই শ্বেত-রোগীর কাছে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, আমি একজন অসহায় মিসকীন মুসাফির; আমার সফরের সব সম্বল শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ ছাড়া আমার ঘরে পৌঁছার কোনো পাথেয় হাতে নেই। আর তুমি আমার ভরসা। আমি তোমার কাছে ঐ আল্লাহর নামে একটি উট যাচনা করছি, যিনি তোমাকে উন্নত ত্বক ও সুন্দর রং দান করেছেন। আমাকে একটি উট দিলে আমি তাতে সওয়ার হয়ে আপন ঘরে পৌঁছতে পারব।

লোকটি ধমকের সুরে বলল, দূর হও এখান থেকে। আমার উপর অনেক দায়িত্ব আছে, সেগুলো আঞ্জাম দিতে হবে। তোমাকে দান করার কোনো সুযোগ নেই। ফেরেশতা বললেন, আমি মনে হয় তোমাকে চিনি।[১] তুমি কি এক সময় শ্বেত-রুগী ছিলে না? তখন মানুষ তোমাকে ঘৃণার চোখে দেখত। তুমি গরীব নিঃস্ব ছিলে। তারপর আল্লাহ তাআলাই তোমাকে এই বিশাল ধন-সম্পদ দান করেছেন। সে বলল, খুব সুন্দর বলছ তো! আরে এই সম্পদ তো আমার কয়েক পুরুষ ধরে বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। বাপ-দাদাদের আমল থেকেই তো আমাদের এই ধন-দৌলত। ফেরেশতা বললেন, যদি তুমি মিথ্যা বলে থাক, তাহলে আল্লাহ তাআলা যেন তোমাকে পূর্বের মত করে দেন।

তার পর ফেরেশতা সেই পূর্বের বেশে টাকওয়ালার কাছে হাজির হলেন। তাকেও প্রশ্ন করলেন। সেও শ্বেতী ব্যক্তির মতই উত্তর দিল।

১. ফেরেশতা নিঃসন্দেহে তাকে চিনেছিলেন। এরপরও 'মনে হয়' বলেছেন, যেন সে একটু ভেবে-চিন্তে কথা বলে। মুখের ওপর অস্বীকার না করে বসে।

ফেরেশতা প্রতি উত্তরে বললেন, তুমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিবেন।

সবশেষে ফেরেশতা সেই পূর্বের আকৃতিতে অন্ধের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি অন্ধকে বললেন, আমি একজন মুসাফির। আমার সফরের সম্বল ফুরিয়ে গেছে। এখন আল্লাহ আর তুমি ছাড়া আমার কোনো উপায়-অবলম্বন নেই। যে মহান সত্তা তোমাকে দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দান করেছেন, আমি তাঁর নামে তোমার কাছে একটি ছাগল চাই। আমি এর দ্বারা আমার প্রয়োজন পূরণ করত সফর সমাপ্ত করব। সে বলল, সত্যিই আমি অন্ধ ছিলাম। পরম করুণাময় আল্লাহ তাঁর একান্ত রহমতের ওছীলায়ই আমাকে দৃষ্টি দান করেছেন। তোমার যত মনে চায় নিয়ে যাও। আর যা ইচ্ছা রেখে যাও। আল্লাহ্‌র কসম! আমি কোনো বিষয়েই তোমাকে বাধা দিব না।

ফেরেশতা বললেন, তোমার সম্পদ তোমার কাছেই থাকুক। আমার কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। তোমাদের তিনজনের পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল। আর তা হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট আর ঐ দুইজনের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

ফায়দা: লক্ষ করার বিষয় হল, শ্বেত-রুগী এবং টাকওয়ালা অকৃতজ্ঞতার ফলে কত বঞ্চিত হল। তাদের সকল সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হল। তারা পূর্বের মত নিঃস্ব হয়ে গেল। অধিকন্তু আল্লাহ তাআলাও তাদের প্রতি নারাজ হলেন। ইহকাল-পরকাল উভয় জগতে তারা ব্যর্থ হল। আর অন্ধ ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা ও দানের ফলে তার সকল নেয়ামতও বহাল রইল, আল্লাহও তার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানেই সে সফলকাম।

দান-সদকা দ্বারা আল্লাহর রোষ প্রশমিত হয় এবং মন্দ মৃত্যু রোধ হয়

দান-সদকার আর একটি ফযীলত হল দান-সদকা দ্বারা আল্লাহ্‌র রোষ প্রশমিত হয় এবং মন্দ মৃত্যু রোধ হয়। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ. رواه الترمذى

فى ابواب الزكوة– باب ما جاء فى فضل الصدقة و قال : هذا حديث حسن غريب.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দান আল্লাহ তাআলার রোষ প্রশমিত করে এবং মন্দ মৃত্যু রোধ করে। (তিরমিযী)

দান-সদকার ছওয়াব মৃত্যুর পরও জারী থাকে

দান-সদকার আর একটি ফযীলত হল দান-সদকার মধ্যে যেগুলি সদকায়ে জারিয়া, তার ছওয়াব মৃত্যুর পরও জারী থাকে। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلٰثَةٍ اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهٗ. رواه مسلم فى كتاب الوصية – باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته. ورواه الترمذى فى ابواب الاحكام – باب ما جاء فى الوقف وقال: هذا حديث حسن صحيح. واللفظ لمسلم.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন মানুষ মারা যায়, তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল (–এর ছওয়াব) বন্ধ হয় না। সে তিনটি হল– সদকায়ে জারিয়া, ইল্‌ম –যা দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয়– এবং তার নেককার সন্তান যে তার জন্য দুআ করে। (মুসলিম ও তিরমিযী)

দান-সদকা দ্বারা কেয়ামতের দিন ছায়া লাভ

দান-সদকার আর একটি ফযীলত হল দান-সদকা দ্বারা কেয়ামতের দিন বিশেষ ছায়া লাভ হবে। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ صَدَقَتُهٗ. رواه احمد فى مسنده حديث رقم ٢٣٣٨٣ واسناده صحيح كذا فى هامشه. ورواه ابن خزيمة فى صحيحه حديث رقم ٢٤٣٢.

অর্থাৎ, তাবেয়ী হযরত মারছাদ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ (রহ.) বলেন, আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর জনৈক সাহাবী বলেছেন

www.maktabatulabrar.com

যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন– কেয়ামতের দিন মুমিনের ছায়া হবে তার দান-সদকা। (মুসনাদে আহমদ ও সহীহ ইব্‌নে খুযায়মা)

দান-সদকা দ্বারা জান্নাতের বিশেষ দরজা দিয়ে প্রবেশের অধিকার লাভ

দান-সদকার আর একটি ফযীলত হল দান-সদকা দ্বারা জান্নাতের বিশেষ দরজা দিয়ে প্রবেশের অধিকার লাভ হবে। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ نُوْدِىَ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلٰوةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلٰوةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ بِاَبِىْ وَاُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا عَلٰى مَنْ دُعِىَ مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ مِنَ الضَّرُوْرَةِ، فَهَلْ يُدْعٰى اَحَدٌ مِّنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ نَعَمْ وَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ.

رواه البخارى فى كتاب الصوم – باب الريان للصائمين.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি (কোনো জিনিসের) এক জোড়া আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করবে, তাকে (কেয়ামতের দিন) জান্নাতের সকল দরজা থেকে আহ্বান করা হবে এই বলে যে, হে আল্লাহর বান্দা! এই দরজাটি উত্তম! যে ব্যক্তি নামাযীদের অন্তর্গত হবে তাকে নামাযের দরজা দিয়ে আহ্বান করা হবে। যে ব্যক্তি মুজাহিদদের অন্তর্গত হবে তাকে জেহাদের দরজা দিয়ে আহ্বান করা হবে। যে ব্যক্তি রোযাদারদের অন্তর্গত হবে তাকে রাইয়্যান (তৃপ্তি) নামক দরজা দিয়ে আহ্বান করা হবে। যে ব্যক্তি দানকারীদের অন্তর্গত হবে তাকে দানের দরজা দিয়ে আহ্বান করা হবে। এ শুনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হোক ইয়া রসূলাল্লাহ! যে (ভাগ্যবান)

ব্যক্তিকে জান্নাতের দিকে আহ্বান করা হবে তার পক্ষে সব দরজা দিয়ে আহুত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই (এক দরজা দিয়ে আহুত হওয়াই যথেষ্ট।) তারপরও কি কেউ সকল দরজা দিয়ে আহুত হবে? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন হাঁ, আমি আশা করি আপনি তাদের একজন হবেন। (বোখারী)

দান-সদকার ফযীলত ও ফায়দা সম্পর্কিত দীর্ঘ আলোচনার সারসংক্ষেপ হল– দান-সদকার বিশেষ ১০টি ফায়দা ও ফযীলত রয়েছে। যথা–

১. দান-সদকা একটি ঈর্ষণীয় বিষয়।
২. দান-সদকা দ্বারা সম্পদে বরকত হয়।
৩. দান-সদকার ছওয়াব অনেক গুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়।
৪. দান-সদকা দ্বারা গোনাহ মোচন হয়।
৫. দান-সদকা দ্বারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ হয়।
৬. দান-সদকা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য ও জান্নাত লাভ হয়।
৭. দান-সদকা দ্বারা আল্লাহর রোষ প্রশমিত হয় এবং মন্দ মৃত্যু রোধ হয়।
৮. দান-সদকার ছওয়াব মৃত্যুর পরও জারী থাকে।
৯. দান-সদকা দ্বারা কেয়ামতের দিন ছায়া লাভ হয়।
১০. দান-সদকা দ্বারা জান্নাতের বিশেষ দরজা দিয়ে প্রবেশের অধিকার অর্জিত হয়।

সদকায়ে জারিয়া প্রসঙ্গ

"সদকায়ে জারিয়া" বলা হয় যে সদকার ছওয়াব একবারে শেষ হয়ে যায় না বরং তার ছওয়ারপ্রাপ্তি জারি তথা অব্যাহত থাকে। এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلٰثَةٍ اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهٗ. رواه مسلم فى كتاب الوصية – باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته. ورواه الترمذى فى ابواب الاحكام – باب ما جاء فى الوقف وقال: هذا حديث حسن صحيح. واللفظ لمسلم.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার আমল (ও তার ছওয়াব) বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমল (যার ছওয়াব বন্ধ হয়না)– সদকায়ে জারিয়া, ইল্‌ম –যা দ্বারা মানুষের উপকার সাধিত হয়– এবং সু সন্তান যে তার জন্য দুআ করে। (মুসলিম ও তিরমিযী)

দান-সদকা না করার ক্ষতি

দান-সদকা করার যেমন অনেক ফায়দা ও ফযীলত রয়েছে, তেমনি দান-সদকা না করার অনেক ক্ষতিও রয়েছে। নিম্নে কয়েকটা ক্ষতি সম্পর্কে হাদীছের বর্ণনা পেশ করা হল–

عَنْ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَلَا بَخِيْلٌ وَلَا مَنَّانٌ. رواه الترمذى فى ابواب البر والصلة – باب ما جاء فى البخل، وقال هذا حديث حسن غريب.

অর্থাৎ, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে প্রবেশ করবে না প্রতারক, কৃপণ এবং যে ব্যক্তি দান করে খোঁটা দেয়। (তিরমিযী)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَسْمَآءَ رضـ اَنَّهَا جَآئَتْ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: لَا تُوْعِىْ فَيُوْعِىَ اللّٰهُ عَلَيْكِ اَرْضِخِىْ مَا اسْتَطَعْتِ. وَفِىْ رِوَايَةٍ لَا تُحْصِىْ فَيُحْصِىَ اللّٰهُ عَلَيْكِ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الزكاة – باب الصدقة فيما استطاع، ورواه مسلم فى كتاب الزكاة – باب الحث على الانفاق وكراهة الاحصاء. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আছমা বিনতে আবী বকর (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দান করতে থাকবে ধরে রাখবে না, অন্যথায় আল্লাহও তোমার ব্যাপারে ধরে রাখবেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে– এবং হিসাব করবে না, তাহলে আল্লাহও তোমাকে দিতে হিসাব করবেন। (বোখারী ও মুসলিম)

www.maktabatulabrar.com

মসজিদ নির্মাণের ফযীলত

মসজিদ নির্মাণের ফযীলত অনেক বড়। মসজিদ নির্মাণ করা দ্বারা জান্নাত লাভ করা যায়। হযরত উছমান (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীছে এসেছে– তিনি বলেন,

عَنْ عُثْمَانَ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ بَنٰى مَسْجِدًا لِلّٰهِ بَنَى اللّٰهُ لَهٗ فِى الْجَنَّةِ مِثْلَهٗ. رواه مسلم فى كتاب الصلوة – باب فضل بناء المسجد والحث عليها وفى كتاب الزهد – باب فضل بناء المساجد.

অর্থাৎ, হযরত উছমান (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা: হাদীছে বর্ণিত হয়েছে– যে ব্যক্তি একটি মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। এখন প্রশ্ন হল যদি কেউ একা পূর্ণ মসজিদ নির্মাণ করতে না পারে বরং মসজিদ নির্মাণ কাজে কিছু অর্থ দিয়ে শরীক হয়, এরূপ ব্যক্তির জন্য জান্নাতে ঘর নির্মিত হবে কি না? এর উত্তর হল আল্লাহর রহমতের ভিত্তিতে আশা করা যায় এরূপ ব্যক্তির জন্যও জান্নাতে ঘর নির্মিত হবে।

বিভিন্ন রকম দান-সদকার ফযীলত

কোন বস্ত্রহীন মুসলমানকে বস্ত্র দান করা, কোনো ক্ষুধার্ত মুসলমানকে আহার করানো এবং কোনো পীপাসার্ত মুসলমানকে পানি পান করানোও অনেক বড় বড় ফযীলতের আমল। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلٰى عُرْيٍ كَسَاهُ اللّٰهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَاَيُّمَا مُسْلِمٍ اَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلٰى جُوْعٍ اَطْعَمَهُ اللّٰهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَاَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقٰى مُسْلِمًا عَلٰى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ. رواه ابو داود فى كتاب الزكاة – باب فى فضل سقى الماء.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে কোনো মুসলমান অন্য কোনো বস্ত্রহীন মুসলমানকে বস্ত্র দান করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের সবুজ কাপড় পরিধান করাবেন। যে কোনো মুসলমান অন্য কোনো ক্ষুধার্ত মুসলমানকে আহার করাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফল থেকে আহার করাবেন। যে কোনো মুসলমান অন্য কোনো পীপাসার্ত মুসলমানকে পানি পান করাবে, আল্লাহ তাকে "রহীকে মাখ্‌তূম" থেকে পান করাবেন। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা: "রহীকে মাখ্‌তূম" হল মেশ্‌ক দ্বারা মোহরকৃত বিশুদ্ধ পানি যা জান্নাতীদেরকে পান করতে দেওয়া হবে।

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا اِلَّا كَانَ فِىْ حِفْظٍ مِّنَ اللّٰهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ خِرْقَةٌ. رواه الترمذى فى صفة القيامة والرقائق والورع حديث رقم ٢٤٨٤، وقال: هذه حديث حسن غريب.

অর্থাৎ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি– যে কোনো মুসলমান অন্য কোনো মুসলমানকে কাপড় পরিধান করাবে, সে আল্লাহর হেফাজতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই কাপড়ের একটা টুকরাও তার শরীরে থাকবে। (তিরমিযী)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهٗ بِهٖ صَدَقَةٌ. رواه البخارى فى ابواب الحرث والمزارعة – باب فضل الزرع والحرث اذا اكل منه. ورواه الترمذى فى ابواب الاحكام – باب ما جاء فى فضل الغرس وقال: هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত আনাস ইব্নে মালেক (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোনো মুসলমান কোনো বৃক্ষ রোপন করলে বা কোনো ক্ষেত লাগালে আর তা থেকে কোন পাখি বা মানুষ বা প্রাণী আহার করলে তার বিনিময়েও তার সদকার ছওয়াব হবে। (বোখারী ও তিরমিযী)

আত্মীয়-স্বজনকে দান করার ফযীলত

আত্মীয়-স্বজনকে দান করা আত্মীয়তার একটি দাবী। আত্মীয়-স্বজন অভাবী হলে তাদের আর্থিক সহযোগিতা করা তাদের হক। এই হক আদায় করার অনেক বড় মর্তবা রয়েছে। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَهِىَ عَلٰى ذِى الرَّحْمِ اِثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ. رواه احمد فى مسنده حديث رقم ١٢١٨٨٨ واسناده صحيح كذا فى هامشه. ورواه الترمذى فى ابواب الزكاة – باب ما جاء فى الصدقة على ذى القرابة.

অর্থাৎ, হযরত সালমান ইব্নে আমের (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সাধারণ অভাবীকে সদকা করা দ্বারা শুধু সদকার ছওয়াব পাওয়া যায় আর আত্মীয়-স্বজনকে সদকা করা দ্বারা দ্বিগুণ ছওয়াব পাওয়া যায়– সদকার ছওয়াব ও আত্মীয়তা সুরক্ষার ছওয়াব। (মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী)

যাকাত ও দান-সদকায় কষ্ট বোধ হওয়ার প্রতিকার

ধন-সম্পদের যাকাত দিতে কষ্ট বোধ করা বোকামী। কারণ ধন-সম্পদের আসল মালিক হলেন আল্লাহ তাআলা। আমরা শুধু সম্পদ নাড়াচাড়া করার মালিক। আসল মালিক যেভাবে বলবেন সেভাবেই এটা নাড়াচাড়া করব। এখন যদি আমরা আল্লাহর হুকুমমত সম্পদ ব্যয় না করি, তাহলে বুঝা যাবে আমরা আল্লাহকে সম্পদের আসল মালিক মনে করছি না। বরং নিজেদেরকেই আসল মালিক মনে করছি। অতএব নিজেকে অন্যের মালের মালিক মনে করা বোকামী বৈ কি? যখন আমাদের এই

www.maktabatulabrar.com

বিশ্বাস থাকবে যে, আমাদের সম্পদের আসল মালিক হলেন আল্লাহ পাক, তখন আল্লাহর হুকুমমত সম্পদ ব্যয় করতে কষ্ট বোধ হবে না। এ জন্যই আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমে বহু স্থানে ব্যয় করার কথা বলেছেন এভাবে–

اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ.

অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে তোমরা ব্যয় কর। (সূরা মুনাফিকূন : ১০)

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, আল্লাহ তাআলা এভাবে বলেননি যে, তোমাদের সম্পদ ব্যয় কর, বরং বলেছেন, আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর। এভাবে বলে বোঝানো হয়েছে যে, আমার দেওয়া সম্পদ, আমার হুকুমে ব্যয় করবে তাতে এত কার্পন্য কেন? তাতে এত দ্বিধা-সংশয় কেন? যেমন– কোনো মালিক যদি তার ক্যাশিয়ারকে বলে, তোমাকে এই এত লক্ষ বা এত কোটি টাকা দিলাম, এ থেকে কর্মচারীদের বেতন দিয়ে দাও, তাহলে ঐ ক্যাশিয়ার ঐ লক্ষ টাকা বা কোটি টাকা মালিকের হুকুম মোতাবেক দিয়ে দিবে, তাতে তার একটুও কার্পন্য বা দ্বিধা-দন্দ্ব আসবে না। কারণ, সে জানে যে, এটা তার টাকা নয় বরং মালিকের টাকা, আর মালিকই হুকুম দিয়েছেন ব্যয় করতে, অতএব তার ব্যয় করতে কষ্ট বোধ করার কী আছে? এরকম মনোভাব সৃষ্টি করার জন্যই আল্লাহ্ পাক বলেছেন, "আমি তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছি, তা থেকে তোমরা ব্যয় কর।"

আরও মনে রাখতে হবে– সম্পদ আল্লাহ্র অনুগ্রহে অর্জিত হয়ে থাকে, মানুষ নিজের বাহুবলে, নিজের মেধাবলে, নিজের জ্ঞানবলে সম্পদ উপার্জন করতে পারে না। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে বলা হয়েছে,

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ, তোমরা নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর আল্লাহর অনুগ্রহ সান্ধানে বের হয়ে যাও। অর্থাৎ, সম্পদ সন্ধানে বের হয়ে যাও।
(সূরা জুমুআ : ১০)

এ আয়াতে তোমরা সম্পদ সন্ধানে বের হও- এটা না বলে বলা হয়েছে, আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে বের হও। এতে করে বোঝানো হয়েছে

যে, সম্পদ হল আল্লাহর অনুগ্রহ। আল্লাহর অনুগ্রহেই সম্পদ অর্জিত হয়ে থাকে। কাজেই এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, সম্পদ দিয়ে আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। এটা আমার শক্তিবলে, আমার বাহুবলে অর্জিত হয়নি। অতএব যিনি অনুগ্রহ করে দান করেছেন তাঁরই হুকুমমত ব্যয় করা উচিত।

সম্পদ আল্লাহ্‌র মেহেরবানী, সম্পদ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এ কথাটা ভোলা উচিত নয়। আল্লাহ তাআলা সকাল বেলার বাদশাহকে বিকেল বেলায় ফকীর করে দিতে পারেন– একথাটাও মনে রাখা দরকার। সম্পদ আল্লাহ দেন, আবার তিনি তা নিয়েও নিতে পারেন। অতএব আল্লাহ তাআলা যেভাবে সম্পদ ব্যয় করতে বলেছেন, সেভাবেই ব্যয় করা উচিৎ।

ক্বানাআত বা অল্পেতুষ্টির ফায়দা

অল্পে তুষ্ট থাকাকে বলে ক্বানাআত। জীবিকার ব্যাপারে, অর্থ উপার্জনের ব্যাপারে সদুপায়ে চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু সীমাহীন দুরাকাংখাকে মনে স্থান দেওয়া যাবে না বরং বৈধ উপায়ে স্বাভাবিক চেষ্টা সাধনার পর যা পাওয়া যাবে তাতেই তুষ্ট থাকতে হবে। এতেই প্রকৃত শান্তি। অন্যথায় অগাধ অর্থ-কড়ির উপর শুয়ে থেকেও মনে শান্তি জুটবে না। অগাধ অর্থ-কড়ির মালিক হলেও তৃপ্তি আসবে না বরং আরও চাই আরও চাই– এরূপ অভাববোধ থেকে যাবে। এক হাদীছে এ কথাই এসেছে–

عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغٰى وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ اِبْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابُ. وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ. رواه مسلم فى كتاب الزكوة – باب كراهة الحرص على الدنيا.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বনী আদমের যদি দুই উপত্যকা ভরা মালও থাকে তবুও সে তৃতীয় আর এক উপত্যকার কামনা করবে। (কবরের) মাটি ব্যতীত বনী আদমের পেট ভরবে না। (মুসলিম)

কানাআত বা অল্পেতুষ্টির জীবন শান্তি ও কামিয়াবীর জীবন। এ সম্বন্ধে এক হাদীছে এসেছে–

www.maktabatulabrar.com

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ. رواه الترمذى فى ابواب الزهد – باب ما جاء فى الكفاف والصبر عليه. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সেই ব্যক্তি নিশ্চিত কামিয়াব, যে মুসলমান এবং তাকে চলনসই রিযিক দান করা হয়েছে আর আল্লাহ তাকে কানাআত দান করেছেন। (তিরমিযী)

কানাআত গুণ অর্জন করার পদ্ধতি

দুনিয়ার মহব্বত ও সম্পদের মোহ অন্তর থেকে দূরীভূত করতে হবে, তাহলে অল্পেতুষ্টির গুণ অর্জিত হয়। আর তাহলেই আরও সম্পদ চাই আরও সম্পদ চাই এরূপ চিন্তায় পেরেশানী হবে না এবং সম্পদ কমে যাওয়ার চিন্তায় যাকাত ও সদকা প্রদান করতেও দ্বিধা আসবে না বরং যাকাত ও সদকা প্রদানের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তাতেই মনের তৃপ্তি থাকবে।

ত্যাগ ও বদান্যতার ফযীলত

ত্যাগ হল কৃপণতার বিপরীত এবং দানশীলতার চূড়ান্ত পর্যায়। আর বদান্যতা অর্থ দানশীলতা। দানশীলতার তিনটি স্তর রয়েছে। যথা–

১. নিজের প্রয়োজন পূরণে যেন কোনোরূপ ব্যাঘাত না ঘটে এই পরিমাণ অন্যের জন্য খরচ করা।

২. অন্যকে এই পরিমাণ দান করা, যার সমপরিমাণ বা তার চেয়ে কিছুটা কম নিজের কাছে অবশিষ্ট থাকে।

৩. নিজের প্রয়োজনে ব্যয় না করে নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেওয়া। এই শেষোক্ত পর্যায়টিকে বলা হয় ত্যাগ।

নিজের প্রয়োজনের উপর অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য প্রদান তথা ত্যাগ গুণ আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় গুণ। ত্যাগ দ্বারা আল্লাহ তাআলা খুশী হন। এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা শুনুন। ঘটনাটি বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।[১] হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বয়ান করেন যে, একদা এক

১. رواه البخارى فى المناقب – باب ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ورواه مسلم فى كتاب الاضاحى – باب اكرام الضيف وفضل ايثاره ॥

ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসল। সে তার প্রচণ্ড ক্ষুধা পাওয়ার কথা জানাল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামম বিবিদের কাছে খবর পাঠালেন ঘরে কোনো খাবার আছে কি না। ঘর থেকে জবাব আসল পানি ব্যতীত ঘরে আর কোনো খাদ্য-পানীয় নেই। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিলেন কেউ আছ কি এই লোকটিকে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করবে? তখন একজন আনসারী সাহাবী বললেন, আমি প্রস্তুত আছি ইয়া রসূলাল্লাহ! এই বলে তিনি ঘরে গিয়ে বিবিকে বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মেহমান নিয়ে এসেছি। বিবি জানাল ঘরে বাচ্চাদের খাবার ব্যতীত আর কোনো খাবার নেই। তিনি বিবিকে বললেন, রাতের খাবার সময় হলে বাচ্চাদেরকে ঘুমিয়ে দিবে, বাতি নিভিয়ে দিবে, আর আমরা খাওয়ার ভান করে হাত নাড়াতে থাকব, ইত্যবসরে মেহমান তৃপ্তিভরে খেয়ে নিবে। তারা তাই করল- বাচ্চাদেরকে ঘুমিয়ে দিল, বিবি বাতি ঠিক করার বাহানায় তা নিভিয়ে দিল, আর মেহমানের সঙ্গে তারা হাত নাড়াতে থাকল। মেহমান মনে করল তারাও তার সঙ্গে খাচ্ছে। পরদিন সকালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত সাহাবীকে জানালেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের ঘটনায় খুশি হয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে এই আয়াত নাযেল করেছেন-

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.

অর্থাৎ, তাঁরা নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় যদিও তাদের অভাব ও প্রয়োজন থাকে। (সূরা হাশর : ৯)

উল্লেখ্য- উক্ত আনসারী সাহাবী হলেন হযরত আবূ তালহা (রা.), মতান্তরে হযরত ছাবেত ইবনে কায়স (রা.), মতান্তরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রা.)।

যুহ্দ বা দুনিয়ার মোহ ত্যাগ প্রসঙ্গ

বৈধ আসবাব ও সম্পদ বর্জন করা নয় বরং সম্পদের মোহ বর্জন করার নাম হল যুহ্দ। সম্পদ পেলেও খুব আনন্দিত নয়, আবার না পেলেও বা পেয়ে হাতছাড়া হলেও দুঃখিত নয়- মনের এই অবস্থাই হল যুহ্দের উচ্চ স্তর। একজন যাহেদ বা দুনিয়ার মোহত্যাগকারী ব্যক্তি সম্পদ

www.maktabatulabrar.com

উপার্জনের জন্য চেষ্টা করবে সম্পদের প্রতি মোহের কারণে নয় বা প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে নয় বরং প্রয়োজন পূরণ করার এবং আল্লাহর হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে। তার নজর থাকবে আল্লাহ ও আল্লাহর নিকট যে পুরস্কার রয়েছে তার প্রতি, পার্থিব সম্পদের প্রতি নয়।

যুহ্দ অর্জন এবং দুনিয়ার মোহ বর্জনের উপায় হল এই চিন্তা করা যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং আখেরাত চিরস্থায়ী, দুনিয়ার সব কিছুই ত্রুটিপূর্ণ ও দোষযুক্ত আর পরকারের সবকিছু ত্রুটিমুক্ত ও দোষমুক্ত। এরূপ চিন্তা করলে মন থেকে দুনিয়ার মোহ হ্রাস পেতে থাকে।

অভাব-অনটনের ফযীলত

অভাব-অনটনকে শাস্তি হিসাবে এবং কষ্টের বিষয় হিসাবে না দেখে ফযীলতের বিষয় হিসাবে দেখা চাই। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভাবের যিন্দেগী পছন্দ করে নিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার জন্য মক্কার বাতহা এলাকাকে (আর এক বর্ণনা মোতাবেক মদীনার উহুদ পাহাড়কে) স্বর্ণের বানিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি বরং এক বেলা খেয়ে শোকর আদায় ও আর এক বেলা না খেয়ে সবর করার যিন্দেগীকে পছন্দ করেছেন।[১] কেননা অভাব-অনটনের যিন্দেগী ফযীলতের যিন্দেগী। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَآءَ وَاَطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَآءَ. متفق عليه. رواه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء - باب اكثر اهل الجنة الفقراء الخ و رواه البخارى عن عمران بن حصين فى كتاب الرقاق - باب فضل الفقر.

---

١. رواه الترمذى فى ابواب الزهد - باب ما جاء فى الكفاف والصبر عليه وقال: حديث حسن. ومتنه عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهبا قلت لا يا رب ولكن اشبع يوما واجوع يوما او قال ثلاثا او نحو هذا فاذا جعت تضرعت اليك وذكرتك فاذا شبعت شكرتك وحمدتك ॥

অর্থাৎ, হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি জান্নাতে তাকিয়ে দেখলাম তার অধিবাসীদের সিংহভাগ হল দরিদ্র শ্রেণীর লোক। আর জাহান্নামে তাকিয়ে দেখলাম তার অধিবাসীদের সিংহভাগই নারী সম্প্রদায়। (বোখারী ও মুসলিম)

অভাব-অনটনের ফযীলত বয়ান করে আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَدْخُلُ الْفُقَرَآءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْاَغْنِيَآءِ بِخَمْسِ مِأَةِ عَامٍ نِصْفِ يَوْمٍ. رواه الترمذى فى ابواب الزهد – باب ما جاء ان فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل اغنيائهم وقال هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, গরীবেরা ধনীদের চেয়ে পাঁচশত বৎসর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর এই পাঁচশত বৎসর হল পরকালের অর্ধদিন। (তিরমিযী)

অভাব-অনটনের ফযীলত বয়ান করে আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَضِىَ مِنَ اللّٰهِ بِالْيَسِيْرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِىَ اللّٰهُ مِنْهُ بِالْيَسِيْرِ مِنَ الْعَمَلِ. رواه البيهقى فى شعب الايمان فى باب فى تعديد نعم الله عزوجل وشكرها. حديث رقم ٤٥٨٥.

অর্থাৎ, হযরত আলী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অল্প রিযিকে সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ তার অল্প আমলে সন্তুষ্ট হন। (শুআবুল ঈমান)

সারকথা– পূর্বে উল্লেখিত ৩টি হাদীছের আলোকে অভাব-অনটনের বিশেষ ৩টি ফযীলত হল–

১. জান্নাতের সিংহভাগ মানুষ অভাবীদের মধ্য থেকে হবে।

২. অভাবী মানুষেরা ধনীদের চেয়ে পাঁচশত বৎসর পূর্বে জান্নাতে যাবে।

www.maktabatulabrar.com

৩. আল্লাহ তাআলা অভাবী মানুষের অল্প আমলে সন্তুষ্ট হন।

উল্লেখ্য, অভাব-অনটনের এই ফযীলতের কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভাবের যিন্দেগীকে পছন্দ করে নিয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরামও অভাবের যিন্দেগীকে পছন্দ করতেন। সাহাবায়ে কেরামের শেষ যুগে বিভিন্ন দেশ বিজয়ের ফলে যখন সাহাবায়ে কেরামের কাছে সম্পদ আসতে শুরু করেছিল, তখন সাহাবায়ে কেরাম পেরেশান হয়ে উঠছিলেন এই ভেবে যে, আমাদের নেক আমলের বদলা কি দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে!

অভাব-অনটনের যিন্দেগীতে আরও অনেক ফায়দা রয়েছে। অভাবী লোকেরা এমন সব গোনাহ থেকে সহজে বিরত থাকতে পারে, যেগুলোতে সম্পদশালীরা লিপ্ত হয়ে থাকে। সম্পদ থাকার কারণে সম্পদশালীরা বিভিন্ন রকম গোনাহের উপকরণ সহজে সংগ্রহ করতে পারে। ফলে তারা সেই সব উপকরণ সংগ্রহ করে গোনাহে লিপ্ত হয়। অভাবী লোকেরা সহজে সেসব গোনাহ থেকে বিরত থাকতে পারে। এ কারণে এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের অভাবকে ভয় করি না। বরং আমি ভয় করি তোমাদের কাছে প্রচুর দুনিয়ার সম্পদ আসবে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের কাছে এসেছিল। এমন হলে সেই সম্পদ তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।[১]

আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমীন!

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত

১. مسلم كتاب الزهد ॥

سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ. (رواه احمد)

(কুরবানী) তোমাদের পিতা ইবরাহীমের আদর্শ।
(মুসনাদে আহমদ)

www.maktabatulabrar.com

অষ্টম অধ্যায়

ফাযায়েলে কুরবানী ও আকীকা

بسم الله الرحمن الرحيم

অষ্টম অধ্যায়

ফাযায়েলে কুরবানী ও আকীকা

কুরবানীর হাকীকত

কুরবানী অর্থ ত্যাগ। ঈদুল আযহার দিনে আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যে জানোয়ার জবাই করা হয়। এর মাধ্যমে মালের ত্যাগ স্বীকার করা হয়, মালের কুরবানী দেওয়া হয়, এজন্যেই একে কুরবানী বলা হয়।

ইসলামে অনেক ধরনের কুরবানী বা ত্যাগের বিধান রয়েছে। যথা–

(এক) জানের কুরবানী। যেমন– নামায, রোযা, হজ্জ, জেহাদ ইত্যাদির বিধান। এগুলো পালন করতে গিয়ে জানকে কিছুটা কষ্ট দিতে হয়, দেহকে কষ্ট দিতে হয়। এমনকি জেহাদে গেলে নিজের জীবনটিও চলে যেতে পারে। এ হল জানের কুরবানী।

(দুই) মালের কুরবানী। যেমন– যাকাত, ফিত্‌রা, কুরবানী, দান-সদ্‌কা ইত্যাদির বিধান। এসব বিধান পালনের মাধ্যমে মালের কুরবানী দেওয়া হয়। হজ্জের মধ্যে জান ও মাল উভয়ের কুরবানী হয়।

www.maktabatulabrar.com

(তিন) মনের কুরবানী। মনের কুরবানী অর্থাৎ, মনের চাহিদার কুরবানী, মনের খাহেশ এবং চাহাতের কুরবানী। এই কুরবানীই হল সবচেয়ে বড় কুরবানী। কারণ, মানুষের পক্ষে জান-মাল ব্যয় করা সহজ অর্থাৎ, জান মালের কুরবানী দেওয়া সহজ, কিন্তু মনের কুরবানী দেওয়া কঠিন। মানুষ অকাতরে নিজের সম্পদ ব্যয় করতেও সহজে প্রস্তুত হয়ে যায়, কিন্তু নিজের মনের ধ্যান-ধারণা, নিজের মনের বুঝ, নিজের মনের যুক্তি ছাড়তে সহজে প্রস্তুত হয় না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর যুগে কাফেররা মুসলমানদের বিরোধিতায় প্রচুর সম্পদ ব্যয় করেছে, এমনকি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নিজেদের জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছে, তবুও নিজেদের মনে কুফ্‌র শির্‌কের যে ধ্যান-ধারণা ছিল সেটা ত্যাগ করতে রাজী হয়নি। অর্থাৎ, সব কিছু কুরবানী দিতে তারা রাজি হয়েছে, কিন্তু মনের কুরবানী দিতে তারা রাজী হয়নি। দেখা গেল মনের কুরবানীই সবচেয়ে কঠিন।

মনের কুরবানী সবচেয়ে বড় কুরবানী। ঈদুল আযহায় যে কুরবানী করা হয়, সেখানে জানোয়ার জবাই করার মাধ্যমে মালের কুরবানী হয়, সেই সঙ্গে মনেরও কুরবানী হয়। কুরবানীর জন্তু জবাই করতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, এই অর্থের প্রতি মনের যে মায়া, সেই মায়াকে ত্যাগ করে কুরবানী করতে হয়। কুরবানী করতে গেলে মনের মধ্যে গোশ্‌ত খাওয়ার চেতনাই মূল হয়ে দাঁড়াতে চায়, মনের এই চেতনাকেও কুরবানী দিতে হয় এবং একমাত্র আল্লাহ পাককে রাজী খুশী করার নিয়তেই কুরবানী করতে হয়। কুরবানীর জন্তু ক্রয় করার সময় মনের মধ্যে আসতে চায় যে, দামী জন্তু ক্রয় করব, কিংবা যেটি ক্রয় করব সেটিকে সাজিয়ে পরিয়ে মহড়া দিব, তাহলে মানুষ জানবে যে অমুকে এই জন্তুটি কুরবানী দিতে যাচ্ছে। এভাবে মনের মধ্যে নাম-শোহরতের চেতনা এসে যেতে চায়। মনের এই চেতনাকেও কুরবানী দিতে হবে। এভাবে জন্তু কুরবানীর সঙ্গে সঙ্গে মনেরও কুরবানী হবে। বরং মনের কুরবানীই হল আসল। কারণ, মনের এই সব গলত খেয়াল ত্যাগ না করলে এই কুরবানীর আমলে এখ্‌লাস থাকবে না। আর কোনো আমলে এখ্‌লাস না থাকলে সেই আমলের কোনোই মূল্য নেই। কুরবানীর বিধান প্রবর্তিত হওয়ার মূল হল হযরত ইব্রাহীম (আ.)–এর পুত্রকে কুরবানী করার ঘটনা। সেখানেও মূল ছিল হযরত

ইব্রাহীম (আ.)–এর মনের কুরবানী। তিনি আল্লাহর হুকুমে তাঁর কাছে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস– পুত্রকে কুরবানী দেওয়ার জন্য মন থেকে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। এটাই ছিল তার মনের কুরবানী।

কুরবানীর ইতিহাস ও শিক্ষা

কুরবানীর বিধান প্রবর্তিত হওয়ার মূল হল হযরত ইব্রাহীম (আ.)–এর পুত্রকে কুরবানী করার ঘটনা।

হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে আল্লাহ পাক হুকুম দিয়েছিলেন সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কুরবানী দিয়ে দাও। তিনি আল্লাহ্‌র হুকুমে তাঁর কাছে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস– পুত্রকে কুরবানী দেওয়ার জন্য মন থেকে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। নিজের সন্তানের চেয়ে প্রিয় জিনিস দুনিয়াতে আর কী হতে পারে? সেই সন্তানকে কুরবানী দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে হুকুম দিয়েছিলেন। তাও কেমন পুত্র? প্রায় সারা জীবন হযরত ইব্রাহীম (আ.) ছিলেন নিঃসন্তান। সন্তানের জন্য তিনি আল্লাহর কাছে বারবার দুআ করেছেন। যখন তাঁর বয়স হয়েছে ১২০ বৎসর এবং তাঁর স্ত্রীর বয়স হয়েছে ৯৯ বৎসর, এ অবস্থায় আল্লাহ পাক তাঁকে একটি সন্তান দান করলেন, যার নাম ইসমাঈল। তারপর তিনি ইসহাক নামে আর এক সন্তান লাভ করেন। এই পুত্র[১] ইসমাঈল–এর বয়স যখন ৭ বৎসর অপর এক বর্ণনামতে ১৩ বৎসর হল, তখন হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ পাক আদেশ দিলেন, তোমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তুকে কুরবানী করে দাও।

নবীদের স্বপ্ন হয় ওহী। তাই নবীগণ যা স্বপ্ন দেখেন তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। নবীদের স্বপ্ন হল দলীল। তাই স্বপ্ন অনুযায়ী তিনি পুত্রকে কুরবানী করার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। আমাদের স্বপ্ন দলীল নয়। তাই আমরা যদি এমন কোনো স্বপ্ন দেখি যা শরীয়তে নেই, সেটা করা যাবে না। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে অমুক মাজারে শিরণী দাও বা নজর-নেওয়াজ দাও বা গরু ছাগল দাও, বা অমুক পূজামণ্ডপে সাপকে দুধ কলা দাও, তাহলে এসব স্বপ্ন অনুযায়ী আমল করা যাবে না। কারণ মাজারে শিরণী বা নজর-নেওয়াজ দেওয়া জায়েয নয়। এমনি ভাবে পূজামণ্ডপে কিছু দেওয়াও জায়েয নয়। কাজেই এসব স্বপ্ন অনুসারে কাজ করা যাবে না। তবে

১. এক বর্ণনা মতে ইসহাক।

www.maktabatulabrar.com

শরীয়তে জায়েয–এমন কোনো বিষয় যদি কেউ স্বপ্ন দেখে, তাহলে সে স্বপ্নের মূল্য রয়েছে।

আমাদের স্বপ্ন দলীল নয়। কারণ, ঘুমের মধ্যে আমাদের চেতনা ঠিক থাকে না। কি দেখেছি তা হয়ত সঠিকভাবে মনে নেই বা সঠিকভাবে তা বুঝতে পারিনি, কিংবা যা দেখেছি তা কি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে না শয়তানের পক্ষ থেকে তারও নিশ্চয়তা নেই। তাই আমাদের স্বপ্ন দলীল হতে পারে না। পক্ষান্তরে নবীগণ ঘুমালেও তাদের চেতনা সজাগ থাকে। হাদীছ শরীফে এসেছে– নবীদের চোখ ঘুমায় কিন্তু তাঁদের অন্তর জাগ্রত থাকে। তাই তাঁরা স্বপ্নে কি দেখেছেন তা সঠিকভাবে বুঝতেও পারেন, মনে রাখতেও পারেন। আর শয়তানের ওয়াছওয়াছা থেকেও আল্লাহ পাক তাদেরকে হেফাজতে রাখেন। তাই নবীগণের স্বপ্ন শরীয়তের দলীল হয়ে থাকে। হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাই স্বপ্নের আদেশ অনুযায়ী পুত্রকে কুরবানী করার জন্য মীনার ময়দানে নিয়ে গেলেন। কুরআন শরীফে এসেছে–

قَالَ يَا بُنَيَّ اِنِّىْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى.

অর্থাৎ, হযরত ইব্রাহীম (আ.) পুত্রকে বললেন, হে আমার প্রিয় ছেলে! আমি স্বপ্নে তোমাকে জবাই করার বিষয় দেখেছি, তুমি ভেবে দেখ এখন কি করণীয়। (সূরা সাফ্‌ফাত : ১০২)

হযরত ইব্রাহীম (আ.)–এর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে পুত্রকে কুরবানী করার হুকুম এসেছে। পুত্র এতে রাজী না থাকলেও তিনি তা করবেনই। তার পরও তিনি পুত্রের কাছে জানতে চাইলেন পুত্রকে পরীক্ষা করার জন্য। নবীর পুত্র পরীক্ষায় ফেল করার নয়। পুত্র জবাব দিল–

قَالَ يٰاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ، سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ.

অর্থাৎ, হে পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হচ্ছে তা-ই করুন, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। (প্রাগুক্ত)

তাঁরা পিতা পুত্র উভয়েই আল্লাহর হুকুমের সামনে নিজেদেরকে আত্মসমর্পনকারী হিসাবে প্রমাণিত করলেন। যাহোক হযরত ইব্রাহীম (আ.) পুত্রকে যবাই করার উদ্যোগ নিলেন। কুরআন শরীফে এসেছে–

فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ، وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰاِبْرٰهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ

الرُّؤْيَا، اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ، اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلَآءُ الْمُبِيْنُ، وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ.

অর্থাৎ, তারা পিতা পুত্র উভয়ে যখন আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করার জন্য নিজেদেরকে সোপর্দ করল, আর ইব্রাহীম (আ.) পুত্রকে জবাই করার জন্য উপুড় করে শোয়াল, তখন আমি তাকে ডাক দিয়ে বললাম যে, হে ইব্রাহীম! তোমার স্বপ্নকে তুমি বাস্তবে পরিণত করেছ। এটা ছিল এক মহা পরীক্ষা। (আল্লাহ বলেন,) এভাবেই আমি নেককার লোকদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। (আল্লাহ পাক বলেন) আমি তার পুত্রের বদলে একটা মর্যাদাবান দুম্বা পাঠিয়ে দিলাম। (জান্নাত থেকে এই দুম্বাটি আনা হয়েছিল।) [সূরা সাফ্ফাত : ১০৩-১০৭]

হযরত ইব্রাহীম (আ.) পুত্রের গলায় ছুরি চালিয়ে ছিলেন, কিন্তু দেখা গেল পুত্র জবাই হল না, তার স্থলে ঐ দুম্বাটি জবাই হয়ে গেল। এ ঘটনায় দেখা গেল পুত্র জবাই না হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ পাক বলেছেন ইব্রাহীম (আ.) পরীক্ষায় পাশ করেছেন। বুঝা গেল পুত্রের কুরবানী হওয়াটাই পরীক্ষার মূল বিষয় ছিল না। বরং পরীক্ষার মূল বিষয় ছিল হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর মনের কুরবানী। তিনি যখন মন থেকে পুত্রকে কুরবানী করার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হলেন, আল্লাহর জন্য নিজের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু পুত্রকে কুরবানী করতে উদ্যোগ নিলেন এবং প্রমাণ করলেন যে, দুনিয়ার বস্তুর প্রতি তাঁর মনের সব ভালবাসা, মনের সব প্রেম আবেগ সব কিছুকে আল্লাহর জন্য কুরবানী করে দিলেন, তখনই তিনি পরীক্ষায় পাশ হলেন। পুত্রের কুরবানী হয়ে যাওয়া আল্লাহর কাছে কাম্য ছিল না। যদি পুত্রের কুরবানী হয়ে যাওয়াই মহান আল্লাহর কাম্য হত, তাহলে পুত্রই কুরবানী হয়ে যেত। কিন্তু পুত্র কুরবানী হয়নি। বুঝা গেল পুত্র কুরবানী হওয়া আল্লাহর কাম্য ছিল না, বরং আল্লাহ্ পাকের কাম্য ছিল হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর মনের কুরবানী পরীক্ষা করা। এই পরীক্ষায় হযরত ইব্রাহীম (আ.) উত্তীর্ণ হয়েছেন।

অতএব হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর মত মনের কুরবানী দিতে পারাই হল এই কুরবানীর শিক্ষা।

www.maktabatulabrar.com

কুরবানীর ফযীলত

কুরবানী অনেক ফযীলতের আমল, অনেক ছওয়াবের আমল। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَآئِشَةَ رضـ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا عَمِلَ اِبْنُ اٰدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اِهْرَاقِ الدَّمِ، وَاِنَّهُ لَيَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِقُرُوْنِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاَظْلَافِهَا، وَاِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَّقَعَ مِنَ الْاَرْضِ، فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا.

رواه الترمذى فى ابواب الاضاحى – باب ما جاء فى فضل الاضحية وقال: هذا حديث حسن غريب.

অর্থাৎ, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কুরবানীর দিনে বনী আদম এমন কোন কাজ করতে পারে না যা আল্লাহ্র নিকট রক্ত প্রবাহিত করা (অর্থাৎ, কুরবানী করা) থেকে বেশী প্রিয়। কুরবানীর পশুসকল তাদের শিং, তাদের পশম ও তাদের খুরসহ কেয়ামতের দিন (কুরবানীদাতার পাল্লায়) এসে হাজির হবে। আর কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহ্র নিকট সম্মানের স্থানে পৌঁছে যায়। সুতরাং তোমরা প্রফুল্ল চিত্তে কুরবানী করবে। (তিরমিযী)

কুরবানীর ফযীলত সম্পর্কে হযরত যায়েদ ইব্নে আরকাম (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আর এক হাদীছে এসেছে–

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذِهِ الْاَضَاحِىْ؟ قَالَ: سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ. قَالُوْا: مَا لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَالصُّوْفُ؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوْفِ حَسَنَةٌ. رواه احمد فى مسنده حديث رقم ١٩١٧٩ واسناده ضعيف.

অর্থাৎ, সাহাবায়ে কেরাম রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এই কুরবানী কী? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জওয়াবে বললেন, এটি হল তোমাদের পিতা

ইব্রাহীম (আ.)-এর আদর্শ। সাহাবায়ে কেরাম আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এতে আমাদের জন্য কী (ছওয়াব) রয়েছে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, প্রত্যেকটি লোমের বদলে এক একটি নেকী পাবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন পশমওয়ালা পশুদের পরিবর্তে কী হবে? (এদের পশম তো অনেক বেশী) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, প্রত্যেকটি পশমের বদলেও এক একটি নেকী রয়েছে। (মুসনাদে আহমদ)

সুবহানাল্লাহ! একটা কুরবানীর কত ছওয়াব! একটা পশুর গায়ে কত লক্ষ লক্ষ পশম থাকে তা কে গণনা করে দেখেছে? কুরবানীর এই ছওয়াবের দিকে তাকালে যাদের উপর কুরবানী ওয়াজেব নয়, তাদেরও সাধ্য থাকলে নফল কুরবানী করার জন্য উদ্বুদ্ধ হওয়ার কথা। আর যাদের উপর কুরবানী করা ওয়াজেব, তাদের তো অবশ্যই কুরবানী করতে হবে। তারা কুরবানী করা দ্বারা ওয়াজিব আদায়ের সঙ্গে এই বিরাট ছওয়াবেরও অধিকারী হবেন।

কুরবানীর আমলে ইখলাস প্রসঙ্গ

কুরবানীর আমলে ইখলাস না থাকলে শুধু রক্ত মাংসের জানোয়ার কুরবানী করে কোনো ফায়দা হবে না। কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন,

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ.

অর্থাৎ, এই কুরবানীর জন্তুর রক্ত মাংস আদৌ আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে না বরং আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া (অর্থাৎ, তোমাদের মনের ইখ্‌লাস ও আন্তরিকতা। অন্যান্য সব ইবাদতের বেলায় যেমন ইখলাস, মহব্বত ও আন্তরিকতা মূল উদ্দেশ্য, কুরবানীর বেলায়ও তেমনি।)। [সূরা হজ্জ: ৩৭]

হযরত মুফতী শফী সাহেব (রহ.) তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এ বাক্যে এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, কুরবানী একটি মহান ইবাদত; কিন্তু আল্লাহর কাছে এর গোশত ও রক্ত পৌঁছে না এবং কুরবানীর উদ্দেশ্যও এগুলো নয়। বরং কুরবানীর আসল উদ্দেশ্য হল জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা এবং পূর্ণ আন্তরিকতা

সহকারে আল্লাহর আদেশ পালন করা। অন্যান্য সব ইবাদতের উদ্দেশ্যই তাই। নামাযে উঠা-বসা করা, রোযায় ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকা আসল উদ্দেশ্য নয়, বরং আল্লাহর আদেশ পালন করাই আসল লক্ষ্য। আন্তরিকতা ও মহব্বত বর্জিত ইবাদত প্রাণহীন কাঠামো মাত্র। কিন্তু তাই বলে ইবাদতের শরীয়তসম্মত কাঠামো গুরত্বহীন নয়, বরং ইবাদতের শরীয়তসম্মত কাঠামোও এ কারণে জরূরী যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর আদেশ পালনের জন্য এ কাঠামো নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

কুরবানী করতে হবে একমাত্র আল্লাহর হুকুম পালন ও ছওয়াব অর্জন করার নিয়তে। নাম-শোহরত বা মানুষকে দেখানোর নিয়ত থাকতে পারবে না। এই নাম-শোহরতের জয্‌বাকেও কুরবানী দিতে হবে। এমনকি গোশ্‌ত খাওয়ার উদ্দেশ্যে কুরবানী করলেও কুরবানী সহীহ হবে না। যদিও কুরবানীর গোশত খাওয়া জায়েয, কিন্তু কুরবানীর উদ্দেশ্য এটা থাকতে পারবে না। এ সমস্ত গলত নিয়ত থাকলে কুরবানী সহীহ হবে না। এমনকি যদি কয়েকজন শরীকে মিলে একটা পশু কুরবানী করে, আর তাদের মধ্যে একজনের নিয়তও গলত থাকে, তাহলে সেই শরীকদের অন্য কারও কুরবানী সহীহ হবে না। তাই শরীক নেওয়ার ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। কারও সম্পর্কে যদি কোনোভাবে বুঝা যায় যে, তার নিয়ত সহীহ নয়, তাহলে তার সঙ্গে মিলে কুরবানী না করা চাই। এ বিষয়টা অত্যন্ত নাজুক। শরীকদের প্রত্যেকের নিয়ত সহীহ থাকতে হবে। অন্যথায় কারও কুরবানী সহীহ হাবে না, কুরবানীর ছওয়াবও পাওয়া যাবে না।

কুরবানী সম্পর্কে কিছু ওয়াছওয়াছা

ইসলামের জন্য যাদের দরদ নেই বা যারা ইসলামকে মনে প্রাণে পছন্দ করে না, তারা কুরবানীর দিনে এত সংখ্যক পশু কুরবানী হতে দেখে ভিতরে ভিতরে জ্বলতে থাকে এবং কুরবানী যেন কম হয়- এজন্য তারা নানান যুক্তি পেশ করতে থাকে। কেউ কেউ বলে, এই এক সময় যদি এত জানোয়ার জবাই না করা হত বরং সারা বৎসর সময়ে সময়ে জবাই হত, তাহলে সারা বৎসর বহু মানুষের পুষ্টির ব্যবস্থা হত। এই এক সময় এত পশু জবাই হওয়ায় সারা বৎসর পশুর ঘাটতি দেখা দিয়ে থাকে ইত্যাদি। তাদের এই যুক্তি ভুল। বেশি ব্যবহার করলেই ঘাটতি দেখা দিবে এটা বাস্তবতাবিরোধী কথা। বরং বাস্তবতা হল- যে জিনিসের ব্যবহার যত বেশি

www.maktabatulabrar.com

হয়, তার উৎপাদনও তত বাড়তে থাকে। আর যার ব্যবহার যত কম, তার উৎপাদনও তত কম। একারণেই দেখা যায় কুকুর বিড়াল ইত্যাদি জানোয়ারের সংখ্যা কম। কারণ এগুলোর ব্যবহার কম। এগুলো কেউ খায় না, তাই এদের সংখ্যাও তেমন বাড়ে না। অথচ বিড়াল কুকুর এক সঙ্গে অনেকগুলো করে বাচ্চা দেয়। তবুও তাতে বরকত নেই। এর বিপরীত গরু ছাগল প্রতিদিন অনেক সংখ্যায় জবাই হয়, তবুও তার সংখ্যা দিন দিন বাড়তেই থাকে। আল্লাহ পাকই বরকত দিয়ে থাকেন। তাছাড়া যে জিনিসের ব্যবহার যত বেশি হয়, মানুষও সেটা বেশি হারে উৎপাদনের দিকে মনোযোগ দিয়ে থাকে। কাজেই কুরবানীর বিরুদ্ধে পরিচালিত এ সমস্ত অপপ্রচারে মোটেও প্রভাবিত হওয়ার কিছু নেই। এগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার। এরকম অপপ্রচারে কান দেওয়া ঠিক নয়। দেল খুলে খুশী মনে কুরবানী করতে হবে। যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরবানীর ব্যাপারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا. رواه الترمذى فى ابواب الاضاحى – باب ما جاء فى فضل الاضحية وقال: هذا حديث حسن غريب.

অর্থাৎ, তোমরা খুশী মনে দেল খুলে কুরবানী করে যাও। (তিরমিযী)

আকীকার ফায়দা

আকীকা করা দ্বারা সন্তানের বালা-মুসীবত দূর হয় এবং বিপদ-আপদ থেকে সন্তান নিরাপদ থাকে। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهٖ تُذْبَحُ عَنْ يَوْمِ سَابِعِهٖ وَيُحْلَقُ وَيُسَمّٰى. (رواه ابو داود فى باب فى العقيقة حديث رقم ٢٨٣٧ ورواه الترمذى فى باب من الاضاحى وقال حديث حسن صحيح برقم ١٥٢٢)

অর্থাৎ, হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক নবজাতকের নিরাপত্তা ও উপকারিতার বিষয়টি যুক্ত তার আকীকার সঙ্গে। তার পক্ষ থেকে সপ্তম দিনে যবাই করা হবে এবং সেদিন তার মাথা মুণ্ডন করে দেওয়া হবে ও নাম রাখা হবে। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

ছেলে বা মেয়ে জন্মের পর সপ্তম দিবসে আকীকা করা মুস্তাহাব। সপ্তম দিবসে না করতে পারলে যখনই করুক না কেন যে বারে সন্তান জন্ম নিয়েছে তার আগের দিন করবে। যেমন– শনিবার সন্তান হয়ে থাকলে শুক্রবার আকীকা করবে, তাহলেও এক রকম সপ্তম দিবসে আকীকা করা হবে; এটাই উত্তম। এ ছাড়াও যে কোনো দিন ইচ্ছা আকীকা করা যায়।

সন্তান বালিগ হওয়ার পরও আকীকা করা দুরস্ত আছে, তবে মৃত্যুর পর আকীকা নেই।

ছেলে হলে আকীকায় দুইটি বকরী বা ভেড়া উত্তম, আর মেয়ে হলে একটি বকরী বা ভেড়া। কিংবা কুরবানীর গরু ইত্যাদি বড় পশুর মধ্যে ছেলের জন্য দুই অংশ নেওয়া উত্তম আর মেয়ের জন্য এক অংশ। ছেলের পক্ষ থেকে একটি বকরী বা কুরবানী-র এক অংশ দ্বারা আকীকা করলেও চলবে। আর আকীকা না করলেও কোনো দোষ নেই। তবে আকীকা করা সুন্নাত।

কেউ মনে করতে পারে, ছেলের জন্য আকীকার পরিমাণ বেশি আর মেয়ের জন্য আকীকার পরিমাণ কম রাখার দ্বারা বুঝা যায় মেয়েদেরকে নাউযু বিল্লাহ একটু খাঁটো করে দেখা হয়েছে। নাউযু বিল্লাহ! ইসলাম মেয়েদের সঙ্গে বৈষম্যের মুআমালা করেছে। মূলত তা নয়। আকীকা হল সন্তানের আপদ-বালা দূর করার জন্য। আর মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা বাইরে ঘোরাফেরা বেশি করবে, তাদের কাজের ক্ষেত্র থাকবে সাধারণত বাইরে। তাই তাদের বিপদের ঝুকিও বেশি। এজন্যই বালা-মুসীবত দূর করার ওছীলা অর্থাৎ, আকীকার পরিমাণটাও তাদের ক্ষেত্রে বেশি রাখা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ.

নিশ্চয়ই এই কুরআন সঠিক পথের সন্ধান দেয়।
(সূরা বনী ইসরাঈল : ৯)

www.maktabatulabrar.com

নবম অধ্যায়

ফাযায়েলে কুরআন

بسم الله الرحمن الرحيم

নবম অধ্যায়

ফাযায়েলে কুরআন

কুরআনে কারীম শিক্ষা করা ও শিক্ষা প্রদান করার ফযীলত

হাদীছে এসেছে–

عَنْ عُثْمَانَ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُكُمْ (وَفِيْ رِوَايَةٍ اَفْضَلُكُمْ) مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ. رواه البخارى فى كتاب ابواب فضائل القرآن – باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ورواه ابو داود فى كتاب الصلوة – باب فى ثواب قرائة القرآن. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত ওছমান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ, যে কুরআন শরীফ (নিজে) শিক্ষা করে এবং (অন্যকে) শিক্ষা দেয়। (বোখারী ও আবূ দাউদ)

www.maktabatulabrar.com

ব্যাখ্যা :

উল্লেখ্য যে, এ হাদীছে উল্লেখিত কুরআন শিক্ষা করা ও কুরআন শিক্ষা দেওয়া দ্বারা শুধু কুরআন পাঠ করতে শেখা ও কুরআন পাঠ করতে শেখানোই উদ্দেশ্য নয় বরং কুরআনের মর্ম, তথ্য ও তত্ত্ব শেখা এবং শেখানোও এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব মাদ্রাসা মক্তবের কারী, হেফজখানার উস্তাদ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও ফকীহ সকলেই এই হাদীছে বর্ণিত ফযীলতের অধিকারী। আরও উল্লেখ্য যে, কুরআন পাঠের পদ্ধতি, কুরআনের মর্ম, তথ্য ও তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে স্তর-পার্থক্য রয়েছে, সে হিসাবে শিক্ষাদাতার মর্যাদার মধ্যেও পার্থক্য থাকবে। যার শিক্ষাদান যত উন্নত মানের হবে তার শ্রেষ্ঠত্বও সে হিসাবে নির্ণিত হবে। (মিরকাত, ৪র্থ খণ্ড ও আল-কাওকাবুদ্দুরী থেকে গৃহীত।)

আরও উল্লেখ্য যে, এ হাদীছে বর্ণিত ফযীলত ও মর্যাদা শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া উভয় কাজের প্রত্যেকটি দ্বারাই হাছেল করা যাবে। শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া উভয় কাজ একসঙ্গে হওয়া জরূরী নয়।

কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করার ফযীলত

কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করার অনেক ফযীলত ও ফায়দা রয়েছে। তন্মধ্যে বিশেষ ১০টি ফযীলত ও ফায়দা সম্পর্কে বর্ণনা পেশ করা হল।

কুরআনে কারীম তেলাওয়াতের একটি ফযীলত হল–

প্রতিটি হরফে ১০ টি করে নেকী পাওয়া

হাদীছ শরীফে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَاَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهُ بِهٖ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا لَا اَقُوْلُ الٓمٓ حَرْفٌ اَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ. رواه الترمذى فى ابواب فضائل القرآن – باب ما جاء من قرأ حرفا من القرآن ما له من الاجر وقال هذا حديث حسن صحيح غريب.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে মাসউদ (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনের

একটি হরফ পাঠ করল, তার বিনিময়ে সে একটি নেকী লাভ করল এবং প্রত্যেকটি নেকীর দশগুণ ছওয়াব প্রদান করা হয়। (রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন,) "আমি বলছি না যে, الٓمٓ (আলিফ-লাম-মীম) একটি হরফ বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ। (তিরমিযী)

অর্থাৎ, উদ্দেশ্য এই যে, অন্যান্য আমলের বেলায় যেমন পুরা আমলকে একটি গণ্য করা হয়, কুরআনে কারীম তেলাওয়াতের বেলায় সেরূপ নয় বরং এখানে আমলের অংশ বিশেষকেও পূর্ণ আমল বলে গণ্য করা হয়, এ জন্য প্রতিটি হরফের পরিবর্তে একটি করে নেকী হবে আর প্রতিটি নেকীর বিনিময়ে দশটি করে ছওয়াব পাওয়া যাবে। الٓمٓ (আলিফ-লাম-মীম) পাঠ করলে তার মধ্যে তিনটি হরফ থাকার কারণে ত্রিশটি ছওয়াব হবে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি একটি নেকীর কাজ করবে সে তার দশগুণ ছওয়াব প্রাপ্ত হবে। (সুরা আনআম: ১৬০)

কুরআনে কারীম তেলাওয়াতের আর একটি ফযীলত হল–

কুরআন তেলাওয়াত কারীগণ আল্লাহর খাস লোক

হাদীছ শরীফে এসেছে–

عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ لِلّٰهِ اَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ. قَالُوْا مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ اَهْلُ الْقُرْاٰنِ هُمْ اَهْلُ اللّٰهِ وَخَاصَّتُهٗ. رواه ابن ماجة فى المقدمة – باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. واسناده صحيح كذا فى الزوائد. ورواه احمد فى مسنده حديث رقم ١٢٢١٩. واسناده صحيح كذا فى هامشه. واللفظ لابن ماجة.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, (একদিন) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, কিছু সংখ্যক লোক রয়েছে যারা আল্লাহর পরিবারস্থ লোক। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন– তারা কারা? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ

করলেন, তারা হল "আহ্‌লে কুরআন"। তারাই আল্লাহর পরিবারস্থ এবং আল্লাহর খাস লোক। (ইব্‌নে মাজা ও মুসনাদে আহমদ)

উল্লেখ্য– "আহ্‌লে কুরআন" কথাটার শাব্দিক অর্থ হল কুরআনওয়ালা। এর দ্বারা শুধু কুরআন পাঠকারীকেই বোঝানো হয়নি। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল–

حَفَظَتُهُ الْمُلَازِمُوْنَ لَهٗ بِالتِّلَاوَةِ، اَلْعَامِلُوْنَ بِمَا فِيْهِ، اَىْ هٰؤُلَآءِ اَوْلِيَآءُ اللّٰهِ. (النهاية والاتحاف جـ/٥)

অর্থাৎ, কুরআনের রক্ষাকারী তথা যারা সর্বদা কুরআন তেলাওয়াত করেন এবং কুরআন অনুযায়ী আমল করেন। তারাই আল্লাহর খাস লোক তথা আল্লাহর ওলী। (আন্নিহায়া ফী গারীবিল হাদীছ ও আল-ইত্‌হাফ, ৫ম খণ্ড)

তাদেরকে "আল্লাহর লোক" বলে তথা আল্লাহর সঙ্গে তাদেরকে সম্পৃক্ত করে তাদের সম্মান বোঝানো হয়েছে, যেমন– মসজিদকে "আল্লাহর ঘর" বলে মসজিদের সম্মান বোঝানো হয়ে থাকে। (আল–ইত্‌হাফ, ৫ম খণ্ড)

কুরআন তেলাওয়াতের আর একটি ফযীলত হল–

ফেরেশতাদের শ্রেণীভুক্ত হওয়া

হাদীছ শরীফে এসেছে–

عَنْ عَآئِشَةَ رضـ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهٗ اَجْرَانِ. رواه مسلم فى كتاب فضائل القرآن – باب فضيلة حافظ القرآن، ورواه ابو داؤد فى كتاب الصلوة – باب فى ثواب قرائة القرآن. واللفظ لمسلم.

অর্থাৎ, হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে– তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কুরআন পাঠে পারদর্শী ব্যক্তি ঐ সব ফেরেশতাদের শ্রেণীভুক্ত, যারা মহা পূণ্যবান ও (আল্লাহর হুকুম) লেখার কাজে লিপ্ত। আর যে ব্যক্তি কষ্টসাধ্য করে ঠেকে ঠেকে কুরআন পড়ে, তার জন্য রয়েছে দুটি (দ্বিগুণ) পুরস্কার। (মুসলিম ও আবূ দাউদ)

www.maktabatulabrar.com

ব্যাখ্যা: "কুরআন পাঠে পারদর্শী ব্যক্তি" বলে ঐ ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে যিনি ভালভাবে কুরআন ইয়াদ করেছেন এবং ভালভাবে পড়েন। অর্থাৎ, সুদক্ষ ক্বারী। আর যদি অর্থও জানেন তাহলে আরও উত্তম।

"ফেরেশতাদের শ্রেণীভুক্ত হওয়া"–এর অর্থ হল ফেরেশতারা লওহে মাহফূজ থেকে কুরআন নকল করে মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেন। অনুরূপভাবে এইসব লোকও মানুষের নিকট কুরআন পৌঁছিয়ে দেন। সেমতে উভয় শ্রেণীই যেন একই পথের পথিক। অথবা "ফেরেশতাদের শ্রেণীভুক্ত হওয়া"–এর অর্থ হল এসব ব্যক্তি হাশরের দিন ফেরেশতাদের সঙ্গে একত্র হবে।

যে ব্যক্তি ঠেকে ঠেকে কুরআন পাঠ করে তার দ্বিগুণ ছওয়াব হওয়ার অর্থ হল প্রথমত তার পাঠ করার ছওয়াব, দ্বিতীয়ত আঁটকে যাওয়ার দরুন কষ্ট হওয়াব ছওয়াব। এখানে বোঝানো হয়েছে যে, আঁটকে যাওয়ার দরুন তার যে কষ্ট হবে তার বিনিময়েও তাকে ছওয়াব দেওয়া হবে। এর অর্থ এই নয় যে, সে "কুরআন পাঠে পারদর্শী ব্যক্তি" থেকে অধিক ছওয়াব লাভ করবে বা তার থেকেও মর্যাদাবান। কেননা "কুরআন পাঠে পারদর্শী ব্যক্তি" তো ফেরেশতাদের সঙ্গী হবে।

কুরআন তেলাওয়াতের আর একটি ফযীলত হল–

কেয়ামতে কুরআনের সুপারিশ পাওয়া

হাদীছ শরীফে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلٰثٌ تَحْتَ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ - اَلْقُرْاٰنُ يُحَاجُّ الْعِبَادَ، لَهُ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ، وَالْاَمَانَةُ وَالرَّحِمُ تُنَادِىْ اَلَا مَنْ وَصَلَنِىْ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنِىْ قَطَعَهُ اللّٰهُ. رواه فى شرح السنة فى باب ثواب صلة الرحم واثم من قطعها حديث رقم ٣٤٣٣.

অর্থাৎ, আব্দুর রহমান বিন্ আউন (রা.) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন, "কেয়ামতের দিন তিনটি জিনিস আল্লাহ্‌র আরশের নিচে স্থান পাবে। সেই তিনটি জিনিস হল–

(১) কুরআনে কারীম। কুরআন সেদিন বান্দার ব্যাপারে ঝগড়া করতে থাকবে। কুরআনের জাহের ও বাতেন দুটি দিক রয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

(২) আমানত।

(৩) আত্মীয়তা। আত্মীয়তা সেদিন উচ্চস্বরে বলবে, যে আমাকে মিলিয়ে রেখেছে, আল্লাহ পাক তাকে রহমতের সঙ্গে মিলিত করুন। আর যে আমাকে ছিন্ন করেছে আল্লাহ পাক তাকে রহমত থেকে ছিন্ন করুন অর্থাৎ, বঞ্চিত করুন। (শরহুছ-ছুন্নাহ)

ব্যাখ্যা: ঐ তিনটি জিনিস আরশের নিচে স্থান পাওয়ার অর্থ হল ঐ তিনটি জিনিস আল্লাহর দরবারে অধিকতর নৈকট্য লাভ করবে।

বান্দার ব্যাপারে কুরআন ঝগড়া করবে– এ কথার অর্থ হল, যারা কুরআন শরীফের পুরাপুরি হক্ব আদায় করেছে কুরআন শরীফ তাদের সম্মান বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে সুপারিশ করবে। রেওয়ায়েতে এসেছে যে, কুরআনে কারীম আরয করবে, হে আল্লাহ! আপনি তেলাওয়াতকারীকে জোড়া পরিয়ে দিন। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বুযুর্গীর টুপি পরিয়ে দিবেন। কুরআন শরীফ আরয করবে, তাঁকে আরও সম্মানিত করুন। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে সম্মানের জোড়া পরিয়ে দিবেন। অতঃপর কুরআন আরয করবে, হে আল্লাহ! আপনি তার উপর রাজী হয়ে যান।[১] পক্ষান্তরে যারা কুরআনের হক্ব নষ্টকারী তাদের বিরুদ্ধে কুরআন অভিযোগ করবে।

কুরআনের জাহের ও বাতেন থাকার অর্থ হল 'জাহের' বলতে কুরআনের স্পষ্ট অর্থ যা সকলেই বুঝতে পারে। আর 'বাতেন' বলতে কুরআনের অন্তর্নিহিত অর্থ যা প্রত্যেকের পক্ষে বুঝা সহজ নয়।

কুরআন তেলাওয়াতের আর একটি ফযীলত হল–

জান্নাতের উচ্চ স্তর পাওয়া

হাদীছ শরীফে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍوعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اِقْرَأْ وَارْقَ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَاِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا. رواه احمد فى مسنده حديث رقم ٦٧٩٩ واسناده صحيح كذا فى هامشه، ورواه الترمذى فى ابواب فضائل القرآن – باب خال عن الترجمة وقال هذا حديث حسن صحيح، ورواه ابو داؤد فى كتاب الصلوة – باب كيف يستحب الترتيل فى التلاوة. واللفظ للترمذى.

১. রেওয়ায়েতটি সামনে "কুরআন তেলাওয়াতকারী সম্মানের টুপি লাভ করবে" উপশিরোনামের অধীনে বর্ণিত হয়েছে। ॥

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আম্র ইবনুল আস (রা.) বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন "সাহেবে কুরআন"কে (কুরআন তেলাওয়াতকারীকে) বলা হবে, 'কুরআন পড়তে থাক ও মর্যাদার আসনে উন্নীত হতে থাক এবং তারতীলের সঙ্গে পাঠ কর, যেমন দুনিয়ায় তারতীলের সঙ্গে পাঠ করতে। নিশ্চয় তোমার মর্যাদার আসন হবে তোমার পঠিত আয়াতের শেষ প্রান্তে।' (মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা: "সাহেবে কুরআন" দ্বারা সাধারণত হাফেজকেই বোঝায়। হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.)ও এই মতই পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, সাধারণ পাঠক এর আওতাভুক্ত নয়। কেননা "সাহেবে কুরআন" শব্দটি এ দিকেই ইঙ্গিত করে। মুছনাদে ইমাম আহমদ গ্রন্থেও "সাহেবে কুরআন" দ্বারা হাফেজই উদ্দেশ্য বলা হয়েছে। তবে যারা বেশী পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত করে তাদেরও এর আওতাধীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লেখ্য– ঐ সব তেলাওয়াতকারী এর অন্তর্ভুক্ত হবে না যাদের উপর স্বয়ং কুরআন লানত (অভিশাপ) করে। অর্থাৎ, যারা অশুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করে। হযরত আনাস (রা.) বলেছেন,

رُبَّ تَالٍ لِلْقُرْاٰنِ وَالْقُرْاٰنُ يَلْعَنُهٗ. (التبيان فى آداب حملة القرآن)

অর্থাৎ, অনেক তেলাওয়াতকারী এমন আছে, যাদের উপর স্বয়ং কুরআন লানত করতে থাকে।

"তারতীল" সম্পর্কে হযরত শাহ আব্দুল আজীজ দেহলবী (রহ.) লিখেছেন এর আভিধানিক অর্থ হল স্পষ্ট করে পড়া। আর শরীআতের পরিভাষায় তারতীল বলা হয় নিম্নোক্ত সাতটি বিষয়ের সমন্বয়ে তেলাওয়াত করাকে–

১। প্রতিটি হরফকে সঠিক মাখরাজ থেকে পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করা।

২। ওয়াক্ফসমূহের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখা।

৩। হরকত অর্থাৎ, জের, জবর ও পেশকে স্পষ্ট করে পড়া।

৪। সামান্য আওয়াজ সহকারে তেলাওয়াত করা, যেন কুরআন তেলাওয়াতের শব্দ কানে পৌঁছে এবং তা অন্তরে রেখাপাত করতে পারে।

৫। দরদ ভরা আওয়াজে তেলাওয়াত করা। কেননা, এরূপ আওয়াজ দ্রুত অন্তরে রেখাপাত করে এবং তা রূহানী শক্তি বৃদ্ধি করে।

www.maktabatulabrar.com

৬। তাশদীদ ও মদকে ভালভাবে উচ্চারণ করা।

৭। রহমত ও আযাবের আয়াত পাঠ করলে তার হক্ব আদায় করা। অর্থাৎ, রহমতের আয়াত তেলাওয়াত করলে অন্তরে আনন্দ এবং আযাবের আয়াত তেলাওয়াত করলে অন্তরে ভয় জাগ্রত করা।

উপরে বর্ণিত সাতটি জিনিসের প্রতি লক্ষ রাখার নামই তারতীল।

হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.) বলেন,

لَاَنْ اَقْرَاَ سُوْرَةً اُرَتِّلُهَا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَقْرَاَ الْقُرْاٰنَ كُلَّهٗ. (التبيان فى آداب حملة القرآن)

অর্থাৎ, আমার নিকট তারতীলের সঙ্গে একটি সূরা পাঠ করা বিনা তারতীলে গোটা কুরআন পাঠ করার চেয়ে অনেক বেশী পছন্দনীয়। (আত-তিবয়ান)

মুহাদ্দিছীনে কেরাম এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, কুরআনে পাকের এক একটি আয়াত পাঠ করতে থাক এবং মর্যাদার এক একটি স্তরে উঠতে থাক। কেননা রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায় জান্নাতের স্তরসমূহ কুরআনে পাকের আয়াতের সমসংখ্যক। সুতরাং যে যত আয়াতের অধিকারী হবে সে তত সংখ্যক উচ্চস্তরে স্থান পাবে। আর যে পূর্ণ কুরআনের অধিকারী হবে সে সর্বোচ্চ স্তরে স্থান লাভ করবে। "ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন" গ্রন্থের শরায় বলা হয়েছে, প্রতিটি আয়াত জান্নাতের এক একটি স্তর। সেদিন কুরআন তেলাওয়াতকারীদেরকে বলা হবে, তোমরা তেলাওয়াত পরিমাণ এই সব স্তর অতিক্রম করতে থাক। যে ব্যক্তি পূর্ণ কুরআনের অধিকারী হবে, সে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হবে।

কেরাত বিশারদগণ এ বিষয়ে একমত যে, কুরআন শরীফে ছয় হাজার দুই শত আয়াত আছে কিন্তু পরের সংখ্যাগুলোতে মতভেদ আছে। এ ব্যাপারে কয়েকটা মত বর্ণিত আছে– ২০৪ (অর্থাৎ, ছয় হাজার দুইশত চার। এমনিভাবে), ২০৫, ২১০, ২১৪, ২১৭, ২১৯, ২২০, ২২৬, ২৩৬।[১]

কুরআন তেলাওয়াতের আর একটি ফযীলত হল–

কুরআন তেলাওয়াতকারী সম্মানের টুপি লাভ করবে

হাদীছ শরীফে এসেছে–

১. ما خوذ من البيان فى علوم القرآن و مناهل العرفان

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رضـ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: یَجِیْئُ صَاحِبُ الْقُرْاٰنُ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ فَیَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ: یَا رَبِّ حَلِّهٖ، فَیُلْبَسُ تَاجَ الْکَرَامَةِ ثُمَّ یَقُوْلُ: یَا رَبِّ زِدْهُ یَا رَبِّ اِرْضَهُ، فَیَرْضٰی عَنْهُ وَیُقَالُ لَهُ اِقْرَهْ وَارْقَهْ وَیُزَادُ بِکُلِّ اٰیَةٍ حَسَنَةٌ. رواه الحاكم فى المستدرک حديث رقم ٢٠٦٧ وقال هذا حديث صحيح الاسناد، ووافقه الذهبى فى التلخيص: صحيح.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন কুরআন তার তেলাওয়াতকারীর পক্ষে আল্লাহকে বলবে হে প্রতিপালক! তাকে জোড়া পরিয়ে দিন। তখন তাকে সম্মানের টুপি পরিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর কুরআন বলবে, হে প্রতিপালক! আরও বাড়িয়ে দিন, তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। তখন আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। আর তাকে বলা হবে, তুমি তেলাওয়াত করতে থাক এবং আরোহণ করতে থাক। প্রত্যেকটি আয়াতের বিনিময়ে তার এক একটি সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে। (মুস্তাদরকে হাকিম)

কুরআন তেলাওয়াতের আর একটি ফযীলত হল–

কুরআন তেলাওয়াতকারীর পিতা-মাতা নূরের টুপি লাভ করবে

হাদীছ শরীফে এসেছে–

عَنْ مُعَاذِ الْجُهَنِیِّ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ وَعَمِلَ بِمَا فِیْهِ اُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا یَوْمَ الْقِیٰمَةِ ضَوْئُهٗ اَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِیْ بُیُوْتِ الدُّنْیَا لَوْکَانَتْ بِکُمْ، فَمَا ظَنُّکُمْ بِالَّذِیْ عَمِلَ بِهٰذَا. رواه ابوداود فى كتاب الصلوة – باب فى ثواب قرائة القرآن.

অর্থাৎ, হযরত মুআয জুহানী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পাঠ করে ও তার উপর আমল করে, কেয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে এমন একটি (নূরের) তাজ পরানো হবে যার জ্যোতি সূর্যের জ্যোতি থেকেও অধিক হবে যদি এই সূর্য তোমাদের ঘরের মধ্যে উদিত থাকত! অতএব যে ব্যক্তি স্বয়ং কুরআনের উপর আমল করে তার সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা হতে পারে? (আবূ দাউদ)

www.maktabatulabrar.com

এ হাদীছে লক্ষ করার বিষয় হল– কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করা ও তার উপর আমল করার বরকত এই যে, তেলাওয়াতকারীর পিতা-মাতাকে সূর্যের চেয়ে অধিক উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় তাজ পরিধান করানো হবে। পিতা-মাতার যখন এতবড় সম্মান তখন স্বয়ং তেলাওয়াতকারী ও আমলকারী কত বড় সম্মানের অধিকারী হবে!

কুরআন তেলাওয়াতের আর একটি ফযীলত হল–

সুপারিশের ক্ষমতা লাভ হওয়া

হাদীছ শরীফে এসেছে–

عَنْ عَلِیِّ بْنِ اَبِیْ طَالِبٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ فَحَفِظَهٗ وَاسْتَظْهَرَهٗ وَاَحَلَّ حَلَالَهٗ وَحَرَّمَ حَرَامَهٗ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهٗ فِیْ عَشَرَةٍ مِّنْ اَهْلِ بَیْتِهٖ کُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ. رواه البيهقى فى شعب الايمان حديث رقم ١٩٤٨. ورواه الترمذى فى فضائل القرآن – باب فى فضل قارئ القرآن، وليس عنده لفظ "فحفظه" ويغنى عنه قوله واستظهره.

অর্থাৎ, হযরত আলী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করেছে এবং তাকে সংরক্ষণ করেছে ও মুখস্থ রেখেছে, আর তার হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম জেনেছে, আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার পরিবারস্থ এমন দশজন লোকের মুক্তির জন্য তার সুপারিশ কবূল করবেন যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গিয়েছিল। (শুআবুল ঈমান ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা: প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তি জান্নাতী হবে, তবে অনেক গোনাহগার প্রথম থেকেই জান্নাতের প্রবেশের অনুমতি পাবে না। বরং নিজ নিজ গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি লাভ করবে। তবে হাফেজগণ প্রথম থেকেই জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি লাভ করবেন এবং যারা কবীরা গোনাহ করেছে এমন দশ ব্যক্তির বিষয়ে তাদেরকে সুপারিশের অধিকার দেওয়া হবে এবং সে সুপারিশ কবূল করা হবে। তবে এ সুপরিশ কাফেরদের বেলায় চলবে না। কেননা, কাফেররা

সুপারিশ পাওয়ার অযোগ্য। কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ.

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন, জাহান্নামই তার ঠিকানা। আর জালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই। (সূরা মায়িদা: ৭২)

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ.

অর্থাৎ, নবী এবং মুমিনদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার কোনো অধিকার নেই। (সূরা তাওবা : ১১৩)

কুরআন তেলাওয়াতের আর একটি ফযীলত হল–

তেলাওয়াতে দিলের মরিচা দূর হওয়া

হাদীছ শরীফে এসেছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيْدُ اِذَا اَصَابَهُ الْمَآءُ. قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جِلَاؤُهَا قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ. رواه البيهقى فى شعب الايمان حديث رقم ٢٠١٤. قال العراقى فى تخريج الاحياء ١: ٣٩٧ (بهامش الاحياء) "بسند ضعيف"، وهو من رواية حفص بن غياث عن عبد العزيز بن ابى رواد مرفوعا معضلا، كما اشار اليه الذهبى فى الميزان ٢: ٦٠٨.

অর্থাৎ, হযরত ইব্নে ওমর (রা.) বলেন, রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মানুষের ক্বলবের মধ্যে মরিচা পড়ে যায় যেমন লোহায় পানি লাগলে তাতে মরিচা পড়ে থাকে। জিজ্ঞাসা করা হল ইয়া রসূলাল্লাহ! ক্বলবের মরিচা পরিষ্কার করার উপায় কী? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর করলেন, মৃত্যুকে বেশী বেশী করে স্মরণ করা এবং কুরআনে পাক তেলাওয়াত করা। (শুআবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা: অতিমাত্রায় পাপ করলে ও আল্লাহর যিকির হতে গাফেল হয়ে গেলে কলবের মধ্যে মরিচা লেগে যায় এবং কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত ও মৃত্যুর স্মরণ দ্বারা তা পরিষ্কার হয়। কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত ও মৃত্যুর স্মরণ রেতের ন্যায় কাজ করে।

অন্তর হল আয়নার মত। আয়না যত পরিষ্কার থাকে, তাতে আলো তত বেশি প্রস্ফুটিত হয়। তদ্রূপ অন্তর যত বেশি স্বচ্ছ ও পরিষ্কার থাকে তাতে ইল্ম ও আল্লাহর মারেফতের নূর তত বেশী প্রস্ফুটিত হয়। মারেফাতের আলোকে তা তত বেশী উদ্ভাসিত হয়। পক্ষান্তরে গোনাহ দ্বারা অন্তর কালিমাচ্ছন্ন হয়ে যায়। হাদীছে বর্ণিত আছে– বান্দা যখন গোনাহ করে তখন অন্তরে একটা কালো দাগ পড়ে যায়, অতঃপর সে যখন খালেছ তওবা করে সঙ্গে সঙ্গে উক্ত দাগ মুছে যায়। পুনরায় গোনাহ করলে পুনরায় দাগ পড়ে। এমনকি দাগ পড়তে পড়তে এক সময় সম্পূর্ণ কালিমাচ্ছন্ন হয়ে যায়। অনন্তর সেই অন্তরে নেক কাজের প্রতি আর কোনো আগ্রহ থাকে না বরং গোনাহ ও অন্যায়ের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। (رواه الترمذى فى كتاب التفسير– سورة ويل للمطففين)

কুরআন তেলাওয়াতের আর একটি ফযীলত হল–

কুরআন তেলাওয়াতকারীর আশপাশ বরকতময় ও নূরময় হয়ে ওঠে

হাদীছ শরীফে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمُوا الْقُرْاٰنَ وَاقْرَؤُاهُ فَاِنَّ مَثَلَ الْقُرْاٰنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَاَهُ وَقَامَ بِهٖ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا يَفُوْحُ رِيْحُهُ فِىْ كُلِّ مَكَانٍ، وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرْقُدُ وَهُوَ فِىْ جَوْفِهٖ كَمَثَلِ جِرَابٍ اُوْكِىَ عَلٰى مِسْكٍ. رواه الترمذى فى ابواب فضائل القرآن – باب ما جاء فى سورة البقرة واية الكرسى وقال: هذا حديث حسن.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং তা নিয়মিত তেলাওয়াত কর। কেননা যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে ও তেলাওয়াত করে এবং তাহাজ্জুদ নামাযে পড়তে থাকে, সে ঐ মেশকভর্তি

www.maktabatulabrar.com

পাত্রের সমতুল্য, যার সুগন্ধি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর যে তা শিক্ষা করে পেটের মধ্যে রেখে ঘুমিয়ে থাকে, সে ঐ মেশকের পাত্রের সমতুল্য, যার মুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছে। (তিরমিযী ও নাসায়ী)

ব্যাখ্যা: কুরআন তেলাওয়াতকারীর উপমা ঐ পাত্র, যার মুখ খোলা থাকার দরুন তার সুগন্ধি ও সৌরভে চতুর্দিক মোহিত হয়ে ওঠে। তদ্রূপ কুরআন তেলাওয়াতকারী যখন তেলাওয়াত করে তখন তার তেলাওয়াতের দরুন তার ঘর ও আশপাশ বরকতময় ও নূরে নূরান্বিত হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে যে গাফলতের দরুন তেলাওয়াত ছেড়ে দিল সে নিজে অবশ্য সুগন্ধিযুক্ত থাকল কিন্তু তার বরকত ও নূর থেকে আশপাশ বঞ্চিত থাকল।

কুরআন তেলাওয়াত যে নূর এ সম্পর্কে অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضـ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَوْصِنِىْ قَالَ اُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاِنَّهٗ رَاْسُ الْاَمْرِ كُلِّهٖ. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! زِدْنِىْ. قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ فَاِنَّهٗ نُوْرٌ لَّكَ فِى الْاَرْضِ وَذُخْرٌ لَّكَ فِى السَّمَآءِ. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! زِدْنِىْ. قَالَ اِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضِّحْكِ، فَاِنَّهٗ يُمِيْتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُوْرِ الْوَجْهِ. الحديث. رواه ابن حبان فى صحيحه فى حديث طويل. رقم ٣٥٥.

অর্থাৎ, হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বলেন যে, আমি আরয করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি বললেন, তাকওয়া বা পরহেযগারী অবলম্বন কর, কারণ তা সমস্ত নেক কাজের ভিত্তি স্বরূপ। আমি পুনরায় আরয করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! আরও কিছু নসীহত করুন। তিনি বললেন, সর্বদা কুরআন তেলাওয়াত কর এবং যিকির কর। কেননা তা দুনিয়াতে তোমার জন্য নূর ও আখেরাতে সঞ্চিত ধনভাণ্ডার স্বরূপ। আমি পুনরায় আরয করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! আরও কিছু নসীহত করুন। তিনি বললেন, বেশী হাসা থেকে নিজেকে বাঁচাও। কেননা বেশী হাসা দ্বারা অন্তর মরে যায় এবং চেহারার নূর দূর হয়ে যায়। (সহীহ ইব্নে হিব্বান)

কুরআন তেলাওয়াতের আর একটি ফযীলত হল–

www.maktabatulabrar.com

কুরআন জাতির মর্যাদাকে উন্নত করে

হাদীছ শরীফে এসেছে–

قَالَ عُمَرُ رضـ اَمَا اَنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ: اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهٖ اٰخَرِيْنَ. رواه مسلم فى كتاب فضائل القرآن – باب فضل من يقوم بالقرآن وعلمه الخ.

অর্থাৎ, হযরত ওমর (রা.) বলেন যে, জেনে রাখ তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ এই কুরআনের দরুন অনেক লোককে উচ্চ মর্যাদা দান করেন আবার অনেককে মর্যাদাহীন ও অপদস্ত করেন। (মুসলিম)

এতক্ষণের দীর্ঘ আলোচনার সারসংক্ষেপ হল– এ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীছসমূহের আলোকে কুরআন তেলাওয়াতের বিশেষ ১২টি ফযীলত রয়েছে। যথা–

১. কুরআন তেলাওয়াত দ্বারা প্রতিটি হরফে ১০টি করে নেকী পাওয়া যায়।
২. কুরআন তেলাওয়াত কারীগণ আল্লাহ্র খাস লোক।
৩. কুরআন তেলাওয়াত দ্বারা ফেরেশতাদের শ্রেণীভূক্ত হওয়া যায়।
৪. কুরআন তেলাওয়াত দ্বারা কেয়ামতে কুরআনের সুপারিশ পাওয়া যায়।
৫. কুরআন তেলাওয়াত দ্বারা জান্নাতের উঁচু স্তর পাওয়া যায়।
৬. কুরআন তেলাওয়াতকারী সম্মানের টুপি লাভ করবে।
৭. কুরআন তেলাওয়াতকারীর পিতা-মাতা নূরের টুপি লাভ করবে।
৮. কুরআন তেলাওয়াত দ্বারা সুপারিশের ক্ষমতা লাভ হবে।
৯. কুরআন তেলাওয়াত দ্বারা দিলের মরিচা দূর হয়।
১০. কুরআন তেলাওয়াতকারীর আশপাশ বরকতময় ও নূরময় হয়ে ওঠে।
১১. কুরআন তেলাওয়াত আখেরাতে ধনভাণ্ডার স্বরূপ।
১২. কুরআন জাতির মর্যাদাকে উন্নত করে।

বুযুর্গানে দ্বীনের কুরআন তেলাওয়াত

সাহাবা, তাবিয়ীন ও বুযুর্গানে দ্বীনের কুরআন তেলাওয়াত এত বেশী ছিল যে, তার বর্ণনা রীতিমত বিস্ময়কর। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) অনেক সময় তেলাওয়াত করতে করতে সারা রাত অতিবাহিত করে দিতেন।

হযরত উছমান (রা.) কোন কোন সময় বিতরের এক রাকআতে পুরা কুরআন শরীফ খতম করে দিতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে জুবায়ের (রা.) এক রাকআতে পূরা কালামে পাক খতম করতেন। হযরত সাঈদ ইব্নে জুবায়ের (রা.) বায়তুল্লাহর ভিতর দুই রাকআতে পূর্ণ কুরআনে মজীদ তেলাওয়াত করতেন। বিখ্যাত তাবিয়ী হযরত সুলায়ম ইব্নে ইত্র (রহ.) প্রতি রাতে তিন খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) প্রতি রাতে তাহাজ্জুদে এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তিনি রমযানে একষট্টি খতম তেলাওয়াত করতেন– প্রতি দিনে এক খতম, প্রতি রাতে এক খতম এবং এক খতম পুরা তারাবীহ নামাযে। হযরত সালেহ ইব্নে কাইছান (রহ.) হজ্জের সফরে প্রতি রাতে প্রায়ই দুই খতম তেলাওয়াত করতেন। হযরত ইমাম শাফিয়ী (রহ.) রমযানের বাইরে প্রতিদিন এক খতম করে এবং রমযান শরীফে নামাযের মধ্যে এক খতম এবং ত্রিশ রোযায় দিবা রাত্রে দুই খতম করে মোট একষট্টি খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন। মানছূর ইব্নে যাযান (রহ.) চাশতের নামাযে এক খতম এবং জোহর থেকে আছর পর্যন্ত এক খতম করে তেলাওয়াত করতেন।[১]

কুরআন তেলাওয়াতের সুন্নাত ও আদবসমূহ

* কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে মিসওয়াক করে নেওয়া উত্তম।[২]

* কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে উযূ করে নেওয়া মুস্তাহাব, আর কুরআন শরীফ স্পর্শ করতে হলে উযূ করে নেওয়া জরুরী।[৩]

* ভাল পোশাক পরিধান করে খুশবু মেখে এবং পরিপাটি হয়ে তেলাওয়াতে বসা আদব।[৪]

* কেবলামুখী হয়ে বসে (হেলান বা টেক না দিয়ে) তেলাওয়াত করা আদব।[৫]

১. فضائل اعمال থেকে সংকলিত। ॥
২. التبيان فى آداب حملة القرآن ॥
৩. ايضا ॥
৪. شرعة الاسلام ॥
৫. شرعة الاسلام و التبيان فى آداب حملة القرآن ॥

* কুরআন তেলাওয়াতের স্থান পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হওয়া উত্তম।[১]

* ইখলাসের সঙ্গে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তেলাওয়াত করতে হবে। কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে ইখলাস ওয়াজেব।[২]

* তেলাওয়াতের সময় এই মনোভাব জাগ্রত রাখবে যে, সে মহান আল্লাহ্র কিতাব তেলাওয়াত করছে, আল্লাহ্র সঙ্গে তার একান্ত কথাবার্তা হচ্ছে, আল্লাহ তাকে দেখছেন।[৩]

* খুশু-খুযু ও বিনয়ের সঙ্গে তেলাওয়াত করা উত্তম।[৪]

* আমলের নিয়তে তেলাওয়াত করবে।

* কুরআনের বিষয়বস্তুর প্রতি খেয়াল ও চিন্তা সহকারে তেলাওয়াত করা উত্তম। তবে কেউ না বুঝে পড়লেও তার তেলাওয়াত অর্থহীন নয়। কেউ যদি বলে যে, না বুঝে পড়লে কোনো লাভ নেই, তাহলে সে ব্যক্তি মূর্খ বা বে-দ্বীন। কেননা, কুরআন তেলাওয়াত দ্বারা নিম্নোক্ত ফায়দাগুলো সর্বাবস্থায় লাভ হয়ে থাকে–

(১) তেলাওয়াতের দ্বারা দেলের জং (গুনাহের কালিমা) মুছে যায়। (২) কুরআন তেলাওয়াত করলে প্রতিটি হরফে অন্তত ১০টি নেকী অর্জন হয়। (৩) কুরআন তেলাওয়াতের দ্বারা আল্লাহ্র মহব্বত বৃদ্ধি পায়।

* তেলাওয়াতের শুরুতে "আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম" ও "বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম" বলা মুস্তাহাব। তেলাওয়াতের মধ্যে কোনো নতুন সূরা আসলে তার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলবে সূরা তাওবা ব্যতীত, তবে তওবা থেকেই তেলাওয়াত শুরু করলে তখন বিসমিল্লাহ বলবে। সূরা তওবার শুরুতে আউযুবিল্লাহি মিনান্নারি ... যে দু'আটি পড়ার রেওয়াজ রয়েছে এ দুআটি পড়ার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই।

* তাজবীদ ও তারতীল সহকারে তেলাওয়াত করা ওয়াজিব।[৫]

"তাজবীদ" অর্থ প্রত্যেকটি হরফকে যথাযথ হক সহকারে আদায় করা।

১. التبيان فى آداب حملة القرآن ॥
২. ايضا ॥
৩. كتاب الاذكار ॥
৪. كتاب الاذكار و التبيان فى آداب حملة القرآن ॥
৫. التبيان فى آداب حملة القرآن ॥

www.maktabatulabrar.com

* তারতীল সহকারে তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব।[১] "তারতীল"–এর ব্যাখ্যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

* দর্‌দ এবং ওয়াজ্‌দ (মহব্বত) এর স্বরে তেলাওয়াত করা উত্তম।

* রোদন বা (রোদন না এলে) রোদনের ভঙ্গি সহকারে তেলাওয়াত করা উত্তম।[২]

* সুন্দর আওয়াজে তেলাওয়াত করা উত্তম। সুন্দর আওয়াজ বলতে বুঝায় এমন স্বরে তেলাওয়াত করা যেন শ্রবণকারী বুঝতে পারে যে, সে আল্লাহ্‌র ভয় নিয়ে তেলাওয়াত করছে।[৩]

* রিয়ার আশংকা থাকলে কিংবা কোনো নামাযী বা ঘুমন্ত ব্যক্তি প্রমুখের অসুবিধার আশংকা থাকলে নিম্নস্বরে তেলাওয়াত করা উত্তম। অন্যথায় মধ্যম জোর আওয়াজে তেলাওয়াত করা উত্তম।[৪]

* কুরআন শরীফ রেহাল/বালিশ প্রভৃতি উঁচু কিছুর উপর রেখে তেলাওয়াত করবে।

* কুরআন খতম হলে তখনই আবার শুরু থেকে কিছুটা আরম্ভ করে রাখা সুন্নাত।[৫]

* কুরআন খতম করার সময় দু'আ করা মুস্তাহাব।[৬]

* তেলাওয়াতের শুরু বা শেষে কুরআনকে চুমু দেওয়া বা চোখে মুখে ছোয়া লাগানো জায়েয।[৭]

সূরা ইয়াছীনের ফযীলত

সূরা ইয়াসীনের বহু ফযীলত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি ফযীলত হল সূরা ইয়াসীন হচ্ছে কুরআনের ক্বলব। সূরা ইয়াসীন পাঠ করা দ্বারা (সগীরা) গোনাহ মাফ হয়। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

১. ايضا ॥
২. كتاب الاذكار ॥
৩. شرعة الاسلام ॥
৪. كتاب الاذكار ॥
৫. ترمذى ابواب القراءات ॥
৬. كتاب الاذكار ॥
৭. خير الفتاوى ج/١ ॥

www.maktabatulabrar.com

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يٰسٓ قَلْبُ الْقُرْآنِ، لَا يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيْدُ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ اِلَّا غَفَرَ لَهُ، وَاقْرَؤُوْهَا عَلٰى مَوْتَاكُمْ. رواه احمد فى مسنده حديث رقم ٢٠١٧٨، واخره عند ابى داود فى الجنائز – باب القرائة عند الميت، وابن حبان فى صحيحه برقم ٣٠٠٢.

অর্থাৎ, হযরত মা'ক্বিল ইব্‌নে ইয়াছার (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কুরআনের ক্বলব হল "ইয়াছীন"। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করা এবং পরকালের উদ্দেশ্যে সূরা ইয়াছীন পাঠ করবে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর মৃত্যু-আসন্ন ব্যক্তির নিকট তোমরা সূরা ইয়াছীন পাঠ কর। (মুসনাদে আহমদ)

আর এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ جُنْدُبٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَاَ يٰسٓ فِىْ لَيْلَةٍ اِبْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ غُفِرَ لَهُ. رواه ابن حبان فى صحيحه فى كتاب الصلاة حديث رقم ٢٥٧٤.

অর্থাৎ, হযরত জুনদুব (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাতের বেলায় সূরা ইয়াছীন পাঠ করবে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (সহীহ ইব্‌নে হিব্বান)

সূরা ইয়াছীন পাঠের আর একটি ফযীলত হল– যে ব্যক্তি সকালে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার সকল হাজত পূর্ণ হবে, ফলে সে সুখে স্বস্তিতে থাকবে। আর সন্ধ্যায় পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার সকল হাজত পূর্ণ হবে, ফলে সে সুখে স্বস্তিতে থাকবে। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَطَآءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ قَالَ بَلَغَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَاَ يٰسٓ فِىْ صَدْرِ النَّهَارِ قُضِيَتْ حَوَآئِجُهُ. رواه الدارمى فى كتاب فضائل القرآن – باب فى فضل يٰس حديث رقم ٣١٨ ٤. والحديث مرسل ورجاله ثقات.

অর্থাৎ, হযরত আতা ইব্নে আবী রবাহ (রহ.) বলেন, আমার নিকট বিশ্বস্ত সূত্রে এ কথা পৌঁছেছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দিনের প্রথম দিকে সূরা ইয়াছীন পাঠ করবে, তার সমস্ত হাজত পূর্ণ হবে। (সুনানে দারিমী)

সূরা ওয়াকেয়ার ফযীলত

যে ব্যক্তি প্রতি রাত্রে সূরা ওয়াকেয়া পাঠ করবে, সে অনাহারে থাকবে না। আল্লাহ তাআলা তার রিযিকের অভাব দূর করে দিবেন। হাদীছে এসেছে–

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَاَ سُوْرَةَ الْوَاقِعَةِ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ يُصِبْهُ فَاقَةٌ اَبَدًا وَكَانَ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ يَاْمُرُ بَنَاتِهٖ يَقْرَاْنَ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ. رواه البيهقى فى شعب الايمان حديث رقم ٢٤٩٩. ورواه من المتقدمين ابن وهب فى جامعه وابو عبيد فى فضائل القرآن، كما فى بيان الوهم والايهام لابى الحسن ابن القطان حـ/٤ صـ ٦٦٢، واسناده مما يحتمل فى الفضائل، واستنكار احمد راجع الى ضعف الاسناد على ما هو الظاهر.

অর্থাৎ, হযরত ইব্নে মাসঊদ (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে সূরা ওয়াকেয়া পাঠ করবে, সে কখনও দারিদ্রে পতিত হবে না। (বর্ণনাকারী বলেন,) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে মাসঊদ (রা.) তাঁর কন্যাদেরকে প্রত্যেক রাতে এ সূরা পাঠ করতে বলতেন। (শুআবুল ঈমান)

সূরা মুল্ক-এর ফযীলত

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ سُوْرَةً مِّنَ الْقُرْاٰنِ ثَلٰثُوْنَ اٰيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰى غُفِرَ لَهٗ وَهِىَ تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ. رواه احمد فى مسنده حديث رقم ٨٢٥٩ ورواه الحاكم فى المستدرك حديث رقم ٢١١٥ وقال صحيح الاسناد ووافقه الذهبى فى التلخيص: صحيح، ورواه الترمذى فى ابواب فضائل القرآن – باب ما جاء فى سورة الملك وقال: هذا حديث حسن. واللفظ للترمذى.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কুরআনে ৩০ আয়াতের একটি সূরা আছে যা এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করেছে, ফলে তাকে মাফ করে দেওয়া হয়েছে। সে সূরাটি হচ্ছে– 'তাবারকাল্লাযী বি ইয়াদিহিল মুল্ক'। (মুস্তাদরকে হাকিম, মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী)

অন্য এক হাদীছে কবরের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সূরা মুল্ক তেলাওয়াতের কথা বলা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ ضَرَبَ بَعْضُ اَصْحَابُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِبَائَهُ عَلٰى قَبْرٍ وَهُوَ لَا يَحْسِبُ اَنَّهٗ قَبْرٌ، فَاِذَا فِيْهِ اِنْسَانٌ يَقْرَاُ سُوْرَةَ الْمُلْكِ حَتّٰى خَتَمَهَا، فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِىَ الْمَانِعَةُ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيْهِ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ. رواه الترمذى فى ابواب فضائل القرآن – باب ماجاء فى سورة الملك وقال هذا حديث غريب. قلت: ويؤيده رواية مالك الاتية.

অর্থাৎ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর কোন এক সাহাবী একটা কবরের উপর তাবু খাটালেন। তিনি জানতেন না যে, সেটা একটা কবর। হঠাৎ তিনি দেখেন– তাতে একটি লোক সূরা মুল্ক পাঠ করছে, এমনকি সূরা শেষ পর্যন্ত পাঠ করল। (অতপর উক্ত সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের নিকট এসে তাঁকে এ সংবাদ জানালেন।) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ সূরা হচ্ছে (কবর আযাব হতে) বাধা দানকারী এবং মুক্তি দানকারী যা তার পাঠকারীকে আল্লাহ্র আযাব থেকে মুক্তি দিয়ে থাকে। (তিরমিযী)

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে–

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهٗ اَخْبَرَهٗ اَنَّ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ثُلُثُ الْقُرْاٰنِ، وَاَنَّ تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ تُجَادِلُ عَنْ صَاحِبِهَا. رواه مالك فى الموطا فى ما جاء فى قرائة قل هو الله احد وتبارك الذى بيده الملك.

অর্থাৎ, ইমাম মালেক বলেন, হুমায়দ ইব্নে আব্দুর রহমান তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ (অর্থাৎ, সূরা ইখলাস)

www.maktabatulabrar.com

কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য আর তাবারকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুল্‌ক (অর্থাৎ, সূরা মুল্‌ক) তার তেলাওয়াতকারীর পক্ষে আল্লাহর সঙ্গে ঝগড়া করবে। (মুয়াত্তা মালেক)

বি. দ্র. রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়মিত ঘুমানোর পূর্বে সূরা মুল্‌ক তেলাওয়াত করতেন। বিছানায় শুয়ে শুয়েও তেলাওয়াত করা যেতে পারে। কিংবা ইশার পর ঘুমানোর আগে যে কোনো সময় তেলাওয়াত করে নিলেও এই ফযীলত হাছেল হবে।

সূরা কাহাফের ফযীলত

জুমুআর দিন (জুমুআর নামাযের আগে হোক বা পরে) সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করলে তার জন্য একটি দীর্ঘ নূর প্রকাশ পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَاَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّوْرِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ. رواه البيهقى فى شعب الايمان. حديث رقم ٢٤٤٤.

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহাফ পাঠ করবে, তার জন্য তার থেকে কাবা শরীফ পর্যন্ত দীর্ঘ নূর চমকাতে থাকবে। (শুআবুল ঈমান)

আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَاَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ اَضَاءَ لَهُ النُّوْرُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ. رواه البيهقى فى الدعوات الكبير. كذا فى المشكاة، وفى الترغيب رواه النسائى (اى فى عمل اليوم والليلة) والبيهقى مرفوعا والحاكم مرفوعا وموقوفا، وقال صحيح الاسناد.

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন সূরা কাহাফ পাঠ করবে, তার জন্য এ জুমুআ থেকে ঐ জুমুআ পর্যন্ত নূর চমকাতে থাকবে। (দাওয়াতুল কাবীর, নাসায়ী, বায়হাকী ও হাকিম)

www.maktabatulabrar.com

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে–

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَاَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ كَمَا اُنْزِلَتْ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْ مَقَامِهٖ اِلٰى مَكَّةَ. الحديث. رواه الحاكم فى المستدرک حديث رقم ٢١١٢ وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبى فى التلخيص: على شرط مسلم.

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফ পাঠ করবে যেমন তা নাযেল হয়েছে, কেয়ামতের দিন তার জন্য তার স্থান থেকে মক্কা পর্যন্ত দীর্ঘ এক নূর চমকাতে থাকবে। (মুস্তাদরকে হাকিম)

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে–

عَنْ اَبِى الدَّرْدَآءِ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَاَ ثَلَاثَ اٰيَاتٍ مِنْ اَوَّلِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ. رواه الترمذى فى ابواب فضائل القران –باب ما جاء فى سورة الكهف، وقال هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত আবুদ্দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের শুরু থেকে তিন আয়াত তেলাওয়াত করবে, সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা পাবে। (তিরমিযী)

সূরা ইখলাসের ফযীলত

তিন বার সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করলে এক খতম কুরআন তেলাওয়াতের ছওয়াব হয়। হাদীছ শরীফে এসেছে–

عَنْ اَبِى الدَّرْدَآءِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقْرَاَ فِىْ لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ؟ قَالُوْا وَكَيْفَ يَقْرَاُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ؟ قَالَ: قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ يَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ. رواه مسلم فى كتاب فضائل القرآن – باب فضل قرائة قل هو الله احد، و رواه البخارى عن ابى سعيد فى كتاب ابواب فضائل القرآن – باب فضل قل هو الله احد.

অর্থাৎ, হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন যে, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমাদের কেউ কি প্রতি রাতে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে অক্ষম? সাহাবাগণ উত্তর করলেন– কী করে (প্রতি রাতে) এক তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠ করা হবে? তিনি বললেন, "সূরা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ" কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। (মুসলিম ও বোখারী)

অন্য আর এক রেওয়ায়েতে আছে–

عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ اِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَنِّىْ اُحِبُّ هٰذِهِ السُّوْرَةَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ. قَالَ اِنَّ حُبَّهَا اَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ. رواه الترمذى فى ابواب فضائل القرآن – باب ما جاء فى سورة الاخلاص وقال: هذا حديث حسن غريب.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, একদা এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি এই সূরা– 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ'-কে ভালবাসি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমার একে ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। (তিরমিযী)

অন্য আর এক রেওয়ায়েতে আছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ اَقْبَلْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَتْ. قُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: اَلْجَنَّةُ. رواه الترمذى فى ابواب فضائل القرآن – باب ما جاء فى سورة الاخلاص، وقال هذا حديث حسن صحيح غريب.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে আসলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ পড়তে শুনে বললেন, অবধারিত হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কী অবধারিত হয়ে গেছে? তিনি বললেন, জান্নাত। (তিরমিযী)

সূরা বাকারার ফযীলত

সূরা বাকারা–এর ফযীলত সম্পর্কে এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ. وَاِنَّ الْبَيْتَ الَّذِىْ تُقْرَأُ الْبَقَرَةُ فِيْهِ لَا

www.maktabatulabrar.com

يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ. رواه الترمذى فى ابواب فضائل القرآن – باب ما جاء فى سورة البقرة وآية الكرسى، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা তোমাদের গৃহকে কবর বানিও না। অবশ্যই যে গৃহে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করা হয়, তাতে শয়তান প্রবেশ করে না। (তিরমিযী)

সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরানের ফযীলত

সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরানের ফযীলত বয়ান করে এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رضـ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اِقْرَؤُا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهُ يَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِهِ اِقْرَؤُا الزَّهْرَاوَيْنِ اَلْبَقَرَةَ وَسُوْرَةَ اٰلِ عِمْرَانَ، فَاِنَّهُمَا تَاْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كَاَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ اَوْ غَيَايَتَانِ اَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ اَصْحَابِهِمَا، اِقْرَؤُا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَاِنَّ اَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ. رواه مسلم فى كتاب فضائل القرآن – باب فضل قرائة القرآن وسورة البقرة.وراه ابن حبان فى صحيحه حديث رقم ١١٦ واللفظ لسلم.

অর্থাৎ, হযরত আবূ উমামা (রা.) বলেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি– তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর; কেননা, কুরআন কেয়ামতের দিন তার তেলাওয়াতকারীদের জন্য সুপারিশকারী হিসাবে উপস্থিত হবে। তোমরা অত্যাধিক আলোকিত দুটি সূরা অর্থাৎ, সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান তেলাওয়াত কর; কেননা এ দুটি সূরা কেয়ামতের দিন উপস্থিত হবে এমনভাবে যেন দুটি মেঘখণ্ড বা সারিবদ্ধ দুটি পাখীর দল। এ দুটি সূরা তার পাঠকারীদের পক্ষে (আল্লাহ্‌র সঙ্গে) বিতণ্ডা করবে। তোমরা সূরা বাকারা পাঠ কর; কেননা সেটি গ্রহণ করা বরকত আর বর্জন করা আক্ষেপের কারণ। আর যাদুকররা এর মোকাবেলা করতে সক্ষম নয়। (মুসলিম ও সহীহ ইব্‌নে হিব্বান)

আয়াতুল কুরছীর ফযীলত

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছের একাংশে আছে–

اِذَا اَوَيْتَ اِلٰى فِرَاشِكَ فَاقْرَاْ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ حَتّٰى تَخْتِمَ الْاٰيَةَ فَاِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ. رواه البخارى فى كتاب الكفالة – باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا الخ.

অর্থাৎ, যখন তুমি বিছানায় যাবে, তখন আয়াতুল কুরছী اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ থেকে আয়াত শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে। তাহলে সকাল পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার নিকট হেফাজতকারী থাকবে এবং শয়তান তোমার কাছে আসতে সক্ষম হবে না। (বোখারী)

অন্য এক হাদীছে আছে– প্রত্যেক ফরয নামাযের পর যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরছী নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কোনো অন্তরায় থাকে না অর্থাৎ, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সে বেহেশতের শান্তি ও আরাম-আয়েশ ভোগ করতে শুরু করবে। হাদীছটি এই–

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَاَ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ اِلَّا اَنْ يَّمُوْتَ. رواه النسائى (فى عمل اليوم الليلة باسناد صحيح) ورواه الطبرانى باسانيد احدها صحيح كذا فى الترغيب حديث رقم ٢٤٠٥. وهامشه وقال المنذرى: وقال شيخنا ابو الحسن:هو على شرط البخارى. ورواه ابن حبان فى كتاب الصلاة وصححه.

অর্থাৎ, হযরত আবূ উমামা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পর আয়াতুল কুরছী পাঠ করবে, মৃত্যু ব্যতীত আর কিছু তার জান্নাতে প্রবেশের পক্ষে অন্তরায় নেই। (অর্থাৎ, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।) (নাসায়ী, তাবারানী ও সহীহ ইব্নে হিব্বান)

www.maktabatulabrar.com

আয়াতুল কুরছী হল–

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ج لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ط لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَاشَآءَ ج وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ج وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ. ﴿٢٥٥﴾

আয়াতুল কুরছীর ফযীলত সম্পর্কে আর এক হাদীছে এসেছে–

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَاَ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ فِىْ دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَانَ فِىْ ذِمَّةِ اللّٰهِ اِلَى الصَّلَاةِ الْاُخْرٰى. رواه الطبرانى باسناد حسن كذا فى الترغيب حديث رقم ٢٤٠٦.

অর্থাৎ, হযরত হাছান ইবনে আলী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যাক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরছী পাঠ করবে, সে পরবর্তী নামায পর্যন্ত আল্লাহ্র জিম্মায় থাকবে। (তাবারানী)

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের ফযীলত

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ আয়াত। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَ قَرَاَ ثَلٰثَ اٰيَاتٍ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْحَشْرِ وَكَّلَ اللّٰهُ بِهٖ سَبْعِيْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ حَتّٰى يُمْسِىَ وَاِنْ مَاتَ فِىْ ذَالِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيْدًا وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِىْ كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ. رواه الترمذى فى ابواب فضائل القرآن – باب خال عن الترجمة قبل باب ما جاء كيف كانت قرائة النبى صلى الله عليه وسلم وقال: هذا حديث حسن غريب.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সকাল বেলা তিনবার اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়ে (বিসমিল্লাহ পড়বে না) সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন, যারা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত রহমতের দু'আ করতে থাকবে এবং ঐ দিন তার মৃত্যু হলে সে শাহাদাতের মৃত্যু বরণ করবে। আর সন্ধ্যায় অনুরূপ পাঠ করলে পরবর্তী সকাল পর্যন্ত ঐ মর্তবা হাছেল হবে। (তিরমিযী)

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত হল–

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ج هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٢﴾ هُوَاللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ط يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾

সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াতের ফযীলত

সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ আয়াত। হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ رضـ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْاٰيَتَانِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَاَ بِهِمَا فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب ابواب فضائل القرآن – باب من لم ير باسا ان يقول سورة البقرة وسورة كذا، ورواه مسلم فى كتاب فضائل القرآن – باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة.

অর্থাৎ, হযরত আবূ মাসঊদ (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রাতের বেলায় সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে, এটা তার ঐ রাতের জন্য যথেষ্ট হবে। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা: সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত রাতের জন্য যথেষ্ট হওয়ার অর্থ এ দুই আয়াত পাঠ করলে ঐ রাতে দুষ্ট জিনের আছর থেকে এবং রাতের সব রকম অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে।

মুছাব্বিহাত–এর ফযীলত

"মুছাব্বিহাত" বলা হয় যেসব সূরার শুরুতে 'ছুবহানা', 'ছাব্বিহ' এবং 'য়ুছাব্বিহু' রয়েছে। এরূপ সূরা মোট সাতটি। তা হল সূরা ইসরা, হাদীদ, হাশর, সাফ্, জুমুআ, তাগাবুন ও আ'লা। এ সূরাগুলোর বিশেষ ফযীলত রয়েছে। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ حَتّٰى يَقْرَاَ الْمُسَبِّحَاتِ وَيَقُوْلُ: اِنَّ فِيْهَا اٰيَةً اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ اٰيَةٍ. رواه ابو داود فى كتاب الادب – باب ما يقول عند النوم، ورواه الترمذى فى ابواب الدعوات – باب خال عن الترجمة وقال: هذا حديث حسن غريب. واللفظ لابى داود.

অর্থাৎ, হযরত ইরবায ইব্নে সারিয়া (রা.) বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমানোর পূর্বে মুছাব্বিহাত পাঠ করতেন। তিনি বলতেন, তন্মধ্যে একটি আয়াত রয়েছে, যা এক হাজার আয়াতের চেয়ে উত্তম। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

উল্লেখ্য, মুছাব্বিহাতের মধ্যে এক হাজার আয়াতের চেয়ে উত্তম যে আয়াতের কথা বলা হয়েছে সেটি কোন আয়াত তা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট করে বলে যাননি। কারও কারও মতে শবে কদর–এর ন্যায় এটিও অস্পষ্ট রাখা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, সে আয়াতটি হল–

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ.

নবম অধ্যায় সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ.

আর আল্লাহর যিকিরই সর্বাপেক্ষা বড় জিনিস।
(সূরা আনকাবূত : ৪৫)

দশম অধ্যায়

ফাযায়েলে যিক্‌র

www.maktabatulabrar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দশম অধ্যায়

ফাযায়েলে যিক্‌র

যিকিরের গুরুত্ব ও ফায়দা

যিকির দ্বারা কলব পরিষ্কার হয়

এসলাহে বাতেন বা আধ্যাত্মিক সংশোধনের জন্য এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অর্জন করার জন্য একটা মৌলিক বিষয় হল যিকির। যিকিরের বহু ফায়দা রয়েছে। তার মধ্যে একটা বড় ফায়দা হল যিকির করা দ্বারা কলবের ময়লা পরিষ্কার হয়। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ: لِكُلِّ شَيْئٍ صَقَالَةٌ وَصَقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ. **الحديث.** رواه البيهقى فى الدعوات الكبير. كذا فى المشكاة.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন, সব জিনিসের রেত রয়েছে, কলবের রেত হল আল্লাহর যিকির। (আদ-দাওয়াতুল কাবীর)

যেমন লোহার উপর জং পড়লে, মরিচা পড়লে রেত দ্বারা ঘষে সেই জং দূর করা হয়। তদ্রূপ কলবের উপর জং বা মরিচা পড়লে যিকির দ্বারা সেই জং পরিষ্কার করা যায়।

এখন বুঝতে হবে কলবের জং কী এবং সেই জং পরিষ্কার না করলে কী ক্ষতি হয়, আর পরিষ্কার করলে কী লাভ হয়। কলবের জং হল গোনাহের ময়লা। গোনাহ করলে কলবের উপর কালো দাগ পড়ে। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اَخْطَاَ خَطِيْئَةً نُكِتَتْ فِىْ قَلْبِهٖ نُكْتَةٌ سَوْدَآءُ، فَاِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صُقِلَ قَلْبُهٗ، وَاِنْ عَادَ زِيْدَ فِيْهَا حَتّٰى تَعْلُوَ قَلْبَهٗ، وَهُوَ الرَّانُ اَلَّذِىْ ذَكَرَ اللّٰهُ -كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ. رواه الترمذى فى كتاب التفسير – سورة ويل للمطففين. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বান্দা যখন গোনাহ করে (তার অন্তরে) একটা কাল দাগ পড়ে, অনন্তর তা থেকে বিরত হয়ে তওবা ইস্তিগফার করলে তার অন্তর জং মুক্ত হয়ে যায়। আবার গোনাহ করলে আরও বেশী জং পড়ে এমনকি জং তার অন্তরকে ছেয়ে যায়। এটা হল ঐ জং যার কথা আল্লাহ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ আয়াতে উল্লেখ করেছেন। আয়াতের অর্থ হল– তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরসমূহে জং ধরিয়েছে।

অন্য এক হাদীছে এসেছে –

فَاَىُّ قَلْبٍ اُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِىْ قَلْبِهٖ نُكْتَةٌ سَوْدَآءُ.الخ. رواه مسلم فى كتاب الايمان – باب رفع الامانة الخ.

অর্থাৎ, বান্দা যখন ফেতনায় তথা গোনাহে জড়িয়ে পড়ে তখন তার কলবে অর্থাৎ, তার অন্তরে একটা কালো দাগ পড়ে যায়। (মুসলিম)

এভাবে গোনাহ করতে করতে এবং তার কলবে কালো দাগ পড়তে পড়তে এক সময় তার অন্তর সম্পূর্ণ কালিমাযুক্ত হয়ে যায়।

www.maktabatulabrar.com

ব্যাখ্যা: কলবের উদাহরণ হল একটা কাঁচের পাত্রের মত। কাঁচের উপর যদি ময়লা থাকে বা কালি দিয়ে লেপা থাকে, তাহলে ঐ কাঁচ ভেদ করে ভিতরে কোনো আলো প্রবেশ করতে পারে না। কাঁচের ভিতরে আলো প্রবেশ করতে হলে কাঁচ পরিষ্কার থাকতে হবে। ময়লা-আবর্জনা থাকলে তার ভিতরে আলো প্রবেশ করবে না। আলো বাধাগ্রস্ত হবে। কাঁচ যত পরিষ্কার ঝকঝকে থাকবে, তার মধ্যে আলো তত বেশী প্রবেশ করবে। কলবের অবস্থাও তেমন। কলব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে তার মধ্যে আলো প্রবেশ করবে, কলবে ময়লা থাকলে, কালি দিয়ে লেপা থাকলে তার মধ্যে আলো প্রবেশ করতে পারবে না অর্থাৎ, কুরআন-হাদীছের নূর প্রবেশ করতে পারবে না। নূর অর্থ হল আলো। কুরআন-হাদীছের কথা হল নূর। কুরআনে কারীমকে নূর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

قَدْ جَآئَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ.

অর্থাৎ, তোমাদের কাছে এসেছে নূর অর্থাৎ, সুস্পষ্ট কিতাব। (মায়িদা: ১৫)

অতএব কোনো কলবের আয়নার উপরে ময়লা থাকলে অর্থাৎ, গোনাহের ময়লা থাকলে ঐ কলবে কুরআন-হাদীছের নূর প্রবেশ করতে পারবে না। সেই কলব থাকবে অন্ধকার। ঐ অন্ধকারে কুরআন-হাদীছের কোনো কথার আসল স্বরূপ তার কাছে পরিষ্কার হবে না। এ জন্যই দেখা যায় কুরআন-হাদীছের কথা শুনলে নেককার লোকদের ভাল বুঝে আসে, পাপীদের ভাল বুঝে আসে না। এমনও দেখা যায় কুরআন-হাদীছের বরাত দিয়েও যদি বুঝানো হয় যে, এটা বিদআত, এটা কুসংস্কার, এটা পাপ, এটা করা ঠিক নয়, তবুও আমাদের অনেকের মনের ভিতরে প্রবেশ করে না, ভালভাবে বুঝে আসে না, অস্পষ্টতা কাটে না। এর কারণ একটাই। তাহল ঐ সব বিদআত কুসংস্কারের পাপের ময়লা কলবের আয়নাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ফলে কুরআন-হাদীছের কথা সেসব অন্তরে প্রবেশ করছে না, কুরআন-হাদীছের নূর তার ভিতরে প্রবেশ করছে না। যার কারণে বার বার বলা হচ্ছে, কুরআন-হাদীছের বরাত দিয়ে ফেকাহ-র কিতাবের বরাত দিয়ে বলা হচ্ছে, কিন্তু দিলে ধরছে না। দিল বিকশিত হচ্ছে না। কলবে পাপের ময়লা না থাকলে, কলব আয়নার মত ঝকঝকে পরিষ্কার থাকলে ভাল করে বুঝে আসত। দিলের মধ্যে কথা ভালভাবে প্রবেশ করত। দ্বীনের সব কথা কলবের কাছে পরিষ্কার মনে হত। দ্বীন সম্বন্ধে সব অস্পষ্টতা কেটে যেত।

www.maktabatulabrar.com

পাপের কারণে অন্তর কালিমাচ্ছন্ন থাকলে ঐ অন্তরে হেদায়েতের আলো প্রবেশ করে না বলেই সেই অন্তর থেকে ভাল-মন্দের বিবেচনা বোধ লোপ পায়। ফলে ভালকে খারাপ বোধ হয়, আর খারাপটাকে ভাল বোধ হয়। এক হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফেতনার জমানার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, যখন নানারকম পাপের বিস্তার ঘটবে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

حَتّٰى تَصِيْرَ عَلٰى قَلْبَيْنِ عَلٰى اَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهٗ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ وَالْاٰخَرُ اَسْوَدُ مِرْبَادًّا كَالْكُوْزِ مُرَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوْفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا اِلَّا مَا اُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ. رواه مسلم فى كتاب الايمان – باب رفع الامانة والايمان الخ.

অর্থাৎ তখন মানুষের কলব দুই ধরনের হয়ে যাবে। এক ধরনের কলব সেই সব পাপ থেকে দূরে থাকার কারণে কালিমাচ্ছন্ন হবে না; বরং ঝকঝকে মসৃণ পাথরের মত থাকবে। আর এক ধরনের কলব সেই সব পাপে জর্জরিত হওয়ার কারণে কালো হয়ে যাবে, সেই সব অন্তর ভালকে ভাল এবং মন্দকে মন্দ বলে বুঝতে সক্ষম হবে না। বরং শুধু খাহেশাতে নফসানীটাই বুঝবে। সেই অন্তরে কোনো ভাল কথা প্রবেশ করবে না। যেমন– একটা মশক উপুড় করে দেওয়া হলে তার ভিতর আর কিছু প্রবেশ করতে পারে না। (মুসলিম)

অতএব এ দুই হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যিকির দ্বারা কলব পরিষ্কার হয়, আর কলব যত পরিষ্কার থাকবে, দ্বীনের কথা তত ভাল লাগবে, দ্বীনের কথা তত ভাল বুঝে আসবে, ভাল-মন্দ বিবেচনা বোধ ঠিক থাকবে। যিকির করলে কলব পরিষ্কার থাকার কারণে দ্বীনের কথা কলবে ভাল আছর করবে। দ্বীনের কথায় কলবে আছর হলে ইবাদত-বন্দেগীর আগ্রহ পয়দা হয়, গোনাহ থেকে বিরত থাকার জযবা পয়দা হয়, আখেরাতের ফিকির এবং আল্লাহর আযাবের ভয় বৃদ্ধি পায়। এভাবে যিকির দ্বারা কলবের বহু জঞ্জাল দূর হয়ে যাবে, কলবের অবস্থার বহু উন্নতি হবে, কলবের যথেষ্ট এসলাহ হয়ে যাবে।

যিকির দ্বারা আল্লাহ্‌র রহমত ও ফেরেশতাদের দুআ লাভ হয়

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضـ اَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ: لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَّذْكُرُوْنَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ اِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ. رواه مسلم فى كتاب الذكر- باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা ও হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে কোনো মানব দল আল্লাহ্‌র যিকির করতে বসে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে নেন, আল্লাহ্‌র রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয় এবং তাদের উপর ছাকীনা তথা শান্তি বর্ষিত হয়। অধিকন্তু আল্লাহ আপন নিকটস্থ ফেরেশতাদের সঙ্গে তাদের কথা আলোচনা করেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা: "ছাকীনা" অর্থ কারও কারও মতে এক ধরনের খাছ রহমত যার দ্বারা অন্তরে শান্তি পয়দা হয়। স্থিরতা, গাম্ভীর্য, ফেরেশতা ইত্যাদি অর্থও কেউ কেউ করেছেন। হাফেজ ইব্‌নে হাজার আসকালানী (রহ.) উল্লেখিত সব কয়টিকে সমষ্টিগত অর্থে এভাবে গ্রহণ করেছেন যে, উল্লেখিত সব কয়টি ফেরেশতাদের সঙ্গে অবতীর্ণ হয়।

যিকির দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জিত হয়

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللّٰهُ: اَنَا مَعَ عَبْدِىْ اِذَا ذَكَرَنِىْ وَتَحَرَّكَتْ بِىْ شَفَتَاهُ. رواه البخارى تعليقا فى كتاب الرد على الجهمية الخ - باب قول الله لا تحرك به لسانك. ورواه الحاكم فى المستدرك عن ابى الدرداء حديث رقم ١٨٦٠ وقال صحيح الاسناد، واقره عليه الذهبى فى التلخيص.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি আমার বান্দার সঙ্গে থাকি যখন সে আমার যিকির করে এবং আমার উদ্দেশ্যে তার ওষ্ঠদ্বয় নড়তে থাকে। (বোখারী ও মুস্তাদরকে হাকিম)

ব্যাখ্যা: বান্দার সঙ্গে আল্লাহর থাকার অর্থ হল বান্দার প্রতি আল্লাহর মনোযোগ, রহমত ও সহযোগিতা থাকা। অথবা এ কথা দ্বারা বান্দার মর্যাদা ও নৈকট্য বোঝানো হয়েছে।[১]

এ হাদীছের এক ব্যাখ্যায় আল্লামা তীবী বলেছেন, এখানে মুখের দ্বারা যিকর অথবা অন্তরের যিকির উভয়টা অন্তর্ভুক্ত।[২]

যিকির অনেক আমলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِى الدَّرْدَآءِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ اَعْمَالِكُمْ وَاَزْكٰهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَاَرْفَعِهَا فِىْ دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ لَّكُمْ مِنْ اِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٍ لَّكُمْ مِنْ اَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا اَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا اَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوْا بَلٰى. قَالَ ذِكْرُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ. رواه احمد فى مسنده حديث رقم ٢١٥٩٩ واسناده صحيح كذا فى هامشه، ورواه الترمذى فى ابواب الدعوات. واللفظ لاحمد.

অর্থাৎ, হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন যে, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমি কি তোমাদেরকে বলব তোমাদের আমলসমূহের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম, তোমাদের পরওয়ারদেগারের কাছে অধিক সূচীপূর্ণ এবং তোমাদের অধিক পরিমাণে মর্যাদা বৃদ্ধিকারী আর তোমাদের পক্ষে সোনা-রূপা দান করা থেকেও শ্রেষ্ঠ এবং এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ যে, তোমরা শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে–তাদের গর্দান কাটবে এবং তারাও তোমাদের গর্দান কাটবে (অর্থাৎ, জেহাদ করার চেয়েও)? সাহাবাগণ আরয করলেন, জি হুজুর বলুন। তখন তিনি বললেন, সে আমলটি হল আল্লাহ্‌র যিকির। (মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী)

ফায়দা: এখানে যিকিরকে সবচেয়ে উত্তম আমল বলা হয়েছে সাধারণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। নতুবা বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দান-সদকা, জেহাদ ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ আমল হয়ে দাঁড়ায়।

---

১. مرقاة لعلى القارى ।

২. ايضا ।

www.maktabatulabrar.com

যিকির দ্বারা শয়তান ভেগে যায়

হাদীছে এসেছে–

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ "اَلْوَسْوَاسُ" اِذَا وُلِدَ خَنَسَهُ الشَّيْطَانُ فَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَهَبَ وَاِذَا لَمْ يُذْكَرِ اللّٰهُ ثَبَتَ عَلٰى قَلْبِهٖ. رواه البخارى فى صحيحه فى التفسير فى سورة قل اعوذ برب الناس تعليقا، والحديث موقوف على ابن عباس.

অর্থাৎ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূরা 'নাছ'–এর اَلْوَسْوَاس শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন যে, যখন সন্তান জন্মগ্রহণ করে শয়তান তাকে উসকানি দেয়। অতঃপর যখন আল্লাহ্‌র যিকির (স্মরণ) করা হয় সে সরে যায়, আর যখন আল্লাহর যিকির না করা হয়, তখন সে তার অন্তরের উপর জেঁকে বসে। (বোখারী)

ফায়দা: এ হাদীছ থেকে বুঝা গেল যিকির দ্বারা শয়তান ভেগে যায়। তাই মনের মধ্যে ঈমান আমল বিরোধী কোনো চেতনা জাগ্রত হলে বুঝতে হবে এটা শয়তানের ওয়াছওয়াছা। সেমতে শয়তানকে তাড়ানোর জন্য আউযু বিল্লাহ পড়ার সঙ্গে যিকিরেও লিপ্ত হওয়া যায়।

যিকির আল্লাহ্‌র আযাব থেকে অধিক রক্ষাকারী আমল

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضـ قَالَ مَا عَمِلَ اِبْنُ اٰدَمَ مِنْ عَمَلٍ اَنْجٰى لَهٗ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. رواه مالک فى مؤطاه فى ما جاء فى ذكر الله تعالى.

অর্থাৎ, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, বনী আদম যিকিরের চেয়ে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে অধিক রক্ষাকারী কোনো আমল করতে পারে না। (মুয়াত্তা মালেক)

যিকিরকারী আরশের নিচে ছায়া পাবে

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ - اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَاَ

فِىْ عِبَادَةِ رَبِّهٖ، وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اِخْفَاءً حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهٗ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. رواه البخارى فى كتاب الاذان – باب من جلس فى المسجد ينتظر الصلوة وفضل المساجد.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তার ছায়ায় আশ্রয় দিবেন সেদিন, যেদিন তার ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। তারা হল– (১) ইনসাফগার শাসক, (২) যে যুবক তার প্রতিপালকের ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হয়, (৩) যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদের সঙ্গে লাগানো থাকে, (৪) যে দুই ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালবাসে– এরই ভিত্তিতে তারা একত্র হয় আবার এরই ভিত্তিতে তারা পৃথক হয়ে যায়। (৫) যে ব্যক্তিকে কোনো বংশীয় সুন্দরী নারী কু-কর্মের দিকে আহবান জানায় আর সে বলে আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি। (৬) যে ব্যক্তি এমন গোপনে দান করে যে তার বাম হাত জানতে পারে না তার ডান হাত কী ব্যয় করে। (৭) আর সেই ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহ্‌র যিকির করে আর তার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। (বোখারী)

ব্যাখ্যা: অশ্রু প্রবাহিত হওয়ার দুটো অর্থ হতে পারে। (১) নিজের গোনাহ খাতা স্মরণ করে রোদন করা। (২) যওক-শওক ও আবেগ ভরে চোখ থেকে অশ্রু বের হওয়া।

সংক্ষেপে এ কিতাবে উল্লেখিত হাদীছসমূহের আলোকে যিকিরের বিশেষ ফযীলত ও ফায়দা ৮টি। যথা–

১. যিকির দ্বারা কলব পরিষ্কার হয়।
২. যিকির দ্বারা আল্লাহ্‌র রহমত লাভ হয়।
৩. যিকির দ্বারা ফেরেশতাদের দুআ লাভ হয়।
৪. যিকির দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জিত হয়।
৫. যিকির অনেক আমলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।
৬. যিকির দ্বারা শয়তান ভেগে যায়।

www.maktabatulabrar.com

৭. যিকির আল্লাহ্‌র আযাব থেকে অধিক রক্ষাকারী আমল।

৮. যিকিরকারী আরশের নিচে ছায়া পাবে।

উল্লেখ্য: উপরোক্ত ৮টি ফায়দা ছাড়াও যিকিরের আরও অনেক ফায়দা রয়েছে। হাফেজ ইব্‌নে কাইয়্যেম "ওয়াবিলুস সায়্যিব" কিতাবে যিকিরের একশতেরও বেশী ফায়দার কথা বর্ণনা করেছেন। আগ্রহী ব্যক্তিগণ উক্ত কিতাবখানি দেখতে পারেন।

যিকিরের পরিমাণ

হাদীছে সদা সর্বদা যিকির জারী রাখার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ رضـ يَقُوْلُ: جَآءَ اَعْرَابِيَّانِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَحَدُهُمَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ. وَقَالَ الْاٰخَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّ شَرَائِعَ الْاِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَىَّ فَمُرْنِىْ بِاَمْرٍ اَتَشَبَّثُ بِهٖ. فَقَالَ: لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. رواه الترمذى فى ابواب الدعوات – باب ما جاء فى فضل الذكر وقال هذا حديث حسن غريب. ورواه احمد فى مسنده حديث رقم ١٧٦٢٨ واسناده صحيح كذا فى هامشه. واللفظ لاحمد.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে বুছ্‌র (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর কাছে দুজন বেদুঈন এল। তাদের একজন জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রসূলাল্লাহ! মানুষের মধ্যে কে সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, যার বয়স বেশী ও আমল ভাল। অপরজন জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রসূলাল্লাহ! শরীয়তের আমল অনেক রয়েছে, তার মধ্যে আমাকে এমন একটি বিষয় বলে দিন যাকে আমি আঁকড়ে থাকব। তিনি বললেন, তোমার জবান যেন সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারা ভিজা থাকে। (মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা: যিকির পরিমাণে খুব বেশী করতে বলা হয়েছে। কত বেশী তার কোন সীমা বলে দেওয়া হয়নি। যে যত বেশী যিকির করতে পারবে তার তত ফায়দা হবে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا.

অর্থাৎ, হে মু'মিনরা তোমরা বেশী বেশী আল্লাহ্‌র যিকির কর। (সূরা আহযাব: ৪১)

সর্বদা এত বেশী যিকির করতে বলা হয়েছে যে, মানুষ মনে করবে লোকটা পাগল হয়ে গেছে, যিকির ছাড়া দুনিয়ার আর কিছু বোঝে না। হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (الْخُدْرِىِّ) رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ: اَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللّٰهِ حَتّٰى يَقُوْلُوْا مَجْنُوْنٌ. رواه احمد فى مسنده حديث رقم ١١٦١٤. واسناده حسن كذا فى هامشه.

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা আল্লাহ্‌র যিকিরে এত বেশী মগ্ন থাকবে যে, লোকেরা বলবে পাগল। (মুসনাদে আহমদ)

যিকিরের সুন্নাত ও আদবসমূহ

১. যিকিরের জন্য উযূ করা শর্ত নয় তবে উযূ-র সঙ্গে যিকির করলে যিকিরের আছর বেশী হয় এবং নূরানিয়্যাত হাছিল হয়।

২. কেবলামুখী হয়ে যিকিরে বসা উত্তম।

৩. হুজুরে কল্‌ব বা একাগ্রতার সঙ্গে যিকির করতে হবে। আল্লামা তীবী (রহ.) বলেছেন, হুজূরে ক্বলবের সঙ্গে যিকির করলে যিকিরের আছর বেশী হয়, যদিও হুজূরে ক্বলব ব্যতীত যিকির করা ফায়দা থেকে খালি নয়, তবে তাতে ফায়দা কম হয়।[১]

৪. এই একীনের সঙ্গে যিকির করবে যে, আল্লাহ পাক আমার যিকির শুনছেন, তাই মহান আল্লাহ্‌র আজমত ও মহব্বতের সঙ্গে যিকির করতে হবে।

৫. এখলাসের সঙ্গে যিকির করতে হবে।

৬. শুধু সংখ্যা পূরণ করার নিয়তে নয় বরং যিকির দ্বারা ফায়দা ও বরকত লাভ হবে এই নিয়তে যিকির করতে হবে, অন্যথায় যিকিরের বরকত লাভ হবে না।[২]

৭. যে শব্দের দ্বারা যিকির করবে তার অর্থের দিকে খেয়াল রাখবে।

১. ॥ مرقاة لعلى القارى كتاب الدعوات

২. ॥ بصائر حكيم الامت

www.maktabatulabrar.com

যিক্‌রে জলী ও যিক্‌রে খফী প্রসঙ্গ

"যিক্‌রে জলী" অর্থ উচ্চস্বরে যিক্‌র করা। আর "যিক্‌রে খফী" অর্থ অনুচ্চস্বরে যিক্‌র করা। যিক্‌রে খফী বা অনুচ্চস্বরে যিকির করা উত্তম। তবে রিয়ার সম্ভাবনা না থাকলে এবং কারও নিদ্রা, ইবাদত বা জরূরী কাজে ব্যাঘাত না ঘটলে যিকরে জলী বা উচ্চস্বরে যিকির করাও জায়েয বরং কোন কোন শায়েখ উক্ত শর্ত স্বাপেক্ষে সেটাকেই উত্তম বলেছেন। কেননা উচ্চস্বরে যিকির করার মধ্যে মনোযোগ নিবদ্ধ থাকা, ওয়াছওয়াছা হ্রাস পাওয়া এবং যিকিরের আওয়াজের বরকত ছড়িয়ে পড়া প্রভৃতি বহুবিধ ফায়দা রয়েছে। তবে খুব বেশী উচ্চস্বরে না হওয়া চাই এবং উচ্চস্বরে করাকে ছওয়াবের বা ইবাদতের মনে না করা চাই।[১]

বিশেষ কয়েকটি যিকির

যিকির অনেক ধরনের আছে। কুরআন তেলাওয়াতও যিকির। সুবহানাল্লাহ বলা, আল-হামদু লিল্লাহ বলা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা, আল্লাহু আকবার বলা, এগুলিও যিকির। আল্লাহ, আল্লাহ বলাও যিকির।

যদি কেউ হক্কানী পীর মুর্শিদের কাছে বায়আত হয়ে থাকেন, তাহলে নিজ নিজ পীর মুর্শিদের সবক মোতাবেক যিকির করবেন। আর এরকম বায়আত না হয়ে থাকলে বা বায়আত হয়ে থাকলেও হাদীছের আলোকে (হাদীছসমূহ পরবর্তী পরিচ্ছেদে দ্র.) অন্তত সকাল সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত তাসবীহগুলি পাঠ করতে পারেন–

১। سُبْحَانَ اللّٰهِ ১০০ বার।

২। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ১০০ বার।

৩। لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ১০০ বার।

৪। اَللّٰهُ اَكْبَرُ ১০০ বার।

৫। سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ ১০০ বার।

৬। اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ বা যে কোনো ইস্তিগফার ১০০ বার।

৭। যে কোনো দুরূদ ১০০ বার।

১. شرعة الاسلام، شريعت و طريقت ॥

www.maktabatulabrar.com

উপরোক্ত তাসবীহ/যিকিরসমূহের ফযীলত

সুবহানাল্লাহ, আল্-হাম্‌দু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার–এর ফযীলত:

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَفْضَلُ الْكَلَامِ اَرْبَعٌ - سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ. رواه البخارى تعليقا فى كتاب الايمان والنذور – باب اذا قال والله لا اتكلم اليوم فصلى او قرأ او سبح او كبر الخ وفى رواية احب الكلام الى الله اربع – سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا يضرك بايهن بدأت. مشكاة عن مسلم.

অর্থাৎ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শ্রেষ্ঠ বাক্য হচ্ছে চারটি:– সুব্‌হানাল্লাহ, আল্-হাম্‌দু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে– আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয় বাক্য হচ্ছে চারটি:– সুব্‌হানাল্লাহ, আল্-হাম্‌দু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার। এর যে কোনোটি তুমি প্রথমে বল কোনো ক্ষতি নেই। (বোখারী ও মুসলিম)

আর এক হাদীছে এসেছে–

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقِيْتُ اِبْرَاهِيْمَ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ! اَقْرِاْ اُمَّتَكَ مِنِّىَ السَّلَامَ وَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةَ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَآءِ وَاَنَّهَا قِيْعَانٌ وَاَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ. رواه الترمذى فى ابواب الدعوات – باب خال عن الترجمة بعد باب ما جاء فى فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد وقال هذا حديث حسن غريب.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মে'রাজের রাতে হযরত ইব্রাহীম (আ.)–এর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হলে তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি

আপনার উম্মতকে আমার সালাম বলবেন এবং সংবাদ দিবেন যে, জান্নাত হল সুগন্ধ মাটিযুক্ত ও সুপেয় পানি বিশিষ্ট, কিন্তু তাতে কোনো গাছপালা নেই। তার গাছ হল সুবহানাল্লাহ, আল্-হাম্দু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা: এ হাদীছে জান্নাতে কোনো গাছপালা না থাকার কথা বলা হয়েছে। অন্য অনেক হাদীছে জান্নাতকে ফলে-ফুলে পরিপূর্ণ বাগান বলা হয়েছে। মুহাদ্দিছীনে কেরাম এই দুই বক্তব্যের মাঝে এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, জান্নাতের কিছু অংশ গাছপালায় পরিপূর্ণ আর কিছু অংশ শূন্য ময়দান। মানুষের আমল অনুসারে সেখানে বৃক্ষরাজি পয়দা হতে থাকে। এভাবেও সমন্বয় করা যায় যে, জান্নাতের পূর্ণটাই পরিমিত গাছপালায় পরিপূর্ণ, তবে এসব তাসবীহের বিনিময়ে তাসবীহ পাঠকারীর জন্য তা হতে বরাদ্দ হতে থাকে। এই বরাদ্দ হওয়াকে এভাবে ব্যাক্ত করা হয়েছে যে, পয়দা হতে থাকে।

ফায়দা: উলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর মাধ্যমে এই উম্মতের নিকট হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সালাম পৌঁছেছে। তাই যার নিকট এ হাদীছ পৌঁছবে, তিনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সালামের জওয়াব দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলবেন, ওয়া আলাইহিস সালাম ও রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

উপরোক্ত তাসবীহগুলোর ফযীলত সম্পর্কে অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

اَلتَّسْبِيْحُ نِصْفُ الْمِيْزَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ يَمْلَاُهُ وَالتَّكْبِيْرُ يَمْلَاُ مَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَالصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ وَالطُّهُوْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ. رواه الترمذى فى ابواب الدعوات – باب خال عن الترجمة. وقال هذا حديث حسن.

অর্থাৎ, "সুবহানাল্লাহ" দাড়িপাল্লার অর্ধেক, "আল-হাম্দু লিল্লাহ" দাড়িপাল্লাকে ভরে দিবে। আর "আল্লাহু আকবার" আসমান জমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে ভরে দিবে। রোযা হল সবরের অর্ধেক, আর পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। (তিরমিযী)

অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

www.maktabatulabrar.com

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَاَنْ اَقُوْلَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. رواه مسلم فى كتاب الذكر – باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সুবহানাল্লাহ, আল্-হাম্দু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলা সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষাও আমার নিকট প্রিয়তর। (মুসলিম)

অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجُلَسَآئِهٖ: اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّكْسِبَ اَلْفَ حَسَنَةٍ؟ فَسَاَلَهٗ سَآئِلٌ مِنْ جُلَسَآئِهٖ كَيْفَ يَكْسِبُ اَحَدُنَا اَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: يُسَبِّحُ اَحَدُكُمْ مِاَةَ تَسْبِيْحَةٍ تُكْتَبُ لَهٗ اَلْفُ حَسَنَةٍ وَ تُحَطُّ عَنْهُ اَلْفُ سَيِّئَةٍ. رواه الترمذى فى ابواب الدعوات – باب خال عن الترجمة بعد باب ما جاء فى فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. وقال هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত সাআদ (রা.) বলেন যে, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সঙ্গীদেরকে প্রশ্ন রাখলেন– তোমাদের কেউ কি এক হাজার নেকী অর্জন করতে অক্ষম? তখন তাঁর একজন সঙ্গী জিজ্ঞাসা করলেন কীভাবে আমাদের কেউ এক হাজার নেকী অর্জন করতে পারে? তখন তিনি ইরশাদ করলেন, তোমাদের কেউ একশত বার সুবহানাল্লাহ পাঠ করবে, তাহলে তার জন্য এক হাজার নেকী লেখা হবে এবং তার এক হাজার পাপ মোচন করা হবে। (তিরমিযী)

অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِ الْخُدْرِیِّ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ مُوْسٰی اَلنَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: یَا رَبِّ! عَلِّمْنِیْ شَیْئًا اَذْکُرُکَ بِهٖ اَوْ اَدْعُوْکَ بِهٖ فَقَالَ یَا مُوْسٰی! قُلْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ. فَقَالَ یَا رَبِّ! کُلُّ عِبَادِکَ یَقُوْلُ هٰذَا، اِنَّمَا اُرِیْدُ شَیْئًا تَخُصُّنِیْ بِهٖ. قَالَ یَا مُوْسٰی! لَوْ اَنَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَیْرِیْ وَالْاَرَضِیْنَ السَّبْعَ وُضِعْنَ فِیْ کَفَّةٍ وَلَآ اِلٰهَ فِیْ کَفَّةٍ لَمَالَتْ بِهِنَّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ.

রواه فی شرح السنة فی باب ثواب التهلیل (١١) حدیث رقم ١٢٧٣. ورواه الحاکم فی المستدرک حدیث رقم ١٩٧٢ وقال صحیح الاسناد. ووافقه الذهبی فی التلخیص: صحیح.

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একদা হযরত মূসা (আ.) বললেন, হে আমার রব! আমাকে এমন একটি বাক্য বলে দিন যা দ্বারা আমি আপনার যিকির করতে পারি অথবা বলেছেন, তার দ্বারা আপনার নিকট দুআ করতে পারি। আল্লাহ বললেন, হে মূসা! তুমি বলবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। তখন হযরত মূসা (আ.) বললেন, হে আমার রব! আপনার সকল বান্দাই তো এটি বলে থাকে। আমি আপনার নিকট এমন কিছু চাচ্ছি যা খাস করে আমাকেই বলবেন। তখন আল্লাহ বললেন, হে মূসা! যদি সাত আসমান আর আমি ভিন্ন তার সমস্ত অধিবাসী এবং সাত জমিন এক পাল্লায় রাখা হয় আর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এক পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে নিশ্চিতই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-র পাল্লা ভারী হবে। (শরহুস সুন্নাহ ও মুস্তাদরকে হাকিম)

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে–

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ: اَفْضَلُ الذِّکْرِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَفْضَلُ الدُّعَآءِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ.

رواه الترمذی فی ابواب الدعوات – باب ما جاء ان دعوة المسلم مستجابة وقال هذا حدیث حسن غریب. ورواه الحاکم فی المستدرک حدیث رقم ١٨٨٨. وقال صحیح الاسناد، ووافقه الذهبی فی التلخیص: صحیح.

অর্থাৎ, হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি– সবচেয়ে ফযীলতের যিকর হল– "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। আর সবচেয়ে ফযীলতের দুআ হল– "আল-হামদু লিল্লাহ"। (তিরমিযী ও মুস্তাদরকে হাকিম)

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে–

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ مِاَةً بِالْغَدَاةِ وَمِاَةً بِالْعَشِیِّ کَانَ کَمَنْ حَجَّ مِاَةَ حَجَّةٍ، وَمَنْ حَمِدَ اللّٰهَ مِاَةً بِالْغَدَاةِ وَمِاَةً بِالْعَشِیِّ کَانَ کَمَنْ حَمَلَ عَلٰی مِاَةِ فَرَسٍ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اَوْ قَالَ غَزَا مِاَةَ غَزْوَةٍ، وَمَنْ هَلَّلَ اللّٰهَ مِاَةً بِالْغَدَاةِ وَمِاَةً بِالْعَشِیِّ کَانَ کَمَنْ اَعْتَقَ مِاَةَ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ اِسْمٰعِیْلَ، وَمَنْ کَبَّرَ اللّٰهَ مِاَةً بِالْغَدَاةِ وَمِاَةً بِالْعَشِیِّ لَمْ یَاْتِ فِیْ ذَالِکَ الْیَوْمِ اَحَدٌ بِاَکْثَرَ مِمَّا اَتٰی بِهٖ اِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ ذَالِکَ اَوْ زَادَ عَلٰی مَا قَالَ. رواه الترمذی فی ابواب الدعوات – باب خال عن الترجمة وقال هذا حدیث حسن غریب.

অর্থাৎ, হযরত আম্‌র ইবনে শুআইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকালে ১০০ বার ও বিকালে ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহ' বলবে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় হবে যে একশত হজ্জ করেছে। যে ব্যক্তি সকালে ১০০ বার ও বিকালে ১০০ বার 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলবে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় হবে যে একশত ঘোড়ায় একশত মুজাহিদ রওয়ানা করে

www.maktabatulabrar.com

দিয়েছে অথবা বর্ণনাকারী বলেন, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় হবে যে একশত জেহাদে শরীক হয়েছে। যে ব্যক্তি সকালে ১০০ বার ও বিকালে ১০০ বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় হবে যে ইসমাঈল বংশীয় একশত গোলাম আযাদ করেছে। যে ব্যক্তি সকালে ১০০ বার ও বিকালে ১০০ বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে, সেদিন তার চেয়ে অধিক ছওয়াবের কাজ আর কেউ করতে পারবে না, অবশ্য সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যে এরূপ বলেছে বা এর চেয়ে বেশী বলেছে। (তিরমিযী)

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী–এর ফযীলত

হাদীছ শরীফে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِىْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ مِاَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَاْتِ اَحَدٌ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِاَفْضَلَ مِمَّا جَآءَ بِهٖ اِلَّا اَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ اَوْ زَادَ عَلَيْهِ. رواه مسلم فى كتاب الذكر – باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. وفى الترمذى مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ مِاَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ فى ابواب الدعوات – باب خال عن الترجمة. وقال هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধায় ১০০ বার বলবে সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী, কেয়ামতের দিন তার চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ বাক্য নিয়ে আর কেউ উপস্থিত হতে পারবে না, কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে এর অনুরূপ বা এর চেয়ে অধিকবার বলবে। তিরমিযী শরীফের রেওয়ায়েতে আছে– যে ব্যক্তি ১০০ বার সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী বলবে, তার সমস্ত গোনাহ মাপ হয়ে যাবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার ন্যায় (অধিক) হয়। (মুসলিম ও তিরমিযী)

অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ فِىْ يَوْمٍ مِاَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الدعوات – باب فضل التسبيح، ورواه مسلم فى كتاب الذكر – باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দৈনিক ১০০ বার বলবে সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী, তার গোনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে, যদিও তা সমুদ্র ফেনার ন্যায় বেশী হয়। (বোখারী ও মুসলিম)

দৈনিক ১০০ বার তওবা করা প্রসঙ্গ

এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يٰاَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ، فَاِنِّىْ اَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ فِى الْيَوْمِ مِاَةَ مَرَّةٍ. رواه مسلم فى كتاب الذكر – باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه.

অর্থাৎ, হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হে মানবমণ্ডলী! তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট তওবা কর, আমি তো দৈনিক ১০০ বার আল্লাহ্‌র নিকট নিকট তওবা করি। (মুসলিম)

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ ...–এর ফযীলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ مِاَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهٗ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهٗ مِاَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِاَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهٗ حِرْزًا مِّنَ

www.maktabatulabrar.com

الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَالِكَ حَتّٰى يُمْسِىَ وَلَمْ يَاْتِ اَحَدٌ بِاَفْضَلَ مِمَّا جَآءَ بِهٖ اِلَّا اَحَدٌ عَمِلَ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ. رواه البخارى فى كتاب بدء الخلق – باب صفة ابليس و جنوده.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দুআটি ১০০ বার পাঠ করবে তার ১০টি দাস/দাসী আযাদ করার ছওয়াব হবে। ১০০টি নেকী লেখা হবে, ১০০টা গোনাহ মাফ হবে এবং ঐ দিন সন্ধা পর্যন্ত তার জন্য এটা শয়তান থেকে রক্ষামূলক ব্যবস্থা হবে। কেউ এর চেয়ে বেশী আমল না করলে তার চেয়ে উত্তম আমল করতে পারল না। (বোখারী)

দুআটি এই–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। তিনি একক- তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। আর তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। (আবূ দাউদ)

হাঁটতে চলতে যিকির

একটা নির্দিষ্ট সময়ে কেবলামুখী হয়ে বসে হুজুরে কলব বা একাগ্রতার সঙ্গে দৈনিক কিছুক্ষণ যিকির করা চাই। এতে কলবে ভাল আছর হয়। এছাড়াও হাঁটতে, বসতে, চলতে-ফিরতে সর্বক্ষণ যিকির করা উত্তম।

কেউ কেউ মনে করেন, চলতে ফিরতে যিকির করলে হুজূরে কল্‌ব বা একাগ্রতা থাকে না। এরকম যিকির দ্বারা কোনো ফায়দা নেই। জনৈক ব্যক্তি কবিতাও রচনা করেছেন–

در زباں تسبیح ودر دل گاؤ خر ایں چنیں تسبیح کے دارد اثر

অর্থাৎ, মনের মধ্যে গরু, গাধা ইত্যাদির চিন্তা অর্থাৎ, মনের মধ্যে টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত ইত্যাদি দুনিয়ার চিন্তা রেখে মুখে তাসবীহ আওড়াতে থাকলে কী ফায়দা? এতে কোনো ফায়দা নেই।

www.maktabatulabrar.com

কিন্তু এ কথা পুরোপুরি ঠিক নয়। নিঃসন্দেহে হুজূরে কল্‌ব বা একাগ্রতার সঙ্গে যিকির করলে ফায়দা বেশী, তাতে কলবে ভাল আছর হয়। তবে পুরোপুরি হুজূরে কল্‌ব ছাড়া যিকির করলেও তা একেবারে ফায়দা থেকে খালি নয়। যিকির কোনো অবস্থাতেই ফায়দা থেকে খালি নয়। এজন্যই ফকীহুল উম্মত হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রহ.) উপরোক্ত কবিতাটিকে একটু পরিবর্তন করে এভাবে বলতেন,

در زباں تسبیح ودر دل گاؤ خر ایں چنیں تسبیح ہم دارد اثر

অর্থাৎ, মনের মধ্যে গরু, গাধা ইত্যাদির চিন্তা অর্থাৎ, টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত ইত্যাদি দুনিয়ার চিন্তা রেখে মুখে তাসবীহ আওড়াতে থাকলে তাতেও ফায়দা রয়েছে। তা-ও ফায়দা থেকে খালি নয়।

উল্লেখ্য– যিকির করতে শুরু করলে কলবের বিভিন্ন হালত পয়দা হতে পারে, বিভিন্ন রকম খেয়াল বা ওয়াছয়াছা আসতে পারে। এসব ব্যাপারে ইস্‌লাহ করনেওয়ালা শায়খকে অবগত করে তাঁর থেকে পরামর্শ গ্রহণপূর্বক সে মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ করলে ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায় ও উপকার পাওয়া যায়।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

হে ঈমানদারগণ, তোমরা তাঁর উপর দুরূদ ও সালাম প্রেরণ কর।
(সূরা আহযাব : ৫৬)

www.maktabatulabrar.com

একাদশ অধ্যায়

ফাযায়েলে দুরূদ ও সালাম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

একাদশ অধ্যায়

ফাযায়েলে দুরূদ ও সালাম

দুরূদ ও সালামের ফযীলত

দুরূদ শরীফের অনেক ফযীলত রয়েছে। তন্মধ্যে বিশেষ কয়েকটি ফযীলত সম্পর্কে হাদীছের বর্ণনা পেশ করা হচ্ছে–

এক হাদীছে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا. رواه ابو داود فى كتاب الصلوة – باب فى الاستغفار. ورواه مسلم فى كتاب الصلاة – باب استحباب القول مثل قول المؤذن.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বয়ান করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর এক বার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযেল করেন। (আবূ দাউদ ও মুসলিম)

অন্য এক হাদীছে এসেছে-

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيْئَاتٍ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ. رواه النسائى فى كتاب الافتتاح – باب الفضل فى الصلوة على النبى صلى الله عليه وسلم، ورواه الحاكم فى المستدرک حديث رقم ٢٠٥٦ وقال صحيح الاسناد. ووافقه الذهبى فى التلخيص: صحيح.

অর্থাৎ, আনাস (রা.) বয়ান করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর এক বার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযেল করেন, তার দশটা গোনাহ মাফ করেন এবং তার দশটি দরজা বুলন্দ করেন। (নাসায়ী ও মুস্তাদরকে হাকিম)

আর এক হাদীছে এসেছে-

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَوْلَى النَّاسِ بِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلٰوةً. رواه الترمذى فى ابواب الصلوة – باب ما جاء فى فضل الصلوة على النبى صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا حديث حسن غريب.ورواه ابن حبان فى صحيحه حديث رقم ٨٩٩.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে মাসঊদ (রা.) বয়ান করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হবে ঐ লোক, যে আমার উপর সব চেয়ে বেশী দুরূদ পাঠ করত। (তিরমিযী ও সহীহ ইব্নে হিব্বান)

ফায়দা: নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বেশি দুরূদ শরীফ পাঠ করা চাই। অনেক বুযুর্গ বলেছেন, তাদের জীবনে কামালিয়াত এবং বুযুর্গী অর্জিত হয়েছে বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পাঠ করার ওছীলায়।

এক হাদীছে এসেছে-

www.maktabatulabrar.com

عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ اَلْاَنْصَارِيِّ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ. رواه احمد فى مسنده حديث رقم ١٦٩٢٨. واسناده حسن كذا فى هامشه.

অর্থাৎ, হযরত রুওয়াইফে' ইব্নে ছাবেত আনসারী (রা.) বয়ান করেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে এবং তার সঙ্গে নিম্নোক্ত দুআও বলবে, সে অবশ্যই আমার সুপারিশ লাভ করবে। (মুসনাদে আহমদ)

দুআটি হল–

اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! কেয়ামতের দিন তোমার নিকট নৈকট্যপূর্ণ আসনে তাঁকে সমাসীন করো।

আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَآءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشْرُ فِىْ وَجْهِهٖ فَقُلْنَا اِنَّا لَنَرَى الْبُشْرٰى فِىْ وَجْهِكَ. فَقَالَ: اِنَّهٗ جَآئَنِىْ الْمَلَكُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ! اِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ اَمَا يُرْضِيْكَ اَنَّهٗ لَا يُصَلِّىْ عَلَيْكَ اَحَدٌ يَا مُحَمَّدُ اِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ اَحَدٌ اِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا. رواه النسائى فى كتاب الافتتاح – باب فضل التسليم على النبى صلى الله عليه وسلم، ورواه الدارمى فى كتاب الرقاق– باب فى فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم حديث رقم ٢٧٧٣. وفى هامشه هذا حديث حسن. واللفظ للنسائى.

অর্থাৎ, হযরত আবূ তাল্হা আনসারী (রা.) বলেন যে, একদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর মুখমণ্ডলে খুশির ভাব দেখা যাচ্ছিল। আমরা বললাম, আপনার চেহারায় খুশির ভাব দেখাচ্ছে! তখন তিনি বললেন, আমার নিকট (জিবরাঈল)

www.maktabatulabrar.com

ফেরেশতা এসেছিলেন। তিনি বলেছেন, আপনার প্রতিপালক বলেছেন যে, হে মুহাম্মাদ! এটা কি তোমার সন্তোষ বিধান করবে না যে, যে কেউ তোমার উপর এক বার দুরূদ পাঠ করবে আমি তার উপর দশ বার রহমত নাযিল করব, আর যে কেউ তোমার উপর এক বার সালাম পাঠ করবে আমি তার উপর দশ বার শান্তি বর্ষণ করব। (নাসায়ী ও সুনানে দারিমী)

এতক্ষণ দুরূদ শরীফের ফযীলত সম্বন্ধে যেসব হাদীছ পেশ করা হয়েছে, তার সারসংক্ষেপ কথা হল দুরূদ শরীফের বিশেষ ফযীলতের মধ্যে রয়েছে–

১. এক বার দুরূদ শরীফ পাঠ করলে দশটি রহমত পাওয়া যায়।

২. এক বার দুরূদ শরীফ পাঠ করলে দশটা গোনাহ মাফ হয়।

৩. এক বার দুরূদ শরীফ পাঠ করলে দশটি দরজা বুলন্দ হয়।

৪. বেশী বেশী দুরূদ পাঠকারী কেয়ামতের দিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হবে।

৫. দুরূদ পাঠ করার পর বিশেষ একটি দুআ পাঠ করলে (যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর শাফাআত পাওয়া যায়।

দুরূদ ও সালামের ব্যাপারে তাগিদ

দুরূদ ও সালামের ব্যাপারে গুরুত্ব ও তাগিদ বুঝে আসে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে। ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি "সালাত" প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ, তোমরা নবীর প্রতি সালাত ও সালাম পাঠ কর তথা দুরূদ ও সালাম পাঠ কর। (সূরা আহযাব: ৫৬-৫৭)

ব্যাখ্যা: "সালাত" শব্দটি আল্লাহ্র প্রতি সম্পৃক্ত হলে তার অর্থ হয় রহমত করা এবং ফেরেশতাদের প্রতি সম্পৃক্ত হলে তার অর্থ হয় রহমতের দুআ করা। আর মানুষের প্রতি সম্পৃক্ত হলে অর্থ হয় দুরূদ পাঠ করা। সেমতে আল্লাহ নবীর প্রতি "সালাত" প্রেরণ করেন অর্থ তিনি নবীর প্রতি রহমত করেন। আর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি "সালাত" প্রেরণ করেন অর্থ নবীর জন্য রহমতের দুআ করেন।

দুরূদ পাঠের প্রতি তাগিদ জ্ঞাপনের জন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ، وَمَنْ صَلّٰى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا. اخرجه احمد وابو نعيم والبخارى فى الادب المفرد، وهو عند الطبرانى فى الاوسط بدون قوله ومن صلى على اى اخره، ورجاله رجال الصحيح. كذا فى القول البديع فى الصلاة على الحبيب الشفيع.

অর্থাৎ, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা আসে, সে যেন আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করে। যে আমার প্রতি এক বার দুরূদ পাঠ করে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দশটি রহমত নাযেল করেন। (মুসনাদে আহমদ, আল-আদাবুল মুফরাদ প্রভৃতি)

নবীর কাছে উম্মতের দুরূদ সালাম পৌঁছানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِىْ سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلّٰى عَلَيَّ نَائِيًا اُبْلِغْتُهُ. رواه البيهقى فى شعب الايمان فى باب فى تعظيم النبى صلى الله عليه وسلم واجلاله و توقيره. حديث رقم ١٥٨٣. وللحديث شواهد ساقها السخاوى فى القول البديع.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে আমার কবরের নিকট এসে আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে আমি তা সরাসরি শুনব, আর যে দূরে থেকে আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে তা আমার নিকট পৌঁছানো হবে। (শুআবুল ঈমান)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ لِلّٰهِ مَلٰئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِىْ مِنْ اُمَّتِىَ السَّلَامَ. رواه الدارمى فى كتاب الرقاق– باب فى فضل الصلاة على النبى صلى

www.maktabatulabrar.com

الله عليه وسلم. حديث رقم ٢٧٧٤. واسناده صحيح كذا فى هامشه. ورواه النسائى فى كتاب الافتتاح – باب التسليم على النبى صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن حبان فى صحيحه حديث رقم ٩٠٢. واللفظ للنسائى.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে মাসঊদ (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর কতক ফেরেশতা রয়েছেন, যারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করেন এবং আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পৌঁছান। (নাসায়ী, দারিমী ও ইব্নে হিব্বান)

দুরূদ শরীফ পাঠের হুকুম

* হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর নাম উচ্চারণ করলে বা শুনলে দুরূদ শরীফ পাঠ করতে হয়। জীবনে অন্তত একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করা ফরয।

* যদি কোনো মজলিসে একাধিক বার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর নাম মোবারক উল্লেখ করা হয়, তাহলে একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব, অবশিষ্ট বারগুলোতে মুস্তাহাব। এক হাদীছে এসেছে– যে মজলিসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর নাম মোবারক উচ্চারিত হয়, আর শ্রবণকারী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ না করে, সেই শ্রবণকারীর প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ হয়।[১]

দুরূদে অবহেলাকারীদের শাস্তি

মুস্তাদরকে হাকিমের এক রেওয়ায়েতে এসেছে- একদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বয়ান করার জন্য মেম্বরে উঠছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর মেম্বরে তিনটা ধাপ ছিল। প্রথম ধাপে যখন উঠলেন, তখন বললেন, আমীন! "আমীন" অর্থ হে আল্লাহ! কবূল কর। কোন্ কথার উপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমীন বললেন, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তা বুঝলেন না। দ্বিতীয় ধাপে উঠে বললেন, আমীন! তৃতীয় ধাপে উঠেও বললেন আমীন! বয়ান শেষে এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি এমন একটা কথা

১. رواه الحاكم فى المستدرك حديث رقم ٧٤١٤ وقال صحيح الاسناد واقره عليه الذهبى فى التلخيص ॥

বললেন যা কখনো শুনিনি এবং আমরা বুঝতেও পারিনি? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যাখ্যা করে বললেন, যখন আমি প্রথম ধাপে উঠেছিলাম, তখন জিব্রাঈল (আ.) বলেছিলেন,

بُعْدًا لِمَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ. قُلْتُ اٰمِيْنَ.

অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হোক! যে রমযান পেয়েও নিজের ক্ষমা করিয়ে নিতে পারল না। আমি ঐ বদ-দুআর জবাবে বলেছি আমীন। দ্বিতীয় ধাপেও যখন উঠেছি তখন জিব্রাঈল (আ.) বলেছেন,

بُعْدًا لِمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ. قُلْتُ اٰمِيْنَ.

অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হোক যার সামনে আপনার নাম উল্লেখ হল আর সে দুরূদ শরীফ পাঠ করল না, আমি বলেছি আমীন। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তৃতীয় ধাপে যখন উঠেছি, তখন জিব্রাঈল (আ.) বলেছেন,

بُعْدًا لِمَنْ اَدْرَكَ اَبَوَاهُ الْكِبَرَ عِنْدَهُ اَوْ اَحَدُهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ. قُلْتُ اٰمِيْنَ. رواه الحاكم فى المستدرک فى كتاب البر والصلة، حديث رقم ٧٤١٤. وقال هذا حديث صحيح الاسناد. واقره عليه الذهبى فى التلخيص.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মাতা-পিতা উভয়কে কিংবা একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল, আর তাদের খেদমত করে, তাদেরকে খুশি করে জান্নাত লাভ করে নিতে পারল না সেও ধ্বংস হোক! আমি এই বদ-দুআর জবাবেও বলেছি আমীন। (মুস্তাদরকে হাকিম)

ফায়দা: এ হাদীছ থেকে রমযান মাসে ক্ষমার জন্য দুআ ও আমলের গুরুত্ব, মাতা-পিতার খেদমতের গুরুত্ব এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর নাম আসলে দুরূদ পাঠের গুরুত্ব বুঝে আসে।

কোন্ দুরূদ শরীফ সবচেয়ে উত্তম

* ছোট এবং বড় দুরূদের মধ্যে যেটিই ভাল লাগবে সেটিই পড়বে।

* সাধারণভাবে صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ বা عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ বললেই দুরূদ ও সালাম হয়ে যায়।

* সংক্ষেপে চাইলে নিম্নের দুরূদ শরীফ পাঠ করা যায়–

www.maktabatulabrar.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ.

* দুরূদে ইবরাহীমী পাঠ করাও উত্তম। নামাযের মধ্যে যে দুরূদ শরীফ পাঠ করা হয় সেটিই দুরূদে ইবরাহীমী। অর্থাৎ, নিম্নের দুরূদ শরীফ–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

* দুরূদে তাজ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব এর ফযীলতে যা লেখা হয় তা ভিত্তিহীন। তদুপরি তার মধ্যে কিছু শির্ক পূর্ণ কথা রয়েছে। অতএব তা পরিত্যাজ্য। পড়তে হলে সেই অংশ বাদ দিয়ে পড়া যায়। সাধারণ মানুষ অর্থ না বোঝার কারণে তাদের পক্ষে সেই অংশগুলোকে চিহ্নিত করা সম্ভব নয় বিধায় তাদের পক্ষে দুরূদে তাজ পাঠ করা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়।

হাঁটতে চলতে ও বিনা উযূতে দুরূদ শরীফ পাঠ করা প্রসঙ্গ

* দুরূদ শরীফ পাঠ করার জন্য উযূ থাকা জরুরী নয়। থাকলে ভাল। অনেকে বলে থাকে বিনা উযূতে দুরূদ শরীফ পড়া ঠিক নয়, তাদের কথা ভুল। বিনা উযূতে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া জায়েয হলে এবং কুরআন শরীফ পড়া জায়েয হলে দুরূদ শরীফ কেন পড়া যাবে না।

* আমরা অনেকে ভুল ধারণার শিকার যে, হাঁটতে চলতে দুরূদ শরীফ পড়া যায় না। অথচ হাঁটতে চলতেও দুরূদ শরীফ পাঠ করা যায়।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى كُلِّ اَحْيَانِهٖ.

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করতেন। (আবূ দাউদ)

দ্বাদশ অধ্যায়

ফাযায়েলে আদইয়ায়ে মাছূরা

www.maktabatulabrar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

দ্বাদশ অধ্যায়

ফাযায়েলে আদইয়ায়ে মাছূরা

আদইয়ায়ে মাছূরার গুরুত্ব ও ফায়দা

জীবনের প্রায় প্রতিটা ক্ষেত্রে পদে পদে বিভিন্ন রকমের দুআ রাখা হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এরূপ বহু দুআ বর্ণিত আছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সে সব দুআ শিক্ষা দিয়ে গেছেন। কুরআনে কারীমেও কিছু কিছু বিষয়ের দুআ রয়েছে। এগুলোকে "আদইয়ায়ে মাছূরা" বলা হয়।

প্রত্যেকটা পদে পদে যেন মনের মধ্যে আল্লাহ্‌র স্মরণ এসে যায়, প্রত্যেকটা পদে পদে যেন সহজে মহান আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক জুড়ে যায়, এজন্য ইসলাম আমাদেরকে দুটো আমল দিয়েছে। আমরা যদি সেই দুটো আমল করতে পারি, তাহলে খুব সহজে আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক জুড়ে যাবে। একটি আমল হল প্রত্যেকটা পদে পদে যে সব দুআ রাখা হয়েছে, সেই দুআগুলো আমল করা। আর একটি আমল হল যিকির করা।

www.maktabatulabrar.com

জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের দুআ রাখা হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সে সব দুআ শিক্ষা দিয়ে গেছেন। খাওয়া, পান করা, উযূ, গোসল, নামায, রোযা, হজ্জ, উমরা, হাঁটা, চলা, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা এমনকি জুতো পরিধান করা পর্যন্ত সব কিছুর জন্য শরীআত বিভিন্ন দুআ রেখেছে। এই দুআগুলোর মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য, রহমত, বরকত ইত্যাদি আনুকূল্য কামনা করা হয়। প্রত্যেকটা কাজ যেন সুন্দরভাবে হয়, প্রত্যেকটা কাজে যেন আল্লাহ্‌র রহমত হয়, তার মধ্যে যেন বরকত হয়, আমাদের জন্য সেটা যেন উপকারী হয়, সুন্দরভাবে যেন আমার সব কাজ সম্পাদন হয়– এসব বিষয় কামনা করা হয়। প্রত্যেকটা পদে পদে এভাবে দুআ করতে থাকার অর্থ হল মনের ভিতর এই চিন্তা আনয়ন করা যে, আল্লাহ্‌র রহমত ছাড়া, আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া, আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আমাদের কোনো কাজ সু-সম্পন্ন হবে না। এভাবে প্রত্যেকটা পদে পদে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতা প্রকাশ পাবে। এভাবে প্রত্যেকটা পদে পদে মনের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার স্মরণ এসে যায়, প্রত্যেকটা পদে পদে সহজে আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে সম্পর্ক জুড়ে যায়। যেমন একটা উদাহরণ– আমি ভাত খেতে বসব, তখনও আল্লাহ্‌র কাছে বলে নিব যে, হে আল্লাহ! এই খাবারটি যেন আমার স্বাস্থ্যের উপযোগী হয়, এটি যেন আমার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। দুআ না করলেও খানার স্বাভাবিক যে ফায়দা এবং আল্লাহ্‌র যেটা ফয়সালা সেটা তো হবেই, তারপরও আল্লাহ্‌র কাছে যে চেয়ে নিলাম, এতে আল্লাহ্‌র সঙ্গে আমার সম্পর্ক জুড়ল। এভাবে প্রত্যেকটা পদে পদে দুআর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক জুড়ে যেতে থাকে।

যিন্দেগীর বহু ক্ষেত্রে এরকম দুআ রাখা হয়েছে। সব দুআর মধ্যে সুন্দর সুন্দর অর্থ রয়েছে। পেশাব-পায়খানায় যাওয়া ও পেশাব-পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর্যন্ত দুআ রয়েছে। বাজার ঘাট করতে যাব সেখানে পর্যন্ত দুআ রয়েছে। উযূ শুরু করার দুআ আছে, উযূর মাঝখানে দুআ আছে, উযূর শেষে দুআ আছে, গোসলের জন্য দুআ আছে, শোয়ার সময় দুআ আছে, যখন ঘুম থেকে উঠব, তখনও দুআ আছে, খাদ্য-খাবার সামনে আসলে দুআ আছে, খাওয়া শুরু করব দুআ আছে, শেষ করব দুআ আছে। এমনকি দস্তরখান উঠানোরও দুআ আছে। কেউ যদি প্রত্যেকটা পদে পদে এ দুআগুলোর উপর আমল করে, বিশেষভাবে দুআগুলোর অর্থ বুঝে পাঠ

করে, তাহলে আল্লাহ্ পাকের দিকে মনোযোগ এসেই যাবে ইনশা আল্লাহ। কারণ এই সব দুআর ভিতরে আল্লাহ্র কথাই বলা হয়েছে– আল্লাহ্র নামে শুরু করার কথাই বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ্র সাহায্য চাওয়া হয়েছে, এই সব কাজে যেন বরকত হয়, এই সব কাজ যেন সুন্দরমত হয়, এই সব কাজ যেন খুব পরিপাটি মত হয়, কোনো অসুবিধার সম্মুখীন যেন হতে না হয়, এ সমস্ত কথাই বলা হয়েছে। তাই যখন এ সব দুআ পাঠ করা হবে এবং অর্থ বুঝে বুঝে পাঠ করা হবে, তখন প্রত্যেকটা পদে পদে আল্লাহ্র কথা স্মরণ হবে, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকবে।

নিম্নে বিশেষ কিছু দুআ ও তার ফযীলত বর্ণনা করা হল।

সকাল সন্ধার দুআসমূহ

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَقَرَاَ ثَلٰثَ اٰيَاتٍ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْحَشْرِ وَكَّلَ اللّٰهُ بِهٖ سَبْعِيْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ حَتّٰى يُمْسِىَ، وَاِنْ مَاتَ فِىْ ذَالِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيْدًا، وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِىْ كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ. رواه الترمذى فى كتاب فضائل القرآن- فى باب خال عن الترجمة قبل باب ما جاء كيف كانت قرائة النبى صلى الله عليه وسلم وقال: هذا حديث حسن غريب.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সকাল বেলা তিনবার اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়ে (বিসমিল্লাহ পড়বে না) সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন, যারা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত রহমতের দুআ করতে থাকবে এবং ঐ দিন তার মৃত্যু হলে সে শাহাদাতের মৃত্যু বরণ করবে। আর সন্ধ্যায় অনুরূপ পাঠ করলে পরবর্তী সকাল পর্যন্ত ঐ মর্তবা হাছেল হবে। (তিরমিযী)

* যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দুআ তিনবার পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন (পুরস্কার ও ছওয়াব দিয়ে) তাকে অবশ্যই রাজী খুশী করে দিবেন। দুআটি এই–

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَّرَسُوْلًا. رواه الترمذى فى ابواب الدعوات - باب ما جاء فى الدعاء اذا اصبح واذا امسى وقال: هذا حديث حسن غريب. ورواه ابو داود فى كتاب الادب - باب ما يقول اذا اصبح. واللفظ للترمذى.

অর্থ: আমি সন্তুষ্ট রব হিসাবে আল্লাহ্র প্রতি, দ্বীন হিসাবে ইসলামের প্রতি এবং নবী ও রসূল হিসেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর প্রতি। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)

আবূ দাউদ শরীফে আরও বর্ণিত আছে– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এই দুআ পাঠ করে তার জন্য জান্নাত ওয়াজেব হয়ে যায়।[১]

* যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা (ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর কথা বলার পূর্বে) সাতবার পাঠ করবে اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ[২] তাহলে ঐ দিন বা রাত্রে তার মৃত্যু হলে তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হবে।[৩]

* যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় ৩ বার নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করবে, ঐ দিন ঐ রাত তার কোনো আকস্মিক বিপদ-মুসীবত বা নোকছান ঘটবে না। দুআটি এই–

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. رواه الترمذى فى ابواب الدعوات - باب ما جاء فى الدعاء اذا اصبح واذا امسى، وقال هذا حديث حسن صحيح غريب، ورواه ابو داود فى كتاب الادب - باب ما يقول اذا اصبح.

অর্থ: আল্লাহ্র নাম নিয়ে (আমি সকাল/সন্ধা বেলায় পৌছলাম) যার নামের উপর থাকলে আসমান ও জমিনের কেউ ক্ষতি করতে পারে না, তিনি সব কিছু শোনেন ও সব কিছু জানেন। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)

---

১. ابو داود كتاب الصلوة– باب فى الاستغفار

২. অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।

৩. ابو داود كتاب الادب– باب ما يقول اذا اصبح

www.maktabatulabrar.com

* নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকাল বেলায় পাঠ করতেন–

اَللّٰهُمَّ بِکَ اَصْبَحْنَا وَبِکَ اَمْسَيْنَا وَبِکَ نَحْيٰى وَبِکَ نَمُوْتُ وَاِلَيْکَ النُّشُوْرُ. (ابو داود كتاب الادب - باب ما يقول اذا اصبح.)

অর্থ: হে আল্লাহ, তোমার কুদরতেই আমি সকাল বেলায় প্রবেশ করলাম, তোমার কুদরতেই আমি সন্ধা বেলায় প্রবেশ করি। তোমার কুদরতেই আমি বেঁচে থাকি এবং মৃত্যুবরণ করি। আর তোমার দিকেই পুনরুত্থান করতে হবে। (আবূ দাউদ)

* নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্ধ্যা বেলায় পাঠ করতেন–

اَللّٰهُمَّ بِکَ اَمْسَيْنَا وَبِکَ اَصْبَحْنَا وَبِکَ نَحْيٰى وَبِکَ نَمُوْتُ وَاِلَيْکَ النُّشُوْرُ. (ابو داود كتاب الادب - باب ما يقول اذا اصبح.)

অর্থ: পূর্বের দুআর মতই। (প্রাগুক্ত)

* যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করবে তার একটা গোলাম আযাদ করার ছওয়াব হবে। দশটি নেকী লেখা হবে, দশটা গোনাহ মাফ হবে এবং দশটি দরজা বুলন্দ হবে আর তার জন্য এটা শয়তান থেকে রক্ষামূলক ব্যবস্থা হবে। (সকাল বেলায় পাঠ করলে উক্ত ছওয়াব, সন্ধা বেলায় পাঠ করলে আবারও অনুরূপ ছওয়াব)। দুআটি এই–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْکَ لَهٗ لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ. (ابو داود كتاب الادب - باب ما يقول اذا اصبح.)

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। তিনি একক- তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। আর তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। (আবূ দাউদ)

উল্লেখ্য– কোন কোন রেওয়ায়েতে উক্ত দুআটি সকাল সন্ধায় ১০ বার পড়ার কথা এসেছে এবং তাতে ৪টি গোলাম আর এক রেওয়ায়েতে ১০টি গোলাম আযাদের ছওয়াবের কথা বর্ণিত হয়েছে।[১]

১. اور ده المنذرى فى الترغيب عن النسائى والترمذى واحمد وابن حبان. حديث رقم ٦٨٥. ও ٦٨٦

www.maktabatulabrar.com

বোখারী শরীফের এক রেওয়ায়েতে উপরোক্ত দুআটির আর একটি ফযীলত এরূপ বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْکَ لَهٗ لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ مِاَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهٗ عِدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهٗ مِاَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِاَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهٗ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهٗ ذَالِکَ حَتّٰى يُمْسِىَ وَلَمْ يَاْتِ اَحَدٌ بِاَفْضَلَ مِمَّا جَآءَ بِهٖ اِلَّا اَحَدٌ عَمِلَ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِکَ. رواه البخارى فى كتاب بدء الخلق - باب صفة ابليس و جنوده.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দুআটি ১০০ বার পাঠ করবে তার ১০টি দাস/দাসী আযাদ করার ছওয়াব হবে। ১০০টি নেকী লেখা হবে, ১০০টা গোনাহ মাফ হবে এবং ঐ দিন সন্ধা পর্যন্ত তার জন্য এটা শয়তান থেকে রক্ষামূলক ব্যবস্থা হবে। কেউ এর চেয়ে বেশি আমল না করলে তার চেয়ে উত্তম আমল করতে পারল না। (বোখারী)

দুআটি হল–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْکَ لَهٗ لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

* সকাল সন্ধ্যায় কেউ সায়্যিদুল ইস্তিগফার পাঠ করলে ঐ দিন বা রাতে যদি তার মৃত্যু হয় তাহলে সে জান্নাতে যাবে। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ–

অর্থাৎ, হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার হল–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُکَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِکَ وَوَعْدِکَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَکَ بِنِعْمَتِکَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ.

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস বলেন, অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يُّمْسِىَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يُّصْبِحَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ. رواه البخارى فى كتاب الدعوات - باب افضل الاستغفار.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি একীনের সঙ্গে সকাল বেলা এই এই ইস্তিগফারটি পাঠ করবে, অতঃপর সন্ধার পূর্বে তার মৃত্যু ঘটবে সে জান্নাত লাভ করবে আর যে ব্যক্তি একীনের সঙ্গে সন্ধা বেলা এই ইস্তিগফারটি পাঠ করবে, অতঃপর সকাল হওয়ার পূর্বে তার মৃত্যু ঘটবে সে জান্নাত লাভ করবে। (বোখারী)

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সকাল-সন্ধার আরও কিছু ওজীফা ও যিকির সম্বন্ধে দশম অধ্যায় (ফাযায়েলে যিকির অধ্যায়)–এর শেষ দিকে আলোচনা করা হয়েছে।

সকালে সূরা ইয়াছীনের আমল

* যে ব্যক্তি সকালে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুখে স্বস্তিতে থাকবে, আর সন্ধ্যায় পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত সুখে স্বস্তিতে থাকবে। সূরা ইয়াসীন পাঠের আরও বহু ফযীলত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হল সূরা ইয়াসীন পাঠ করলে গোনাহ মাফ হয়। এ সম্পর্কে নবম অধ্যায়ে দলীল প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সন্ধায় সূরা ওয়াকেয়ার আমল

* যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াকেয়া পাঠ করবে, সে অনাহারে থাকবে না। আল্লাহ তাআলা তার রিযিকের অভাব দূর করে দিবেন। হাদীছ শরীফে এসেছে–

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَاَ سُوْرَةَ الْوَاقِعَةِ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ يُصِبْهُ فَاقَةٌ اَبَدًا وَكَانَ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ يَاْمُرُ بَنَاتِهِ يَقْرَاْنَ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ. رواه البيهقى فى شعب الايمان حديث رقم ٢٤٩٩. ورواه من المتقدمين ابن وهب فى جامعه وابو عبيد فى فضائل القرآن، كما

فى بيان الوهم والايهام لابى الحسن ابن القطان جـ/٤ صـ ٦٦٢، واسناده مما يحتمل فى الفضائل، واستنكار احمد راجع الى ضعف الاسناد على ما هو الظاهر.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াকেয়া পাঠ করবে তার কখনও অভাব লাগবে না। (বর্ণনাকারী বলেন,) হযরত ইব্নে মাসউদ (রা.) তাঁর কন্যাদেরকে প্রতি রাতে এই সূরা পাঠ করার নির্দেশ দিতেন। (শুআবুল ঈমান)

ফরয নামাযের পরের আমলসমূহ

* প্রত্যেক ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পর আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, (এভাবে তিনবার) পড়া সুন্নাত। হাদীছে পাকে এসেছে–

عَنْ ثَوْبَانَ رضـ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلٰوتِهِ اِسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ. رواه مسلم فى كتاب الصلوة - باب استحباب الذكر بعد الصلوة الخ. ورواه ابو داود فى كتاب الصلوة - باب ما يقول الرجل اذا سلم.

অর্থাৎ, হযরত ছওবান (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায থেকে ফিরতেন (অর্থাৎ, সালাম ফিরাতেন) তখন তিনবার ইস্তিগফার পড়তেন আর বলতেন,

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ.

(মুসলিম ও আবূ দাউদ)

আয়াতুল কুরসীর আমল

হাদীছে আছে– প্রত্যেক ফরয নামাযের পর যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরছী নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কোনো অন্তরায় থাকে না অর্থাৎ, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সে বেহেশতের শান্তি ও আরাম-আয়েশ ভোগ করতে শুরু করবে। হাদীছটি এই–

www.maktabatulabrar.com

عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَاَ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ اِلَّا اَنْ يَّمُوْتَ. قال المنذری فی الترغیب (حدیث رقم ٢٤٠٥): رواه النسائی (برقم ١٠٠ فی عمل الیوم اللیلة) والطبرانی (فی الکبیر برقم ٧٥٣٢) باسانید احدها صحیح. وقال شیخنا ابو الحسن: هو علی شرط البخاری، وابن حبان فی کتاب الصلاة وصححه.

অর্থাৎ, হযরত আবূ উমামা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পর আয়াতুল কুরছী পাঠ করবে, মৃত্যু ব্যতীত আর কিছু তার জান্নাতে প্রবেশের পক্ষে অন্তরায় নেই। (অর্থাৎ, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।) [নাসায়ী, তাবারানী ও ইব্নে হিব্বান]

আয়াতুল কুরছী হল–

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَاشَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَالْعَلِیُّ الْعَظِيْمُ

তাসবীহে গুরাবার আমল

প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়লে তার বহু ফযীলত রয়েছে। উপরোক্ত তাসবীহকে 'তাসবীহে গুরাবা' বা গরীবদের তাসবীহ বলা হয়। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ اِنَّ فُقَرَآءَ الْمُهَاجِرِيْنَ اَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا قَدْ ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى

وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ. فَقَالَ وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوْا يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّیْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُوْنَ وَلَا نُعْتِقُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَفَلَا اُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُوْنَ بِهٖ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُوْنَ بِهٖ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُوْنُ اَحَدٌ اَفْضَلَ مِنْكُمْ اِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. قَالَ: تُسَبِّحُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ وَتُحَمِّدُوْنَ دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ ثَلٰثًا وَثَلٰثِيْنَ مَرَّةً. رواه مسلم فی کتاب الصلوة - باب استحباب الذکر بعد الصلوة الخ.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, গরীব মুহাজিরগণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর কাছে এসে বলল, সম্পদশালীগণ উঁচু দরজা এবং স্থায়ী নেয়ামত লাভ করে নিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কিভাবে? তারা বললেন, আমরা যেরূপ নামায পড়ি, তারাও তদ্রূপ পড়ে; আমরা যেরূপ রোযা রাখি, তারাও তদ্রূপ রোযা রাখে; অথচ তারা সদকা করে আমরা সদকা করতে পারি না, তারা গোলাম আযাদ করে আমরা গোলাম আযাদ করতে পারি না। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন আমলের কথা বলব যার দ্বারা তোমরা ঐ সব লোকদের নাগাল পেয়ে যাবে, যারা তোমাদের চেয়ে অগ্রসর হয়ে গেছে এবং পরবর্তীদের চেয়ে অগ্রসর হতে পারবে, আর তোমাদের চেয়ে কেউ শ্রেষ্ঠ হতে পারবে না একমাত্র ঐ সব লোক ব্যতীত যারা তোমাদের অনুরূপ আমল করবে? তারা বললেন, জি ইয়া রসূলাল্লাহ ইরশাদ করুন। তিনি ইরশাদ করলেন, তা হল প্রত্যেক নামাযের পর সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার ৩৩ বার করে পাঠ করবে। (মুসলিম)

অন্য এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيْبُ قَآئِلُهُنَّ اَوْفَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ ثَلٰثًا وَثَلٰثِيْنَ تَسْبِيْحَةً وَثَلٰثًا وَثَلٰثِيْنَ تَحْمِيْدَةً وَاَرْبَعًا وَثَلٰثِيْنَ تَكْبِيْرَةً. وَفِیْ رِوَايَةٍ عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ وَتَمَامُ الْمِاَةِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا

www.maktabatulabrar.com

شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. رواه مسلم فى كتاب الصلوة - باب استحباب الذكر بعد الصلوة الخ.

অর্থাৎ, হযরত কা'ব ইব্নে উজ্‌রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, এরকম কয়েকটি কালেমা রয়েছে, যা নামাযের পরে পাঠ করা হয়, যার পাঠক অথবা আদায়কারী কখনও নিরাশ হয় না। তা হল প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়া।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) কর্তৃক এরূপ রেওয়ায়েতে আরও আছে– ১০০ বার উক্ত তাসবীহসমূহ পাঠ করার পর নিম্নোক্ত দুআটি পড়ে নিলে তার সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে, যদিও সে গোনাহ সমুদ্রের ফেনার ন্যায় (অনেক) হয়। (মুসলিম)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ.

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। তিনি একক– তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। আর তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

যে নামাযের পর সুন্নাত আছে সে নামাযে সুন্নাত শেষ করে এগুলো পড়লেও চলবে।

উল্লেখ্য– উপরোক্ত তাসবীহকে "তাসবীহে ফাতেমী"ও বলা হয়। নিম্নে তাসবীহে ফাতেমী সম্পর্কিত একটি ঘটনা উল্লেখ করা হল।[১]

হযরত ফাতেমা (রা.)-এর একটি ঘটনা

হযরত আলী (রা.) একবার তাঁর এক শাগরেদকে বললেন, আমি কি আমার এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর কন্যা ফাতেমার বর্ণনা তোমাকে শুনাব না? শাগরেদ বললেন, নিশ্চয় শুনাবেন। তখন তিনি বললেন,

১. ابو داود كتاب الادب – باب فى التسبيح عند النوم والبخارى فى كتاب الدعوات – باب التسبيح والتكبير عند المنام ومسلم فى كتاب الذكر

www.maktabatulabrar.com

ফাতেমা ছিল পরিবারের মধ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর সবচেয়ে আদরের। ফাতেমা নিজ হাতে যাতা পিষতো, ফলে তাঁর হাতে দাগ পড়ে যায়। নিজ হাতে মশক ভরে পানি উঠাত, ফলে তাঁর বুকে দাগ পড়ে যায়। নিজ হাতে ঘর ঝাড়ু দিত, ফলে কাপড়-চোপড় প্রায়শই ময়লা থাকত। একবার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর খেদমতে অনেক গোলাম-বাঁদী আসে। আমি ফাতেমাকে বললাম, তোমার আব্বাজানের খেদমতে গিয়ে যদি একজন খাদেম চেয়ে আনতে, তাহলে কাজ-কর্মে অনেক সাহায্য হত। ফাতেমা গিয়ে দেখে যে, তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর খেদমতে লোকজনের অনেক ভিড়। ফলে সে ফিরে আসল। পরের দিন স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের এখানে তাশরীফ এনে জিজ্ঞাসা করেন, ফাতেমা! গতকাল তুমি কি জন্য গিয়েছিলে? সে লজ্জায় কিছুই বলল না। আমি আরজ করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! যাতা চালাতে চালাতে তার হাতে দাগ পড়ে গেছে। মশক বহন করার দরুন তার বুকে দাগ পড়ে গেছে। ঘরে ঝাড়ু দেওয়ার দরুন প্রায়শই তার কাপড়-চোপড় ময়লা থাকে। গতকাল আপনার খেদমতে কিছু গোলাম-বাঁদী আসায় আমি তাকে বলেছিলাম, একটা খাদেম চেয়ে আনলে কাজকর্মে সাহায্য হত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, ফাতেমা! আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তাঁর ফরয আদায় করতে থাক। তুমি ঘরের কাজ-কর্ম নিজ হাতেই সম্পাদন করতে থাক এবং যখন শয়ন করবে তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়ে নিও। এ আমল খাদেম থেকেও উত্তম। ফাতেমা বলল, আমি আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রসূলের ব্যবস্থার উপর সন্তুষ্ট আছি। অন্য হাদীছে আছে– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর দুই ফুফাত বোন এবং ফাতেমা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর খেদমতে গিয়ে নিজেদের কষ্টের কথা প্রকাশ করে খাদেম চাইলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে খাদেম থেকে উত্তম জিনিস সম্পর্কে বলে দিচ্ছি। তা হল প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়বে আর একবার পড়বে-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ.

মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رضـ اَنَّ فَاطِمَةَ اَتَتْ اِلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ تَسْاَلُهٗ خَادِمًا وَشَکَتِ الْعَمَلَ فَقَالَ مَا اَلْفَیْتِیْهِ عِنْدَنَا قَالَ: اَلَا اَدُلُّکِ عَلٰی مَا هُوَ خَیْرٌ لَّکِ مِنْ خَادِمٍ تُسَبِّحِیْنَ ثَلٰثًا وَثَلٰثِیْنَ وَتُحَمِّدِیْنَ ثَلٰثًا وَثَلٰثِیْنَ وَتُکَبِّرِیْنَ اَرْبَعًا وَثَلٰثِیْنَ حِیْنَ تَاْخُذِیْنَ مَضْجَعَکِ. رواه مسلم فی کتاب الذکر- باب التسبیح اول النهار وعند النوم.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, একদা ফাতেমা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর কাছে একটা চাকর চাইতে এলেন। তিনি কাজের অভিযোগ তুললেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি আমার নিকট তা পাবে না। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কথা বলব না, যা তোমার পক্ষে চাকর থেকে উত্তম হবে? শোয়ার সময় ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়বে।

ফরয নামাযের পরের দুআসমূহ

* নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ফরয নামাযের পর যে সব দুআ (মুনাজাত) পড়তেন বা অন্যকে পড়তে বলেছেন, তার কয়েকটি নিম্নে পেশ করা হল। ফরয নামাযের পর এগুলো পাঠ করা যায়।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْکَ السَّلَامُ تَبَارَکْتَ یَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ.

(مسلم کتاب الصلوة - باب استحباب الذکر بعد الصلوة الخ.)

অর্থ: হে আল্লাহ, তুমি শান্তিময় এবং তোমার পক্ষ থেকেই শান্তি প্রদান করা হয়। তুমি মহান হে মহিমাময়, মহানুভব! (মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّیْ عَلٰی ذِکْرِکَ وَشُکْرِکَ وَحُسْنِ عِبَادَتِکَ. (ابو داود کتاب الصلوة - باب فی الاستغفار.)

অর্থ: হে আল্লাহ, তুমি আমাকে সাহায্য কর তোমার যিকির করা, তোমার শোকর আদায় করা ও উত্তমভাবে তোমার ইবাদত করার জন্য। (আবূ দাউদ)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْجُبْنِ، وَاَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْبُخْلِ، وَاَعُوْذُ بِکَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰی اَرْذَلِ الْعُمُرِ، اَعُوْذُ بِکَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْیَا وَ عَذَابِ الْقَبْرِ. (بخاری کتاب الدعوات - باب الاستعاذة من ارذل العمر.)

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে পানাহ চাই কাপুরুষতা থেকে, তোমার কাছে পানাহ চাই হীন বয়সে উপনীত হওয়া থেকে, তোমার কাছে পানাহ চাই দুনিয়ার ফেতনা থেকে এবং তোমার কাছে পানাহ চাই কবরের আযাব থেকে। (বোখারী)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْکُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. (نسائی کتاب الافتتاح - باب التعوذ فی دبر الصلوة.)

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে পানাহ চাই কুফ্‌র থেকে, অভাব- অনটন থেকে এবং কবরের আযাব থেকে। (নাসায়ী)

رَبَّ جِبْرَئِیْلَ وَمِیْکَائِیْلَ وَاِسْرَافِیْلَ اَعِذْنِیْ مِنْ حَرِّ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. (نسائی کتاب الافتتاح - نوع اخر من الذکر والدعاء بعد التسلیم.)

অর্থ: হে জিব্রাঈল, মীকাঈল ও ইস্রাফীলের রব! আমাকে রক্ষা কর জাহান্নামের জ্বলন ও কবরের আযাব থেকে। (নাসায়ী)

বিভিন্ন সময়ে আমল করার দুআসমূহ

সূর্যোদয়ের সময়ের দুআ

সূর্য উদিত হলে পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ وَهَبَ لَنَا هٰذَا الْیَوْمَ وَاَقَالَنَا فِیْهِ عَثَرَاتِنَا. (ابن السنی صـ/۱۲۹)

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদেরকে এই দিবস দান করেছেন এবং তাতে আমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। (ইব্‌নুছছিন্নী)

মাগরিবের নামাযের সময়ের দুআ

মাগরিবের নামাযের সময় পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَیْلِکَ وَاِدْبَارُ نَهَارِکَ وَاَصْوَاتُ دُعَاتِکَ فَاغْفِرْلِیْ. (رواه ابو داود فی کتاب الصلوة - باب ما یقول عند اذان المغرب)

www.maktabatulabrar.com

অর্থ: হে আল্লাহ! এটা হল তোমার রাত্র আগমনের সময়, তোমার দিবস গমনের সময় এবং তোমার নিকট আহবানের সময়। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। (আবূ দাউদ)

চাঁদ দেখার দুআ

* আরবী মাসের ২৯ তারিখ হলে সন্ধ্যায় পরবর্তী মাসের চাঁদ তালাশ করা কর্তব্য। কেননা, আরবী মাসের হিসাব রাখা মুসলমানদের দায়িত্ব। নতুন চাঁদ দেখলে পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ.

(ترمذى ابواب الدعوات - باب ما يقول عند روية الهلال. وقال: حسن غريب.)

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উপর এই নতুন চাঁদকে উদিত রাখ শান্তি, নিরাপত্তা ও ঈমানের প্রতীক হিসাবে। (হে চাঁদ!) আমার এবং তোমার প্রতিপালক হলেন আল্লাহ । (তিরমিযী)

কাপড় পরিধান করার দুআ

কাপড় পরিধান করার সময় এই দুআ পড়তে হয়–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ. (رواه ابو داود فى اول كتاب اللباس، والدارمى فى باب ما يقول اذا لبس ثوبا جديدا. حديث رقم ٢٦٩٠. وفى هامشه اسناده حسن.)

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাকে এই পোশাক পরিধান করালেন এবং এটা আমার চেষ্টা ও শক্তি ছাড়া নছীবে রাখলেন। (আবূ দাউদ ও দারিমী)

আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হাদীছের শেষাংশে বর্ণিত রয়েছে– এই দুআটি পড়লে তার অতীত ও ভবিষ্যতের গোনাহ মাফ হয়ে যায়।

নতুন কাপড় পরিধান করার দুআ

নতুন কাপড় পরিধান করার সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়তে হয়। এ দুআ পড়লে সে আল্লাহর হেফাজতে থাকে। আল্লাহ কর্তৃক তার সতর সংরক্ষিত হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ. (رواه الترمذى فى احاديث شتى من ابواب الدعوات وقال: حسن غريب.)

www.maktabatulabrar.com

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাকে এই পোশাক পরিধান করালেন, যা দ্বারা আমি আমার সতর ঢাকি এবং তা দ্বারা আমি আমার জীবনে সৌন্দর্য আনয়ন করি। (তিরমিযী)

কাপড় খোলার দুআ

কাপড় খোলার সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়বে, তাহলে জিনরা সতর দেখতে পারবে না।

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ. (ابن السنى رقم ٢٧٣)

অর্থ: ঐ আল্লাহর নামে যিনি ব্যতীত আর কোনো মা'বূদ নেই। (ইব্‌নুছছিন্নী)

উল্লেখ্য যে, কাপড় খোলার সময় বিস্‌মিল্লাহ বলার দরুন শয়তান লজ্জাস্থানের দিকে নজর দিতে পারে না। (কিতাবুল আযকার)

জুতো/স্যান্ডেল পরিধান করা ও খোলার দুআ

* নতুন জুতো/স্যান্ডেল পরিধান করে এই দুআ পড়তে হয়–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ، اَسْاَلُكَ خَيْرَهٗ وَخَيْرَمَا صُنِعَ لَهٗ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّمَا صُنِعَ لَهٗ. (كتاب الاذكار فى باب ما يقول اذا لبس ثوبا جديدا او نعلا وما اشبه. وقال حديث صحيح رواه ابو داود والترمذى والنسائى، وقال ا لترمذى حديث حسن.)

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে কামনা করি এর কল্যাণ এবং এর সদুদ্দেশ্য। আর তোমার নিকট পানাহ চাই এর অনিষ্ঠ ও অসদুদ্দেশ্য থেকে। (কিতাবুল আযকার)

* জুতো/স্যান্ডেল খোলার সময় পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ. (كتاب الاذكارعن ابن السنى)

অর্থ: ঐ আল্লাহর নামে যিনি ব্যতীত আর কোনো মা'বূদ নেই। (কিতাবুল আযকার)

আয়না-চিরুনির দুআ

* চিরুনি করার জন্য অথবা অন্য কোনো প্রয়োজনে আয়না দেখার সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়তে হয়–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ حَسَّنْتَ خَلْقِیْ فَحَسِّنْ خُلُقِیْ. (كتاب الاذكارعن ابن السنى)

অর্থ: হে আল্লাহ, তুমি যেমন আমার চেহারাকে সুন্দর করেছ, তেমনি আমার চরিত্রকেও সুন্দর করে দাও। (কিতাবুল আযকার)

শোওয়ার সময়ের দুআসমূহ

* শোওয়ার সময় পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى. (بخارى كتاب الدعوات-باب وضع اليد تحت الخد اليمنى.)

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমার নামেই আমি মৃত্যু বরণ করি এবং জীবন লাভ করি। (বোখারী)

অথবা পড়বে-

بِاسْمِكَ رَبِّیْ وَضَعْتُ جَنْبِیْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِیْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ. (متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الدعوات فى باب خال عن الترجمة بعد باب التعوذ والقرائة عند النوم، ورواه مسلم فى كتاب الذكر- باب الدعاء عند النوم.)

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমারই নামে আমি আমার পার্শ্ব রাখছি। তোমার নামেই তা উঠাব। যদি আমার প্রাণ রেখে দাও, তাহলে ক্ষমা করে দিও আর যদি আবার ছেড়ে দাও, তাহলে তুমি তাকে রক্ষা কর যেভাবে তোমার নেক বান্দাদের বেলায় রক্ষা করে থাক। (বোখারী ও মুসলিম)

* অতপর ডান গালের নিচে ডান হাত রেখে পড়বে–

اَللّٰهُمَّ قِنِیْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ. (ترمذى ابواب الدعوات وقال هذا حديث حسن صحيح.)

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে তোমার আযাব থেকে রক্ষা কর যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে পুনরুত্থিত করবে। (তিরমিযী)

* শোওয়ার সময় আয়াতুল কুরছী পাঠ করবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছের একাংশে আছে–

اِذَا اَوَيْتَ اِلٰى فِرَاشِكَ فَاقْرَاْ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ حَتّٰى تَخْتِمَ الْاٰيَةَ فَاِنَّكَ لَنْ يَّزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ وَّلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ. رواه البخارى فى كتاب الكفالة - باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا الخ.

অর্থাৎ, যখন তুমি বিছানায় যাবে, তখন আয়াতুল কুরছী اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ থেকে আয়াত শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে। তাহলে সকাল পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমার নিকট হেফাজতকারী থাকবে এবং শয়তান তোমার কাছে আসতে সক্ষম হবে না। (বোখারী)

বি. দ্র. ৩১৩ নং পৃষ্ঠায় আয়াতুল কুরছী পূরো দেওয়া রয়েছে।

* শোয়ার সময় সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে। হাদীছ শরীফে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ اَلْاَنْصَارِيِّ رضـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْاٰيَتَانِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَاَ بِهِمَا فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب ابواب فضائل القرآن - باب من لم ير باسا ان يقول سورة البقرة وسورة كذا، ورواه مسلم فى كتاب فضائل القرآن - باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة.

অর্থাৎ, হযরত আবূ মাসঊদ (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রাতের বেলায় সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে, এটা তার ঐ রাতের জন্য যথেষ্ট হবে। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা: সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত রাতের জন্য যথেষ্ট হওয়ার অর্থ এ দুই আয়াত পাঠ করলে ঐ রাতে দুষ্ট জিনের আছর থেকে এবং রাতের সব রকম অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে।

সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত হল–

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ قف لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍمِّنْ رُّسُلِهٖ قف وَقَالُوْاسَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ق

www.maktabatulabrar.com

غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ج وَاعْفُ عَنَّا وقفة وَاغْفِرْلَنَا وقفة وَارْحَمْنَا وقفة اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

* ঘুমানোর পূর্বে "মুছাব্বিহাত" পাঠ করবে। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ حَتّٰى يَقْرَاَ الْمُسَبِّحَاتِ وَيَقُوْلُ: اِنَّ فِيْهَا اٰيَةً اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ اٰيَةٍ. رواه ابو داود فى كتاب الادب - باب ما يقول عند النوم، ورواه الترمذى فى ابواب الدعوات - باب خال عن الترجمة وقال: هذا حديث حسن غريب. واللفظ لابى داود.

অর্থাৎ, হযরত ইরবায ইব্নে সারিয়া (রা.) বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুছাব্বিহাত পাঠ না করে ঘুমাতেন না। তিনি বলতেন, তন্মধ্যে একটি আয়াত রয়েছে যা এক হাজার আয়াতের চেয়ে উত্তম। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা: "মুছাব্বিহাত" বলা হয় যেসব সূরার শুরুতে 'ছুবহানা', 'ছাব্বিহ' এবং 'য়ুছাব্বিহু' রয়েছে। এরূপ সূরা মোট সাতটি। তা হল সূরা ইসরা, হাদীদ, হাশর, সাফ্, জুমুআ, তাগাবুন ও আ'লা।

মুছাব্বিহাতের মধ্যে এক হাজার আয়াতের চেয়ে উত্তম যে আয়াতের কথা বলা হয়েছে সেটি কোন আয়াত তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট করে বলে যাননি। কারও কারও মতে শবে কদর–এর ন্যায় এটিও অস্পষ্ট রাখা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, সে আয়াতটি হল–

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ.

* ঘুমানোর পূর্বে সূরা আলিফ-লাম-মীম-তানযীল ও সূরা মুল্ক পাঠ করবে। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ حَتّٰى يَقْرَاَ الٓمّٓ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةَ وَتَبَارَكَ. رواه الترمذى فى ابواب الدعوات فى باب خال عن الترجمة وقال : هذا حديث صحيح. ورواه الدارمى فى كتاب فضائل القرآن - باب فى فضل سورة تنزيل السجدة وتبارك حديث رقم ٣٤١١.

অর্থাৎ, হযরত জাবের (রা.) বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সূরা) আলিফ-লাম-মীম-তানযীল ও তাবারকাল্লাযী (সূরা মুলক) পাঠ না করে ঘুমাতেন না। (তিরমিযী ও দারিমী)

* শোওয়ার সময় তিন কুল পড়ে হাতে দম দিয়ে সমস্ত শরীরে হাত বুলিয়ে নিবে। এভাবে তিনবার করবে। হাত বুলানোর সময় মাথার দিক থেকে শুরু করে পায়ের দিকে হাত ফিরাবে।[১]

* ঘুমানোর পূর্বে নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করবে। তাহলে ঐ ঘুমে মৃত্যু হলে ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু হবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ، وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ، رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ، لَا مَلْجَاَ وَلَا مَنْجٰى مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ، اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ. (متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الدعوات - باب ما يقول اذا نام. ورواه مسلم فى كتاب الذكر - باب الدعاء عند النوم. واللفظ للبخارى.)

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আমার আত্মাকে তোমার কাছে সোপর্দ করলাম, আমার বিষয় তোমার উপর ন্যাস্ত করলাম, আমার মনোযোগ তোমার প্রতি নিবদ্ধ করলাম, এবং তোমার প্রতি আগ্রহ ও তোমার ভয় সহকারে আমার পৃষ্ঠদেশ তোমার আশ্রয়ে রাখলাম, তুমি ছাড়া কোনো আশ্রয়ের স্থান নেই, কোনো পরিত্রাণ লাভের জায়গা নেই। আমি ঈমান আনলাম তোমার কিতাবের প্রতি যা তুমি নাযিল করেছ; আর তোমার নবীর প্রতি, যাঁকে তুমি রসূলরূপে প্রেরণ করেছ। (বোখারী ও মুসলিম)

১. ترمذى ابواب الدعوات–باب ماجاء فى من يقرأ من القرآن عند المنام وقال حديث حسن صحيح ॥

www.maktabatulabrar.com

উল্লেখ্য– তিরমিযী শরীফের এক রেওয়ায়েতে এ দুআটি ডান কাতে শুয়ে পড়ার কথা বলা হয়েছে। আর এক রেওয়ায়েতে উযূ সহকারে থেকে পড়ার কথা বলা হয়েছে। (ابواب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- باب فى الدعاء اذا اوى الى فراشه)

* ঘুমানোর পূর্বে তিনবার ইস্তিগফার পাঠ করবে। হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يَاْوِىْ اِلٰى فِرَاشِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غُفِرَ لَهٗ ذُنُوْبُهٗ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، وَاِنْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، وَاِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ، وَاِنْ كَانَتْ عَدَدَ اَيَّامِ الدُّنْيَا. رواه الترمذى فى ابواب الدعوات وقال: هذا حديث حسن غريب.

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বিছানায় যেয়ে যে ব্যক্তি তিনবার পাঠ করবে اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ সমসংখ্যক। (তিরমিযী)

ঘুম না আসলে পড়ার দুআ

শোওয়ার পর ঘুম না আসলে নিম্নোক্ত দুআটি পড়বে। এ দুআটি পড়লে ঘুমের মধ্যে ভীতিজনক স্বপ্ন দেখাও বন্ধ হয়। আর সেরূপ স্বপ্ন দেখার পর পড়লে ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّآمَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنِ. (رواه الترمذى فى ابواب الدعوات- باب خال عن الترجمة وقال: هذا حديث حسن غريب.)

অর্থ: আমি আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালেমাসমূহের ওছীলায় আশ্রয় কামনা করছি তাঁর ক্রোধ, তাঁর শাস্তি ও তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে এবং শয়তানদের উসকানি ও আমার নিকট তাদের হাজির হওয়া থেকে। (তিরমিযী)

www.maktabatulabrar.com

স্বপ্ন বিষয়ক দুআ

ভাল বা মন্দ কোনো স্বপ্ন দেখলে কি দুআ পড়তে হয় এ সম্বন্ধে হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رضـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا حَلَمَ اَحَدُكُمْ حُلْمًا يَخَافُهٗ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهٖ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا فَاِنَّهَا لَاتَضُرُّهٗ. رواه البخارى فى كتاب بدء الخلق - باب صفة ابليس وجنوده.

অর্থাৎ, হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকেও হয় শয়তানের পক্ষ থেকেও হয়ে থাকে। অতএব যখন কেউ কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখে –যাতে সে ভয় পায়– তখন যেন বা দিকে থুথু ফেলে এবং আল্লাহর নিকট সে স্বপ্নের খারাবী থেকে পানাহ কামনা করে। (যেমন পড়ে নিল "আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতান ওয়া শার্‌রি হাযিহির রুইয়া") তাহলে সে স্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি করবে না। (বোখারী)

আর এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضـ اَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اِذَا رَاٰى اَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا فَاِنَّهَا مِنَ اللّٰهِ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِمَا رَاٰى وَاِذَا رَاٰى غَيْرَ ذَالِكَ مِمَّا يَكْرَهُهٗ فَاِنَّمَا هِىَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا وَلَايَذْكُرْهَا لِاَحَدٍ فَاِنَّهَا لَاتَضُرُّهٗ. رواه الترمذى فى ابواب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما يقول اذا راى رويا يكرها. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন– তোমাদের কেউ যখন পছন্দনীয় স্বপ্ন দেখে তাহলে সেটি আল্লাহর পক্ষ হতে। অতএব সে যেন এ স্বপ্নের উপর আল্লাহর প্রশংসা করে (যেমন– পড়ে নিল "আলহাম্‌দু

লিল্লাহ") এবং দেখা স্বপ্ন বর্ণনা করতে পারে। আর এর বিপরীত অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে সেটা শয়তানের পক্ষ হতে। অতএব সে যেন শয়তান থেকে পানাহ চেয়ে নেয় (যেমন– পড়ে নিল "আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতান ওয়া শার্‌রি হাযিহির রুইয়া") আর সে স্বপ্ন কারও নিকট বর্ণনা করবে না। তাহলে সে স্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি করবে না। (বোখারী)

ঘুম থেকে উঠে পড়ার দুআ

ঘুম থেকে উঠে এই দুআ পড়া সুন্নাত–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ. (رواه البخارى فى كتاب الدعوات - باب وضع اليد اليمنى تحت خده اليمنى.)

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন মৃত্যু ঘটানোর পর (অর্থাৎ, ঘুম দানের পর) আর তাঁরই কাছে পুনরায় উত্থান হবে। (বোখারী)

আর এক রেওয়ায়েতে আছে–

عَنْ عُبَادَةَ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اَوْ دَعَا اُسْتُجِيْبَ لَهٗ فَاِنْ تَوَضَّاَ قُبِلَتْ صَلَاتُهٗ. رواه البخارى فى كتاب التهجد - فى باب خال عن الترجمة بعد باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه.ورواه الترمذى فى ابواب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -باب ما جاء فى الدعاء اذا انتبه من الليل. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতের বেলায় জেগে পাঠ করে–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

অতঃপর বলে, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ (অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন) অথবা যে কোনো দুআ করে তার দুআ কবূল করা হয়। অতঃপর যদি উযূ করে (এবং নামায পড়ে) তাহলে তার নামায কবূল করা হয়। (বোখারী ও তিরমিযী)

তাহাজ্জুদের জন্য ঘুম থেকে উঠে পড়ার দুআ

তাহাজ্জুদের জন্য ঘুম থেকে উঠে নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَ وَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ، اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ. (متفق عليه. رواه البخارى فى اول كتاب التهجد، ورواه مسلم فى كتاب الصلوة - باب صلوة النبى صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل. واللفظ للبخارى.)

তাহাজ্জুদের জন্য উঠলে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহও পাঠ করবে–

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ج ﴿١٩٠﴾ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ج سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ط وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾ رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ

www.maktabatulabrar.com

فَاٰمَنَّا صلى رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿١٩٤﴾ (بخارى كتاب التفسير - باب قوله الذين يذكرون الله قياما الخ ومسلم كتاب الصلوة - باب صلوة النبى صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل.)

সহবাসের দুআ

সহবাসের সময় নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করলে শয়তান কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. (بخارى كتاب النكاح - باب ما يقول الرجل اذا اتى اهله.)

অর্থ: আমি আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে এই কাজ আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ, শয়তানকে আমাদের কাছ থেকে দূরে রাখ এবং যে সন্তান তুমি আমাদেরকে দান করবে তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখ। (বোখারী)

পানি পান করার দুআ

পানি পান করার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলবে এবং পানি পান শেষে এই দুআ পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ سَقَانَا عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهٖ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا اُجَاجًا بِذُنُوْبِنَا. (ذكره الغزالى فى الاحياء. قال الزبيدى فى تخريجه: رواه الطبرانى فى الدعاء مرسلا. وقال الحافظ فى تخريج الاذكار: هو مع ارساله ضعيف.)

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি একে বানিয়েছেন সুমিষ্ট ও সুপেয় এবং একে বানাননি লবণাক্ত ও বিস্বাদ। (তাবারানী)

যমযমের পানি পান করার দুআ

যমযমের পানি পান করার সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَشِفَآءً مِنْ كُلِّ دَآءٍ. (الترغيب عن المستدرک للحاكم حديث رقم ١٧٨٦)

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট চাই উপকারী ইল্‌ম, প্রচুর রিযিক এবং সব রোগ-ব্যাধি থেকে শেফা। (মুস্তাদরকে হাকিম)

উল্লেখ্য– সহীহ হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী যমযমের পানি একই সঙ্গে খাদ্য ও পানীয় উভয়ের তৃপ্তি দান করে।

এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে–

زَمْزَمُ طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَآءُ سُقْمٍ. رواه البزار باسناد صحيح كذا فى الترغيب حديث رقم ١٧٨٥.

অর্থাৎ, যমযমের পানি খাদ্য-পানী উভয়ের তৃপ্তি দান করার খাবার এবং রোগের শেফা। (মুসনাদে বায্‌যার)

আর এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে–

مَآءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ. رواه احمد باسناد صحيح. كذا فى الترغيب حديث رقم ١٧٨٧.

অর্থাৎ, যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হবে তার জন্য। (মুসনাদে আহমদ)

দুধ, চা, কফি, মাঠা পান করার দুআ

দুধ, চা, কফি, মাঠা পান করার সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ. (ترمذى ابواب الدعوات - باب ما يقول اذا اكل طعاما. وقال حديث حسن.)

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাদের জন্য এতে বরকত দাও এবং আমাদেরকে এটা আরও বেশী করে দাও। (তিরমিযী)

খানা সামনে আসলে দুআ

খানা সামনে আসলে এই দুআ পড়বে।

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. (كتاب الاذكار عن ابن السنى باب ما يقول اذا قرب اليه طعامه.)

অর্থ: হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে যে রিযিক দান করেছ তাতে আমাদেরকে বরকত দাও এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। (কিতাবুল আযকার)

www.maktabatulabrar.com

খানা শুরু করার দুআ

খাওয়ার শুরুতে নিম্নোক্ত দুআ পড়া সুন্নাত–

بِسْمِ اللّٰهِ وَبَرَكَةِ اللّٰهِ. (رواه الحاكم فى المستدرک برقم ٧٢٣٦ وقال صحيح الاسناد.واقره عليه الذهبى فى التلخيص: صحيح)

অর্থ : আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্‌র বরকতের উপর খাওয়া শুরু করছি। (মুস্তাদরকে হাকিম)

অথবা শুধু বলবে–

بِسْمِ اللّٰهِ. (ترمذى ابواب الاطعمة - باب ما جاء فى التسمية على الطعام وقال حديث حسن صحيح)

উপরোক্ত দুআটি জোরে পড়া মোস্তাহাব, যাতে অন্যরাও শুনতে পারে। (تكملة ج/٤)

দুআটি শুরুতে পড়তে ভুলে গেলে এবং খাওয়ার মাঝে স্মরণ হলে পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ. (ابو داود كتاب الاطعمة - باب التسمية على الطعام. وفى رواية الترمذى بل فى اكثر الروايات بسم الله فى اوله وآخره)

অর্থ: আমি এর প্রথমে ও শেষে আল্লাহ্‌র নাম নিলাম। (আবূ দাউদ)

উল্লেখ্য– খানা খাওয়ার শুরুতে উপরোক্ত দুআ পাঠ করলে খানায় বরকত হয়। এমনিভাবে একাকী নয় বরং একত্রে জামাআতের সঙ্গে খাওয়ার মধ্যে বরকত রয়েছে। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ اَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَاْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ. قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُوْنَ؟ قَالُوْا نَعَمْ. قَالَ فَاجْتَمِعُوْا عَلٰى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ. رواه ابو داود فى كتاب الاطعمة - باب فى الاجتماع على الطعام، ورواه ابن ماجة فى ابواب الاطعمة ومتعلقاتها - باب الاجتماع على الطعام.

অর্থাৎ, হযরত ওয়াহ্‌শী ইব্‌নে হার্‌ব (রা.) থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর কতিপয় সাহাবী

www.maktabatulabrar.com

জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা খানা খাই কিন্তু তৃপ্তি হয় না যে? তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা সম্ভবত ভিন্ন ভিন্নভাবে খানা খাও? তারা বললেন, জী। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা একত্রে মিলে খানা খাও এবং আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে খানা খাও, তাতে তোমাদের খাবারে বরকত দান করা হবে। (আবূ দাউদ ও ইব্‌নে মাজা)

অসুস্থ ব্যক্তির সঙ্গে একসাথে খানা খেলে পাঠ করার দুআ

অসুস্থ ব্যক্তির সঙ্গে যেমন কুষ্ঠ রোগীর সঙ্গে বা খোস পাঁচড়া আছে এমন ব্যক্তির সঙ্গে এক সাথে খানা খেলে এই দুআ পড়া সুন্নাত।

بِسْمِ اللّٰهِ ثِقَةً بِاللّٰهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ. (حاكم كتاب الاطعمة حديث رقم ٧٣٥٣ وقال صحيح الاسناد، ووافقه الذهبى فى التلخيص: صحيح.)

অর্থ: আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা রেখে এবং আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করে আরম্ভ করলাম। (মুস্তাদরকে হাকিম)

খানা শেষের দুআ

খানা ও পান করা শেষ হলে এই দুআ পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ. (ترمذى ابواب الدعوات - باب ما يقول اذا فرغ من الطعام.)

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং মুসলমান বানিয়েছেন। (তিরমিযী)

উল্লেখ্য– খানা খাওয়া ও পান করার শেষে আল্লাহ্‌র প্রশংসা দ্বারা আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন বলে হাদীছে বর্ণিত আছে। হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضٰى عَنِ الْعَبْدِ اَنْ يَاْكُلَ الْاُكْلَةَ فَيَحْمَدُهٗ عَلَيْهَا وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهٗ عَلَيْهَا. رواه مسلم والنسائى (اى فى الكبرى) والترمذى وحسنه. كذا فى الترغيب حديث رقم ٣٢١٥.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোনো কিছু খাওয়ার পর এবং কোনো কিছু পান করার পর আল্লাহর প্রশংসা করলে আল্লাহ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন। (মুসলিম, নাসায়ী ও তিরমিযী)

আরও উল্লেখ্য যে, খানা খাওয়ার শেষে বরতন ও আঙ্গুল চেটে খেলে বরকত হয়। হাদীছে এসেছে–

عَنْ جَابِرٍ رضـ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِلَعْقِ الْاَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ: اِنَّكُمْ لَاتَدْرُوْنَ فِىْ اَىِّ طَعَامِكُمْ اَلْبَرَكَةُ. رواه مسلم فى كتاب الاشربة - باب استحباب لعق الاصابع والقصعة الخ.

অর্থাৎ, হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আঙ্গুল ও রবতন পরিষ্কার করে চেটে খেতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, তোমাদের জানা নেই তোমাদের খাদ্যের কোন অংশে বরকত রয়ে গেছে। (মুসলিম)

দস্তরখানা উঠানোর দুআ

দস্তরখানা উঠানোর দুআ এই–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا. (رواه الترمذى فى ابواب الدعوات - باب ما يقول اذا فرغ من الطعام. وقال حديث حسن صحيح.)

অর্থ: আল্লাহ্‌র জন্য সমস্ত প্রশংসা; এমন প্রশংসা যা অশেষ, পবিত্র ও বরকতময়। হে আমার প্রভু! এই খাবারকে অপ্রচুর মনে করে বা চিরদিনের জন্য বিদায় দিয়ে বা এর প্রতি বিমুখ হয়ে উঠলাম না। (তিরমিযী)

উল্লেখ্য– খানা শেষে সকলে উঠে যাওয়ার পূর্বেই দস্তরখানা তুলে নেওয়া চাই। এরকম যেন না হয় যে, সকলেই উঠে গেল অথচ দস্তরখানা সেখানেই পড়ে রইল– তোলা হল না।

উল্লেখ্য– দস্তরখানা তোলার পূর্বে বা খাওয়ার মাঝে দস্তরখানায় বা বাইরে যেসব খাদ্য বা খাদ্যের টুকরা পড়েছে সেগুলো তুলে (প্রয়োজনে ধুয়ে মুছে) খেয়ে নিবে, এতে বরকত হবে। হাদীছে এসেছে–

عَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيَاْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ اَذًى وَلْيَاْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيْلِ حَتّٰى يَلْعَقَ اَصَابِعَهُ فَاِنَّهُ لَايَدْرِىْ فِىْ اَىِّ طَعَامِهِ اَلْبَرَكَةُ. رواه مسلم فى كتاب الاشربة - باب استحباب لعق الاصابع والقصعة واكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من اذى الخ.

অর্থাৎ, হযরত জাবের (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কারও লোকমা পড়ে যায়, সে যেন তা তুলে নেয় এবং তাতে কোনো ময়লা থাকলে তা দূর করে খেয়ে নেয়। শয়তানের জন্য সেটা ছাড়বে না। আর আঙ্গুল চাটার পূর্বে রুমাল দ্বারা হাত মুছবে না। কেননা, তার জানা নেই তার খাদ্যের কোন অংশে বরকত রয়ে গেছে। (মুসলিম শরীফ)

দাওয়াত খাওয়ার দুআ

কারও নিকট দাওয়াত খেলে খানা শেষে (খানা শেষ হলে পঠিতব্য সাধারণ দুআ পড়ার পর) নিম্নোক্ত দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِىْ وَاَسْقِ مَنْ سَقَانِىْ. (مسلم كتاب الاشربة - باب اكرام الضيف وفضل ايثاره.)

অর্থ: হে আল্লাহ, যে আমাকে আহার করাল তুমি তাকে আহার করাও এবং যে আমাকে পান করাল তুমি তাকে পান করাও। (মুসলিম)

অথবা পড়বে–

اَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلٰئِكَةُ وَ اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّآئِمُوْنَ. (رواه ابو داود فى كتاب الاطعمة - باب فى الدعاء لرب الطعام. ورواه احمد برقم ١٢٣٤٦ واسناده صحيح كذا فى هامشه. واللفظ لاحمد.)

অর্থাৎ, তোমাদের খানা গ্রহণ করলেন নেককার লোকগণ, তোমাদের নিকট ইফতার গ্রহণ করলেন রোযাদারগণ আর তোমাদের প্রতি রহমতের দুআ করলেন ফেরেশতাগণ। (আবূ দাউদ ও মুসনাদে আহমদ)

www.maktabatulabrar.com

* মেজবানের ঘর থেকে বিদায় নেয়ার সময় মেহমান পড়বে–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ. (رواه مسلم فى كتاب الاشربة - باب استحباب النوى الخ و رواه الترمذى فى ابواب الدعوات فى باب خال عن الترجمة وقال: هذا حديث حسن صحيح.)

অর্থ: হে আল্লাহ, তুমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছ তাতে বরকত দাও, তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের উপর রহম কর। (মুসলিম ও তিরমিযী)

ঘরে প্রবেশের দুআ

* ঘরে প্রবেশকালে নিম্নোক্ত দুআ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبَّنَا تَوَكَّلْنَا. (رواه ابو داؤد فى كتاب الادب - باب ما يقول الرجل اذا دخل بيته.)

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি গৃহে প্রবেশ করতে এবং বের হতে তোমার কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করি। আমি আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে গৃহে প্রবেশ করি এবং আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে গৃহ থেকে বের হই। আর আল্লাহ্‌র উপরই আমি ভরসা রাখি। (আবূ দাউদ)

ঘর থেকে বের হওয়ার দুআ

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

(رواه ابوداؤد فى كتاب الادب - باب ما يقول الرجل اذا خرج من بيته.)

অর্থ: আমি আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে বের হলাম। আল্লাহ্‌রই উপর ভরসা করলাম। শক্তি সামর্থ কেবল আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই আসে। (আবূ দাউদ)

উপরোক্ত দুআ পড়লে তার সব কাজের জন্য যথেষ্ট হবে, জিন ও ইনসান শত্রু থেকে রক্ষা পাবে এবং শয়তান তার থেকে দূরে থাকবে। হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ قَالَ يَعْنِىْ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهٖ بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ يُقَالُ لَهٗ كُفِيْتَ وَوُقِيْتَ وَتَنَحّٰى عَنْهُ الشَّيْطَانُ. رواه الترمذى فى ابواب الدعوات - باب ما يقول اذا خرج من بيته.وقال حديث حسن صحيح غريب.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পড়ে "বিসমিল্লাহি তাওক্কাল্‌তু আলাল্লাহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ", তার উদ্দেশ্যে বলা হয়, তোমার জন্য যথেষ্ট এবং তোমাকে রক্ষা করা হবে আর শয়তান তার থেকে দূর হয়ে যাবে। (তিরমিযী)

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় সব রকম ভুলভ্রান্তি ও পদস্খলন থেকে মুক্তি চাওয়া বিষয়ক নিম্নোক্ত দুআও পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ. (رواه ابو داؤد فى كتاب الادب- باب ما يقول الرجل اذا خرج من بيته.)

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি নিজে বা অন্য কর্তৃক বিভ্রান্ত হওয়া, নিজে বা অন্য কর্তৃক বিচ্যুত হওয়া, জালেম হওয়া বা মাজলূম হওয়া, নাদানী করা বা নাদানীর স্বীকার হওয়া (এই সবকিছু) থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই। (আবূ দাউদ)

সফর বিষয়ক দুআসমূহ

সফরকালে বিদায় নেওয়ার দুআ

সফরে যাওয়ার সময় আপনজন থেকে এই বলে বিদায় নিবে–

اَسْتَوْدِعُكُمُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا يَضِيْعُ وَدَآئِعَهٗ. (كتاب الاذكار عن ابن السنى باب اذكاره اذا خرج.)

অর্থ: আমি তোমাদেরকে এমন সত্তার কাছে আমানত রেখে যাচ্ছি, যার আমানত কখনও নষ্ট হয় না। (কিতাবুল আযকার)

সফরকালে বিদায় জানানোর দুআ

কাউকে সফরে যাওয়ার সময় বিদায় জানানোর জন্য পড়বে–

www.maktabatulabrar.com

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ. (رواه الترمذى فى ابواب الدعوات - باب ما جاء ما يقول اذا ودع انسانا. وقال:حديث حسن صحيح غريب.)

অর্থ: আমি তোমার দ্বীন, আমানত এবং তোমার আমলের শেষ পরিণাম আল্লাহ তাআলার নিকট সোপর্দ করছি। (তিরমিযী)

সফরে রওয়ানা দেওয়ার দুআ

সফরে রওনা দেওয়ার কালে যানবাহনে আরোহণ করে যানবাহনের দুআ পড়ার পর পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا اَلْبِرَّ وَالتَّقْوٰى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى، اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِعَنَّا بُعْدَهٗ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَآءِ السَّفَرِ وَكَاٰبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ.

(رواه مسلم فى كتاب الحج - باب استحباب الذكر اذا ركب دابة متوجها لسفر حج وغيره الخ.)

অর্থ: হে আল্লাহ! এই সফরে আমরা তোমার নিকট নেকী ও তাকওয়া কামনা করি। এই সফরকে আমার জন্য সহজ করে দাও এবং দুরত্বকে সংক্ষিপ্ত করে দাও। হে আল্লাহ! এ সফরে তুমিই আমার সঙ্গী এবং তুমিই আমার স্থলাভিষিক্ত আমার পরিবারের জন্য। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সফরের দুঃখ-কষ্ট এবং ভয়ানক দৃশ্যের সম্মুখীন হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরও আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রত্যাবর্তনের পর স্বীয় মাল-আসবাব এবং পরিবার পরিজনের মধ্যে অশুভ অবস্থা অবলোকন করা থেকে। (মুসলিম)

উদ্দিষ্ট স্থান দেখার পর পড়ার দুআ

যে নগরী বা গ্রামে যাওয়া উদ্দেশ্য, তা নজরে আসার পর পড়বে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَا اَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الْاَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا اَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، فَاِنَّا نَسْاَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ

اَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا. (رواه الحاكم فى المستدرك حديث رقم ٢٥٣٥ وقال صحيح الاسناد، ووافقه الذهبى فى التلخيص: صحيح.)

অর্থ: হে আল্লাহ– আকাশমণ্ডলী এবং সেগুলো যাকে ছায়া দেয় তার প্রভূ, সপ্তভূমি ও সেগুলো যা ধারণ করে তার প্রভূ, শয়তান ও তারা যাদেরকে বিভ্রান্ত করে তাদের প্রভূ, বাতাস ও তা যা কিছু উড়িয়ে নেয় তার প্রভূ, আমরা তোমার কাছে চাই এই নগরীর কল্যাণ ও এই নগরবাসীর কল্যাণ। আর তোমার কাছে পানাহ চাই এই নগরীর অকল্যাণ থেকে, এই নগরীর অধিবাসীদের অকল্যাণ থেকে এবং এই নগরীতে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর অকল্যাণ থেকে। (মুস্তাদরকে হাকিম)

সফরে ভোর রাতে পড়ার দুআ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে ভোর রাতে পড়তেন–

سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَنِعْمَتِهٖ وَحُسْنِ بَلَآئِهٖ عَلَيْنَا، اَللّٰهُمَّ صَاحِبْنَا فَاَفْضِلْ عَلَيْنَا عَآئِذًا بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ. (رواه ابو داود فى كتاب الادب - باب ما يقول اذا اصبح.)

অর্থ: শ্রোতা শ্রবণ করে নিল আল্লাহর প্রশংসা, আমাদের প্রতি তাঁর নেয়ামত ও উত্তম পরিচর্যার স্বীকৃতির কথা। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহর কাছে আমরা পানাই চাই জাহান্নামের আগুন থেকে। (আবূ দাউদ)

সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পাঠ করার দুআ

* সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পড়বে–

اٰئِبُوْنَ تَآئِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ. (رواه الترمذى فى ابواب الدعوات - باب ماجاء ما يقول اذا رجع من سفره، وقال: حديث حسن صحيح.)

অর্থ: আমরা সফর থেকে ফিরে এসেছি, তওবা করছি এবং ইবাদত ও গুণকীর্তন করছি আমাদের প্রতিপালকের। (তিরমিযী)

কোনো স্থানে গিয়ে নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করলে সেখান থেকে ফেরা পর্যন্ত আল্লাহর রহমতে তার কোনো ক্ষতি হবে না–

www.maktabatulabrar.com

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّآمَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. (رواه مسلم فى صحيحه فى كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب الدعوات والتعوذ، ورواه الترمذى فى ابواب الدعوات - باب ما جاء ما يقول اذا نزل منزلا. وقال حديث حسن صحيح غريب.)

অর্থ: আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ বাণীসমূহের ওছীলায় তাঁর সৃষ্টির অকল্যাণ থেকে পানাহ চাই। (মুসলিম ও তিরমিযী)

যানবাহনের দুআসমূহ

প্রথমে বিসমিল্লাহ বলে যানবাহনে ডান পা রাখবে। তার পর পুরোপুরি উঠে বা আসনে বসে আলহামদু লিল্লাহ বলবে। তারপর নিম্নোক্ত দুআ পড়বে। এ দুআ পড়া সুন্নাত–

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

অর্থ: পবিত্র ঐ আল্লাহ, যিনি একে আমাদের অধীন করে দিয়েছেন, অথচ একে আমরা নিজেদের অধীন করতে পারতাম না। আর নিশ্চয় আমরা আপন প্রভূর কাছে ফিরে যাব।

তারপর তিনবার "আল-হামদু লিল্লাহ" এবং তিনবার "আল্লাহু আকবার" বলে নিম্নোক্ত দুআ পড়বে–

سُبْحَانَكَ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ. (رواه الترمذى فى ابواب الدعوات - باب ما جاء ما يقول اذا ركب دابة. وقال: هذا حديث حسن صحيح.)

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি নিজের প্রতি অবিচার করেছি। অতএব আমাকে ক্ষমা করে দাও। তুমি ব্যতীত আর কেউ ক্ষমা করার নেই। (তিরমিযী)

নৌকা, জাহাজ, পুল ইত্যাদিতে আরোহণের দুআ

নৌকা, জাহাজ, পুল ইত্যাদিতে চড়লে পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهٖ.

سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ. (كتاب الاذكار عن ابن السنى - باب ما يقول اذا ركب سفينة.)

অর্থ: আল্লাহ্‌র নামেই এর চলা ও থামা। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (কিতাবুল আযকার)

উপর দিকে আরোহণ ও নিচের দিকে নামার দুআ

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ كُنَّا اِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَاِذَا هَبَطْنَا سَبَّحْنَا. رواه الدارمى فى كتاب الاستيذان - باب ما يقول عند الصعود والهبوط. حديث رقم ٢٦٧٤.

অর্থাৎ, জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন যে, আমরা যখন উপর দিকে আরোহণ করতাম, তখন পড়তাম اَللّٰهُ اَكْبَرُ , আর যখন নিচের দিকে অবতরণ করতাম তখন পড়তাম سُبْحَانَ اللّٰهِ। (সুনানে দারিমী)

বাজারে গিয়ে পাঠ করার দুআ

বাজারে যেয়ে নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করতে হয়–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ.

(رواه الترمذى فى الدعوات - باب اذا دخل السوق، ورواه الدارمى فى كتاب الاستيذان - باب ما يقول اذا دخل السوق حديث رقم ٢٦٩٢. وفى هاشمه اسناده حسن.)

বাজারে গিয়ে উপরোক্ত দুআ পাঠ করলে তার দশ লক্ষ ছওয়াব হবে, দশ লক্ষ গোনাহ মোচন হবে এবং দশ লক্ষ মর্যাদা বুলন্দ হবে। (তিরমিযী ও দারিমী)

মুস্তাদরকে হাকিমের রেওয়ায়েতে আরও আছে–وَبَنٰى لَهٗ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ অর্থাৎ, এবং আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটা ঘর বানাবেন।[১]

মজলিস শেষের দুআ

মজলিস শেষে ওঠার পূর্বে নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করলে উক্ত মজলিসে ঘটিত পাপসমূহ ক্ষমা হয়ে যায়।

---

১. الحاكم فى المستدرك حديث رقم ٢٠١٠ وقال الذهبى فى التلخيص فى ازهر بن سنان ll راوى هذا الحديث : قال ابن عدى : ارجو انه لابأس به

www.maktabatulabrar.com

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ. (ترمذى ابواب الدعوات - باب ما يقول اذا قام من مجلسه. وقال حديث حسن صحيح غريب.)

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (তিরমিযী)

পেরেশানী ও অশান্তির সময় পাঠ করার দুআসমূহ

দুশ্চিন্তা পেরেশানী দূর করার দুআ

* কোনো বিষয়ে মনে দুশ্চিন্তা বা পেরেশানী থাকলে কিংবা অশান্তির মধ্যে পড়লে পাঠ করবে–

حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ. (رواه ابو داود فى كتاب الاذكار - باب ما يقول اذا غلبه امر.)

অর্থ: আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম তত্ত্বাবধায়ক। (আবূ দাউদ)

অথবা পড়বে–

يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ. (رواه الحاكم فى المستدرک - كتاب الدعاء حديث رقم ١٩١١ وقال: صحيح الاسناد.)

অর্থ: হে চিরঞ্জীব, হে সবকিছু ধারণকারী, আমি তোমার রহমতের ওছীলা দিয়ে তোমার কাছে ফরিয়াদ করছি। (মুস্তাদরকে হাকিম)

অথবা পড়বে–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ. (رواه الترمذى فى ابواب الدعوات و الحاكم حديث رقم ١٨٩٩ وقال: صحيح الاسناد ووافقه الذهبى فى التلخيص: صحيح.)

অর্থ: হে আল্লাহ, তুমি ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই, তুমি অতি পবিত্র। আর আমি অবশ্যই গোনাহগারদের অন্তর্ভুক্ত। (তিরমিযী ও মুস্তাদরকে হাকিম)

www.maktabatulabrar.com

শত্রু বা দুষ্ট লোকের ক্ষতি থেকে বাঁচার দুআ

শত্রু বা যে কোনো দুষ্ট লোকের দ্বারা ক্ষতির আশংকা হলে এই দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ. (رواه ابو داود فى كتاب الصلاة - باب ما يقول اذا خاف قوما.)

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তোমাকে তাদের মোকাবিলায় দাঁড় করাচ্ছি এবং তাদের অনিষ্ঠ থেকে তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি। (আবূ দাউদ)

ঋণ থেকে মুক্তির দুআ

ঋণ থেকে মুক্তির জন্য নিম্নোক্ত দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. (رواه الترمذى فى احاديث شتى من ابواب الدعوات، وقال: هذا حديث حسن غريب. ورواه الحاكم حديث رقم ٢٠٠٩ وقال: صحيح الاسناد، ووافقه الذهبى فى التلخيص: صحيح.)

অর্থ: হে আল্লাহ, হারাম থেকে দূরে থেকে হালাল রিযিক দ্বারা তুমি আমার জন্য যথেষ্ট কর। আর তোমার অনুগ্রহে তুমি ব্যতীত অন্য সকল থেকে আমাকে মুখাপেক্ষীহীন বানাও। (তিরমিযী ও মুস্তাদরকে হাকিম)

বিভিন্ন ভাল ও অনুকূল অবস্থায় পাঠ করার দুআসমূহ

পছন্দনীয় বিষয় ঘটলে দুআ

কোনো পছন্দনীয় বিষয় ঘটলে পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ. (رواه ابن ماجة فى كتاب الادب- باب فضل الحامدين)

অর্থ: সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র প্রশংসা। (ইবনে মাজা)

এক রেওয়ায়েতে কোনো অপছন্দনীয় জিনিস ঘটলেও এ দুআটি পড়ার কথা আছে। রেওয়ায়েতটি এই–

عَنْ عَآئِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رضـ قَالَتْ: كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَتَاهُ الْاَمْرُ يَسُرُّهُ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ

الصَّالِحَاتُ وَاِذَا اَتَاهُ الْاَمْرُ يَكْرَهُهُ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ.

رواه الحاكم فى المستدرک فى كتاب الدعاء ..... وقال صحيح الاسناد. حديث رقم ١٨٧٦ واورده الذهبى فى التلخيص سندا ومتنا وسكت عنه.

অর্থাৎ, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো আনন্দের বিষয় ঘটলে তিনি বলতেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ আর কোনো অপছন্দের বিষয় ঘটলে বলতেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ। (মুস্তাদরকে হাকিম)

কোনো পছন্দনীয় জিনিস দেখলে দুআ

কোন পছন্দনীয় জিনিস দেখলে পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ. (المصدر السابق)

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যার দানে যাবতীয় সৎকর্ম (ও ভাল সবকিছু) পূর্ণত্ব লাভ করে। (মুস্তাদরকে হাকিম)

কাউকে হাসতে দেখলে দুআ

* কোনো মুসলমানকে হাসতে দেখলে পড়বে–

اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ. (رواه ابو داود فى كتاب الادب - باب فى الرجل يقول للرجل اضحک الله سنک.)

অর্থ: আল্লাহ তোমাকে হাস্যোজ্জ্বল রাখুন। (আবূ দাউদ)

হাঁচি বিষয়ক দুআ

কারও হাঁচি আসলে হাঁচি দেওয়ার পর সে পড়বে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এ বাক্য যে শুনবে সে বলবে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ এ বাক্যের জওয়াবে হাঁচিদাতা পড়বে يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (ابو داود كتاب الادب- باب كيف تشميت العاطس)

মোরগের ডাক ও গাধার ডাক শুনলে পড়ার দুআ

হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيْكَةِ فَاسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ فَاِنَّهَا رَاَتْ مَلَكًا وَاِذَا سَمِعْتُمْ

نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِنَّهُ رَاٰى شَيْطَانًا. رواه الترمذى ابواب الدعوات - باب ما يقول اذا سمع نهيق الحمار، وقال: هذاحديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা যখন মোরগের ডাক শুনবে তখন আল্লাহর অনুগ্রহ চাইবে (যেমন বলবে– اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ) কারণ, সে ফেরেশতা দেখেছে। আর যখন গাধার ডাক শুনবে তখন বলবে- اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ কারণ, সে শয়তানকে দেখেছে। (তিরমিযী)

বিভিন্ন বিপদ ও প্রতিকূল অবস্থায় পাঠ করার দুআসমূহ

প্রচণ্ড বাতাস প্রবাহিত হওয়ার সময় দুআ

প্রচণ্ড বাতাস বইতে শুরু করলে পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ. (رواه مسلم فى كتاب صلوة الاستسقاء)

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে চাই এই বাতাসের কল্যাণ, তার মধ্যে যা আছে তার কল্যাণ ও যা সহ তা প্রেরিত হয়েছে তার কল্যাণ। আর তোমার কাছে পানাহ চাই এর অনিষ্ট থেকে, এর মধ্যে যা রয়েছে তার অনিষ্ট থেকে এবং যাসহ তা প্রেরিত হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে। (মুসলিম)

প্রচণ্ড মেঘ দেখলে দুআ

প্রচণ্ড মেঘ দেখলে পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا. (رواه ابو داود فى كتاب الادب- باب فى المطر)

অর্থ: হে আল্লাহ, এই মেঘের সঙ্গে যে অনিষ্ঠ রয়েছে তা থেকে আমরা তোমার কাছে পানাহ চাই। (আবূ দাউদ) আরও পড়বে–

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا هَنِيْئًا. (المصدر السابق)

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আনন্দদায়ক (উপকারী) বৃষ্টি বর্ষণ কর।

বিদুৎ চমকানো ও বজ্রপাতের সময় দুআ

বিদুৎ চমকাতে দেখলে বা বজ্রপাতের শব্দ শুনলে পড়বে–

www.maktabatulabrar.com

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَالِكَ.

(المستدرک للحاکم حدیث رقم ٧٩٣٥. وقال صحیح الاسناد، ووافقه الذهبی فی التلخیص: صحیح.)

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমার গযব দিয়ে আমাদেরকে মেরে ফেল না, তোমার আযাব দিয়ে আমাদেরকে ধ্বংস করে দিও না। তার আগে আমাদেরকে শান্তি দাও। (মুস্তাদরকে হাকিম)

অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের সময় দুআ

অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হতে থাকলে পড়বে–

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا. اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ. (متفق علیه. رواه البخاری فی ابواب الاستسقاء - باب الاستسقاء فی خطبة الجمعة، ورواه مسلم فی کتاب صلوة الاستسقاء. واللفظ للبخاری.)

অর্থ: হে আল্লাহ, এই বৃষ্টি আমাদের আশেপাশে বর্ষণ কর, আমাদের উপর বর্ষণ করো না। হে আল্লাহ! উচ্চস্থান, বনজঙ্গল, পাহাড় প্রণালী ও বৃক্ষ উৎপাদনের স্থানসমূহের উপর বর্ষণ কর। (বোখারী ও মুসলিম)

অগ্নিকাণ্ড হতে দেখলে দুআ

কোনো জায়গায় অগ্নিকাণ্ড হতে দেখলে পড়বে "আল্লাহু আকবার"।[১] অথবা পড়বে–

يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ. (الانبياء: ٦٩)

অর্থ: হে আগুন, তুমি ইবরাহীমের জন্য ঠাণ্ডা এবং শান্তিদায়ক হয়ে যাও।

কাউকে মুসীবত, পেরেশানী বা খারাপ অবস্থায় দেখলে দুআ

কাউকে কোন মুসীবত, পেরেশানী বা খারাপ অবস্থায় দেখলে পড়বে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا. (رواه الترمذی فی ابواب الدعوات- باب ما جاء ما یقول اذا رای مبتلی، وقال: هذا حدیث حسن غریب.)

১. کتاب الاذکار عن ابن السنی باب ما یقول اذا رای الحریق

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাকে ঐ অবস্থা থেকে রক্ষা করেছেন, যে অবস্থায় তোমাকে ফেলেছেন। (তিরমিযী)

তবে দুআটি এমনভাবে পড়বে না যে, উক্ত মুসীবতগ্রস্ত ব্যক্তি বুঝতে পারে। তাহলে সে মনে কষ্ট অনুভব করবে। কোনো মানুষকে কোনোভাবে কষ্ট দেওয়া অনুচিত।

রোগ শুশ্রূষার দুআসমূহ

রোগী দেখতে গিয়ে পড়বে–

اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَا شِفَآءَ اِلَّا شِفَآئُكَ شِفَآءً لَا يُغَادِرُ سُقْمًا. (رواه الترمذی فی احادیث شتی من ابواب الدعوات وقال حدیث حسن.)

অর্থ: হে মানুষের প্রতিপালক! তুমি কষ্ট দূর করে দাও। তুমি তো শেফাদাতা, তুমি ব্যতীত আর কেউ শেফা দান করার নেই। এমন শেফা দান কর যা আর কোনো রোগ অবশিষ্ট রাখবে না। (তিরমিযী)

রোগীর কাছে গিয়ে সাত বার নিম্নোক্ত দুআ পড়বে। তাহলে আল্লাহ তাআলা সেই রোগ থেকে উক্ত রোগীকে সুস্থতা দান করবেন।

اَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ. (رواه ابو داود فی کتاب الجنائز - باب الدعاء للمریض عند العیادة.)

অর্থ: মহান আল্লাহর কাছে, মহান আরশের অধিপতির কাছে আবেদন করছি তিনি যেন তোমাকে শেফা দান করেন। (আবূ দাউদ)

অসুস্থ অবস্থায় পাঠ করার দুআসমূহ

তিরমিযী শরীফে আছে– অসুস্থ অবস্থায় নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করলে এবং উক্ত রোগে তার মৃত্যু হলে জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শ করবে না–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ. لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ. لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. (رواه الترمذی فی ابواب الدعوات - باب ما جاء ما یقول العبد اذا مرض. وقال حدیث حسن.)

www.maktabatulabrar.com

মৃত্যুর পূর্বে পাঠ করার দুআ

মৃত্যুর সময় আসন্ন বুঝলে পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ وَارْحَمْنِیْ وَاَلْحِقْنِیْ بِالرَّفِیْقِ الْاَعْلٰی. (رواه الترمذی فی احادیث شتی من ابواب الدعوات وقال: حسن صحیح.)

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর, আমার প্রতি রহম কর এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে আমাকে মিলিত কর। (তিরমিযী)

এবং আরও পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّیْ عَلٰی غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ. (رواه الترمذی فی ابواب الجنائز - باب ما جاء فی التشدید عند الموت. وقال: حدیث غریب.)

অর্থ: হে আল্লাহ, মৃত্যুর বিভীষিকা এবং মৃত্যু যন্ত্রণায় এই পর্যায়ে তুমি আমাকে সাহায্য কর। (তিরমিযী)

মৃত্যুর সময় কালেমা পড়ার ফযীলত

মৃত্যুর সময় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ার ফযীলত সম্পর্কে এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ یَحْیٰی بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَیْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِیْهِ: اَنَّ عُمَرَ رَاٰهُ كَئِیْبًا فَقَالَ قَالَ مَالِكٌ، لَعَلَّهٗ سَاَلْتَكَ اِمْرَةُ اِبْنِ عَمِّكَ؟ قَالَ: لَا، وَاَثْنٰی عَلٰی اَبِیْ بَكْرٍ، وَلٰكِنِّیْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ كَلِمَةً لَا یَقُوْلُهَا عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهٖ اِلَّا فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَتَهٗ، وَاَشْرَقَ لَوْنُهٗ، فَمَا مَنَعَنِیْ اَنْ اَسْاَلَهٗ عَنْهَا اِلَّا الْقُدْرَةُ عَلَیْهَا حَتّٰی مَاتَ. فَقَالَ عُمَرُ: اِنِّیْ لَاَعْرِفُهَا. فَقَالَ لَهٗ طَلْحَةُ وَمَا هِیَ؟ فَقَالَ لَهٗ عُمَرُ: هَلْ تَعْلَمُ كَلِمَةً هِیَ اَعْظَمُ مِنْ كَلِمَةٍ اَمَرَ بِهَا عَمَّهٗ: لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ؟ فَقَالَ لَهٗ طَلْحَةُ: هِیَ وَاللّٰهِ هِیَ. رواه الحاكم فی المستدرک حدیث رقم ١٣٢٨ وقال: صحیح علی شرط الشیخین، ووافقه الذهبی فی التلخیص: علی شرطهما.

অর্থাৎ, হযরত তালহা ইব্নে উবায়দুল্লাহর পুত্র বলেন যে, একদা হযরত ওমর (রা.) [আমার পিতা] তাল্হা ইব্নে উবায়দুল্লাহ (রা.) কে বিষন্ন চিত্তে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন আপনার কী হয়েছে? সম্ভবত আপনার চাচাতো ভাইয়ের নেতৃত্ব আপনার খারাপ লেগে থাকবে! তিনি উত্তর করলেন, না। তিনি আবূ বকর (রা.)–এর প্রশংসা করলেন। তিনি বললেন, বরং আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিলাম– তিনি বলেছিলেন, আমার এমন একটি কালেমা জানা আছে মৃত্যুর সময় কেউ সেটি পাঠ করলে সে মৃত্যুর যন্ত্রণা অনুভব করবে না বরং তার রং উজ্জ্বল হতে থাকবে। কিন্তু আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পূর্বে তাঁকে সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। (তাই মনক্ষুন্ন হয়ে বসে আছি) হযরত ওমর (রা.) বললেন, সেটি আমার জানা আছে। হযরত তালহা (রা.) বললেন, সেটি কি? তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ চাচা (আবূ তালেব)কে মৃত্যুকালে যে কালেমা পাঠ করার কথা বলেছিলেন তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কালেমা আর কিছু আছে বলে জানেন কি? সেটি হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তখন হযরত তালহা (রা.) বললেন, কসম আল্লাহ্র সেটি এ-ই কালেমা। (মুস্তাদরকে হাকিম)

অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهٖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. رواه الحاكم فی المستدرک حدیث رقم ١٨٧٨ وقال صحیح الاسناد، واقره علیه الذهبی فی التلخیص.

অর্থাৎ, হযরত মুআয ইব্নে জাবাল (রা.) বয়ান করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার শেষ কথা হবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ", সে জান্নাতে যাবে। (মুস্তাদরকে হাকিম)

অন্যের মৃত্যুতে পাঠ করার দুআসমূহ

নিজের সামনে কারও মৃত্যু হলে বা কারও মৃত্যু সংবাদ শুনলে বা যে কোন ধরনের বিপদ ঘটলে নিম্নোক্ত দুআ পড়তে হয়–

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَیْهِ رَاجِعُوْنَ. (ابو داود كتاب الجنائز - باب فی الاسترجاع.)

www.maktabatulabrar.com

অর্থ: নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাব। (আবূ দাউদ)

* আপনজনের মৃত্যু হলে বা যে কোনো মুসীবত ও বিপদ-আপদে পড়লে নিম্নোক্ত দুআ পড়বে। তাহলে আল্লাহ সেই মুসীবতে পুরস্কার দান করবেন এবং সেই মৃত ব্যক্তির চেয়ে উত্তম বদলা দান করবেন।

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ. اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاَخْلِفْ لِىْ خَيْرًا مِنْهَا. (مسلم كتاب الجنائز - فصل فى الاسترجاع عند المصائب كلها. ورواه احمد فى مسنده حديث رقم ٣٠٩/٦)

অর্থ: নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই জন্য এবং অবশ্যই আমরা তাঁরই নিকট ফিরে যাব। হে আল্লাহ, আমার এই মুসীবতে তুমি আমাকে প্রতিদান নসীব কর এবং তার স্থলে তার চেয়ে উত্তম বদলা আমাকে দান কর। (মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ)

হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর ঘটনা

হযরত উম্মে সালামা (রা.) আমাদের রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রী। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে বিবাহের পূর্বে তার অন্য এক ঘরে বিবাহ হয়েছিল। তাঁর প্রথম স্বামী ছিল তাঁর চাচাতো ভাই হযরত আবূ সালামা আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আব্দুল আলাদ্দ (রা.)। হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন, (আমার স্বামী আবূ সালামার মৃত্যুর পূর্বের ঘটনা) আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিলাম- যে ব্যক্তি কোনো বিপদে পড়লে পাঠ করবে-

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ. اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاَخْلِفْ لِىْ خَيْرًا مِنْهَا.

আল্লাহ তাকে সেই মুসীবতে পুরস্কার দান করবেন এবং উত্তম বদলা দান করবেন। সেমতে আমার স্বামী (আবু সালামা)-এর মৃত্যু হলে আমি এই দুআ পাঠ করলাম। আল্লাহ তাআলা আমাকে উত্তম বদলা দান করেছেন- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করেছেন। (সুবহানাল্লাহ!)[১]

১. مسلم فى اول كتاب الجنائز ॥

www.maktabatulabrar.com

* কোনো ইসলামের শত্রুর মৃত্যু সংবাদে নিম্নোক্ত দুআ পড়বে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَصَرَ عَبْدَهٗ وَاَعَزَّ دِيْنَهٗ. (كتاب الاذكارعن ابن السنى باب ما يقوله اذا بلغه موت عدو الاسلام.)

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করলেন এবং তাঁর দ্বীনকে শক্তিশালী করলেন। (কিতাবুল আযকার)

পেশাব-পায়খানার দুআসমূহ

* পেশাব-পায়খানায় যাওয়ার সময় বিসমিল্লাহসহ এভাবে দুআ পড়বে-

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَآئِثِ. (رواه البخارى فى كتاب الوضوء - باب ما يقول عند الخلاء. ولم يذكر البخارى لفظ "بسم الله" وذكر ابن ابى شيبة مع" بسم الله" وابن ماجة لم يذكر الا "بسم الله".)

অর্থ: আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! নর-নারী উভয় প্রকার দুষ্ট জিন থেকে আমি আপনার আশ্রয় কামনা করছি। (বোখারী ও মুসান্নাফে ইব্‌নে আবী শায়বা)

* পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর নিম্নোক্ত দুআ পড়বে-

غُفْرَانَكَ. (رواه الترمذى فى ابواب الطهارة - باب ما يقول اذا خرج من الخلاء وقال حسن غريب)

আরও পড়বে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ. (رواه ابن ماجة فى ابواب الطهارة وسننها - باب ما يقول اذا خرج من الخلاء.)

উপরোক্ত উভয় দুআ একত্রে এভাবে পাঠ করলে উভয় হাদীছের উপর আমল হয়ে যায়-

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ.

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি অপবিত্র মলমূত্রকে আমার থেকে বের করে আমাকে শান্তি ও আরাম দান করেছেন।

বিশেষ আরও কিছু দুআর ফযীলত

দুআ ইউনুসের ফযীলত

হাদীছ শরীফে এসেছে–

عَنْ سَعْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْوَةُ ذِى النُّوْنِ اِذَا دَعَا وَهُوَ فِىْ بَطْنِ الْحُوْتِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ. فَاِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِىْ شَيْئٍ اِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ. رواه الترمذى فى ابواب الدعوات فى باب خال عن الترجمة، ورواه الحاكم فى المستدرک حديث رقم ١٨٩٩، ووافقه الذهبى فى التلخيص: صحيح.

অর্থাৎ, হযরত সা'দ ইব্নে আবী ওয়াক্কাস (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মাছওয়ালা (নবী ইউনুস [আ.])–এর দুআ হল– যখন তিনি মাছের পেঠে থেকে দুআ করেছিলেন–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

অর্থাৎ, তুমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই, তুমি পবিত্র আর আমি হচ্ছি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত। (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,) যে কোনো মুসলমান ব্যক্তি কোনো ব্যাপারে এ দুআ দ্বারা দুআ করলে অবশ্যই আল্লাহ তার জন্য তা কবূল করবেন। (তিরমিযী ও মুস্তাদরকে হাকিম)

লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ–এর ফযীলত

হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَلْاَشْعَرِىِّ رضـ قَالَ قَالَ (رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَا عَبْدَ اللّٰهِ! اَلَا اُعَلِّمُكَ كَلِمَةً هِىَ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ - لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب القدر- باب لاحول ولا قوة الا بالله. ورواه مسلم فى كتاب الذكر - باب استحباب ما خفض الصوت بالذكر الخ. واللفظ للبخارى.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, হে আব্দুল্লাহ! আমি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডার থেকে একটা কথা শিক্ষা দিব? সেটা হল "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ" । (বোখারী ও মুসলিম)

তিরমিযী শরীফের রেওয়ায়েতে আছে– এ দুআটি হল بَابٌ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ অর্থাৎ, জান্নাতের একটা দরজা। (ترمذى فى احاديث شتى من ابواب الدعوات، وقال هذا حديث حسن صحيح)

বিশেষ ফযীলতের আরও কয়েকটি দুআ

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ مِاَةَ مَرَّةٍ كَانَ لَهُ عَدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِاَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِاَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَالِكَ حَتّٰى يُمْسِىَ، وَلَمْ يَاْتِ بِاَفْضَلَ مِمَّا جَآءَ بِهٖ اِلَّا اَحَدٌ عَمِلَ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب بدء الخلق - باب صفة ابليس وجنوده وفى باب فضل التهليل من كتاب الدعوات، ورواه مسلم فى كتاب الذكر - باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি একশত বার নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করবে তার দশটি গোলাম আযাদ করার ছওয়াব হবে, তার জন্য একশত নেকী লেখা হবে, তার একশত গোনাহ মোচন করা হবে এবং ঐ দিন সন্ধা পর্যন্ত শয়তান থেকে তার রক্ষা পাওয়ার ওছীলা হবে। আর তার চেয়ে উত্তম আমল আর কারও হবে না তবে যে এর চেয়ে বেশী আমল করবে। (বোখারী ও মুসলিম)

দুআটি হল–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْکَ لَهٗ لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْر.

আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْکَ لَهٗ لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ فِىْ يَوْمٍ مِاَةَ مَرَّةٍ كَانَ لَهٗ عِدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهٗ مِاَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِاَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَ لَهٗ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهٗ ذَالِکَ حَتّٰى يُمْسِىَ وَلَمْ يَاْتِ بِاَفْضَلَ مِمَّا جَآءَ بِهٖ اِلَّا اَحَدٌ عَمِلَ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِکَ. رواه الترمذى فى ابواب الدعوات وقال: هذا حديث حسن صيح.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দিনের বেলা একশত বার নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করবে তার দশটি গোলাম আযাদ করার ছওয়াব হবে, তার জন্য একশত নেকী লেখা হবে, তার একশত গোনাহ মোচন করা হবে এবং ঐ দিন সন্ধা পর্যন্ত শয়তান থেকে তার রক্ষা পাওয়ার ওছীলা হবে। আর তার চেয়ে উত্তম আমল আর কারও হবে না তবে যে এর চেয়ে বেশী আমল করবে। (তিরমিযী)

দুআটি এই–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْکَ لَهٗ لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ.

তিরমিযী শরীফের আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا عَلَى الْاَرْضِ اَحَدٌ يَقُوْلُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

اِلَّا بِاللّٰهِ اِلَّا كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. رواه الترمذى فى كتاب الدعوات – باب ما جاء فى فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد وقال هذا حديث حسن غريب.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আম্র ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, পৃথিবীর যে কেউ নিম্নোক্ত দুআটি পাঠ করবে, তার গোনাহসমূহ মোচন হয়ে যাবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার ন্যায় (অধিক) হয়।

দুআটি এই–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفَ السُّوْءَ.

তবে কে তিনি, যিনি কোন আর্ত যখন তাকে ডাকে তার দুআ কবূল করেন ও তার কষ্ট দূর করে দেন। (সূরা নাম্‌ল : ৬২)

www.maktabatulabrar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ফাযায়েলে তাওবা-ইস্তিগফার ও দুআ

بسم الله الرحمن الرحيم

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ফাযায়েলে তাওবা-ইস্তিগফার ও দুআ

তাওবা-ইস্তিগফারের গুরুত্ব

মানুষের জীবনে সর্বক্ষণ কম বেশী ভুল হতে পারে। প্রতিদিন মানুষের জীবনে পাপ হতে পারে। যতবার ভুল হবে, যতবার পাপ হবে ততবার তাওবা ইস্তিগফার করে নিতে হবে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। তাওবা ইস্তিগফারকে জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে নিতে হবে। ভুল-ত্রুটি ও পাপ যেমন আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, ভুল-ত্রুটি ও পাপ যেমন আমাদের হয়েই থাকে, তাওবা-ইস্তিগফার করাকেও তেমনি জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে নিতে হবে। মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাওয়াকে জীবনের একটা জরূরী অংশ বানিয়ে নিতে হবে।

তাওবা-ইস্তিগফারের বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন বহুবার তাওবা করতেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষ্পাপ ছিলেন, তারপরও এতবার তাওবা করে উম্মতকে তাওবা করার শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাই আমাদেরকে প্রতিদিনই তাওবা করতে হবে এবং বেশী বেশী তাওবা করতে হবে।

www.maktabatulabrar.com

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً. رواه البخارى فى كتاب الدعوات - باب استغفار النبى صلى الله عليه وسلم فى اليوم والليلة.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি– আল্লাহ্‌র কসম অবশ্যই আমি প্রতিদিন সত্তরবারেরও অধিক আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা-ইস্তিগফার করি। (বোখারী)

উল্লেখ্য– এখানে "সত্তরবার" বলে নির্দিষ্ট সংখ্যক বার কিংবা অধিক সংখ্যক বার বোঝানো হয়েছে।

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يٰاَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ، فَاِنِّىْ اَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ مِاَةَ مَرَّةٍ. رواه مسلم فى كتاب الذكر - باب استحباب الاستغفاروالاستكثار منه.

অর্থাৎ, হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামম ইরশাদ করেছেন, হে লোকেরা, (তোমরা জেনে রাখ) আমি দিনে একশত বার আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা করি। (মুসলিম)

তাওবার ফযীলত ও ফায়দা

তাওবা দ্বারা গোনাহ মাফ হয়

তাওবার একটি ফযীলত হল তাওবা দ্বারা গোনাহ মাফ হয়। বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা.)–এর প্রতি অপবাদ আরোপ করা সম্পর্কিত এক দীর্ঘ হাদীছের একাংশে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন যে,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبٍ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب المغازى - باب

حديث الافك، ورواه مسلم فى كتاب التوبة - باب حديث الافك وقبول توبة القاذف. واللفظ لمسلم.

অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বান্দা যখন গোনাহের কথা স্বীকার করে তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবূল করেন (অর্থাৎ, তার গোনাহ মাফ করেন।)। [বোখারী ও মুসলিম]

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে–

عَنْ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ قَالَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ثَلَاثًا غُفِرَتْ ذُنُوْبُهٗ وَاِنْ كَانَ فَارًّا مِنَ الزَّحْفِ. رواه ابو داود فى كتاب الصلوة - باب فى الاستغفار.

অর্থাৎ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আযাদকৃত গোলাম হযরত যায়েদ (রা.) বলেন যে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি তিনবার বলবে–

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ.

তার সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে; যদিও সে জেহাদ থেকে পলায়নকারী হয়। (আবূ দাউদ)

তাওবা দ্বারা দিলের জং পরিষ্কার হয়

তাওবার আর একটি ফযীলত হল তাওবা দ্বারা দিলের জং পরিষ্কার হয়। হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اَخْطَاَ خَطِيْئَةً نُكِتَتْ فِىْ قَلْبِهٖ نُكْتَةٌ سَوْدَآءُ، فَاِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صُقِلَ قَلْبُهٗ، وَاِنْ عَادَ زِيْدَ فِيْهَا حَتّٰى تَعْلُوَ قَلْبَهٗ، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِىْ ذَكَرَ اللّٰهُ -كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ. رواه الترمذى فى كتاب التفسير - سورة ويل للمطففين وقال: هذا حديث حسن صحيح.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বান্দা যখন গোনাহ করে (তার অন্তরে) একটা কাল দাগ পড়ে, অনন্তর তা থেকে বিরত হয়ে তাওবা-ইস্তিগফার করলে তার অন্তর জং মুক্ত হয়ে যায়। আবার গোনাহ করলে আরও বেশী জং পড়ে এমনকি জং তার অন্তরকে ছেয়ে ফেলে। এটা হল ঐ জং যার কথা আল্লাহ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ আয়াতে উল্লেখ করেছেন। আয়াতের অর্থ হল– তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরসমূহে জং ধরিয়েছে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা: লোহার উপর জং বা মরিচা পড়লে রেত দ্বারা ঘষে সেই জং দূর করা হয়। তদ্রূপ কলবের উপর জং বা মরিচা পড়লে তাওবা দ্বারা এই জং পরিষ্কার করা যায়।

এখন বুঝতে হবে কলবের জং কি এবং সেই জং পরিষ্কার না করলে কি ক্ষতি হয়, আর পরিষ্কার করলে কি লাভ হয়। কলবের জং হল পাপের ময়লা। পাপ করলে কলবের উপর কালো দাগ পড়ে। পাপ করতে করতে এবং তার কলবে কালো দাগ পড়তে পড়তে এক সময় তার অন্তর সম্পূর্ণ কালিমাযুক্ত হয়ে যায়।

কলবের উদাহরণ হল একটা কাঁচের পাত্রের মত। কাঁচের উপর যদি ময়লা থাকে বা কালি দিয়ে লেপানো থাকে, তাহলে ঐ কাঁচ ভেদ করে ভিতরে কোনো আলো প্রবেশ করতে পারে না। কাঁচের ভিতরে আলো প্রবেশ করতে হলে কাঁচ পরিষ্কার থাকতে হয়। ময়লা-আবর্জনা থাকলে তার ভিতরে আলো প্রবেশ করতে পারে না। আলো বাঁধাগ্রস্ত হয়। কাঁচ যত পরিষ্কার ঝকঝকে থাকে, তার মধ্যে আলো তত বেশী প্রবেশ করতে পারে। কলবের অবস্থাও তেমনি। কলব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে তার মধ্যে আলো প্রবেশ করবে। কলবে ময়লা থাকলে, কালি দিয়ে লেপা থাকলে তার মধ্যে আলো প্রবেশ করতে পারবে না অর্থাৎ, কুরআন-হাদীছের নূর প্রবেশ করতে পারবে না। নূর অর্থ হল আলো। কুরআন-হাদীছের কথা হল নূর। কুরআনে কারীমকে নূর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

قَدْ جَآئَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ.

অর্থাৎ, তোমাদের কাছে এসেছে আল্লাহ পাকের কাছ থেকে নূর অর্থাৎ, সুস্পষ্ট কিতাব। (সূরা মায়িদা: ১৫)

অতএব কোনো কলবের আয়নার উপরে ময়লা থাকলে অর্থাৎ, গোনাহের ময়লা থাকলে ঐ কলবে কুরআন-হাদীছের নূর প্রবেশ করতে পারবে না। কলব থাকবে অন্ধকার। ঐ অন্ধকারে কুরআন-হাদীছের কোনো কথার আসল স্বরূপ তার কাছে পরিষ্কার হবে না। এ জন্যেই দেখা যায় কুরআন-হাদীছের কথা শুনলে নেককার লোকদের ভাল বুঝে আসে, তাদের অস্পষ্টতা কেটে যায়, কিন্তু পাপীদের ভালভাবে বুঝে আসে না, তাদের অস্পষ্টতা কাটে না। এর কারণ একটাই। তাহল পাপের ময়লা তাদের কলবের আয়নাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ফলে কুরআন-হাদীছের কথা তাদের অন্তরে প্রবেশ করছে না। কুরআন-হাদীছের নূর ভিতরে প্রবেশ করছে না। কলবে পাপের ময়লা না থাকলে, কলব আয়নার মত ঝকঝকে পরিষ্কার থাকলে ভালকরে বুঝে আসত, দ্বীনের সব কথা কলবের কাছে পরিষ্কার মনে হত। দ্বীন সম্বন্ধে সব অস্পষ্টতা কেটে যেত।

পাপের কারণে অন্তর কালিমাচ্ছন্ন থাকলে ঐ অন্তরে হেদায়েতের আলো প্রবেশ করে না বলেই সেই অন্তর থেকে ভাল-মন্দের বিবেচনা বোধ লোপ পায়। ফলে ভালটিকে খারাপ বোধ হয়, আর খারাপটাকে ভাল বোধ হয়। একারণেই ইবাদত ভাল লাগে না, ইবাদতে মজা বোধ হয় না। এক হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিতনার জমানার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, যখন নানান রকম পাপের বিস্তার ঘটবে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

حَتّٰى تَصِيْرَ عَلٰى قَلْبَيْنِ عَلٰى اَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا لَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ، وَالْاٰخَرُ اَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوْزِ مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوْفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا اِلَّا مَا اُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ. رواه مسلم فى كتاب الايمان - باب رفع الامانة والايمان الخ.

অর্থাৎ, তখন মানুষের কলব দুই ধরনের হয়ে যাবে। এক ধরনের কলব সেই সব পাপ থেকে দূরে থাকার কারণে কালিমাচ্ছন্ন হবে না; বরং ঝকঝকে মসৃণ পাথরের মত থাকবে। আর এক ধরনের কলব সেই সব পাপে জর্জরিত হওয়ার কারণে কালো হয়ে যাবে, সেই সব অন্তর ভালকে ভাল এবং মন্দকে মন্দ বলে বুঝতে সক্ষম হবে না। বরং শুধু খাহেশাতে নফসানী-ই বুঝবে। (মুসলিম)

www.maktabatulabrar.com

এসব হাদীছে পাপের কারণে কলবে কাল দাগ পড়ে যাওয়ার কথা অর্থাৎ, কলবের অন্ধকার হওয়ার কথা এবং তার কারণে কি কি ক্ষতি হয়, তার বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। আলোচ্য হাদীছে বলা হয়েছে, কলবের সেই কালো দাগ তথা কলবের জংকে দূর করার উপায় হল তওবা-ইস্তিগফার। তওবা-ইস্তিগফার দ্বারা কলবের জং দূর হবে আর কলবের জং দূর হলে কুরআন-হাদীছের নূর ভিতরে প্রবেশ করবে, দ্বীনের সব কথা কলবের কাছে পরিষ্কার মনে হবে, দ্বীন সম্বন্ধে সব অস্পষ্টতা কেটে যাবে, ইবাদত করবে ভাল লাগবে, ইবাদত-বন্দেগীতে মজা বোধ হবে।

তাওবা দ্বারা আল্লাহ তাআলা খুশী হন

তাওবার আর একটি ফযীলত হল তাওবা দ্বারা আল্লাহ তাআলা খুশী হন। হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَلّٰهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ حِيْنَ يَتُوْبُ اِلَيْهِ مِنْ اَحَدِكُمْ كَانَ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ بِاَرْضٍ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهٗ وَشَرَابُهٗ فَاَيِسَ مِنْهَا فَاَتٰى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِىْ ظِلِّهَا قَدْ اَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهٖ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَالِكَ اِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِنْدَهٗ، فَاَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَبْدِىْ وَاَنَا رَبُّكَ. اَخْطَاَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ.

رواه مسلم فى كتاب التوبة.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবায় অত্যন্ত বেশী খুশি হন যখন সে তাওবা করে; সেই ব্যক্তির চেয়েও বেশী খুশি হন যার সওয়ারী থাকে নির্জন মরুভূমিতে; যে সওয়ারীতে থাকে তার খাদ্য-পানীয়; অতঃপর সে সওয়ারী পালিয়ে যায়। তখন সে সওয়ারী পাওয়া থেকে নিরাশ হয়ে একটা বৃক্ষের কাছে এসে তার ছায়ায় শুয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় অকস্মাৎ সে তার সওয়ারীকে তার কাছে দণ্ডায়মান দেখতে পায়। সে সওয়ারীর লাগাম ধরে আনন্দের আতিশয্যে বলে ওঠে,

হে আল্লাহ! তুমি আমার গোলাম, আমি তোমার খোদা! প্রচণ্ড আনন্দে সে এরূপ ভুল বলে ওঠে। (কেননা প্রকৃত পক্ষে কথাটা হবে এরূপ– হে আল্লাহ! তুমি আমার খোদা, আমি তোমার গোলাম।) [মুসলিম]

তাওবা দ্বারা পেরেশানী দূর হয় এবং রিযিক লাভ হয়

তাওবার আর একটি ফযীলত হল তাওবা দ্বারা পেরেশানী দূর হয় এবং রিযিক লাভ হয়। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرْجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. رواه ابو داود فى كتاب الصلوة - باب فى الاستغفار.

অর্থাৎ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করাকে আঁকড়ে ধরে, আল্লাহ তার জন্য করে দেন সব ধরনের সংকীর্ণতা ও জটিলতা থেকে নিষ্কৃতির পথ এবং সব ধরনের চিন্তা পেরেশানী থেকে স্বস্তি। আর তার জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করেন এমন স্থান থেকে যার সে কল্পনাও করে না।

তাওবা সম্পর্কিত দীর্ঘ আলোচনার সারকথা হল তাওবার বিশেষ বিশেষ ফযীলত ও ফায়দার মধ্যে রয়েছে–

* তাওবা দ্বারা গোনাহ মাফ হয়।
* তাওবা দ্বারা দিলের জং পরিষ্কার হয়।
* তাওবা দ্বারা আল্লাহ তাআলা খুশী হন।
* তাওবা দ্বারা পেরেশানী দূর হয়।
* তাওবা দ্বারা রিযিক লাভ হয়।

তাওবার দরজা সর্বদা খোলা

উপরোক্ত ঘটনার আর একটা বড় শিক্ষা হল মানুষ যত পাপই করুক না কেন তার জন্য তাওবার দরজা খোলা থাকে। আল্লাহ্ পাকের নিকট তাওবা ও ক্ষমা পাওয়ার দরজা কখনও বন্ধ হয় না। কবি বলেন,

باز آ باز آ صد بار اگر توبہ شکستی باز آ ایں درگاہ درگاہ نا امدی نستب باز آ

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, আমার এই দরবার হতাশ হওয়ার দরবার নয়, শতবার যদি তাওবা ভঙ্গ করে থাক, তবুও ফিরে আস তবুও ফিরে আস।

এখানে শতবার বলে ঠিক একশত বার বোঝানো উদ্দেশ্য নয়, বরং বোঝানো হয়েছে যত বেশীবারই অপরাধ হয়ে থাকুক না কেন, তোমার জন্য তাওবার দরজা বন্ধ নয়, বরং খোলা। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ مُعَاوِيَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتّٰى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. رواه احمد فى مسنده حديث رقم ١٦٨٤٨. واسناده صحيح كذا فى هامشه.

অর্থাৎ, হযরত মুআবিয়া (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হিজরত বন্ধ হবে না যতক্ষণ তাওবা (–এর দরজা) বন্ধ না হয়। আর তাওবা (–এর দরজা) বন্ধ হবে না যতক্ষণ পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত না হয়। (মুসনাদে আহমদ)

আর এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَابَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ. رواه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار- باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তাওবা করবে আল্লাহ তার তাওবা কবূল করবেন। (মুসলিম)

আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضـ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ اِبْلِيْسَ قَالَ لِرَبِّهٖ عَزَّوَجَلَّ وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَا اَبْرَحُ اُغْوِىْ اِبْنَ اٰدَمَ مَا دَامَتِ الْاَرْوَاحُ فِيْهِمْ. فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَبِعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ لَا اَبْرَحُ اَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُوْنِىْ. رواه احمد فى مسنده حديث رقم ١١٣٠٦. واسناده صحيح كذا فى هامشه.

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শয়তান পরওয়ারদেগারকে বলেছিল, হে প্রতিপালক! তোমার বান্দাদেরকে আমি বিভ্রান্ত করতেই থাকব, যতদিন তাদের দেহে প্রাণ থাকে। তখন পরওয়ারদেগার বলেছিলেন, আমার মাহাত্ম, প্রতাপ ও সমুন্নত মর্যাদার কসম, আমি তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকব যতক্ষণ তারা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। (মুসনাদে আহমদ)

বানী ইসরাঈলের জনৈক ব্যক্তির একশতটা খুন করার পর তাওবা করার ঘটনা

খাঁটি দিলে তাওবা করা হলে এবং তাওবার শর্ত পূরণ হলে আল্লাহ তাআলা সেই তাওবা কবূল করেন, চাই পাপ যত বেশী এবং যত শক্তই হোক না কেন। তাওবার দরজা কখনও বন্ধ হয় না। আল্লাহ্‌র নিকট তাওবার দরজা সব সময় খোলা। বোখারী ও মুসলিম শরীফে এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।[১] ঘটনাটির সার সংক্ষেপ হল– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, বনী ইসরাঈলের একজন লোক ৯৯টা খুন করেছিল। তারপর লোকটার মনে হল যে, আমি ভাল হতে চাই। সে ঐ যুগের সবচেয়ে বড় জ্ঞানীর সন্ধান করছিল। এক পর্যায়ে লোকেরা তাকে এক খৃষ্টান পণ্ডিতের সন্ধান দিল। সে উক্ত খৃষ্টান পণ্ডিতের কাছে গিয়ে বলল, আমি ভাল হতে চাই, আমার ক্ষমা পাওয়ার কোনো সুযোগ আছে কি না? পণ্ডিত বলল, সর্বনাশ তুমি ৯৯ টা খুন করেছ! তোমার মত মানুষের ভাল হওয়ার আর কোনো পথ নেই, তোমার ক্ষমা পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। লোকটা ভাবল যখন ভাল হওয়ার কোনোই পথ নেই, তখন খুনের সংখ্যা ১০০ তে পূর্ণ করে নেই। এই ভেবে সে উক্ত পণ্ডিতকেও খুন করল। এভাবে তার খুনের সংখ্যা ১০০ তে পূর্ণ হয়ে গেল। এর পর সে লোকজনের কাছে আবার জিজ্ঞাসা করল যে, সবচেয়ে বড় জ্ঞানী কে আছে? অবশেষে একজন বড় জ্ঞানীর কাছে সে গেল এবং সব ঘটনা খুলে বলল। জ্ঞানী লোকটি বলল, কে তোমার তাওবার পথ বন্ধ করতে পারে? তুমি যে এলাকায় থেকে এবং যাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করে

১. رواه البخارى فى كتاب الانبياء- باب خال عن الترجمة بعد باب حديث الغار رقم ٣٣٥١
ورواه مسلم فى كتاب التوبة - باب قبول توبة القاتل وان كثر قتله ll

www.maktabatulabrar.com

খারাপ হয়েছ, ঐ এলাকা ছেড়ে অমুক এলাকায় চলে যাও, যেখানে নেককার পরহেযগার লোকেরা বসবাস করে। লোকটা সেই এলাকার দিকে যাওয়া শুরু করল। মাঝ পথে হযরত আজরাঈল (আ.) সামনে এসে গেলেন। হযরত আজরাঈল (আ.)কে দেখে সে মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু ভাবল আমি ভাল হওয়ার জন্য যেদিকে যাচ্ছি যতক্ষণ জীবন আছে আমি সেদিকে এগুতে থাকব। তখন সে বুক ঘষে ঘষে আরও কিছুটা অগ্রসর হল। ইতিমধ্যে তার ইন্তেকাল হয়ে গেল। ভাল লোকের ইন্তেকাল হলে খুবসূরত রহমতের ফেরেশতারা তার রূহ্ নিয়ে যান। আর খারাপ লোকের মৃত্যু হলে বদ-সূরত, কুৎসিত ভয়ংকর রূপের আযাবের ফেরেশতারা তার রূহ্ নিয়ে যান। এখন এই লোকটির রূহ্ কারা নিবে এ নিয়ে রহ্মতের ফেরেশতা আর আযাবের ফেরেশতার মধ্যে ঝগড়া শুরু হল। রহ্মতের ফেরেশতারা বলল, আমরা তার রূহ নিব। কারণ, সে তাওবার উদ্দেশ্যে এসেছিল, অতএব তাকে ভাল বলে গণ্য করতে হবে। আযাবের ফেরেশতারা বলল, সে জীবনে কোনো নেক কাজ করেনি, অতএব তাকে খারাপই গণ্য করতে হবে, কাজেই আমরা তার রূহ্ নিব। তখন আল্লাহ্ তাআলা ঐ লোকটি যে নগরীর দিকে যাচ্ছিল সেই নগরীকে হুকুম দিলেন তুমি নিকটবর্তী হয়ে যাও, আর যে নগরী সে ত্যাগ করে এসেছিল সেই নগরীকে হুকুম দিলেন তুমি দূরবর্তী হয়ে যাও। অতঃপর বললেন, তোমরা মেপে দেখ সে যে এলাকা থেকে এসেছে এবং যে এলাকায় যাচ্ছিল, উভয় এলাকার মধ্যে সে যে এলাকার নিকটবর্তী তাকে সে এলাকার লোক বলে গণ্য করা হবে। মাপ দেওয়া হল এবং দেখা গেল যে দিকে সে যাচ্ছিল, সে দিকে সামান্য একটু অগ্রসর। ফলে রহ্মতের ফেরেশতারা তার রূহ্ নিয়ে গেলেন। সম্ভবত এই সামান্য পরিমাণ যেটুকু সে অগ্রসর ছিল, সেটা হল ঐ জায়গাটুকু যেটুকু সে বুক ঘষে অগ্রসর হয়েছিল।

ফায়দা:

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ঘটনার মাধ্যমে আমাদেরকে অনেক কিছু শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাহল– ভাল হওয়ার চেষ্টা করতে হবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। জানা নেই শেষ মুহূর্তের কোনো একটি আমলও আমার নাজাতের ওছীলা হতে পারে। হতে পারে ঐ সময় সামান্যতম যা কিছু করব তার কারণেই আমার ব্যাপারে কল্যাণের ফয়সালা হয়ে যাবে। এ ঘটনার সব চেয়ে বড় শিক্ষা হল– ভাল হতে চাইলে ভাল

লোকদের কাছে যেতে হবে। ভাল লোকদের কাছে গেলেই মানুষ ভাল হতে পারে।

তাওবার শর্তসমূহ

খাঁটি তাওবা-ইস্তিগফার–এর জন্য চারটা শর্ত। যদি এই চারটা শর্ত পূরা হয়, তাহলে খাঁটি তাওবা হবে এবং গোনাহ মাফ হবে।

এক নম্বর শর্ত হল– অতীতে যত গোনাহ হয়ে গেছে, তার জন্য মনে মনে অনুতপ্ত হতে হবে যে, আসলেই আমি অন্যায় করে ফেলেছি, আমার বড় ভুল হয়ে গেছে। যদি আমার মাফ না হয়, তাহলে আমাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। এরকম মনে মনে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে। গোনাহের জন্য মনে মনে অনুতপ্ত না হয়ে শুধু হলকূমের উপর থেকে মুখে মুখে তাওবার শব্দ আওড়ালে খাঁটি তাওবা হয় না।

তাওবার **দুই নম্বর শর্ত** হল– যে গোনাহ থেকে তাওবা করতে হবে, ঐ গোনাহ এখনই বন্ধ করে দিতে হবে। গোনাহ অব্যাহত রেখে তাওবা করলে সেই তাওবায় ক্ষমা পাওয়ার আশা করা যায় না।

তিন নম্বর শর্ত হল– ঐ গোনাহ্ সামনে আর কখনও করব না– মনে মনে এরূপ প্রতীজ্ঞা নিতে হবে। মনে মনে পাকাপোক্ত নিয়ত করতে হবে যে, ঐ গোনাহ আর কোনো দিন করব না।

চার **নম্বর শর্ত** হল– যে গোনাহ্ থেকে আমি তওবা করব, এই গোনাহ্ যদি কোনো বান্দার হক নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়, অর্থাৎ, কোনো বান্দার হক নষ্ট করে থাকি, যেমন– অন্যায়ভাবে কারও অর্থ আত্মসাৎ করে থাকি, কারও গীবত করে থাকি, কাউকে অন্যায়ভাবে মারধর করে থাকি, কারও উপর জুলুম করে থাকি ইত্যাদি। এভাবে বান্দার হক যদি নষ্ট করে থকি, তাহলে বান্দার হক আদায় করার ব্যবস্থা করতে হবে। যদি মাল বা টাকা-পয়সা হয়ে থাকে, তাহলে ফেরত দিতে হবে। যার মাল নিয়েছি তাকে ফেরত দেওয়া সম্ভব না হলে, তার কোনো সন্ধান পাওয়া না গেলে তার ওয়ারিসকে খুঁজে বের করে তার কাছে পৌঁছে দিতে হবে। যদি এরকম কাউকে না পাওয়া যায়, তাহলে বলা হয়েছে তার নামে এই পরিমাণ অর্থ সদকা করে দিতে হবে। তার নামে এর ছওয়াব পৌঁছে যাবে। তাহলে সে খুশি হয়ে কেয়ামতের দিন হয়ত তাকে মাফ করে দিবে।

www.maktabatulabrar.com

যে কোনোভাবে কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকলে তার থেকে মাফ চেয়ে নিতে হবে। বান্দার হক নষ্ট করে থাকলে বান্দাকে রাজি-খুশি করার ব্যবস্থা করতে হবে। আল্লাহ্র হক নষ্ট করলে আল্লাহ্র কাছে মাফ চাইলে আল্লাহ পাক মাফ করে দিতে পারেন, কিন্তু বান্দার হক আল্লাহ পাক ছাড়েন না। তাহলে তো বান্দার প্রতি জুলুম করা হয়। কেউ অন্যায়ভাবে আমার কাছ থেকে টাকা-পয়সা নিয়ে নিল, কেউ আমার প্রতি জুলুম করল, আর আল্লাহ সেটা মাফ করে দিবেন, তাহলে তো আমার প্রতি অবিচার করা হবে যে, আল্লাহ আমার হককে নষ্ট করে দিলেন। তাই বান্দার হক আল্লাহ্ মাফ করবেন না, যতক্ষণ না বান্দা মাফ করবে। যদি কোনোভাবে তার হক আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে নফল নামায পড়ে, নফল ইবাদত করে ঐ বান্দার জন্য ছওয়াব রেছানী করতে হবে, তাহলে হতে পারে কেয়ামতের দিন যখন সে ঐ ছওয়াব পাবে, যখন ছওয়াবের খুব বেশী প্রয়োজন হবে তখন সে ঐ ছওয়াব পেয়ে রাজি-খুশি হয়ে যাবে এবং দুনিয়ায় তার যে হক নষ্ট হয়েছিল সেটা সে মাফ করে দিবে। মোটকথা যে কোনোভাবে বান্দার হক মাফ করানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তাওবা-র এই চারটা শর্ত পূরণ করার পর আল্লাহ্র কাছে তাওবা করলে তথা ক্ষমা চাইলে আশা করা যায় মহান আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিবেন।

প্রত্যেক নামাযের পর তাওবা-ইস্তিগফার

প্রত্যেক ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পর আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, (এভাবে তিনবার) পড়া সুন্নাত। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ ثَوْبَانَ رضـ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلٰوتِهٖ اِسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ. رواه مسلم. فى كتاب الصلوة - باب استحباب الذكر بعد الصلوة الخ.

অর্থাৎ, হযরত ছওবান (রা.) বলেন যে,রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামাযের সালাম ফিরাতেন তখন তিনবার ইস্তিগফার করতেন এবং বলতেন, اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ॥ (মুসলিম)

সায়্যিদুল ইস্তিগফার-এর ফযীলত

সকাল সন্ধ্যায় কেউ সায়্যিদুল ইস্তিগফার পাঠ করলে ঐ দিন বা রাতে যদি তার মৃত্যু হয় তাহলে সে জান্নাতে যাবে। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ

অর্থাৎ, হযরত শাদ্দাদ ইব্নে আউস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার হল–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ، وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ، اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ، فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার বান্দা। আমার সাধ্য অনুযায়ী আমি তোমার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ও ওয়াদার উপর (অর্থাৎ, তোমার আদেশ- নিষেধের উপর) অটল রয়েছি। আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আমি তোমার কাছে পানাহ চাই। আমি তোমার কাছে আমার প্রতি প্রদত্ত তোমার নেয়ামতসমূহের কথা স্বীকার করছি এবং আমার গোনাহের কথা স্বীকার করছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করে দাও। তুমি ছাড়া তো আর কেউ ক্ষমা দানকারী নেই।

হযরত শাদ্দাদ ইব্নে আউস (রা.) বলেন, অতপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يُّمْسِىَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يُّصْبِحَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ. (بخارى كتاب الدعوات - باب فضل الاستغفار.)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি একীনের সঙ্গে সকাল বেলা এই ইস্তিগফারটি পাঠ করবে, অতঃপর সন্ধার পূর্বে তার মৃত্যু ঘটবে, সে জান্নাত লাভ করবে।

আর যে ব্যক্তি একীনের সঙ্গে সন্ধা বেলা এই ইস্তিগফারটি পাঠ করবে, অতঃপর সকাল হওয়ার পূর্বে তার মৃত্যু ঘটবে, সে জান্নাত লাভ করবে। (বোখারী)

দুআর ফযীলত

দুআর একটি ফযীলত বয়ান করে এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ النُّعْمَانِ بِنْ بَشِيْرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلدُّعَآءُ هُوَ الْعِبَادَةُ، ثُمَّ قَرَاَ- وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ. رواه الترمذى فى ابواب الدعوات وقال: هذا حديث حسن صحيح، ورواه ابو داود فى كتاب الصلوة - باب الدعاء، ورواه احمد فى مسنده حديث رقم ١٨٣٠٤ واسناده صحيح كذا فى هامشه. واللفظ لاحمد. وروى البخارى فى الادب المفرد عن ابى هريرة رضـ بلفظ اشرف العبادة الدعاء. حديث رقم ٧١٣.

অর্থাৎ, হযরত নুমান ইব্নে বাশীর (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দুআ হল ইবাদত। অতঃপর তিনি কুরআনেই এই আয়াত পাঠ করলেন–

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ.

অর্থ: তোমাদের পরওয়ারদেগার বলেছেন, তোমরা আমার নিকট দুআ কর আমি দুআ কবূল করব। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, মুসনাদে আহমদ ও আল-আদাবুল মুফরাদ)

ইমাম বোখারী "আল-আদাবুল মুফরাদ" গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে উপরোক্ত হাদীছের শব্দ এরূপ বর্ণনা করেছেন– اَشْرَفُ الْعِبَادَةِ اَلدُّعَآءُ অর্থাৎ, "দুআ হল মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত।"

দুআর আর একটি ফযীলত বয়ান করে আর এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ عَلِيٍّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلدُّعَآءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ وَعِمَادُ الدِّيْنِ وَنُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ. رواه الحاكم فى المستدرك فى كتاب الدعاء حديث رقم ١٨٤٨. وقال هذا حديث صحيح الاسناد. ووافقه الذهبى فى التلخيص: صحيح.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, হযরত আলী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দুআ হল মুমিনের অস্ত্র, ধর্মের স্তম্ভ আর আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর নূর। (মুস্তাদরকে হাকিম)

দুআর একটি ফযীলত বয়ান করে এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عَلَى الْاَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللّٰهَ تَعَالٰى بِدَعْوَةٍ اِلَّا اٰتَاهُ اللّٰهُ اِيَّاهَا وَصَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِمَاْثَمٍ اَوْ قَطِيْعَةِ رِحْمٍ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اِذًا نُكْثِرُ. قَالَ: اَللّٰهُ اَكْثَرُ. رواه الترمذى فى ابواب الدعوات وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.

অর্থাৎ, হযরত উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, পৃথিবীর যে কোনো মুসলমান আল্লাহ তাআলার কাছে কোনো দুআ করলে আল্লাহ তাকে তা দান করেন এবং তার থেকে অনুরূপ অকল্যাণকে হটিয়ে দেন, যতক্ষণ সে কোনো গোনাহের বিষয়ে বা আত্মীয়তা ছিন্নকরণের বিষয়ে দুআ না করে। তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন বলল, তাহলে তো আমরা খুব বেশী দুআ করব। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহও খুব দানকারী। (তিরমিযী)

দুআর ফযীলত বয়ান করে অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ شَيْئٌ اَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الدُّعَاءِ. رواه الحاكم فى المستدرک فى كتاب الدعاء والتسبيح والتكبير والتهليل والذكر حديث رقم ١٨٣٧. وقال صحيح الاسناد، ووافقه الذهبى فى التلخيص: صحيح. ورواه ابن حبان فى صحيحه حديث رقم ٨٥٨.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, (যিকির ও ইবাদতসমূহের মধ্যে) আল্লাহ্‌র নিকট দুআর চেয়ে অধিক সম্মানিত আর কিছু নেই। (মুস্তাদরকে হাকিম ও সহীহ ইব্‌নে হিব্বান)

www.maktabatulabrar.com

দুআর আর একটি ফযীলত বয়ান করে অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فُتِحَ لَهُ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَا سُئِلَ اللّٰهُ شَيْئًا يَعْنِىْ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ اَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةُ. الحديث. رواه الترمذى فى ابواب الدعوات - باب خال عن الترجمة وقال: هذا حديث غريب انتهى. قلت: الضعف يسير يتحمل فى باب الفضائل.

অর্থাৎ, হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার জন্য দুআর দরজা খোলা হয়েছে (অর্থাৎ, দুআর তওফীক হয়েছে), তার জন্য রহমতের দরজা খোলা হয়েছে। আর আল্লাহ্‌র নিকট নিরাপত্তা বিষয়ে চাওয়ার চেয়ে প্রিয় কোনো চাওয়া নেই। (তিরমিযী)

দুআর আর একটি ফযীলত বয়ান করে অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ ثَوْبَانَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزِيْدُ فِى الْعُمْرِ اِلَّا الْبِرُّ، وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ اِلَّا الدُّعَاءُ، وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيْئَةٍ يَعْمَلُهَا. رواه ابن ماجة فى باب فى القدر، والحديث حسن كذا فى الزوائد، ورواه الترمذى عن سلمان فى ابواب القدر - باب ما جاء لا يرد القدر الا الدعاء. وقال حديث حسن غريب. واللفظ لابن ماجة.

অর্থাৎ, হযরত ছওবান (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দুআ ব্যতীত অন্য কিছু ভাগ্যকে ফিরাতে পারে না। নেক কাজ ব্যতীত অন্য কিছু বয়সকে বাড়াতে পারে না। আর মানুষ তার কৃত পাপের কারণে রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়। (ইবনে মাজা ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা: দুআ দ্বারা ভাগ্য পরিবর্তন হয়–এ কথার অর্থ হল যে ভাগ্য সম্পর্কে লেখা আছে দুআ করা হলে তা পরিবর্তন হবে, সেগুলোরই পরিবর্তন হয়, নতুবা ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয় না। কিংবা এখানে

দুআর ক্ষমতা বোঝানো হয়েছে যে, দুআর এমন ক্ষমতা যে, তার ভাগ্যকে পর্যন্ত পরিবর্তন করে দিতে পারে।

তদ্রূপ বয়স বাড়ার ক্ষেত্রেও ব্যাখ্যা এই যে, যদি মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এরূপ লেখা থাকে যে, অমুক নেক আমল করলে তার বয়স বৃদ্ধি পাবে, সে ক্ষেত্রে সেই নেক আমলের দ্বারা তার বয়স বৃদ্ধি পাবে। কিংবা এখানে বয়স বৃদ্ধি পাওয়া দ্বারা বয়সের মধ্যে বরকত হওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে। নেক আমল দ্বারা যিন্দেগীর সময়ে বরকত হয়ে থাকে।

সারকথা–

* দুআ হল একটি ইবাদত।
* দুআ হল মুমিনের অস্ত্র।
* দুআ দ্বারা অকল্যাণ দূর হয়।
* দুআ হল ধর্মের একটি স্তম্ভ।
* দুআ হল আকাশ ও পৃথিবীর নূর।
* দুআ হল আল্লাহর নিকট সম্মানিত একটি আমল।
* দুআ হল রহমতের দুয়ার খোলার একটি আমল।
* দুআ হল এমন একটি আমল, যা দ্বারা ভাগ্য পরিবর্তন হয়।
* দুআ দ্বারা বয়স বৃদ্ধি পায়।

দুআ কবূল হওয়ার শর্তসমূহ

মনে রাখতে হবে দুআ কবূল হওয়ার জন্য বিশেষ কিছু শর্ত রয়েছে। সাধারণভাবে দুআ কবূল হওয়ার জন্য ১০টা শর্ত আমাদেরকে পূরণ করতে হবে।

১. জীবিকা হালাল হতে হবে। খাদ্য-খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ সব হালাল উপার্জনের দ্বারা হতে হবে।

২. পিতা-মাতার হক আদায় করতে হবে। যারা মাতা-পিতার নাফরমানী করে, তাঁদের হক আদায় করে না, হাদীছ শরীফে এসেছে তাদের দুআ কবূল হয় না।

৩. সাধ্য অনুযায়ী আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করতে হবে। যারা আত্মীয়-স্বজনের প্রতি লক্ষ রাখে না, তাদের হক আদায় করে না, তাদের দুআও কবূল হয় না।

www.maktabatulabrar.com

৪. কোনো মুসলমানের সঙ্গে তিন দিনের বেশী কথা-বার্তা বন্ধ রাখা যাবে না। এরকম লোকের দুআও কবূল হয় না। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, মুসলমানদের সঙ্গে সু-সম্পর্ক থাকতে হবে।

৫. আমর বিল মা'রূফ এবং নাহি আনিল মুন্‌কার করতে হবে। অর্থাৎ, সাধ্যমত ভাল কাজের কথা মানুষকে বলতে হবে, মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বারণ করতে হবে। হাদীছ শরীফে এসেছে– তোমরা মাথা উঁচু করে চিৎকার করতে থাক অথচ তোমাদের দুআ কবূল হয় না! হবে কীভাবে? তোমাদের চোখের সামনে অনেক অন্যায় কাজ হয়, সাধ্য থাকা সত্ত্বেও তোমরা তাতে বাধা দাও না।

৬. গীবত বর্জন করতে হবে। গীবতকারীদের দুআ কবূল হয় না। এই রোগে আমরা অনেকেই আক্রান্ত আছি। অতএব গীবত বর্জন করতে হবে।

৭. হাছাদ বা পরশ্রীকারতা অর্থাৎ, অন্যের ভাল দেখে মনে মনে হিংসা লাগা এবং সেটি ধ্বংস হওয়ার কামনা করা– মনের এই হিংসা পরিত্যাগ করতে হবে। এক মুসলমান আর এক মুসলমানের মঙ্গল কামনা করতে হবে। অন্যদের কল্যাণ কামনা করতে হবে। মনের মধ্যে উদারতা আনতে হবে। আমরা উদারতা পরিহার করে চলব, সংকীর্ণতা পোষণ করব, তাহলে আল্লাহ পাকও দুআ কবূল না করে আমাদের সঙ্গে সংকীর্ণতার মোয়ামালা করবেন। আল্লাহ পাকের নিয়ম হল আমরা তাঁর বান্দার সঙ্গে যেমন নীতিতে চলব, আল্লাহ পাকও আমাদের সাথে তেমনি নীতিতে চলবেন।

৮. বখীলী বর্জন করতে হবে। অর্থাৎ, শরীয়তসম্মত স্থানে যতটুকু ব্যয় করা দরকার, সেখানেও ব্যয় না করে অর্থ জমা করে রাখা– এটা বর্জন করতে হবে। স্বভাবগতভাবে অর্থের প্রতি মানুষের একটা আকর্ষণ থাকে, এটা পরিত্যাগ করা যায় না। কিন্তু শরীয়ত যেখানে যতটুকু ব্যয় করতে বলেছে, সেখানে ততটুকু ব্যয় করতে হবে। সেখানে সংকীর্ণতা চলবে না। সেখানে সংকীর্ণতা করা হল বখীলী। যারা বখীলী করে, তাদের দুআও কবূল হয় না।

৯. দিল বা অন্তর তাজা রাখতে হবে। দিল যদি মরে যায়, দিল যদি মুর্দা হয়ে যায়, তাহলে ঐ দিলের আবেদন আল্লাহ শোনেন না। মনে রাখতে হবে– যারা মোটেও যিকির-আযকার করে না, খুব বেশি কথা

বলে, খুব বেশি হাসি-তামাসা, ঠাট্টা-বিদ্রূপের ভিতরে সব সময় পড়ে থাকে, তাদের দিল মরে যায়। দিল তাজা রাখতে গেলে কিছু কিছু যিকির-আযকার করতে হবে, অপ্রয়োজনীয় কথা-বার্তা বন্ধ করে দিতে হবে, অপ্রয়োজনীয় হাসি-তামাসা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ বর্জন করতে হবে। তাহলে দিল তাজা থাকবে। তাজা দিলের আহবান আল্লাহ পাক শুনবেন।

১০.দুআ করে আমি যেরকম চাই সঙ্গে সঙ্গে সেরকম পেয়ে যাব–এমন তাড়াহুড়া করা যাবে না। আল্লাহ পাক বান্দার দুআ কবূল করেন কিন্তু বান্দার ইচ্ছা অনুযায়ী নয় আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী। আমরা অনেক সময় একটি বিষয়কে ভাল মনে করে আল্লাহ পাকের কাছে সেটি চাই, কিন্তু আল্লাহ পাক সেটা আমাদের জন্য ভাল মনে না-ও করতে পারেন। বরং তিনি যা ভাল মনে করবেন তা-ই দিবেন। যেমন– ছোট বাচ্চা চকলেট চায়, কিন্তু পিতা-মাতা তাকে চকলেট না দিয়ে অন্য ভাল কিছু একটা দেন, কারণ পিতা-মাতা জানেন চকলেট বাচ্চার সাস্থ্যের জন্য ভাল নয়। তদ্রূপ আল্লাহ পাকও আমাদের জন্য যা ভাল মনে করেন তা-ই দিয়ে থাকেন। কিংবা আমরা দুনিয়ার জন্য চাই, কিন্তু আল্লাহ তা দুনিয়াতে না দিয়ে আখেরাতের জন্য সঞ্চিত রেখে দেন।

কেয়ামতের দিন যখন ছওয়াবের খুব প্রয়োজন হবে, তখন এসব সঞ্চিত জিনিস দেখে মনে হবে দুনিয়ায় যদি আমাদের কোনো দুআই কবূল না হত, দুনিয়ায় যদি কিছুই না পেতাম– সব আখেরাতের জন্য জমা থাকত, তাহলে কতই না ভাল হত! অতএব আমরা যেরকম চাই, সেরকমই হবে– এর জন্য মন ব্যস্ত না রাখা চাই। কিংবা দুআ কবূল হচ্ছে না এমন অনাস্থা পোষণ না করা চাই। আল্লাহর কাছে দুআ কবূল হবেই– এরকম দৃঢ় মনোভাব, এমন মজবূত আস্থা রাখতে হবে।

দুআর আরও অনেক আদব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব রয়েছে, সেগুলোও জেনে নেওয়া চাই। সেগুলো বিস্তারিতভাবে জানার জন্য "আহকামে যিন্দেগী" কিতাবখানি দেখে নেওয়া যেতে পারে।

দুআ কবূল হওয়ার বিশেষ কয়েকটি মুহূর্ত

১। ফরয নামাযের পর।

২। শেষ রাতে।

৩। রমযান মাসের দিবারাত্রির সব সময়, বিশেষভাবে ইফতারের সময়।

৪। কোন নেক কাজ সম্পাদনের পর।

৫। সফরের অবস্থায়। বিশেষ ভাবে যদি আল্লাহ্‌র দ্বীনের রাস্তায় সফর হয়।

৬। শবে কদরে।

৭। আরাফার দিনে।

৮। জুমুআর রাতে।

৯। জুমুআর দিন বিশেষ কোন এক মুহূর্তে। অনেকের মতে এ সময়টি জুমুআর দিন আসরের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্যে রয়েছে।

১০। জুমুআর খুতবা শুরু হওয়া থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত, তবে খুতবা চলাকালীন দুআ করলে মনে মনে করতে হবে অথবা ইমাম খুতবার মধ্যে যে দুআ করবেন তাতে মনে মনে (মুখে কোন প্রকার শব্দ করা ছাড়া) আমীন বলতে হবে।)

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

وَجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

তোমরা তোমাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ কর। (সূরা তওবা : ৪১)

www.maktabatulabrar.com

চতুর্দশ অধ্যায়

ফাযায়েলে জেহাদ

بسم الله الرحمن الرحيم

চতুর্দশ অধ্যায়

ফাযায়েলে জেহাদ

জেহাদ প্রসঙ্গে কিছু কথা

"জেহাদ"-এর ফাযায়েল বর্ণনা করার পূর্বে জেহাদ কাকে বলে, ইসলামে জেহাদের প্রবর্তন কেন হল, এর গুরুত্ব ও হেকমত কী? ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকটি কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। কেননা অনেক বিধর্মী এ সব বিষয়ে আপত্তিকর বক্তব্য প্রদান করে থাকে এবং যা শুনে অনেক সরল প্রাণ মুসলমান বিভ্রান্তও হন।

"জেহাদ" বলা হয়- কাফেরদেরকে সত্য দ্বীনের দিকে আহবান করা আর না মানলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, যদি তারা জিয্য়া (প্রতিরক্ষা কর) দিতে অসম্মত হয় এবং তাদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি না থাকে।

জেহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এ'লায়ে কালিমাতুল্লাহ (إِعْلَاءُ كَلِمَةِ اللهِ) অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বুলন্দ করা তথা ইসলাম ধর্মকে বিজয়ী করা। দেশ জয় করা বা আধিপত্য বিস্তার করা জেহাদের উদ্দেশ্য নয়।

www.maktabatulabrar.com

জেহাদের গুরুত্ব ও হেকমত বয়ান করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থাৎ, যদি আল্লাহ কর্তৃক কতক মানুষ দ্বারা অপর কতককে প্রতিহত করার বিধান না হত, তাহলে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ জগৎবাসীর প্রতি অনুগ্রহশীল। (সূরা বাকারা : ২৫১)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا.

অর্থাৎ, অর্থাৎ, যদি আল্লাহ কর্তৃক কতক মানুষ দ্বারা অপর কতককে প্রতিহত করার বিধান না হত, তাহলে ধ্বংস হয়ে যেত খৃস্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনালয়, গীর্জা, ইয়াহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। (সূরা হজ্জ : ৪০)

ব্যাখ্যা: উল্লেখিত আয়াত দুটিতে জেহাদের গুরুত্ব ও জেহাদ বিধান প্রবর্তনের রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াত দুটিতে বোঝানো হয়েছে যে, কাফেরদের সঙ্গে জেহাদের বিধান না থাকলে কোনো সময়েই কোনো ধর্মের উপাসনালয়ের তথা কোনো ধর্মের নিরাপত্তা থাকত না। আর ধর্মের নিরাপত্তা না থাকলে এবং ধর্মীয় রীতি-নীতি পালনে বিঘ্ন ঘটলে পৃথিবী ক্রমান্বয়ে ধর্মহীন হয়ে পড়বে, পৃথিবীর বিপর্যয়ের কারণ ঘটবে। অতএব ধর্মের নিরাপত্তা বিধান ও পৃথিবীকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার বৃহত্তর স্বার্থেই জেহাদের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। দেশ জয় করা বা আধিপত্য বিস্তার করার মানসে জেহাদের বিধান প্রবর্তিত হয়নি।

জেহাদের ফযীলত

জেহাদের বহু ফযীলত। এখানে সহীহ হাদীছের আলোকে বিশেষ কয়েকটি ফযীলতের কথা উল্লেখ করা হল।

জেহাদের একটি ফযীলত হল-

জেহাদ দ্বারা গোনাহ মাফ হয়

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضـ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْقَتْلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ اِلَّا الدَّيْنَ. رواه مسلم فى كتاب الامارة - باب من قتل فى سبيل الله كفرت خطاياه الا الدين.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনুল আস (রা.) বলেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হওয়া ঋণ ব্যতীত সবকিছুকে (সব গোনাহকে) মুছে দেয়। (মুসলিম)

জেহাদের আর একটি ফযীলত হল–

জেহাদের ফযীলত হজ্জের চেয়ে অধিক

ঈমানের পর হজ্জ ও অন্যান্য আমলের চেয়ে জেহাদের ফযীলত অগ্রগণ্য। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ اَيُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ؟ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ. قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ حَجٌّ مَّبْرُوْرٌ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الايمان - باب من قال ان الايمان هو العمل. ورواه مسلم فى كتاب الايمان - باب كون الايمان بالله افضل الاعمال. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল– কোন্ আমলের ফযীলত সবচেয়ে বেশী? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমানের। আবার জিজ্ঞাসা করা হল তারপর কোন্ আমলের? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদের। আবার জিজ্ঞাসা করা হল তারপর কোন্ আমলের? তিনি বললেন, মকবূল হজ্জের। (বোখারী ও মুসলিম)

জেহাদের আর একটি ফযীলত হল–

www.maktabatulabrar.com

জেহাদে বের হওয়ার পর মুজাহিদের সর্বদা ইবাদতের ছওয়াব হতে থাকে

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ الصَّآئِمِ الْقَآئِمِ الْقَانِتِ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَّلَا صَلٰوةٍ حَتّٰى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِهٖ تَعَالٰى. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الجهاد - باب افضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله فى سبيل الله، ورواه مسلم فى كتاب الامارة - باب فضل الشهادة فى سبيل الله تعالى، واللفظ لمسلم.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌র পথে জেহাদকারী জেহাদ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত এমন এক রোযাদার ও নামাযে দণ্ডায়মান ব্যক্তির ন্যায় (ছওয়াব লাভ করতে থাকে) যে সর্বদা আল্লাহ্‌র আয়াত তেলাওয়াতে রত থাকে এবং অবিরত অক্লান্ত অবস্থায় রোযা ও নামাযে মশগুল থাকে। (বোখারী ও মুসলিম)

অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ سَلْمَانَ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِّنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهٖ، وَاِنْ مَاتَ جَرٰى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِيْ كَانَ يَعْمَلُهُ، وَاُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَاَمِنَ الْفَتَّانَ. رواه مسلم فى كتاب الامارة - باب فضل الرباط فى سبيل الله عزوجل.

অর্থাৎ, হযরত সালমান ফারসী (রা.) বলেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি– একদিন ও একরাত আল্লাহ্‌র রাস্তায় (জেহাদে) পাহারা দেওয়া এক মাস রোযা ও রাতে জাগরণ তথা নামাযে দণ্ডায়মান থাকার চেয়ে উত্তম। আর যদি এ অবস্থায় তার মৃত্যু হয়, তাহলে যে কাজে সে নিয়োজিত ছিল, তার ছওয়াব অবিরত পেতে থাকবে। অনুরূপভাবে জান্নাত হতে তার রিয্‌ক আসতে থাকবে এবং ফেতনাকারী (শয়তান ও দাজ্জালের ফেতনা এবং কবরের আযাব) থেকে নিরাপদ থাকবে। (মুসলিম)

জেহাদের আর একটি ফযীলত হল–

জেহাদে এক সকাল বা এক সন্ধা দুনিয়া ও তার সবকিছুর চেয়ে উত্তম

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الجهاد - باب الغدوة والروحة فى سبيل الله، ورواه مسلم فى كتاب الامارة - باب فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর রাস্তায় (জেহাদে) এক সকাল কিংবা এক বিকাল দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছুর চেয়ে উত্তম। (বোখারী ও মুসলিম)

জেহাদের আর একটি ফযীলত হল–

মৃত্যুর পরও মুজাহিদের ছওয়াব বদ্ধিত হতে থাকে এবং সে কবরের আযাব থেকে রক্ষা পায়

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلٰى عَمَلِهٖ اِلَّا الَّذِىْ مَاتَ مُرَابِطًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ يُنْمٰى لَهٗ عَمَلُهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَيَاْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ. رواه الترمذى فى ابواب فضائل الجهاد - باب ما جاء فى فضل من مات مرابطا فى سبيل الله. وقال هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, ফাযালা ইবনে উবায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সব মৃত ব্যক্তির আমলের উপর মোহর মেরে দেওয়া হয়; তবে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জেহাদে পাহারারত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে। বস্তুত তার আমল কেয়ামত পর্যন্ত বর্ধিত করা হতে থাকে এবং সে কবরের আযাব থেকে রক্ষা পায়। (তিরমিযী)

জেহাদের আর একটি ফযীলত হল–

www.maktabatulabrar.com

জেহাদে ব্যয়ের ছওয়াব সাতশত গুণ

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَ لَهٗ بِسَبْعِ مِاَةِ ضِعْفٍ. رواه الترمذى فى ابواب فضائل الجهاد - باب ما جاء فى فضل النفقة فى سبيل الله وقال حديث حسن. ورواه النسائى فى كتاب الجهاد - فضل النفقة فى سبيل الله. ورواه الحاكم فى المستدرک حديث رقم ٢٤٨٨ وقال صحيح الاسناد ووافقه الذهبى فى التلخيص: صحيح.

অর্থাৎ, হযরত খুরায়ম ইব্নে ফাতেক (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় (জেহাদে) কিছু ব্যয় করে, তার জন্য (তার আমলনামায়) সাতশত গুণ (ছওয়াব) লিখে দেওয়া হয়। (তিরমিযী, নাসায়ী ও মুস্তাদরকে হাকিম)

জেহাদের আর একটি ফযীলত হল–

আল্লাহ পাক মুজাহিদদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنْتَدَبَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لِمَنْ خَرَجَ فِىْ سَبِيْلِهٖ لَا يُخْرِجُهٗ اِلَّا اِيْمَانٌ بِىْ وَتَصْدِيْقٌ بِرُسُلِىْ اَنْ اَرْجِعَهٗ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ اَوْ اُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الايمان - باب الجهاد من الايمان، ورواه مسلم فى كتاب الامارة - باب فضل الجهاد والخروج فى سبيل الله. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় (জেহাদের উদ্দেশ্যে) বের হয়, শুধু আমার প্রতি বিশ্বাস এবং আমার রসূলদের সত্যতা স্বীকারের তাগিদই তাকে এ পথে বের করে, আল্লাহ তার জন্য এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন (এবং বলেন) যে, আমি তাকে পুরস্কার

অথবা গনীমতের মালসহ (বাড়ীতে) ফিরিয়ে আনব কিংবা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। (বোখারী ও মুসলিম)

জেহাদের আর একটি ফযীলত হল–

কেয়ামতের পূর্বেই শহীদদের আত্মা বিশেষ আকৃতিতে জান্নাতে যাবে

কেয়ামতের পূর্বেই শহীদদের আত্মা বিশেষ আকৃতিতে জান্নাতে পৌঁছে যাবে। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ (قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَرْوَاحُهُمْ فِىْ اَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيْلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَائَتْ ثُمَّ تَاْوِىْ اِلٰى تِلْكَ الْقَنَادِيْلِ. الحديث. رواه مسلم فى كتاب الامارة - باب فى بيان ان ارواح الشهداء فى الجنة الخ.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শহীদদের রূহ সবুজ বর্ণের পাখীর প্রতিকৃতির মধ্যে রক্ষিত হয় এবং তাদের জন্য আরশের নিচে ফানুস ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তারা জান্নাতে যথেচ্ছা বিচরণ করতে থাকে (এবং জান্নাতের নেয়ামত উপভোগ করতে থাকে) পরে আবার ঐ সমস্ত ফানুসের দিকে ফিরে আসে। (মুসলিম)

জেহাদের আর একটি ফযীলত হল–

কেয়ামতের ময়দানে মুজাহিদের রক্তের সুঘ্রাণ

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا يُكْلَمُ اَحَدٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِىْ سَبِيْلِهٖ اِلَّا جَآءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الجهاد - باب من يجرح فى سبيل الله، ورواه مسلم فى كتاب الامارة - باب فضل الجهاد والخروج فى سبيل الله. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন! কোনো ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় (জেহাদে) জখমী হলে –আল্লাহই ভাল জানেন সত্যিকার অর্থে কে তার রাস্তায় জখমী হয়– কেয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় উঠবে যে, (তার ক্ষত থেকে রক্ত নির্গত হতে থাকবে; যার) বর্ণ হবে রক্তের ন্যায় আর গন্ধ হবে মেশকের ন্যায়। (বোখারী ও মুসলিম)

জেহাদের আর একটি ফযীলত হল–

জেহাদ জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ عَبْسٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ. رواه البخارى فى كتاب الجهاد - باب من اغبرت قدماه فى سبيل الله.

অর্থাৎ, আবূ আব্‌স (আব্দুর রহমান ইবনে জুবায়র আনসারী) [রা.] বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে বান্দার পদদ্বয় আল্লাহ্‌র পথে (জেহাদে) ধুলি ধুসরিত হয়, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। (বোখারী)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ - عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. رواه الترمذى فى ابواب فضائل الجهاد - باب ما جاء فى فضل الحرس فى سبيل الله، وقال: هذا حديث حسن غريب.

অর্থাৎ, হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি– দুটো চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। একটি চোখ হল যা আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে। আর একটি চোখ হল যা আল্লাহর রাস্তায় (জেহাদে) পাহারা দেয়। (তিরমিযী)

www.maktabatulabrar.com

জেহাদের আর একটি ফযীলত হল–

জেহাদের পুরস্কার জান্নাত

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قُتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مَاتَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ. رواه الحاكم فى المستدرک حديث رقم ٢٥٦٨. وقال هذا حديث صحيح الاسناد. ووافقه الذهبى فى التلخيص: صحيح.

অর্থাৎ, হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জেহাদে) শহীদ হয় বা মৃত্যুবরণ করে সে জান্নাতে যাবে। (মুস্তাদরকে হাকিম)

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে–

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ شَيْئٍ اِلَّا الشَّهِيْدُ يَتَمَنّٰى اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرٰى مِنَ الْكَرَامَةِ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الجهاد - باب تمنى المجاهد ان يرجع الى الدنيا، ورواه مسلم فى كتاب الامارة - باب فضل الشهادة فى سبيل الله تعالى. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একমাত্র শহীদ ব্যতীত কোনো ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করার পর আবার দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে না; যদিও দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ তাকে প্রদান করা হয়। একমাত্র শহীদ শাহাদাতের মর্যাদা দেখে আবার দুনিয়াতে ফিরে আসার আকাংখা করবে, যাতে সে আরও দশবার (অর্থাৎ, বহু বহুবার) শহীদ হতে পারে। (বোখারী ও মুসলিম)

জেহাদের আর একটি ফযীলত হল–

মুজাহিদগণ প্রথম ভাগে জান্নাতে যাবে

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

www.maktabatulabrar.com

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُرِضَ عَلَيَّ اَوَّلُ ثَلٰثَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ شَهِيْدٌ وَعَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ وَعَبْدٌ اَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّٰهِ وَنَصَحَ لِمَوَالِيْهِ. رواه الترمذى فى ابواب فضائل الجهاد - باب ما جاء فى ثواب الشهيد. وقال هذا حديث حسن.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার সম্মুখে এমন তিন প্রকার লোককে উপস্থিত করা হয়েছে, যারা সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে। একদল হল শহীদ, আর একদল হল যারা হারাম জিনিস বর্জন করে চলে এবং কোনো অবস্থায় কারও কাছে হাত পাতে না। আর একদল হল এমন গোলাম, যারা সুন্দরভাবে আল্লাহর ইবাদত করে এবং নিজ মনিবের সার্বিক কল্যাণে রত থাকে। (তিরমিযী)

জেহাদের আর একটি ফযীলত হল–

জান্নাতে মুজাহিদদের উঁচু মর্যাদা লাভ হবে

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীছের একাংশে বর্ণিত হয়েছে–

اِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِاَةَ دَرَجَةٍ اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ. الحديث. رواه البخارى فى كتاب الجهاد - باب درجات المجاهدين فى سبيل الله.

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাঁর রাস্তায় জেহাদকারীদের জন্য জান্নাতে একশতটি মর্যাদার স্তর তৈরী করে রেখেছেন। প্রতি দুটি স্তরের মাঝখানে আসমান ও জমিনের দূরত্ব পরিমাণ ব্যবধান। (বোখারী)

জেহাদের আর একটি ফযীলত হল–

শহীদগণ সুপারিশের ক্ষমতা প্রাপ্ত হবে

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِي الدَّرْدَآءِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

يُشَفَّعُ الشَّهِيْدُ فِىْ سَبْعِيْنَ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهٖ. رواه ابو داود فى كتاب الجهاد - باب فى الشهيد يشفع.

অর্থাৎ, হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, পরিবারের সত্তর জনের ব্যাপারে শহীদের সুপরিশ কবূল করা হবে। (আবূ দাউদ)

শহীদের ছয়টি মর্যাদা বিষয়ক একটি হাদীছ

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللّٰهِ سِتُّ خِصَالٍ - يُغْفَرُ لَهٗ فِىْ اَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيُرٰى مَقْعَدُهٗ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَاْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ، وَيُوْضَعُ عَلٰى رَاْسِهٖ تَاجُ الْوَقَارِ اَلْيَاقُوْتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، وَيُزَوَّجُ اِثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ، وَيُشَفَّعُ مِنْ سَبْعِيْنَ مِنْ اَقَارِبِهٖ. رواه الترمذى فى ابواب فضائل الجهاد - باب خال عن الترجمة بعد باب ما جاء اى الناس افضل. وقال: هذا حديث صحيح غريب.

অর্থাৎ, হযরত মিকদাম ইব্নে মা'দীকারিব (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্র নিকট শহীদের ছয়টি পুরস্কার রয়েছে। তা হল– শুরুতেই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। তাকে জান্নাতে তার স্থান দেখানো হয়। তাকে কবর-আযাব থেকে রক্ষা করা হয়। তাকে কেয়ামতের ভয়াবহতা থেকে নিরাপদ রাখা হয়। তার মাথায় সম্মানের তাজ পরানো হবে, যার একটি ইয়াকূত পাথর দুনিয়া ও তার সমুদয় বস্তু থেকে উত্তম। ডাগর নয়না সত্তর জন হুরের সঙ্গে তার বিবাহ হবে। আর তার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সত্তর জনের ব্যাপারে তার সুপারিশ কবূল করা হবে। (তিরমিযী)

www.maktabatulabrar.com

এক নজরে জেহাদের ফযীলতসমূহ

এ কিতাবে বর্ণিত হাদীছসমূহের আলোকে এক নজরে জেহাদের ফযীলতসমূহের মধ্যে রয়েছে–

১. জেহাদ দ্বারা গোনাহ মাফ হয়।
২. জেহাদের ফযীলত হজ্জের চেয়ে অধিক।
৩. জেহাদে বের হওয়ার পর মুজাহিদের সর্বদা ইবাদতের ছওয়াব হতে থাকে।
৪. জেহাদে এক সকাল বা এক সন্ধা দুনিয়া ও তার সবকিছুর চেয়ে উত্তম।
৫. মৃত্যুর পরও মুজাহিদের ছওয়াব হতে থাকে।
৬. মুজাহিদ কবরের আযাব হতে রক্ষা পায়।
৭. জেহাদে ব্যয়ের ছওয়াব সাতশত গুণ।
৮. আল্লাহ মুজাহিদদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
৯. কেয়ামতের পূর্বেই শহীদদের আত্মা বিশেষ আকৃতিতে জান্নাতে যাবে।
১০. তাকে কেয়ামতের ভয়াবহতা থেকে নিরাপদ রাখা হয়।
১১. কেয়ামতের ময়দানে মুজাহিদের রক্তের ঘ্রাণ হবে মেশকের ন্যায়।
১২. তার মাথায় সম্মানের তাজ পরানো হবে।
১৩. তাকে জান্নাতে তার স্থান দেখানো হবে।
১৪. জেহাদ জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়।
১৫. জেহাদের পুরস্কার জান্নাত।
১৬. মুজাহিদগণ প্রথমভাগে জান্নাতে যাবেন।
১৭. জান্নাতে মুজাহিদগণ উঁচু মর্যাদার অধিকারী হবেন।
১৮. সত্তর জন হুরের সঙ্গে তার বিবাহ হবে।
১৯. শহীদ ব্যক্তি সুপারিশের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবেন।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ. (متفق عليه)

সত্যিকার মুসলমান সেই, যারা জবান ও হাত থেকে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ থাকে। (বোখারী ও মুসলিম)

পঞ্চদশ অধ্যায়

ফাযায়েলে মুআমালাত ও মুআশারাত

www.maktabatulabrar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পঞ্চদশ অধ্যায়

ফাযায়েলে মুআমালাত ও মুআশারাত

ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন ও কায়কারবারকে বলা হয় "মুআমালা"। আর পারস্পরিক আচার-আচরণ, সমাজ-সামাজিকতা, আদব-কায়দা ও শিষ্টাচারকে বলা হয় "মুআশারা"।

উত্তমভাবে লেনদেনের ফযীলত

উত্তমভাবে লেনদেন করা এক দিকে যেমন জরূরী, আবার তার ফযীলতও অনেক। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ خِيَارَكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَآءً. رواه البخارى فى كتاب فى الاستقراض واداء الدين - باب حسن القضاء.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে সে সর্বোত্তম যে উত্তমভাবে আদায় করে। (বোখারী)

www.maktabatulabrar.com

ব্যবসা-বাণিজ্যের ফযীলত

বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় ব্যবসা-বাণিজ্য একটা নিছক দুনিয়াবী বিষয় যার কোনো ফযীলত থাকার কথা নয়। কিন্তু তা নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যও শরীয়ত মোতাবেক করা হলে তা একটি দ্বীনী কাজে পরিণত হয় এবং তা ফযীলতের আমলে রূপান্তরিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের ফযীলত বর্ণনা করে এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ. رواه الترمذى فى ابواب البيوع - باب ما جاء فى التجارالخ وقال: هذا حديث حسن.

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সঙ্গে থাকবে। (তিরমিযী)

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ رِفَاعَةَ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فُجَّارًا اِلَّا مَنِ اتَّقَى اللّٰهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ. رواه الترمذى فى ابواب البيوع - باب ما جاء فى التجار الخ وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم فى المستدرک فى كتاب البيوع حديث رقم ٢١٨٩ وقال: صحيح الاسناد ووافقه الذهبى فى التلخيص: صحيح.

অর্থাৎ, হযরত রিফাআ (রা.) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন, ব্যবসায়ী কেয়ামতের দিন পুনরুত্থিত হবে ফাসেক-ফাজের তথা বদকাররূপে। অবশ্য যেসব ব্যবসায়ী মোত্তাকী পরহেযগার হয়, নেককার হয় এবং সত্যবাদী হয় তারা এরূপ হবে না। (তিরমিযী ও মুস্তাদরকে হাকিম)

হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও হারাম উপার্জনের খারাবী

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ، اَلنَّارُ اَوْلٰى بِهٖ. الحديث. رواه البيهقى فى شعب الايمان. حديث رقم ٥٧٦١. ورواه احمد.

অর্থাৎ, হযরত জাবের ইব্নে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি– যার মাংস তথা দেহ হারাম দ্বারা প্রতিপালিত হয় তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না– জাহান্নামই তার উপযোগী। (শুআবুল ঈমান)

ব্যবসায়ে সত্য বলা ও দোষ-ত্রুটি থাকলে তা ব্যক্ত করে দেওয়ার ফযীলত

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَام رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ..... فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا، وَاِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. رواه البخارى فى كتاب البيوع- باب اذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا.

অর্থাৎ, হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তারা (ক্রেতা ও বিক্রেতা) উভয়ে যদি সত্য বলে এবং দোষ-ত্রুটি পরিষ্কার করে ব্যক্ত করে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি মিথ্যা বলে এবং গোপন করে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত মোচন হয়ে যাবে। (বোখারী)

অস্বচ্ছল ব্যক্তিদেরকে ছাড় দেওয়ার ফযীলত

অস্বচ্ছল ব্যক্তিদেরকে পূর্ণ ক্ষমা করে দেওয়া তথা পূর্ণ ছাড় দেওয়া বা পাওনার অংশ বিশেষ ছেড়ে দেওয়া একটি ফযীলতের বিষয়। এরূপ ক্ষমাকারীকে আল্লাহ তাআলাও ক্ষমা করে দেন। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَاِذَا رَاٰى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهٖ تَجَاوَزُوْا عَنْهُ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَّتَجَاوَزَ عَنَّا. فَتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهُ. رواه البخارى فى كتاب البيوع - باب من انظر معسرا.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, (আগের যুগে) একজন ব্যবসায়ী মানুষের কাছে বাকীতে বিক্রয় করত। অতঃপর যদি সে দেখত ক্রেতা অস্বচ্ছল (ফলে পাওনা পরিশোধ করতে সক্ষম হচ্ছে না) তাহলে তার ব্যবসা পরিচালনাকারী যুবককে বলত, তাকে ছাড় দাও; আশা করা যায় আল্লাহও আমাদেরকে ছাড় দিবেন। ফলত আল্লাহ তাকে ছাড় দিলেন তথা ক্ষমা করে দিলেন। (বোখারী)

অস্বচ্ছল ব্যক্তিদেরকে পূর্ণ ক্ষমা করে দেওয়া তথা পূর্ণ ছাড় দেওয়া বা পাওনার অংশ বিশেষ ছেড়ে দেওয়ার ফযীলত সম্পর্কে আর এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يُّنْجِيَهُ اللّٰهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ اَوْ يَضَعْ. رواه مسلم وغيره، ورواه فى الطبرانى فى الاوسط باسناد صحيح. كذا فى الترغيب حديث رقم ١٣٤١.

অর্থাৎ, হযরত আবূ কৃতাদাহ (রা.) বলেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি মনে প্রাণে চায় যে, আল্লাহ তাকে কেয়ামতের দিনের পেরেশানী থেকে মুক্তি দেন সে যেন অস্বচ্ছল ব্যক্তিকে পূর্ণ ছাড় দেয় বা কিছু ছাড় দেয়। (মুসলিম ও তাবারানী)

অস্বচ্ছল ব্যক্তিদেরকে ছাড় দিলে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া আখেরাত উভয় জগতে ছাড় দেন। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ. رواه ابن حبان فى صحيحه، ورواه مسلم والترمذى وابو داود والنسائى وابن ماجة. كذا فى الترغيب حديث رقم ١٣٤٠.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো অস্বচ্ছল ব্যক্তির

www.maktabatulabrar.com

জন্য আছানী করবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া আখেরাত উভয় জগতে তার জন্য আছানী করবেন। (সহীহ ইব্নে হিব্বান, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইব্নে মাজা)

আর এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَحِمَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمْحًا اِذَا بَاعَ، سَمْحًا اِذَا اشْتَرٰى، سَمْحًا اِذَا اقْتَضٰى. رواه البخارى وابن ماجة واللفظ له. كذا فى الترغيب حديث رقم ٢٦٢٥.

অর্থাৎ, হযরত জাবের (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রতি রহম করেন যে উদার বিক্রয়ের সময়, উদার ক্রয়ের সময় এবং মহানুভব পাওনা তাগাদা করার সময়। (বোখারী ও ইব্নে মাজা)

ঋণ প্রদানের ফযীলত

ঋণ প্রদান দ্বারা ঠেকা মানুষের উপকার সাধিত হয়। ঋণ প্রদান একটি ফযীলতের আমল। ঋণ প্রদান দ্বারা দানের দ্বিগুণ ছওয়াব হয়। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّةً اِلَّا كَصَدَقَتِهَا مَرَّتَيْنِ. رواه ابن ماجة وابن حبان فى صحيحه والبيهقى مرفوعا وموقوفا. كذا فى الترغيب حديث رقم ١٣٣٩.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোনো মুসলমান কোনো মুসলমানকে একবার ঋণ প্রদান করলে সেটা দুইবার দান করার মত ছওয়াবের। (ইবনে মাজা, সহীহ ইব্নে হিব্বান ও বায়হাকী)

পূর্বের পরিচ্ছেদে বর্ণিত শেষ হাদীছটিও এখানে স্মর্তব্য যে, ঋণ প্রদান করা হলে ঠেকা মানুষের প্রতি আছানী করা হয় আর যে ব্যক্তি কোনো অস্বচ্ছল ব্যক্তির জন্য আছানী করবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া আখেরাত উভয় জগতে তার জন্য আছানী করবেন।

www.maktabatulabrar.com

ঋণ প্রদান সংক্রান্ত একটি ঘটনা

বোখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে–[১] হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের আর এক ব্যক্তির নিকট এক হাজার দীনার ঋণ চাইল। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল ঋণের ব্যাপারে একজনকে সাক্ষী রাখ। প্রথম জন বলল, كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا অর্থাৎ, সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, ঋণের ব্যাপারে একজনকে জামিন রাখ। প্রথম জন বলল, كَفٰى بِاللّٰهِ كَفِيْلًا অর্থাৎ, জামিন হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। এ কথার পর সে তাকে উক্ত পরিমাণ দীনার ঋণ দিয়ে দিল। ঋণ পরিশোধ করার সময় হলে ঋণগ্রহণকারী ব্যক্তি ঋণের অর্থ নিয়ে নদীর কাছে এল কোনো নৌযান পাওয়া যায় কি না, যাতে আরোহণ করে সে ঋণ পরিশোধ করতে যাবে। কিন্তু সে কোনো নৌযান পেল না। সে বাড়িতে এসে একটা কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে ফোঁকড় করে তার মধ্যে উক্ত দীনারসমূহ এবং একটা চিঠি ভরে মুখ বন্ধ করে দিল। এরপর নদীর কিনারায় এসে বলল, হে আল্লাহ! তুমি জান সে আমার কাছে সাক্ষী চেয়েছিল কিন্তু আমি বলেছিলাম সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। সে আমার কাছে জামিন চেয়েছিল কিন্তু আমি বলেছিলাম জামিন হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। এ কথার পর সে আমাকে ঋণ দিয়েছিল। এখন ঋণ পরিশোধ করতে যাওয়ার জন্য কোনো নৌযান পেলাম না। এখন এই দীনারগুলো তোমার দায়িত্বে নদীতে ছেড়ে দিলাম। এই বলে সে দীনারভর্তি সেই কাষ্ঠখণ্ড নদীতে ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে ফিরে এল এবং নৌযানের সন্ধান অব্যাহত রাখল।

এদিকে ঋণ প্রদানকারী সেই বনী ইসরাঈল নদীর কূলে এসে অপেক্ষা করছিল ঋণদাতা তার ঋণ পরিশোধ করতে অর্থ নিয়ে আসছে কি না। কিন্তু তাকে পেল না। সে নদীতে একখণ্ড কাষ্ট দেখে তা বাড়িতে নিয়ে এল। তার মধ্যে পেল একটা চিঠি এবং তার ঋণের দীনার। ওদিকে ঋণগ্রহণকারী নৌযান পেয়ে ঋণের অর্থ পরিশোধ করার জন্য ঋণদাতার গৃহে হাজির হল এবং তার দীনার গ্রহণ করার জন্য বলল। সে ঐ কাষ্ঠখণ্ড ও তার মধ্যে প্রাপ্ত চিঠির কথা তাকে জানিয়ে ঋণ পরিশোধের জন্য আর অর্থ গ্রহণের প্রয়োজন না থাকার কথা জানাল। অবশেষে ঋণদাতা তার দীনারসহ বাড়িতে ফিরে গেল।

---

১. بخارى فى اول كتاب الكفالة

বিবাহের ফযীলত

ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ শুধু মাত্র যৌন চাহিদা মেটানোর একটি ব্যবস্থা নয়। বরং এর পশ্চাতে চরিত্র রক্ষা, সুসন্তান লাভ প্রভৃতি মহৎ উদ্দেশ্যসমূহও রয়েছে। তাই বিবাহের ফযীলতও রাখা হয়েছে। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَآئَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرَجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَآءٌ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب النكاح - باب من لم يستطع الباءة فليصم. ورواه مسلم فى اول كتاب النكاح. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা বিবাহ চক্ষুকে আনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে রক্ষা করে। আর যে সামর্থ রাখে না সে যেন রোযা রাখে। রোযা হল তার জন্য খোজা স্বরূপ। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা: "রোযা হল খোজা স্বরূপ" এ কথা বলে বোঝানো হয়েছে যে, রোযা দ্বারা প্রবৃত্তি দমন থাকে।

বিবাহের ফযীলত বয়ান করে আর এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمُلَ نِصْفُ الدِّيْنِ، فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ فِى النِّصْفِ الْبَاقِىْ. رواه البيهقى فى شعب الايمان حديث رقم ٥٤٨٦.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন বান্দা বিবাহ করল, তার অর্ধেক ঈমান পূর্ণ করল; এখন সে বাকী অর্ধেক সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করবে। (শুআবুল ঈমান)

দাম্পত্য জীবনের আচরণের ফযীলত

দাম্পত্য জীবনের আচরণ বলতে বোঝানো হয়েছে স্বামী স্ত্রীর একে অপরকে আদর সোহাগ, প্রেম বিনিময়, যৌন ব্যবহার প্রভৃতি। ইসলামের

দৃষ্টিতে এগুলোর পশ্চাতে মহৎ উদ্দেশ্য থাকে বিধায় এগুলোও ফযীলতের বিষয়। যেমন এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضـ مَرْفُوْعًا: اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةً، وَاَمْرٍ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةً، وَنَهْيٍ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةً، وَفِىْ بُضْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَةً. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَيَاْتِىْ اَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا اَجْرٌ؟ قَالَ: اَرَاَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِىْ حَرَامٍ اَكَانَ عَلَيْهِ فِيْهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَالِكَ اِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلَالِ كَانَ لَهُ اَجْرٌ. رواه مسلم فى كتاب الزكاة - باب بيان ان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف.

অর্থাৎ, হযরত আবূ যর (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেকটি সুবহানাল্লাহ বলা দ্বারা সদকার ছওয়াব হয়, প্রত্যেকটি আল্লাহু আকবার বলা দ্বারা সদকার ছওয়াব হয়, প্রত্যেকটি আল-হামদু লিল্লাহ বলা দ্বারা সদকার ছওয়াব হয়, প্রত্যেকটি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা দ্বারা সদকার ছওয়াব হয়, আম্‌র বিল মা'রূফ তথা ভাল কাজের আদেশ করা দ্বারা সদকার ছওয়াব হয়, নাহি আনিল মুনকার তথা মন্দ কাজ থেকে বারণ করা দ্বারা সদকার ছওয়াব হয় এবং তোমাদের কারও কর্তৃক তার স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ব্যবহার দ্বারাও সদকার ছওয়াব হয়। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ তার প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করল অথচ তার ছওয়াব হবে! তিনি বললেন, তুমি কী বল সে সেটা হারাম স্থানে চরিতার্থ করলে কি তাতে তার গোনাহ হত না? তদ্রূপ যখন সেটা হালাল স্থানে চরিতার্থ করবে তখন তার ছওয়াব হবে। (মুসলিম)

স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ব্যবহারের ফযীলত

স্ত্রীর সঙ্গে উত্তম ব্যবহার একটি ফযীলতের বিষয়।

এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

www.maktabatulabrar.com

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَآئِهِمْ. رواه الترمذى وابن حبان فى صحيحه وقال الترمذى: حديث حسن صحيح. كذا فى الترغيب حديث رقم ٢٨٩٥.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মু'মিনদের মধ্যে কামেল মু'মিন হল যার চরিত্র উত্তম। আর তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। (তিরমিযী ও সহীহ ইব্নে হিব্বান)

পরিবারের সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের ফযীলত

পরিবারের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার একটি ফযীলতের বিষয়। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَاَلْطَفُهُمْ بِاَهْلِهِ. رواه الترمذى فى ابواب الايمان - باب ما جاء فى استكمال الايمان وزيادته ونقصانه، ورواه ابو داود فى كتاب السنة - باب الدليل على الزيادة والنقصان الى قوله احسنهم خلقا.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মু'মিনদের মধ্যে কামেল মু'মিন হল যার চরিত্র উত্তম এবং সে তার পরিবারের সঙ্গে কোমল আচরণকারী। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)

পরিবারের জন্য ব্যয় করার ফযীলত

মানুষ স্বভাবজাত তাগিদে তাদের পরিবারের জন্য ব্যয় করে থাকে। তবুও আল্লাহ পাক পরিবারের জন্য ব্যয় করার দায়িত্ব অর্পন করেছেন এবং এ দায়িত্ব পালনের জন্য ফযীলত রেখেছেন। পরিবারের কর্তা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত এ দায়িত্ব পালনের নিয়তে পরিবার পরিচালনার ব্যয়ভার বহন করলে স্বভাবজাত তাগিদে কৃত এ কাজের বিনিময়েও ফযীলত অর্জন করবে। এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِذَا اَنْفَقَ

www.maktabatulabrar.com

الرَّجُلُ عَلٰى اَهْلِهٖ يَحْتَسِبُهَا فَهِىَ لَهٗ صَدَقَةٌ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الايمان - باب ما جاء ان الاعمال بالنية والحسبة، ورواه مسلم فى كتاب الزكاة - باب فضل النفقة والصدقة على الاقربين والزوج والاولاد الخ. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোনো লোক ছওয়াবের নিয়তে তার পরিবারের জন্য ব্যয় করবে, তার সদকার ছওয়াব হবে। (বোখারী ও মুসলিম)

অন্য এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهٗ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهٗ فِىْ رَقَبَةٍ وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهٖ عَلٰى مِسْكِيْنٍ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهٗ عَلٰى اَهْلِكَ اَعْظَمُهَا اَجْرًا اَلَّذِىْ اَنْفَقْتَهٗ عَلٰى اَهْلِكَ. رواه مسلم فى كتاب الزكاة - باب فضل النفقة على العيال.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে দীনার তুমি ব্যয় করবে আল্লাহর রাস্তায়, যে দীনার তুমি ব্যয় করবে গোলাম আযাদ করার কাজে, যে দীনার তুমি ব্যয় করবে মিসকীনের উপর, আর যে দীনার তুমি ব্যয় করবে তোমার পরিবারের জন্য, এর মধ্যে পুরস্কারের দিক থেকে সবচেয়ে বড় হল ঐ দীনার যা তুমি ব্যয় করবে তোমার পরিবারের জন্য। (মুসলিম)

আর এক রেওয়ায়েতে আছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَنْفِقْ يَا اِبْنَ اٰدَمَ اُنْفِقْ عَلَيْكَ. متفق عليه. رواه البخارى فى اول كتاب النفقات، ورواه مسلم فى كتاب الزكاة - باب الحث على النفقة الخ.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হে বনী আদম! তুমি ব্যয় কর, তোমার জন্যও ব্যয় করা হবে। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা: "তুমি ব্যয় করলে তোমার জন্য ব্যয় করা হবে" কথাটির অর্থ হল তুমি ব্যয় করলে তোমাকে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রদান করা হবে, তোমার সম্পদে বরকত দান করা হবে।

স্বামীর খেদমতের গুরুত্ব ও ফযীলত

স্বামীর খেদমতের গুরুত্ব

স্ত্রীদের জন্য আল্লাহ আল্লাহর রসূলের হুকুম মান্য করার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল স্বামীর খেদমত এবং স্বামীর আনুগত্য করা। স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর সেবা এত বড় জিনিস যে, স্বামীর সেবা করে স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে আল্লাহ তাআলাও সন্তুষ্ট হবেন না। স্ত্রীর কাছে স্বামী এত বড় যে, এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ اٰمِرُ اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ النِّسَآءَ اَنْ يَّسْجُدْنَ لِاَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ. رواه ابو داود فى كتاب النكاح - باب فى حق الزوج على المرأة. ورواه الترمذى عن ابى هريرة بلفظ لوكنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. فى كتاب الرضاع - باب ما جاء فى حق الزوج على المرأة، وقال: حديث ابى هريرة حديث حسن غريب.

অর্থাৎ, হযরত ক্বায়স ইব্নে সাআদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি যদি আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে সাজদা করার জন্য কাউকে নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীদেরকে নির্দেশ দিতাম তারা যেন তাদের স্বামীকে সাজদা করে। কারণ তাদের উপর স্বামীদের হক রয়ে গেছে। (আবূ দাউদ)

স্বামীর খেদমতের ফযীলত

স্বামীর খেদমত তথা স্বামীর আনুগত্য, স্বামীর শারীরিক ও মানসিক পরিচর্যার মাধ্যমে স্বামীকে সন্তুষ্ট করার ফযীলত হল এর দ্বারা স্ত্রী আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারে। এর দ্বারা সে জান্নাত অর্জন করতে পারে। স্বামীর খেদমত করে স্বামীকে খুশি করা ব্যতীত কোনো নারী জান্নাত লাভ করতে পারবে না, স্বামীকে অসন্তুষ্ট রেখে কোনো নারী আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। নিম্নে এ সম্পর্কে আরেকটি হাদীছ বর্ণনা করা হল।

www.maktabatulabrar.com

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رضـ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اَيُّمَا اِمْرَاَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ. رواه الحاكم فى المستدرک حديث رقم ٧٤٨٦، وقال: صحيح الاسناد واقره عليه الذهبى فى التلخيص. ورواه الترمذى فى كتاب الرضاع - باب ما جاء فى حق الزوج على المرءة، وقال: هذا حديث حسن غريب.

অর্থাৎ, হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি– যে মহিলা এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে, তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুস্তাদরকে হাকিম ও তিরমিযী)

ফায়দা: এ হাদীছ থেকে বুঝা গেল স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে পারা জান্নাতে যাওয়ার উপায়। মুস্তাদরকে হাকিম, নাসায়ী ও মুসনাদে আহমদ কিতাবসমূহে হযরত হুসাইন ইবনে মিহ্সান (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছে এসেছে– তিনি বলেন যে, আমার এক ফুফু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার স্বামী আছে কি? তিনি বললেন হাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তার খেদমতের ব্যাপারে আপনি কোন্ অবস্থানে আছেন? তিনি বললেন, অপারগ অবস্থা ছাড়া আমি তার খেদমতে ত্রুটি করি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক? فَاِنَّهٗ جَنَّتُكَ اَوْ نَارُكَ অর্থাৎ, সে তো আপনার জান্নাত ও জাহান্নাম।[১]

এ হাদীছ থেকে স্পষ্টত বুঝা গেল "স্বামী হল স্ত্রীর জান্নাত ও জাহান্নাম" অর্থাৎ, স্বামীর খেদমত ও তার সন্তুষ্টির মাধ্যমে জান্নাত অর্জিত হবে, পক্ষান্তরে স্বামীর অসন্তুষ্টি স্ত্রীর জাহান্নামে যাওয়ার কারণ ঘটবে।

অতএব স্ত্রীর উচিত স্বামী অসন্তুষ্ট হলে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে হলেও তাকে সন্তুষ্ট করা। শুআবুল ঈমান কিতাবের এক দীর্ঘ রেওয়ায়েতের একাংশে এসেছে– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

১. رواه الحاكم فى المستدرک وقال: صحيح الاسناد، ورواه احمد والنسائى باسنادين جيدين. كذا فى الترغيب حديث رقم ٢٩٠٨

وَنِسَآئُكُمْ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَلْوَلُوْدُ وَالْوَدُوْدُ اَلَّتِىْ اِذَا غَضِبَ اَوْ غَضِبَتْ جَآئَتْ حَتّٰى تَضَعَ يَدَهَا فِىْ يَدِ زَوْجِهَا ثُمَّ تَقُوْلُ لَا اَذُوْقُ غَمْضًا حَتّٰى تَرْضٰى. رواه البيهقى فى شعب الايمان، باب فى حقوق الاولاد والاهلين حديث رقم ٨٧٣٢.

অর্থাৎ, তোমাদের ঐ নারীগণও জান্নাতী, যে অধিক পরিমাণে সন্তান জন্ম দেয়। অধিকন্তু স্বামীর রাগান্বিত অবস্থায় বা নিজের রাগের অবস্থায় স্বামীর কাছে এসে স্বামীর হাতে হাত রেখে বলে, আমি নিদ্রার স্বাদ গ্রহণ করছি না যতক্ষণ না আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন। এভাবে সে স্বামীকে সন্তুষ্ট করে নেয়। (শুআবুল ঈমান)

ফায়দা: এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে– যে নারী স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখে সে জান্নাতী নারী।

স্বামীর খেদমত বর্জন করার খারাবী

এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ وَلَا تَصْعَدُ لَهُمْ حَسَنَةٌ: اَلْعَبْدُ الْاٰبِقُ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلٰى مَوَالِيْهِ فَيَضَعُ يَدَهُ فِىْ اَيْدِيْهِمْ، وَالْمَرْاَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَالسَّكْرَانُ حَتّٰى يَصْحُوَ. رواه البيهقى فى شعب الايمان، باب فى حقوق الاولاد والاهلين حديث رقم ٨٧٢٧.

অর্থাৎ, হযরত জাবের (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তির নামায কবূল হয় না এবং তাদের নেকী আসমানের দিকে উত্তোলিত হয় না। সে তিন জন হল– ১. পলাতক গোলাম, যাবত না সে তার মনিবের কাছে ফিরে তার হাতে ধরা দেয়। ২. সেই নারী যার উপর তার স্বামী নারাজ, যাবত না সে তার স্বামীকে রাজী করে নেয়। ৩. মাতাল, যাবত না সে হুশে আসে। (শুআবুল ঈমান)

অন্য এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَلَمْ تَاْتِهٖ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب النكاح - باب اذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها. ورواه مسلم فى كتاب النكاح - باب تحريم امتناعها من فراش زوجها. واللفظ لمسلم.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, অর্থাৎ, যখন কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে, কিন্তু সে না আসে এবং তার ফলে স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত কাটায়, সেই স্ত্রীর প্রতি সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা অভিশাপ দিতে থাকে। এই রেওয়ায়েতের অন্য এক বর্ণনায় আছে- যে স্ত্রী তার স্বামীর বিছানা পরিত্যাগ করে রাত কাটায়, ফেরেশতাগণ সকাল পর্যন্ত তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُوْ اِمْرَاَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهَا فَتَاْبٰى عَلَيْهِ اِلَّا كَانَ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتّٰى يَرْضٰى عَنْهَا. رواه مسلم فى كتاب النكاح - باب تحريم امتناعها من فراش زوجها.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে আর সে তা অস্বীকার করে, তাহলে এ অবস্থায় স্বামী তার প্রতি খুশি না হওয়া পর্যন্ত আসমানে যিনি আছেন তিনি (অর্থাৎ, আল্লাহ পাক) তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন।

ফায়দা: এ হাদীছ থেকে স্পষ্টত বুঝা গেল স্বামীকে সন্তুষ্ট করা ব্যতীত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যায় না।

www.maktabatulabrar.com

সন্তানাদি লালন-পালনের ফযীলত

মাতা-পিতা স্বভাবজাত তাগিদে তাদের সন্তানাদিকে লালন-পালন করে থাকেন। তবুও আল্লাহ পাক সন্তানাদিকে লালন-পালন ও তাদেরকে প্রতিপালনের দায়িত্ব অর্পন করেছেন এবং এ দায়িত্ব পালনের জন্য ফযীলত রেখেছেন। মাতা-পিতা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত এ দায়িত্ব পালনের নিয়তে সন্তানাদি লালন-পালন করলে স্বভাবজাত তাগিদে কৃত এ কাজের জন্যও ফযীলত অর্জন করবেন। এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ عَائِشَةَ رضـ دَخَلَتْ اِمْرَاَةٌ مَعَهَا اِبْنَتَانِ لَهَا تَسْاَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِىْ شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَاَعْطَيْتُهَا اِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ اِبْنَتَيْهَا وَلَمْ تَاْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اُبْتُلِىَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْئٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الزكوة - باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، ورواه مسلم فى كتاب البر والصلة والادب - باب فضل الاحسان الى البنات. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন যে, একদা এক মহিলা আমার নিকট এল। তার সঙ্গে ছিল তার দুই কন্যা। সে কিছু ভিক্ষা চাইল। তখন আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া কিছুই ছিল না। আমি তাকে তা-ই দিলাম। সে খেজুরটি উভয় কন্যার মাঝে ভাগ করে দিল এবং নিজে তা থেকে কিছুই খেল না। তারপর সে উঠে চলে গেল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবেশ করলেন। আমি তাঁকে ঘটনাটি জানালাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, যে এই সমস্ত কন্যাদের ব্যাপারে কোনো সমস্যায় পড়েছে, এই কন্যাগণ তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। (বোখারী ও মুসলিম)

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تَبْلُغَا جَآءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَنَا وَهُوَ

www.maktabatulabrar.com

وَضَمَّ اَصَابِعَهُ. رواه مسلم فى كتاب البر والصلة والادب - باب فضل الاحسان الى البنات.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দু'টো কন্যার বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন-পালনের দায়িত্ব পালন করবে, আমি ও সেই ব্যক্তি কেয়ামতের দিন এ ভাবে একত্রে উপস্থিত হব। তিনি নিজের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন (যে, এভাবে মিলিত থাকব)। [মুসলিম]

তিরমিযী শরীফ[১]–এর এক রেওয়ায়েতে দুই কন্যা লালন-পালনের বিনিময়েও জান্নাত লাভের কথা বলা হয়েছে। মুসনাদে আহমদের এক রেওয়ায়েতে[২] এসেছে– বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত জাবের ইব্নে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন যে, এক সাহাবী দুজন কন্যা লালন-পালনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুজন লালন-পালনের বিনিময়েও জান্নাত অর্জিত হওয়ার কথা বলেন। সাহাবী হযরত জাবের ইব্নে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, কেউ কেউ মনে করল একজনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, হাঁ এক কন্যা লালন-পালনের বিনিময়েও জান্নাত অর্জিত হবে।

ইয়াতীম লালন-পালনের ফযীলত

ইয়াতীম লালন-পালন একটি অত্যন্ত ফযীলতের কাজ। হাদীছ শরীফে ইয়াতীম লালন-পালনের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِى الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِاِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الادب - باب فضل من يعول يتيما، ورواه مسلم فى كتاب الزهد - فضل الاحسان. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত সাহ্ল ইব্নে সাআদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি ও ইয়াতীমের

১. ترمذى ابواب البر والصلة - باب ما جاء فى النفقة على البنات

২. مسند احمد حديث رقم ١٤١٨١

দায়িত্ব বহনকারী জান্নাতে এরূপ থাকব। এ কথা বলে তিনি নিজের শাহাদাত আঙ্গুল ও মধ্যমা আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন (যে, এভাবে মিলিত থাকব)। [বোখারী ও মুসলিম]

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَسَحَ رَاْسَ يَتِيْمٍ لَمْ يَمْسَحْهُ اِلَّا لِلّٰهِ كَانَ لَهٗ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهٗ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ اَحْسَنَ اِلٰى يَتِيْمَةٍ اَوْ يَتِيْمٍ عِنْدَهٗ كُنْتُ اَنَا وَهُوَ فِى الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَفَرَّقَ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى.

رواه احمد فى مسنده حديث رقم٢٢٠٥٣، واسناده حسن كذا فى هامشه. وفى فتح البارى (١١: ١٥٥) اسناده ضعيف.

অর্থাৎ, হযরত আবূ উমামা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাবে, যে সমস্ত চুলের উপর দিয়ে তার হাত অতিক্রম করবে তার প্রতিটির বিনিময়ে তার জন্য ছওয়াব লেখা হবে। আর যে ব্যক্তি তার তত্তাবধানে লালিত-পালিত ইয়াতীম বালক-বালিকার সঙ্গে ভাল আচরণ করবে আমি ও সে ব্যক্তি জান্নাতে এ দুই আঙ্গুলের মত (মিলিত) থাকব। এই বলে তিনি নিজের শাহাদাত আঙ্গুল ও মধ্যমা আঙ্গুল মিলালেন তবে দুটোর মধ্যে একটু ফাঁক রাখলেন। (মুসনাদে আহমদ)

ফায়দা: পূর্বের হাদীছে ইয়াতীম লালন-পালনকারী ও ইয়াতীমের প্রতি সদ্ব্যবহারকারী এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জান্নাতে একত্রে থাকার কথা বোঝানোর জন্য দুটো আঙ্গুল মিলিতভাবে দেখানো হয়েছে যার দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, ইয়াতীম লালন-পালনকারী ও ইয়াতীমের প্রতি সদ্ব্যবহারকারী এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জান্নাতে অবস্থান পাশাপাশি হবে। আর এ হাদীছে দুটো আঙ্গুলের মাঝে সামান্য ফাঁক রেখে বোঝানো হয়েছে যে, ইয়াতীম লালন-পালনকারী ও ইয়াতীমের প্রতি সদ্ব্যবহারকারী এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জান্নাতে অবস্থান পাশাপাশি হবে তবে মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য থাকবে।

www.maktabatulabrar.com

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে–

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَجُلًا شَكَا اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْوَةَ قَلْبِهٖ قَالَ: اِمْسَحْ رَاْسَ الْيَتِيْمِ وَاَطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ. رواه احمد فى مسنده حديث رقم ٨٩٩٥ واسناده حسن كما فى فتح البارى (١١: ١٥٥). وصححه المنذرى فى الترغيب والهيثمى فى مجمع الزوائد.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি নবী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তার অন্তর কঠিন হওয়ার বিষয়ে অভিযোগ জানাল। তিনি বললেন, ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও এবং মিসকীনকে খাবার দাও। (মুসনাদে আহমদ)

সন্তানাদির মৃত্যুতে সবরের ফযীলত

মানুষের মৃত্যু একটি স্বাভাবিক বিষয়। সেমতে সন্তানাদির মৃত্যুও স্বাভাবিক নিয়মের আওতাধীন একটা বিষয়। তথাপি সন্তানাদির মৃত্যুতে মাতা-পিতার কষ্ট হয় বিধায় আল্লাহ পাক মেহেরবানী পূর্বক এর কারণে মাতা-পিতাকে ছওয়াব প্রদান করে থাকেন। ঈমানের নেছবতে মু'মিনের যত ধরনের কষ্ট হয় তার সবটার জন্যই আল্লাহ পাক ছওয়াব রেখেছেন। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفّٰى لَهٗ ثَلٰثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ اِلَّا اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهٖ اِيَّاهُمْ. وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ فَقَالَتْ امْرَاَةٌ وَاثْنَانِ؟ قَالَ وَاثْنَانِ. رواه البخارى فى كتاب الجنائز - باب فضل من مات له فاحتسب.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে কোনো মুসলমানের তিন জন না-বালেগ সন্তান মারা যাবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন ঐ সন্তানদের প্রতি অনুগ্রহের কারণে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে– এ কথা বলার পর একজন মহিলা জিজ্ঞাসা করল ইয়া রসূলাল্লাহ! দুজন সন্তান মারা গেলে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, দু'জন মারা গেলেও। (বোখারী)

মুসনাদে আহমদে হযরত জাবের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে– তিনি (বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত জাবের [রা.]) বলেন, আল্লাহর কসম আমার ধারণা একজনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাই বলতেন, (যে, হাঁ একজন সন্তান মারা গেলেও তার বিনিময়ে জান্নাত অর্জিত হবে) (مسند احمد حديث رقم ١٤٢١٩ واسناده صحيح كذا فى هامشه)

সন্তানাদির জন্য সম্পদ রেখে যাওয়ার ফযীলত

হযরত সাআদ ইব্নে আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছের একাংশে আছে– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اِنَّكَ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَآءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ. الحديث. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الجنائز - باب رثاء النبى صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة، ورواه مسلم فى كتاب الوصية.

অর্থাৎ, তুমি তোমার ওয়ারিছদেরকে স্বচ্ছল রেখে যাবে– এটা উত্তম তার চেয়ে যে, তারা মানুষের কাছে হাত পাতবে। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা: এ হাদীছে সন্তানাদির জন্য সম্পদ উপার্জন করে রেখে যাওয়ার যে ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, সে ফযীলত তখনই পাপ্য হবে যখন হালাল উপায়ে সন্তানাদির জন্য উপার্জন করে রেখে যাওয়া হবে। হারাম ও অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে রেখে গেলে তার ভিত্তিতে কোনো ফযীলত অর্জিত হবে না। বরং তাতে হারাম উপার্জনের গোনাহ হবে।

হাসিমুখে সাক্ষাতের ফযীলত

ইসলামী মুআশারা তথা সমাজ-সামাজিকতায় পরস্পরে সৌহার্দ এবং সৌজন্যমূলক আচরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ফযীলতের বিষয়। সেমতে পরস্পরে দেখা-সাক্ষাতের সময় হাসিমুখে দেখা-সাক্ষাতের মাধ্যমে পারস্পরিক সৌহার্দ বিনিময়ও একটি ফযীলতের বিষয়। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ، وَاِنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ اَنْ تَلْقٰى اَخَاكَ

بِوَجْهٍ طَلِقٍ، وَاَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِىْ اِنَاءِ اَخِيْكَ. رواه احمد فى مسنده حديث رقم ١٤٦٤٤ واسناده صحيح كذا فى هامشه، ورواه الترمذى فى ابواب البر والصلة - باب ما جاء فى طلاقة الوجه وحسن البشر وقال: هذا حديث حسن صحيح. واللفظ للترمذى.

অর্থাৎ, হযরত জাবের (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেকটি ভাল কাজ সদকা স্বরূপ। আর এটিও ভাল কাজের অন্তর্ভুক্ত যে, তুমি তোমার ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করবে হাসিমুখে এবং তোমার পাত্র থেকে তোমার ভাইয়ের পাত্রে কিছু ফেলবে। (মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী)

সালামের গুরুত্ব ও ফযীলত

সালামের গুরুত্ব

ইসলামে নিয়ম রাখা হয়েছে এক মুসলমান আর এক মুসলমানের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হলে সালাম দিবে এবং অপর জন তার জওয়াব দিবে। এ নিয়ম যে কত সুন্দর নিয়ম তা ব্যাখ্যা করে শেষ করা যায় না। সালামের মধ্যে শান্তির দুআ করা হয়। "আস্সালামু আলাইকুম"–এর অর্থ হল আপনাদের শান্তি হোক, আল্লাহ আপনাদেরকে শান্তি দান করুন, রহমত দান করুন। সালামের মাধ্যমে শান্তির দুআ করা হয়। এর চেয়ে ভাল দুআ আর কী হতে পারে? শান্তির চেয়ে বড় কিছু কাম্য নেই। আমরা সবকিছুতে শান্তি চাই, জীবনের সব ক্ষেত্রে শান্তি চাই। দুনিয়াতেও শান্তি চাই, আখেরাতেও শান্তি চাই। প্রত্যেকটা পদে পদে শান্তি চাই। সালামের মধ্যে এরই দুআ করা হয়। তাই এর চেয়ে উত্তম দুআ আর হতে পারে না।

কোনো মুসলমান যখন সালামের অর্থ বুঝে অন্তর থেকে সালাম দিবেন, আর যিনি সালাম গ্রহণ করবেন তিনি অর্থ বুঝে সালাম গ্রহণ করবেন, তখন উভয়ের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি হবে। যিনি সালাম গ্রহণ করবেন তিনি বুঝবেন যে, ইনি আমার কত কল্যাণকামী যে, আমার জন্য শান্তি কামনা করছেন! তখন জওয়াব দেওয়ার সময় তার মুখ থেকে আবেগের সঙ্গে, যত্নের সঙ্গে সালামের জওয়াব বের হয়ে আসবে। যিনি সালাম দিবেন তিনিও বুঝবেন যে, আমি তার জন্য দুআ করছি। তার মুখ থেকেও আবেগের সঙ্গে ও যত্নের সঙ্গে সালাম বের হবে। আমরা যারা

www.maktabatulabrar.com

সালাম দেই, তারা সালাম বুঝে দেই না, এজন্য সালাম বলার মধ্যে কোনো আবেগ থাকে না, সালাম উচ্চারণের মধ্যেও কোনো যত্ন থাকে না। আবার যারা সালাম নেই তারাও বুঝে নেই না, এজন্য সালামের জওয়াব দেওয়ার মধ্যেও কোনো আবেগ, কোনো যত্ন থাকে না। তাই সালাম দেওয়ার সময়ও সহীহ শুদ্ধ করে সুন্দরভাবে দেওয়া হয় না, জওয়াবটাও সহীহ শুদ্ধ করে সুন্দরভাবে দেওয়া হয় না।

নিম্নে সালামের কয়েকটি ফযীলত বর্ণনা করা হল।

সালামের ফযীলত

সালামের বহু ও ফযীলত রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নে বিশেষ কয়েকটি ফযীলত বর্ণনা করা হল। সালামের একটি ফযীলত হল–

সালাম একটি উত্তম আমল

ইসলামে সালাম একটি উত্তম আমল হিসাবে পরিগণিত। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَاُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَّمْ تَعْرِفْ. رواه البخارى فى كتاب الايمان - باب افشاء السلام من الاسلام.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আম্র (রা.) বলেন যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, ইসলামের কোন্ আমল উত্তম? তিনি বললেন, (অভুক্তকে) খানা খাওয়ানো এবং পরিচিত- অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে সালাম করা। (বোখারী)

সালামে কম পক্ষে দশ নেকী

সালামের আর একটি বিশেষ ফযীলত হল– সালাম দ্বারা কম পক্ষে দশটি নেকী পাওয়া যায়। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضـ اَنَّ رَجُلًا جَآءَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى

www.maktabatulabrar.com

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَشْرٌ. ثُمَّ جَآءَ اٰخَرُ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ عِشْرُوْنَ. ثُمَّ جَآءَ اٰخَرُ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ ثَلٰثُوْنَ. رواه الترمذى فى ابواب الاستيذان والادب - باب ما ذكر فى فضل السلام وقال: هذا حديث حسن غريب، ورواه ابو داود فى كتاب الادب- باب كيف السلام.

অর্থাৎ, হযরত ইমরান ইব্নে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একদা এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসল এবং বলল, 'আসসালামু আলাইকুম'। তিনি তার সালামের জওয়াব দিলেন। অতঃপর সে বসে পড়ল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, (এ লোকটির জন্য) দশ নেকী (লেখা হয়েছে)। তারপর আর এক ব্যক্তি আসল এবং বলল, 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ'। তিনি তার সালামের জওয়াব দিলেন। অতঃপর সে বসে পড়ল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, (এ লোকটির জন্য) বিশ নেকী (লেখা হয়েছে)। তারপর আর এক ব্যক্তি আসল এবং বলল, 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ'। তিনি তার সালামের জওয়াব দিলেন। অতঃপর সে বসে পড়ল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, (এ লোকটির জন্য) ত্রিশ নেকী (লেখা হয়েছে)।[১] (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)

সালাম পারস্পরিক মহব্বত বৃদ্ধি ও জান্নাত লাভের উপায়

সালামের আর একটি বিশেষ ফযীলত হল– সালাম দ্বারা পারস্পরিক মহব্বত-ভালবাসা বৃদ্ধি পায় এবং এটা জান্নাত লাভের ওছীলা হয়। হাদীছে পাকে ইরশাদ হয়েছে–

---

১. উল্লেখ্য– ইমাম আবূ দাউদ উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনা করার পর আর এক সনদে 'ওয়া বারাকাতুহ'–এর পর 'ওয়া মাগফিরাতুহু' বৃদ্ধি করার বর্ণনা পেশ করেছেন, কিন্তু সে সনদটি জয়ীফ। বরং মুয়াত্তা মালেকের এক রেওয়ায়েতে আছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ اِنَّ السَّلَامَ اِنْتَهٰى اِلَى الْبَرَكَةِ. رواه مالك فى الموطا - فى العمل فى السلام.

অর্থাৎ, হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.) বলেন, সালাম 'বারাকাত' পর্যন্ত যেয়ে শেষ। (মুয়াত্তা মালেক)। এ রেওয়ায়েতে বোঝানো হয়েছে যে, সালামে "ওয়া বারাকাতুহু" থেকে আর বেশী শব্দ যোগ করা মুনাছেব নয়।

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِيَدِهٖ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا، وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا، اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ - اَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. رواه الترمذی فی ابواب الاستیذان والادب - باب ما جاء فی افشاء السلام، وقال: هذا حدیث حسن صحیح.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে। আর তোমরা ঈমানদার গণ্য হবে না, যতক্ষণ না তোমরা একে অপরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলব না যা করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে? (অবশ্যই বলব, আর তা হল–) তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচলন ঘটাবে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : এ হাদীছে সালামের বিস্তার ঘটাতে তথা সালামের ব্যাপক প্রচলন ঘটাতে বলা হয়েছে। বেশী বেশী সালাম দিলেই সালামের বিস্তার ঘটবে তথা সালামের ব্যাপক প্রচলন ঘটবে। অতএব এ হাদীছে বেশী হারে সালাম দিতে বলা হয়েছে।

সালাম দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জিত হয়

সালামের আর একটি বিশেষ ফযীলত হল– সালাম দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জিত হয়। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاللّٰهِ تَعَالٰى مَنْ بَدَاَهُمْ بِالسَّلَامِ. رواه الترمذی فی ابواب الاستیذان والاداب - باب ما جاء فی فضل الذی یبدأ بالسلام، وقال: هذا حدیث حسن، ورواه ابو داود فی کتاب الادب - باب فی فضل من بدأ بالسلام. واللفظ لابی داود.

অর্থাৎ, হযরত আবূ উমামা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত যে প্রথমে সালাম করে। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)

www.maktabatulabrar.com

ব্যাখ্যা: এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে যদি উভয়ে অবস্থানগতভাবে সমান থাকে, তাহলে আগে সালাম প্রদানকারীর এই ফযীলত। অর্থাৎ, উভয়ে আরোহী বা উভয়ে পথচারী। অন্যথায় আরোহী পথচারীকে সালাম করবে, আগমনকারী অবস্থানকারীকে সালাম করবে ইত্যাদি।

সালাম দ্বারা বরকত অর্জিত হয়

সালামের আর একটি বিশেষ ফযীলত হল– সালাম দ্বারা নিজের ও নিজের পরিবারের যিন্দেগীতে বরকত অর্জিত হয়। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ لِیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بُنَیَّ! اِذَا دَخَلْتَ عَلٰى اَهْلِكَ فَسَلِّمْ، يَكُوْنُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلٰى اَهْلِ بَيْتِكَ. رواه الترمذی فی ابواب الاستیذان والادب - باب ما جاء فی التسلیم اذا دخل بیته، وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আমাকে লক্ষ্য করে) বলেছেন, হে বৎস! যখন তুমি (ঘরে) পরিজনের কাছে যাবে তখন সালাম দিবে। এতে তোমার ও তোমার পরিবারের জন্য বরকত হবে। (তিরমিযী)

সালামের ফযীলত সম্পর্কিত এই দীর্ঘ আলোচনার সারকথা হল– সালামের বিশেষ ফযীলত ৬ টি। যথা–

১. সালাম একটি উত্তম আমল।
২. সালামে কম পক্ষে দশ নেকী।
৩. সালাম দ্বারা পারস্পরিক মহব্বত বৃদ্ধি পায়।
৪. সালাম জান্নাত লাভের উপায়।
৫. সালাম দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জিত হয়।
৬. সালাম দ্বারা বরকত অর্জিত হয়।

বেশী বেশী সালাম করার ফযীলত

নিম্নোক্ত হাদীছে বেশী বেশী সালাম করার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِیْ مَالِكٍ اَلْاَشْعَرِیِّ رضـ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ فِی الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرٰى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا،

اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِمَنْ اَطْعَمَ الطَّعَامَ وَاَفْشَى السَّلَامَ وَصَلّٰى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. رواه ابن حبان فى صحيحه حديث رقم ٥٥٠.

অর্থাৎ, হযরত আবূ মালেক আশআরী (রা.) বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে এমন কিছু (সুন্দর) কক্ষ আছে যার ভিতর থেকে বার দেখা যায় আর বার থেকে ভিতর দেখা যায়। আল্লাহ সেগুলো ঐসব লোকদের জন্য তৈরী করেছেন, যারা মেহমানদারী করে, বেশী বেশী সালাম করে এবং রাতের বেলায় নামায পড়ে যখন অন্য মানুষ নিদ্রিত থাকে। (সহীহ ইব্নে হিব্বান)

মুসাফাহার ফযীলত

"মুসাফাহা" অর্থ দু'জনের হাত মিলানো। উভয়ের উভয় হাত দ্বারা মুসাফাহা সম্পন্ন করা নিয়ম। ইসলামী মুআশারা তথা ইসলামী সমাজ-সামাজিকতায় মুসাফাহাও পারস্পরিক সৌহার্দ বিনিময়ের একটি আমল। এ আমলের বিশেষ দু'টো ফযীলত রয়েছে। ১. এর দ্বারা গোনাহ মাফ হয়। ২. এর দ্বারা অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হয়। নিম্নে এ দু'টো বিষয়ের হাদীছ পেশ করা হল।

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ الْبَرَآءِ بْنِ عَازِبٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ اِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ اَنْ يَّتَفَرَّقَا.

رواه احمد فى مسنده حديث رقم ١٨٤٥٦ واسناده حسن،كذا فى هامشه. و رواه ابو داود فى الادب - باب فى المصافحة. ورواه الترمذى فى ابواب الاستيذان والاداب - باب ما جاء فى المصافحة وقال: هذا حديث حسن غريب.

অর্থাৎ, হযরত বারা' ইব্নে আযেব (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন দুজন মুসলমানের পরস্পর সাক্ষাত হয় এবং তাআ মুসাফাহা করে, পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের উভয়ের গোনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। (মুসনাদে আহমদ, আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে–

عَنِ الْبَرَآءِ بْنِ عَازِبٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ صَلّٰى اَرْبَعًا قَبْلَ الْهَاجِرَةِ فَكَاَنَّمَا صَلَّاهُنَّ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَالْمُسْلِمَانِ اِذَا تَصَافَحَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمَا ذَنْبٌ اِلَّا سَقَطَ. رواه البيهقى فى شعب الايمان فى فصل فى المصافحة والمعانقة عند الالتقاء حديث رقم ٨٩٥٥.

অর্থাৎ, বারা' ইবনে আযেব (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দ্বিপ্রহরের পূর্বে চার রাকআত নামায আদায় করল সে যেন তা কদরের রাতে আদায় করল। আর দুজন মুসলমান যখন পরস্পর মুসাফাহা করে, তখন তাদের সমস্ত গোনাহ ঝরে যায়, ফলে কোনো গোনাহই আর অবশিষ্ট থাকে না। (শুআবুল ঈমান)

আর এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ عَطَآءِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُرَاسَانِىِّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَافَحُوْا يَذْهَبِ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوْا تَذْهَبِ الشَّحْنَآءُ. رواه مالك فى الموطا - فى ما جاء فى المهاجرة.

অর্থাৎ, হযরত আতা ইব্নে আব্দুল্লাহ খোরাসানী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা পরস্পর মুসাফাহা কর, এতে অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হয়ে যাবে। আর পরস্পরের মধ্যে হাদিয়া আদান-প্রদান কর, এতে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। (মুয়াত্তা মালেক)

মাতা-পিতার খেদমতের গুরুত্ব ও ফযীলত

বান্দার হকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হক হল পিতা-মাতার হক। কুরআনে কারীমে বহু আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজের হকের কথা উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে পিতা-মাতার হকের কথাও উল্লেখ করেছেন। দুটো কথাকে পাশাপাশি এক সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। যেমন– এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا.

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের জন্য বিধান দিয়েছেন যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না, আর পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। (বানী ইসরাঈল: ২৩)

www.maktabatulabrar.com

পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার অর্থ হল পিতা-মাতার হক বা তাদের অধিকার আদায় করা। এই আয়াতে আল্লাহ পাক দুটো কথাকে পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন। একটা হল আল্লাহর ইবাদত কর। এটা হল আল্লাহর হক। তারপর বলা হয়েছে পিতা-মাতার হক আদায় কর। এ দুটো কথাকে পাশাপাশি বলার উদ্দেশ্য হল একথা বোঝানো যে, আল্লাহর হক আদায় করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, পিতা-মাতার হক আদায় করাও তার কাছাকাছি গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর হক আদায় না করলে যেমন নাজাত পাওয়া যাবে না, পিতা-মাতার হক আদায় না করলেও নাজাত পাওয়া যাবে না। আল্লাহর হক আদায় না করলে যেমন আল্লাহ নারাজ হবেন, পিতা-মাতার হক আদায় না করলেও আল্লাহ নারাজ হবেন।

পিতা-মাতার হক আদায় করার ক্ষেত্রে দু'টো বিষয় লক্ষ্যণীয়। এক হল– তাদের খেদমতের গুরুত্ব, আর এক হল– তাঁদের খেদমতের ফযীলত। নিম্নে দু'টি বিষয় সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা পেশ করা হল।

মাতা-পিতার খেদমতের গুরুত্ব

মাতা-পিতার খেদমতের গুরুত্ব দুই দিক থেকে। এক হল তাঁরা খেদমত পাওয়ার সবচেয়ে বেশী হকদার। দ্বিতীয় হল তাঁদের খেদমতের হক তাঁদের মৃত্যুর পরও বহাল থাকে। নিম্নে এই দুই দিক সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হল।

মাতা-পিতা সৌজন্যমূলক ব্যবহার পাওয়ার সবেচেয়ে বেশী হকদার

হাদীছে পাকে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَنْ اَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قَالَ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ اَبُوْكَ. وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ اَبُوْكَ ثُمَّ اَدْنَاكَ. رواه مسلم اول كتاب البر والصلة والادب.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, একদা এক ব্যক্তি আরয করল ইয়া রসূলাল্লাহ! কে সর্বাপেক্ষা আমার অধিক সৌজন্যমূলক ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী? তিনি বললেন, তোমার মাতা। তারপর তোমার মাতা। তারপর তোমার মাতা। তারপর তোমার পিতা। অপর এক

বর্ণনায় এসেছে– তিনি বললেন, তোমার মাতা, তারপর তোমার মাতা, তারপর তোমার মাতা, তারপর তোমার পিতা। তারপর (পর্যায়ক্রমে) তোমার নিকটতম ব্যক্তিবর্গ। (মুসলিম)

মৃত্যুর পরও পিতা-মাতার অধিকার বহাল থাকে

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ السَّاعِدِىِّ رضـ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَائَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! هَلْ بَقِىَ مِنْ بِرِّ اَبَوَىَّ شَيْئٌ اَبُرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ نَعَمْ اَلصَّلٰوةُ عَلَيْهِمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَاِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ اَلَّتِىْ لَا تُوْصَلُ اِلَّا بِهِمَا وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا. رواه ابو داود فى كتاب الادب - باب فى بر الوالدين.

অর্থাৎ, হযরত আবূ উছায়দ আছ-ছাইদী (রা.) বলেন যে, একদা আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছিলাম। এমন সময় বনু সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও কি তাদের প্রতি সদাচারণ করার কোনো কিছু আমার জন্য অবশিষ্ট আছে? তিনি বললেন, হাঁ, তাদের জন্য দুআ ও ইস্তিগফার করা, তাদের মৃত্যুর পর তাদের কৃত অঙ্গিকার পুরণ করা, শুধু তাদের সন্তুষ্টির জন্যই (তাদের) আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। (আবূ দাউদ)

ফায়দা: এ হাদীছে পিতা-মাতার ইন্তেকালের পর তাদের ৩টি অধিকার বহাল থাকার কথা বলা হয়েছে। যথা–

১. তাদের জন্য দুআ ও ইস্তিগফার করা।
২. তাদের কৃত অঙ্গিকার তথা তাদের কৃত ওয়াদা ও জায়েয অসিয়ত পুরণ করা।
৩. তাদের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

www.maktabatulabrar.com

আর তাদের জীবদ্দশায় তাদের যে সমস্ত হক বা অধিকার রয়েছে। সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য "আহকামে যিন্দেগী" কিতাবখানি পাঠ করা যেতে পারে। সংক্ষেপে সে অধিকারগুলো হল–

১. পিতা-মাতার প্রয়োজনে তাঁদের ভরণ-পোষণ দেওয়া।
২. প্রয়োজন হলে মাতা-পিতার খেদমত করা।
৩. মাতা-পিতা ডাকলে তাদের ডাকে সাড়া দেওয়া এবং হাজির হওয়া।
৪. পিতা-মাতার হুকুম মান্য করা ওয়াজিব, যদি কোনো পাপের বিষয়ে হুকুম না হয়।
৫. পিতা-মাতার সঙ্গে সম্প্রীতি ও ভক্তির সঙ্গে নম্রভাবে কথা বলা আদব।
৬. কথায়, কাজে ও আচার-আচরণে পিতা-মাতার আদব-সম্মান রক্ষা করা।
৭. কোনোভাবে তাঁদেরকে কষ্ট না দেওয়া। তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হারাম।
৮. নিজের জন্য যখনই দুআ করা হবে, তখনই পিতা-মাতার মাগফেরাতের জন্য, তাঁদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমতের জন্য এবং তাঁদের মুশকিল আছান ও কষ্ট দূর হওয়ার জন্য দুআ করা।

মাতা-পিতার খেদমতের ফযীলত

মাতা-পিতার খেদমতের গুরুত্ব যেমন বেশী, তেমনি তাঁদের খেদমতের ফযীলতও অনেক। নিম্নে তাঁদের খেদমতের বিশেষ বিশেষ ফযীলতসমূহের বর্ণনা পেশ করা হল।

মাতা-পিতার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি

মাতা-পিতার খেদমতের একটি বিশেষ ফযীলত হল– তাঁদের খেদমতের দ্বারা আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رِضَى الرَّبِّ فِىْ رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِىْ سَخَطِ الْوَالِدِ.

رواه الترمذى فى ابواب البر والصلة - باب ما جاء من الفضل فى رضا الوالدين.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আম্‌র (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং পিতা-মাতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি নিহিত। (তিরমিযী)

www.maktabatulabrar.com

ফায়দা: এ হাদীছ থেকে বুঝা যায় পিতা-মাতাকে অসন্তুষ্ট রেখে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যাবে না। অতএব খেদমত ও আনুগত্যের মাধ্যমে পিতা– মাতাকে সন্তুষ্ট করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মাতা-পিতার খেদমতে আল্লাহ তাআলা খুশী হন এবং তার ওছীলায় দুনিয়াতেও খেদমতকারীর অনেক উপকার হয়। তার একটি ঘটনা শুনুন। ঘটনাটি বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।[১] রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, পূর্বের যুগে একবার কিছু লোক কোথাও সফরে বের হল। রাত্র যাপনের জন্য তারা একটি পাহাড়ী গুহায় আশ্রয় নিল। তারা গুহায় প্রবেশের পর বিরাট আকারের একটা পাথরখণ্ড গুহার মুখে এসে পড়ল। তাদের বের হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তারা পরামর্শ করল যে, আল্লাহ তাআলা উদ্ধার না করলে আমাদের এখান থেকে উদ্ধারের কোনো উপায় নেই। তাই আসুন আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের যার যে বিশেষ নেক আমল রয়েছে তার ওছীলা দিয়ে দুআ করি। তখন তাদের একজন দুআ করল হে আল্লাহ! আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিল। আমি কাজ শেষে রাতের বেলায় বাড়িতে ফিরে তাঁদেরকে আহার না করিয়ে কখনও নিজের পরিবার ও চাকর-নওকরদেরকে আহার প্রদান করতাম না। একদিন একটা বিষয় সন্ধান শেষে রাতে বাড়িতে ফিরতে আমার অনেক দেরী হল। এসে দেখি পিতা-মাতা ঘুমিয়ে গেছেন। আমি তাঁদের রাতের খাবারের জন্য দুধ দোহন করলাম। কিন্তু তাঁদের ঘুম ভাংগাতে আমার মনে চাইল না। দুধের পাত্র হাতে নিয়ে তাঁদের জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষায় ফজর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলাম। ফজরের সময় তাঁরা ঘুম থেকে জেগে সেই দুধ পান করলেন। হে আল্লাহ! আমি যদি তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এই কাজ করে থাকি, তাহলে এর ওছীলায় গুহার মুখ থেকে এই পাথরকে অপসারণ করে দাও। তখন পাথরখণ্ড কিছুটা সরে গেল। কিন্তু তাদের বের হতে পারার মত নয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অপর একজন দুআ করল হে আল্লাহ! আমার এক চাচাতো বোন ছিল। সে ছিল আমার কাছে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রিয়। আমি তার থেকে মনস্কামনা পূর্ণ করতে চাইলাম। কিন্তু সে তাতে সম্মত হল না। তার পর এক সময় তারা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে আমার কাছে কিছু সাহায্যের জন্য আসল।

১. رواه البخارى فى كتاب الانبياء - باب حديث الغار. ورواه مسلم فى كتاب الذكر ॥ باب قصة اصحاب الغار.

আমি তাকে একশত বিশ দীনার দান করলাম এই শর্তে যে, সে আমাকে তার থেকে মনস্কামনা পূর্ণ করতে দিবে। সে শর্তে রাজি হল। যখন আমি মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য তার উপর আরোহণ করেছি, তখন সে বলল, (হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় কর।) তোমার জন্য তো এটা হালাল হচ্ছে না। তখন আমি তার উপর পতিত হওয়া থেকে দূরে সরে এলাম। হে আল্লাহ! আমি যদি তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এই কাজ করে থাকি, তাহলে এর ওছীলায় গুহার মুখ থেকে এই পাথরকে অপসারণ কর। তখন পাথরখণ্ড আরও কিছুটা সরে গেল। কিন্তু তাতেও তারা বের হতে পারছিল না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আর একজন দুআ করল হে আল্লাহ! আমি একবার কয়েকজন মজদূর রেখেছিলাম। কাজ শেষে সকলেই নিজ নিজ প্রাপ্য মজুরি নিয়ে গেল। কিন্তু তাদের একজন তার মজুরি না নিয়েই চলে গেল। আমি তার মজুরিকে বর্দ্ধিত করতে থাকলাম। সেটা বেড়ে অনেক সম্পদে পরিণত হল। তার পর একদিন সে এসে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আমার মজুরি দিয়ে দিন। আমি বললাম এই উট, গরু, বকরী ও গোলাম যা দেখছ এ সবই তোমার, তুমি নিয়ে যাও। সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! উপহাস কর না। আমি বললাম, উপহাস নয় তোমার সেই মজুরিকে বর্দ্ধিত করেই এতটা বানিয়েছি। তখন সে উট, গরু ও বকরীর পাল ইত্যাদি সব হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। কিছুই রেখে গেল না। হে আল্লাহ! আমি যদি তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এই কাজ করে থাকি, তাহলে এর ওছীলায় গুহার মুখ থেকে এই পাথরকে অপসারণ কর। তখন পাথরখণ্ডের অবশিষ্টটুকুও সরে গেল। তারা গুহা থেকে উদ্ধার পেল।

ফায়দা: এ ঘটনা থেকে অনেকগুলো বিষয় শিক্ষণীয়। তার মধ্যে একটা বিশেষ শিক্ষণীয় হল মাতা-পিতার খেদমতে আল্লাহ তাআলা খুশী হন এবং তার কারণে দুনিয়াতেও বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করেন। এ ঘটনা থেকে আরও বুঝা গেল যে, নেক আমলের ওছীলা দিয়ে কোন দুআ করলে সেই দুআ কবূল হয়।

মাতা-পিতার খেদমত জান্নাত লাভের উপায়

মাতা-পিতার খেদমতের আর একটি বিশেষ ফযীলত হল– তাঁদের খেদমত দ্বারা জান্নাত অর্জন করা যায়। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

www.maktabatulabrar.com

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَغِمَ اَنْفُهُ رَغِمَ اَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُهُ. قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَهُ الْكِبَرَ اَحَدَهُمَا اَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ. رواه مسلم فى كتاب البر والصلة والادب - باب فضل صلة اصدقاء الاب والام ونحوهما.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তার নাক ধুলি ধুসরিত হোক! তার নাক ধুলি ধুসরিত হোক!! তার নাক ধুলি ধুসরিত হোক!!! জিজ্ঞাসা করা হল ইয়া রসূলাল্লাহ! কে সে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নিজের মাতা-পিতার কোনো একজনকে অথবা উভয়কে তাঁদের বার্ধক্য অবস্থায় পেল অথচ সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা: 'নাক ধুলি ধুসরিত হোক' কথাটি আরবের একটি প্রবচন। কোন কোন সময় এ বাক্যটি আদর-সোহাগের অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবার কখনও কখনও অসন্তুষ্টি ও ধ্বংসের তথা অভিশাপের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এই দ্বিতীয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। 'জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না' অর্থাৎ, জান্নাতে প্রবেশের অধিকার লাভ করার সুযোগ পেয়েও সে সেই অধিকার লাভ করতে পারল না।

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

قَالَ اَبُو الدَّرْدَآءِ رضـ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اَلْوَالِدُ اَوْسَطُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَاِنْ شِئْتَ فَاَضِعْ ذَالِكَ الْبَابَ اَوِ احْفَظْهُ. رواه الترمذى فى ابواب البر والصلة - باب ما جاء من الفضل فى رضا الوالدين.

অর্থাৎ, হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পিতা হল জান্নাতের দরজাগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম দরজা। এখন হয় তুমি সে দরজা নষ্ট করে দাও কিংবা তা সংরক্ষণ কর। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা: 'পিতা জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা'– এ কথার অর্থ হল পিতার সঙ্গে সদাচরণ ও তাঁর খেদমত জান্নাত লাভের উপায়।

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ اَنَّ جَاهِمَةَ رضـ جَآءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَرَدْتُ اَنْ اَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ اَسْتَشِيْرُكَ. فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ اُمٍّ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ: فَالْزِمْهَا، فَاِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا. رواه النسائى فى كتاب الجهاد - الرخصة فى التخلف لمن له والدة.

অর্থাৎ, হযরত মুআবিয়া ইব্নে জাহেমা আস-সুলামী বলেন যে, জাহেমা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি জেহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি, আমি আপনার সঙ্গে মাশওয়ারা করার জন্য এসেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মাতা আছেন কি? তিনি বললেন, জি হাঁ আছেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে তাঁর খেদমতে লেগে থাক। কেননা, জান্নাত তাঁর দুই পায়ের নিচে। (নাসায়ী)

ব্যাখ্যা: এ হাদীছে বলা হয়েছে 'মাতার দুই পায়ের নিচে জান্নাত'– এ কথার অর্থ হল মাতার সঙ্গে সদাচরণ ও তাঁর খেদমতের মাধ্যমে জান্নাত অর্জিত হবে।

মাতা-পিতার প্রতি দয়ার দৃষ্টিতে মাক্বূল হজ্জের ছওয়াব

মাতা-পিতার খেদমতের আর একটি বিশেষ ফযীলত হল– তাঁদের প্রতি দয়ার দৃষ্টি দিলে মাক্বূল হজ্জের ছওয়াব পাওয়া যায়। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ وَلَدٍ بَارٍّ يَنْظُرُ اِلَى وَالِدَيْهِ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُوْرَةً. قَالُوْا وَاِنْ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ نَعَمْ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاَطْيَبُ. رواه البيهقى فى شعب الايمان فى باب فى بر الوالدين. حديث رقم ٧٨٥٦.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোনো সদাচরণকারী সন্তান নিজ মাতা-পিতার প্রতি দয়ার দৃষ্টিতে তাকায়, তখন

www.maktabatulabrar.com

আল্লাহ তাআলা তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে তার আমলনামায় একটি 'মাকবূল হজ্জ' লিপিবদ্ধ করেন। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, যদি সে দৈনিক একশতবার দৃষ্টি দেয়? তিনি বললেন, হাঁ, আল্লাহ অতি মহান, অতি পবিত্র। (শুআবুল ঈমান)

মাতা-পিতার খেদমত দ্বারা বয়সে বরকত হয়

মাতা-পিতার খেদমতের আর একটি বিশেষ ফযীলত হল– তাঁদের খেদমত করলে জীবনের সময়ে বরকত হয়, ফলে অল্প সময়ে অনেক কাজ করা যায়, জীবনের সময়গুলো কাজে লাগে। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ طُوْبٰى لَهُ زَادَ اللّٰهُ فِىْ عُمُرِهِ. رواه الحاكم فى المستدرك حديث رقم ٧٤١٥ وقال صحيح الاسناد. ووافقه الذهبى فى التلخيص: صحيح.

অর্থাৎ, হযরত মুআয (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে (অর্থাৎ, তাদের হক আদায় করে) তার জন্য সু-সংবাদ। আল্লাহ তার বয়স বৃদ্ধি করে দেন। (অর্থাৎ, তার বয়সে বরকত দান করেন।) [মুস্তাদরকে হাকিম]

সারকথা পিতা-মাতার খেদমতের বিশেষ কয়েকটি ফযীলত হল–

* পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি।
* পিতা-মাতার খেদমত জান্নাত লাভের উপায়।
* পিতা-মাতার প্রতি দয়ার দৃষ্টিতে মাক্বূল হজ্জের ছওয়াব।
* পিতা-মাতার খেদমত দ্বারা বয়সে বরকত হয়।

পিতা-মাতার খেদমত বর্জন ও তাঁদের নাফরমানী করার খারাবী

পিতা-মাতার খেদমত যেমন গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত ফযীলতের আমল, তদ্রূপ পিতা-মাতার খেদমত বর্জন এবং তাঁদের নাফরমানীও অত্যন্ত খারাব। নিম্নে পিতা-মাতার খেদমত বর্জন এবং তাঁদের নাফরমানির বিশেষ তিনটা খারাবীর কথা বর্ণনা করা হল।

পিতা-মাতার খেদমত বর্জনকারী ও তাদের নাফরমান ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন

এ সম্পর্কে পূর্বে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رِضَى الرَّبِّ فِىْ رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِىْ سَخَطِ الْوَالِدِ. رواه الترمذى فى ابواب البر والصلة - باب ما جاء من الفضل فى رضا الوالدين.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং পিতা-মাতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি নিহিত। (তিরমিযী)

পিতা-মাতার খেদমত বর্জনকারী ও তাঁদের নাফরমান ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلٰثَةٌ لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ -اَلْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا اَعْطٰى. رواه النسائى فى كتاب الزكاة - المنان بما اعطى.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে ওমর (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না:– যারা পিতা-মাতার বিরুদ্ধাচরণকারী, যারা মদ পানকারী, আর যারা দান করে খোঁটা দেয়। (নাসায়ী)

পিতা-মাতার খেদমত বর্জনকারী ও তাঁদের নাফরমান ব্যক্তি পার্থিব জীবনেই শাস্তি পেয়ে যাবে

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ الذُّنُوْبِ يَغْفِرُ اللّٰهُ مِنْهَا مَا شَآءَ اِلَّا عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ فَاِنَّهٗ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهٖ فِى الْحَيٰوةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ. رواه البيهقى فى شعب الايمان - فصل فى عقوق الوالدين حديث رقم ٧٨٩٠. ورواه الترمذى فى اخر ابواب الزهد فى باب

www.maktabatulabrar.com

خال عن الترجمة، وقال: هذا حديث صحيح، ورواه ابن حبان فى صحيحه حديث رقم ٤٥٠، واللفظ للبيهقى.

অর্থাৎ, হযরত আবূ বকরা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক গুনাহ থেকে আল্লাহ যতটা ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। কিন্তু পিতা-মাতার নাফরমানী ব্যতিক্রম, (তা ক্ষমা করেন না।) তার শাস্তি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মৃত্যুর পূর্বে পার্থিব জীবনেই প্রদান করেন। (শুআবুল ঈমান, তিরমিযী ও সহীহ ইব্নে হিব্বান)

জুরায়জ–এর ঘটনা

পিতা-মাতার খেদমতে ত্রুটি করলে তার শাস্তি দুনিয়াতেই এসে যায়– এ সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য ঘটনা শুনুন। ঘটনাটি বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।[১] হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বয়ান করেছেন, বনী ইসরাঈলে জুরায়জ নামক একজন দরবেশ ছিল। সে তার আশ্রমে সর্বদা ইবাদতে মগ্ন থাকত। একদিন সে নামাযে রত ছিল, ইত্যবসরে তার মাতা কোন প্রয়োজনে তাকে ডাকল। সে নামাযের মধ্যে ভাবল এ মুহূর্তে নামায বহাল রাখব না কি নামায ছেড়ে দিয়ে মায়ের ডাকে সাড়া দিব। এই ভাবতে ভাবতে সে আর নামায ছাড়ল না। ডাকাডাকির পরও পুত্রের সাড়া না পেয়ে মা মনের কষ্টে বদ-দুআ দিল হে আল্লাহ! বেশ্যা মহিলার মুখোমুখী না করে জুরায়যের মৃত্যু দিও না। এরপরের ঘটনা। ঐ এলাকাতে একজন বেশ্যা ছিল। সে মনে মনে জুরায়জের সঙ্গে অপকর্মের চিন্তায় জুরায়জের কাছে এসে এ ব্যাপারে প্রস্তাব দিল। জুরায়য প্রস্তাব নাকচ করে দিল। বেশ্যা মনে মনে ভাবল তাকে ফাঁসাতে হবে। সে এক রাখালের সঙ্গে অপকর্মে জড়িত হল। তাতে এক সন্তান জন্ম নিল। অবশেষে সে মানুষকে জানাল যে, এ সন্তান জুরায়জের। লোকেরা জুরায়জের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে আশ্রম থেকে টেনে হেঁচড়ে নামিয়ে দিল। তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করল এবং তার আশ্রম ভেঙ্গে চুরমার করে দিল। জুরায়য উযূ করে নামায পড়ল। আল্লাহ পাকের কাছে দুআ করল। অবশেষে সেই শিশুটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল তোমার পিতা কে?

১. رواه البخارى فى آخر كتاب المظالم والقصاص، ورواه مسلم فى كتاب البر والصلة والادب.

আল্লাহর কুদরতে শিশুটির জবান খুলে গেল এবং সে জানাল যে, তার পিতা হল অমুক রাখাল। তখন জুরায়যের প্রতি ক্ষুব্ধ লোকেরা অনুতপ্ত হল এবং তার আশ্রমকে স্বর্ণ দিয়ে নির্মাণ করে দিতে চাইল। জুরায়জ বলল, না, মাটি দিয়ে বানিয়ে দিলেই যথেষ্ট।

আত্মীয়তা রক্ষা করার ফযীলত

আত্মীয়তা রক্ষা করা একদিকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আবার তা অনেক ফযীলতেরও। আত্মীয়তা রক্ষা করার ফয়ীলত বয়ান করে এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلرَّحِمُ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ اللّٰهُ مَنْ وَصَلَكَ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعْتُهُ. رواه البخارى فى كتاب الادب - باب من وصل وصله الله، ورواه الترمذى عمرو مطولا فى ابواب البر والصلة - باب ما جاء فى رحمة الناس وقال: هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, اَلرَّحِمُ তথা আত্মীয়তা হল اَلرَّحْمٰنُ তথা দয়াময় আল্লাহর একটি শাখা (অর্থাৎ, তা থেকে উদ্ভূত)। সেমতে আল্লাহ (اَلرَّحِمُ তথা আত্মীয়তাকে সম্বোধন করে) বলেছেন, যে তোমার সঙ্গে সুসম্পর্ক জুড়ে রাখবে আমিও তার সঙ্গে সুসম্পর্ক জুড়ে রাখব, আর যে তোমার তোমার সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিন্ন করবে আমিও তার সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিন্ন করব। (বোখারী ও তিরমিযী)

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّبْسَطَ لَهُ فِىْ رِزْقِهٖ اَوْيُنْسَاَ لَهُ فِىْ اَثَرِهٖ فَلْيَصِلْ رِحْمَهُ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب البيوع - باب من احب البسط فى الرزق، ورواه مسلم فى كتاب البر والصلة والادب - باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিজ জীবিকার বৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করে, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করে। (বোখারী ও মুসলিম)

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ ثَوْبَانَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزِيْدُ فِى الْعُمُرِ اِلَّا الْبِرُّ، وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ اِلَّا الدُّعَآءُ، وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيْئَةٍ يَعْمَلُهَا. رواه ابن ماجة فى باب فى القدر. والحديث حسن كذا فى الزوائد، ورواه الترمذى عن سلمان فى ابواب القدر - باب ما جاء لا يرد القدر الا الدعاء. وقال: هذا حديث حسن غريب. واللفظ لابن ماجة.

অর্থাৎ, হযরত ছওবান (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামম ইরশাদ করেছেন, দুআ ব্যতীত অন্য কিছু ভাগ্যকে ফিরাতে পারে না, নেক কাজ ব্যতীত অন্য কিছু বয়সকে বাড়াতে পারে না। আর মানুষ তার কৃত পাপের কারণে রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়। (ইবনে মাজা ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা: দুআ দ্বারা ভাগ্য পরিবর্তন হয়–এ কথার অর্থ হল যে ভাগ্য সম্পর্কে লেখা আছে যে দুআ করা হলে তা পরিবর্তন হবে সেগুলিরই পরিবর্তন হয়, নতুবা সব ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না। কিংবা এখানে দুআর ক্ষমতা বোঝানো হয়েছে যে, দুআর এমন ক্ষমতা যে, তা ভাগ্যকে পর্যন্ত পরিবর্তন করে দিতে পারে।

তদ্রূপ বয়স বাড়ার ক্ষেত্রেও ব্যাখ্যা এই যে, যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এরূপ লেখা থাকে যে, অমুক নেক আমল করলে তার বয়স বৃদ্ধি পাবে, সে ক্ষেত্রে সেই নেক আমলের দ্বারা তার বয়স বৃদ্ধি পাবে। কিংবা এখানে বয়স বৃদ্ধি পাওয়া দ্বারা বয়সের মধ্যে বরকত হওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে। নেক আমল দ্বারা যিন্দেগীর সময়ে বরকত হয়ে থাকে।

আত্মীয়তা রক্ষা না করার গোনাহ ও শাস্তি

আত্মীয়তা রক্ষা করা যেমন ফযীলতের বিষয়, তদ্রূপ আত্মীয়তা রক্ষা না করা কঠিন গোনাহ ও শাস্তির বিষয়। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضـ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الادب - باب اثم القاطع، ورواه مسلم فى كتاب البر والصلة والادب - باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, হযরত জুবায়ের ইবনে মুত্ইম (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বোখারী ও মুসলিম)

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার খারাবী বয়ান করে অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, এর কারণে দুনিয়াতেই শাস্তি এসে যেতে পারে। বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِیْ بَكْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ ذَنْبٍ اَجْدَرُ اَنْ يُّعَجِّلَ اللّٰهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِى الدُّنْيَا مَعَ مَا يُدَّخَرُ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ. رواه الترمذى فى آخر ابواب الزهد - فى باب خال عن الترجمة وقال: هذا حديث صحيح.

অর্থাৎ, হযরত আবূ বকরা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, অত্যাচার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার চেয়ে আর কোনো পাপ এর বেশি যোগ্য নয় যে, পরকালের শাস্তির সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়াতেও আল্লাহ তার শাস্তি দিয়ে দিবেন। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা: অত্যাচার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার পাপ এত জঘন্ন হওয়ার কারণ হল এর দ্বারা মানুষকে কষ্ট দেওয়া হয়। (لمعات)

অতিথিপরায়ণতার গুরুত্ব ও ফযীলত

অতিথিপরায়ণতা মূলত একটি মনের চরিত্র। মেহমানকে শুধু পর্যাপ্ত আপ্যায়ন করানোর নাম অতিথিপরায়ণতা নয়, বরং সাধ্য অনুযায়ী মেহমানকে আপ্যায়ন তো রয়েছেই, সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্লচিত্তে এবং বিকশিত মনে মেহমানকে গ্রহণ করা ও তার সঙ্গে সম্মানজনক আচরণ করাই হল সত্যিকার অতিথিপরায়ণতা।

মেহমান এলে আমার পানাহারে শরীক হবে, এভাবে আমার আর্থিক ক্ষতি হবে, ঝামেলা বাড়বে– এরূপ দুঃশ্চিন্তা পরিহার করা চাই। তাকদীরের বিশ্বাস অনুসারে মেহমান তারই হিস্যা ভোগ করবে, আমার নয়। তদুপরি আমি মেজবানের প্রতি মেহমানের হক বা অধিকার রয়েছে। এরূপ চিন্তা করলে আতিথ্যের জন্য মন সংকুচিত হবে না বরং বিকশিত হবে এবং এভাবে অতিথিপরায়ণতার চরিত্র সৃষ্টি হবে।

www.maktabatulabrar.com

অতিথিপরায়ণতা ও মেহমানদারীর গুরুত্ব বয়ান করে এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. الحديث. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الادب - باب من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذ جاره، ورواه مسلم فى كتاب الايمان - باب الحث على اكرام الجار والضيف.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ ও পরকালের প্রতি যার ঈমান আছে, সে যেন মেহমানের যত্ন নেয়। (বোখারী ও মুসলিম)

অতিথিপরায়ণতার ফযীলত বয়ান করে আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُعْبُدُوا الرَّحْمٰنَ، وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَاَفْشُوا السَّلَامَ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. رواه الترمذى فى ابواب الاطمعة - باب ما جاء فى فضل اطعام الطعام، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আম্র ইবনুল আস (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা দয়াময় আল্লাহর ইবাদত কর, (গরীব মিসকীনকে) খানা খাওয়াও (মেহমানদারীও এর অন্তর্ভুক্ত।) এবং বেশি বেশি সালাম প্রদান কর আর নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ কর। (তিরমিযী)

অতিথিপরায়ণতার ফযীলত বয়ান করে অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَاُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَّمْ تَعْرِفْ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الايمان - باب اطعام الطعام من الاسلام، ورواه مسلم فى كتاب الايمان - باب بيان تفاضل الاسلام واى اموره افضل.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আম্র ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল– ইসলামের কোন্ আমল সবচেয়ে উত্তম? তিনি ইরশাদ করলেন, খানা খাওয়াবে এবং পরিচিত অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে সালাম দিবে। (বোখারী ও মুসলিম)

অতিথিপরায়ণতার ফযীলত বয়ান করে অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْعَرِيِّ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ فِى الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرٰى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِمَنْ اَطْعَمَ الطَّعَامَ وَاَفْشَى السَّلَامَ وَصَلّٰى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. رواه ابن حبان فى صحيحه حديث رقم ٥٥٠.

অর্থাৎ, হযরত আবূ মালেক আশআরী (রা.) বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে এমন কিছু (সুন্দর) কক্ষ আছে যার ভিতর থেকে বার দেখা যায় আর বার থেকে ভিতর দেখা যায়। আল্লাহ সেগুলো ঐসব লোকদের জন্য তৈরী করেছেন যারা মেহমানদারী করে, বেশী বেশী সালাম করে এবং রাতের বেলায় নামায পড়ে যখন অন্য সব মানুষ নিদ্রারত থাকে। (সহীহ ইব্নে হিব্বান)

এক আনসারী সাহাবীর অতিথিপরায়ণতা

অতিথিপরায়ণতাকে আল্লাহ তাআলা কতটা পছন্দ করেন তার একটি ঘটনা শুনুন। ঘটনাটি বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।[১] হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বয়ান করেন যে, একদা এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসল। সে তার প্রচণ্ড ক্ষুধা পাওয়ার কথা জানাল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবিদের কাছে খবর পাঠালেন ঘরে কোনো খাবার আছে কি না। ঘর থেকে জবাব এল পানি ব্যতীত ঘরে আর কোনো খাদ্য পানীয় নেই। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিলেন কেউ আছ কি এই লোকটাকে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করবে? তখন একজন আনসারী সাহাবী বললেন, আমি প্রস্তুত আছি

১. رواه البخارى فى المناقب - باب ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ورواه مسلم فى كتاب الاضاحى - باب اكرام الضيف وفضل ايثاره.

ইয়া রসূলাল্লাহ! এই বলে তিনি ঘরে গিয়ে বিবিকে বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর মেহমান নিয়ে এসেছি। বিবি জানাল– ঘরে বাচ্চাদের খাবার ব্যতীত আর কোনো খাবার নেই। তিনি বিবিকে বললেন, রাতের খাবার সময় হলে বাচ্চাদেরকে ঘুমিয়ে দিবে, বাতি নিভিয়ে দিবে, আর আমরা খাওয়ার ভান করে হাত নাড়াতে থাকব, ইত্যবসরে মেহমান তৃপ্তিভরে খেয়ে নিবে। তারা তাই করল– বাচ্চাদেরকে ঘুমিয়ে দিল, বিবি বাতি ঠিক করার বাহানায় তা নিভিয়ে দিল, আর মেহমানের সঙ্গে তারা হাত নাড়াতে থাকল। মেহমান মনে করল তারাও তার সঙ্গে খাচ্ছে। পরদিন সকালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত সাহাবীকে জানালেন আল্লাহ তাআলা তোমাদের ঘটনায় মুগ্ধ হয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে এই আয়াত নাযেল করেছেন–

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.

অর্থাৎ, তাঁরা নিজেদের (প্রয়োজনের) উপর (অন্যের প্রয়োজনকে) প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের অভাব ও প্রয়োজন থাকে। (সূরা হাশর : ৯)

উল্লেখ্য– উক্ত আনসারী সাহাবী ছিলেন হযরত আবূ তালহা (রা.), মতান্তরে হযরত ছাবেত ইব্নে কায়স (রা.), মতান্তরে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে রওয়াহা (রা.)।

অতিথিকে শুধু আপ্যায়ন নয়, সবভাবে অতিথির আরাম পৌঁছানো চাই। একটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে। একবার হযরত মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেব রায়পূরী (রহ.)–এর এক মুরীদ রায়পূর আসল। রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন সফরের কারণে ক্লান্ত-শ্রান্ত। তিনি ঘুমিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখলেন কে যেন তার পায়ের দিকে বসে ধীরে ধীরে তার পা দাবিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এমন সতর্কভাবে যেন তার ঘুম না ভাঙ্গে। তিনি ভাবলেন, হয়তো শায়খ কোনো খাদেমকে তার খেদমতের জন্য পাঠিয়ে থাকবেন। কিন্তু পরে গভীরভাবে তাকিয়ে দেখলেন যে, খেদমতকারী আর কেউ নয় স্বয়ং তার শায়খ হযরত মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেব রায়পূরী (রহ.)। তিনি ঘাবড়ে গিয়ে ধড়ফড় করে উঠে খাট থেকে নেমে নিচে বসে পড়লেন। বললেন, হযরত এটা কী গযব করছেন! হযরত রায়পূরী (রহ.) বললেন, একটু শুয়ে আরাম করুন। তিনি বললেন, হযরত মাফ করুন আপনি পা দাবিয়ে দিবেন আর আমি আরাম করব এমন আরাম থেকে আমি বিরত থাকতে চাই। (اکابر کا تقوی)

www.maktabatulabrar.com

সদ্ব্যবহার–এর ফযীলত

ইসলাম আপন-পর, ছোট-বড়, মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে, এমনকি অবলা প্রাণীর সঙ্গেও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে। কারও সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার অর্থ হল তার সঙ্গে যা করণীয় তা করা এবং তার হক বা অধিকার আদায় করা। তাই পিতা-মাতার অধিকার থেকে শুরু করে জীব-জন্তুর অধিকার পর্যন্ত সব কিছু রক্ষা ও আদায় করা এই সদ্ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের অর্থ হল পিতা-মাতার অধিকার আদায় করা। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের অর্থ হল আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায় করা। মুসলমানদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার অর্থ হল তাদের অধিকার আদায় করা। এভাবে সকলের অধিকার আদায় করা তথা সকলের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ইসলামে।

সদ্ব্যবহারের ফায়দা বয়ান করে এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ، وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. رواه الترمذى فى ابواب البر والصلة - باب ما جاء فى معاشرة الناس، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর। মন্দ কাজ হয়ে গেলে ভাল কাজ করে নাও, তাহলে ভালকাজ মন্দকাজকে মোচন করে দিবে। আর মানুষের সঙ্গে আচরণ কর উত্তম চরিত্রের আচরণ। (তিরমিযী)

প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যববহারের গুরুত্ব ও ফযীলত

প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার গুরুত্ব যেমন বেশী, তেমনি তার ফযীলতও অনেক। প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার গুরুত্ব বয়ান করে এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَا زَالَ جِبْرَئِيْلُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ

www.maktabatulabrar.com

سَيُوَرِّثُهُ. رواه الترمذى فى ابواب البر والصلة - باب ما جاء فى حق الجوار، وقال: هذا حديث حسن غريب.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আম্র ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, হযরত জিব্রাঈল (আ.) সর্বদা আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে এতটা তাগিদ দিয়েছেন যে, আমার ধারণা হয়েছিল বুঝি প্রতিবেশীকে ওয়ারিছ বানিয়ে দেওয়া হবে। (তিরমিযী)

প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার ফযীলত সম্বন্ধে এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ الْاَصْحَابِ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهٖ، وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهٖ. رواه الترمذى فى ابواب البر والصلة - باب ما جاء فى حق الجوار، وقال: هذا ديث حسن غريب.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আম্র ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে তার সঙ্গীর নিকট উত্তম। আর তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট ঐ প্রতিবেশী সর্বোত্তম, যে তার প্রতিবেশীর সঙ্গে উত্তম। (তিরমিযী)

শ্রমিকদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের গুরুত্ব ও ফযীলত

ইসলামে শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়ে অনেক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এমনকি শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বে তার পাওনা পরিশোধ করে দেয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার প্রাপ্য মজুরি নিয়ে কোনো রকম টালবাহানা করতে নিষেধ করা হয়েছে। যারা শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি নিয়ে কোনো রকম টালবাহানা না করে তাদের এই আমলকে আল্লাহ তাআলা খুব পছন্দ করেন। এ বিষয়ে একটি ঘটনা এখানে আলোচনা করা হচ্চে। ঘটনাটি বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।[১]

১. رواه البخارى فى الاجارات - باب من استاجر اجيرا فترك اجره فعمل فيه المستاجر فزاد الخ. ورواه مسلم فى كتاب الذكر باب قصة اصحاب الغار.

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, পূর্বের যুগে একবার কিছু লোক কোথাও সফরে বের হল। রাত্র যাপনের জন্য তারা একটি পাহাড়ী গুহায় আশ্রয় নিল। তারা গুহায় প্রবেশের পর বিরাট আকারের একটি পাথরখণ্ড গুহার মুখে এসে পড়ল। তাদের বের হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তারা পরামর্শ করল যে, আল্লাহ তাআলা উদ্ধার না করলে আমাদের এখান থেকে উদ্ধারের কোনো উপায় নেই। তাই আসুন আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের যার যে বিশেষ নেক আমল রয়েছে তার ওছীলা দিয়ে দুআ করি। তখন তাদের একজন দআ করল হে আল্লাহ! আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিল। আমি কাজ শেষে রাতের বেলায় বাড়িতে ফিরে তাঁদেরকে আহার না করিয়ে কখনও নিজের পরিবার ও চাকর-নওকরদেরকে আহার প্রদান করতাম না। একদিন একটা বিষয় সন্ধান শেষে রাতে বাড়িতে ফিরতে আমার অনেক দেরী হল। এসে দেখি পিতা-মাতা ঘুমিয়ে গেছেন। আমি তাঁদের রাতের খাবারের জন্য দুধ দোহন করলাম। কিন্তু তাঁদের ঘুম ভাংগাতে আমার মনে চাইল না। দুধের পাত্র হাতে নিয়ে তাঁদের জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষায় ফজর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলাম। ফজরের সময় তাঁরা ঘুম থেকে জেগে সেই দুধ পান করলেন। হে আল্লাহ! আমি যদি তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এই কাজ করে থাকি, তাহলে এর ওছীলায় গুহার মুখ থেকে এই পাথরকে অপসারণ করে দাও। তখন পাথরখণ্ড কিছুটা সরে গেল। কিন্তু তাদের বের হতে পারার মত নয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আর একজন দুআ করল হে আল্লাহ! আমার এক চাচাতো বোন ছিল। সে ছিল আমার কাছে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রিয়। আমি তার থেকে মনস্কামনা পূর্ণ করতে চাইলাম। কিন্তু সে তাতে সম্মত হল না। তার পর এক সময় তারা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে আমার কাছে কিছু সাহায্যের জন্য আসল। আমি তাকে একশত বিশ দীনার দান করলাম এই শর্তে যে, সে আমাকে তার থেকে মনস্কামনা পূর্ণ করতে দিবে। সে শর্তে রাজি হল। যখন আমি মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য তার উপর আরোহণ করেছি, তখন সে বলল, (হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় কর।) তোমার জন্য তো এটা হালাল হচ্ছে না। তখন আমি তার উপর পতিত হওয়া থেকে দূরে সরে গেলাম। হে আল্লাহ! আমি যদি তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এই কাজ করে থাকি, তাহলে এর ওছীলায় গুহার মুখ থেকে এই পাথরকে অপসারণ কর। তখন পাথরখণ্ড আরও কিছুটা সরে গেল। কিন্তু তাতেও তারা বের হতে পারছিল না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু

www.maktabatulabrar.com

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আর একজন দুআ করল হে আল্লাহ! আমি একবার কয়েকজন মজদূর রেখেছিলাম। কাজ শেষে সকলেই নিজ নিজ প্রাপ্য মজুরি নিয়ে গেল। কিন্তু তাদের একজন তার মজুরি না নিয়েই চলে গেল। আমি তার মজুরিকে বর্দ্ধিত করতে থাকলাম। সেটা বেড়ে অনেক সম্পদে পরিণত হল। তার পর একদিন সে এসে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আমার মজুরি দিয়ে দিন। আমি বললাম এই উট, গরু, বকরী ও গোলাম যা দেখছ এ সবই তোমার, তুমি নিয়ে যাও। সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! উপহাস কর না। আমি বললাম, উপহাস নয় তোমার সেই মজুরিকে বর্দ্ধিত করেই এতটা বানিয়েছি। তখন সে উট, গরু ও বকরীর পাল ইত্যাদি সব হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। কিছুই রেখে গেল না। হে আল্লাহ! আমি যদি তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এই কাজ করে থাকি, তাহলে এর ওছীলায় গুহার মুখ থেকে এই পাথরকে অপসারণ কর। তখন পাথরখণ্ডের অবশিষ্টটুকুও সরে গেল। তারা গুহা থেকে উদ্ধার পেল।

মানুষের সম্মান রক্ষার ফযীলত

মানুষের সম্মান রক্ষার প্রতি হাদীছে অনেক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মানুষের সম্মান হরণ করাকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। যারা অপরের সম্মান রক্ষা করে, আল্লাহ তাআলা তাদের সম্মান রক্ষা করবেন, তাদেরকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করবেন। হাদীছ শরীফে এসেছে–

عَنْ اَبِى الدَّرْدَآءِ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ اَخِيْهِ رَدَّ اللّٰهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ. رواه الترمذى فى ابواب البر والصلة - باب ما جاء فى الذب عن المسلم، وقال: هذا حديث حسن.

অর্থাৎ, হযরত আবুদ্দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের ইজ্জত-সম্মান রক্ষা করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তার চেহারা থেকে (অর্থাৎ, তার থেকে) জাহান্নামের আগুনকে হটিয়ে দিবেন। (তিরমিযী)

ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা এবং বড়দের প্রতি সম্মানের গুরুত্ব ও ফযীলত

ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা এবং বড়দের প্রতি আদব সম্মান উত্তম চরিত্রের একটি বিশেষ দিক। হৃদয়ের যে কমনীয়তা, মাধুর্য, আবেগ,

অনুরাগ এবং অনুগ্রহ; ক্ষেত্র বিশেষে তাকে স্নেহমমতা বলা হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে তাকে প্রেম ভালবাসা বলে ব্যক্ত করা হয়, আবার গুরুজন ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির প্রতি তা নিবেদন করা হলে তা ভক্তি শ্রদ্ধা বলে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। আর এ সব অনুভূতি যখন আপন মনের গণ্ডি ছাড়িয়ে সার্বজনীন মানুষের প্রতি মানুষ হিসাবে নিবেদিত হয়, তখন তাকে বলা হয় সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব এবং শুধু মুসলমানদের প্রতি নিবেদিত হলে তাকে বলা হয় ইসলামী ভ্রাতৃত্ব।

ইসলামে ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা ও বড়দের প্রতি আদব ও সম্মানের গুরুত্ব এত বেশী যে, কারও মধ্যে এ গুণ উপস্থিত না থাকলে সে যেন মুসলমান বলেই আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য থাকে না। হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا. رواه الترمذى فى ابواب البر والصلة - باب ما جاء فى رحمة الصبيان وفى رواية ليس منا لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. وقال هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যারা ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা এবং বড়দের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়। (তিরমিযী)

পরস্পরে হাদিয়া আদান-প্রদানের ফযীলত

মানুষে মানুষে সুসম্পর্ক অত্যন্ত কাম্য বিষয়। এই সুসম্পর্ক গড়ে তোলা, সুসম্পর্ক ধরে রাখা এবং কখনও তা নষ্ট হলে তা পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যবস্থা হিসাবে ইসলাম পরস্পরে হাদিয়া আদানপ্রদানের রীতি প্রবর্তন করেছে। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ عَطَآءِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُرَاسَانِيِّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَافَحُوْا يَذْهَبِ الْغِلُّ، وَتَهَادَوْا تَحَابُّوْا تَذْهَبِ الشَّحْنَآءُ. رواه مالك فى الموطا - ما جاء فى المهاجرة.

অর্থাৎ, হযরত আতা' ইব্নে আব্দুল্লাহ খোরাসানী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা

পরস্পর মুসাফাহা কর, এতে অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হয়ে যাবে। আর পরস্পরের মধ্যে হাদিয়া আদান-প্রদান কর, এতে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। (মুয়াত্তা মালেক)

পরস্পরের বিবাদ মিটিয়ে দেওয়ার ফযীলত

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে– মানুষে মানুষে সুসম্পর্ক অত্যন্ত কাম্য বিষয়। অতএব কখনও এই সুসম্পর্ক বিনষ্ট হলে সহসা তা পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা চাই। অর্থাৎ, পরস্পরে বিবাদ সৃষ্টি হলে সহসা তা মিটিয়ে দেওয়া চাই। পরস্পরে বিবাদ সৃষ্টি হলে তা মিটিয়ে দেওয়াকে ফযীলতের বিষয় হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِى الدَّرْدَآءِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلٰوةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. قَالَ: اِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ. وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ اَلْحَالِقَةُ.

رواه ابو داود فى كتاب الادب - باب فى اصلاح ذات البين.

অর্থাৎ, হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন (সমবেত সাহাবীদের উদ্দেশে) বললেন, আমি তোমাদেরকে রোযা, নামায ও সদকার চেয়ে বেশী ফযীলতের আমল সম্পর্কে বলব কি? তারা বললেন, জি ইয়া রসূলাল্লাহ! ইরশাদ করুন। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, তা হল পরস্পরের বিবাদ মিটিয়ে দেওয়া। আর পরস্পরে ফ্যাসাদ লাগানো নেকী ধ্বংসকারী ও দ্বীন মূলোৎপাটনকারী কাজ। (আবূ দাউদ)

মানব সেবার ফযীলত

সাধারণভাবে "মানব সেবা" বলতে বোঝায় অভাবীর অভাব দূর করা, গরীব অসহায় মানুষদের অন্ন-বস্ত্র দান করা, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, রোগ-ব্যধিতে সেবা করা, দূর্গত মানুষদেরকে ত্রাণ সামগ্রী দান করা, মজলূমের ফরিয়াদে সাড়া দেওয়া ইত্যাদি। হাদীছে এসব মানব সেবার উঁচু মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানব সেবায় অনেক অগ্রণী ছিলেন। তাঁর চরিত্র সম্পর্কে হাদীছে বর্ণনা এসেছে–

www.maktabatulabrar.com

اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتُكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ، وَتَقْرِى الضَّيْفَ، وَتُعِيْنُ عَلٰى نَوَآئِبِ الْحَقِّ. رواه البخارى فى باب كيف كان بدؤ الوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

এই বর্ণনার সারার্থ হল– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। যেসব মানুষ অভাবের কারণে নিজের সংসারের বোঝা বহন করতে পারছে না, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সেই বোঝা বহন করতেন। যেসব মানুষ অসহায়, যাদের কিছু নেই, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য উপার্জন করে দিতেন, নিজের উপার্জন থেকে তাদেরকে দান করতেন। তিনি মেহমানদারী করতেন। সত্যের উপর চলতে যেয়ে মানুষের সামনে যত রকম বিপদ-আপদ আসতে পারে, সেরকম বিপদ-আপদ আসলে তিনি তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। (বোখারী)

নিম্নে মানব সেবার কয়েকটি ফযীলত বর্ণনা করা হল

মানব সেবা দ্বারা আল্লাহর সাহায্য লাভ হয়

মানব সেবার একটি ফযীলত হল– মানব সেবা দ্বারা আল্লাহর সাহায্য লাভ হয়। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ. وَمَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب المظالم - باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، ورواه مسلم فى كتاب البر والصلة - باب تحريم الظلم.

অর্থাৎ, হযরত ইব্নে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই, সে তার প্রতি জুলুম করবে না, তাকে সাহায্য করা ত্যাগ করবে না।

www.maktabatulabrar.com

যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূর্ণ করবে আল্লাহ তার প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের কোনো পেরেশানী দূর করবে, আল্লাহ তার কেয়ামতের দিনের বহু পেরেশানী থেকে কোন পেরেশানী দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ (জেনেও) গোপন করবে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন। (বোখারী ও মুসলিম)

মানব সেবা দ্বারা আল্লাহ সন্তুষ্ট হন

মানব সেবার আর একটি ফযীলত হল– মানব সেবা দ্বারা আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ، فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِهٖ. رواه البيهقى فى شعب الايمان حديث رقم ٧٤٤٨. قال السخاوى فى المقاصد الحسنة بعد ذكر ما ورد فى هذا الباب: وبعضها يؤكد بعضا.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সমস্ত মাখলূক আল্লাহ তাআলার পরিবার। সুতরাং মাখলূকের মধ্যে আল্লাহ তাআলার কাছে সে-ই সর্বাধিক প্রিয়, যে আল্লাহর পরিবারের প্রতি এহসান বা অনুগ্রহ করে। (শুআবুল ঈমান)

মানব সেবা দ্বারা জান্নাত লাভ হয়

মানব সেবার আর একটি ফযীলত হল– মানব সেবা দ্বারা জান্নাত লাভ হয়। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَضٰى لِاَحَدٍ حَاجَةً يُرِيْدُ اَنْ يَّسُرَّهٗ بِهَا فَقَدْ سَرَّنِىْ، وَمَنْ سَرَّنِىْ فَقَدْ سَرَّ اللّٰهَ، وَمَنْ سَرَّ اللّٰهَ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ. رواه البيهقى فى شعب الايمان فى باب التعاون على البر والتقوى برقم ٧٦٥٣.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কারও

অভাব পূরণ করবে, এতে তার উদ্দেশ্য হল ঐ ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করবে, প্রকৃতপক্ষে সে আমাকেই সন্তুষ্ট করল। আর যে আমাকে সন্তুষ্ট করল, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই সন্তুষ্ট করল। আর যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করল আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (শুআবুল ঈমান)

মানবের প্রতি দয়া দ্বারা আল্লাহর দয়া লাভ করা যায়

মানব সেবার আর একটি ফযীলত হল– মানব সেবা দ্বারা আল্লাহর দয়া লাভ করা যায়। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ. اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَآءِ. الحديث. رواه الترمذى فى ابواب البر والصلة - باب ما جاء فى رحمة الناس، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আম্র ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যারা দয়ালু তাদের প্রতি দয়ালু আল্লাহ দয়া করেন। (সুতরাং) তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া কর আসমানবাসী (অর্থাৎ, আল্লাহ) তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। (তিরমিযী)

মানব সেবার বিশেষ কিছু ধরনের ফযীলত

অন্নহীনকে অন্ন দান ও বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দানের ফযীলত

অন্নহীনকে অন্ন দান ও বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান একটি বিশেষ ফযীলতের কাজ। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلٰى عُرْيٍ كَسَاهُ اللّٰهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَاَيُّمَا مُسْلِمٍ اَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلٰى جُوْعٍ اَطْعَمَهُ اللّٰهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَاَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقٰى مُسْلِمًا عَلٰى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ. رواه ابو داود فى كتاب الزكاة - باب فى فضل سقى الماء.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে কোনো মুসলমান অন্য কোনো বস্ত্রহীন মুসলমানকে বস্ত্র পরিধান করাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের সবুজ বস্ত্র পরিধান করাবেন। যে কোনো মুসলমান অন্য কোনো ক্ষুধার্ত মুসলমানকে আহার করাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফল থেকে আহার করাবেন। যে কোনো মুসলমান অন্য কোনো পিপাসার্ত মুসলমানকে পানি পান করাবে, আল্লাহ তাকে "রহীকে মাখ্তূম" থেকে পান করাবেন। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা: "রহীকে মাখ্তূম" হল মেশক আম্বর দ্বারা মোহরকৃত বিশুদ্ধ পানি যা জান্নাতীদেরকে পান করতে দেওয়া হবে।

আর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে– জনৈক সাহাবী বলেন,

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا اِلَّا كَانَ فِىْ حِفْظٍ مِّنَ اللّٰهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ خِرْقَةٌ. رواه الترمذى فى ابواب صفة القيامة. وقال: حديث حسن غريب.

অর্থাৎ, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি– যে কোনো মুসলমান অন্য কোনো মুসলমানকে কাপড় পরিধান করাবে, সে আল্লাহর হেফাজতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই কাপড়ের একটা টুকরো তার শরীরে থাকবে। (তিরমিযী)

রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা দ্বারা মানুষের সেবার ফযীলত

রাস্তাঘাট থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেললে মানুষ কষ্ট থেকে রক্ষা পায়। এই আমলেরও ফযীলত রয়েছে। এর দ্বারা আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং তাকে পুরস্কৃত করবেন। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَاَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. رواه البخارى فى كتاب الاذان - باب فضل التهجير الى الظهر. ورواه الترمذى فى ابواب البر والصلة - باب ما جاء فى اماطة الاذى عن الطريق. وقال: هذا حديث حسن صحيح. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জনৈক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। সে রাস্তায় একটি কাঁটাযুক্ত গাছের ডাল পেল। সে ডালটা রাস্তা থেকে সরিয়ে দিল। আল্লাহ তাআলা তার এই কাজের বিনিময়ে তাকে পুরস্কৃত করলেন। তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন। (বোখারী ও তিরমিযী)

বৃক্ষ রোপন দ্বারা প্রাণীর সেবার ফযীলত

বৃক্ষ রোপন দ্বারা প্রাণীর সেবা করাও একটি বিশেষ ফযীলতের কাজ। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهُ بِهٖ صَدَقَةٌ. رواه البخارى فى ابواب الحرث والمزارعة - باب فضل الزرع والحرث اذا اكل منه. ورواه الترمذى فى ابواب الاحكام - باب ما جاء فى فضل الغرس وقال: هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত আনাস ইব্নে মালেক (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোনো মুসলমান কোনো বৃক্ষ রোপন করলে বা কোনো ক্ষেত লাগালে আর তা থেকে কোন পাখি বা মানুষ বা প্রাণী আহার করলে তার বিনিময়েও তার সদকার ছওয়াব হবে। (বোখারী ও তিরমিযী)

বিধবা ও মিসকীনদের পাশে দাঁড়ানোর ফযীলত

বিধবা ও মিসকীনদের সাহায্যে এগিয়ে আসা একটি বিশেষ ফযীলতের কাজ। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلسَّاعِىْ عَلَى الْاَرْمِلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلِ وَالصَّآئِمِ النَّهَارَ. متفق عليه. رواه البخارى فى اول كتاب النفقات، ورواه مسلم فى كتاب الزهد - باب فضل الاحسان الى الارملة والمسكين واليتيم. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বিধবা ও মিসকীনদের সহযোগিতা কারী আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারীর ন্যায় কিংবা রাতের বেলায় নফল আদায়কারী ও দিনের বেলায় নফল রোযা পালনকারীর ন্যায়। (বোখারী ও মুসলিম)

রোগী শুশ্রুষার ফযীলত

রোগী শুশ্রুষার অনেক ফযীলত রয়েছে। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَلِىٍّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَعُوْدُ مَرِيْضًا مُمْسِيًا اِلَّا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ حَتّٰى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِى الْجَنَّةِ. وَمَنْ اَتَاهُ مُصْبِحًا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ حَتّٰى يُمْسِىَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِى الْجَنَّةِ. رواه ابو داود فى كتاب الجنائز - باب فى فضل العبادة على وضوء، ورواه الحاكم فى المستدرک حديث رقم ١٢٩٥، وقال: صحيح على شرط الشيخين. واقره عليه الذهبى فى التلخيص.

অর্থাৎ, হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সন্ধা বেলায় কোনো রোগী শুশ্রুষার জন্য বের হয়, তার সঙ্গে সত্তর হাজার ফেরেশতা বের হয়, যারা তার জন্য সকাল পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে এবং তার জন্য জান্নাতে একটা বাগান হয়। আর যে ব্যক্তি সকাল বেলায় কোনো রোগী শুশ্রুষার জন্য বের হয়, তার সঙ্গে সত্তর হাজার ফেরেশতা বের হয়, যারা তার জন্য সন্ধা পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে এবং তার জন্য জান্নাতে একটা বাগান হয়। (আবূ দাউদ ও মুস্তাদরকে হাকিম)

আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ ثَوْبَانَ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا عَادَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِىْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَرْجِعَ. رواه مسلم فى كتاب البر والصلة والادب - باب فضل عيادة المريض.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, হযরত ছওবান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোনো মুসলমান তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের শুশ্রুষায় যায়, তখন সেখান থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত সে জান্নাতের বাগানে থাকে। (মুসলিম)

সৃষ্টির সেবার ফযীলত

"সৃষ্টির সেবা" বলতে শুধু মানুষের সেবা নয়। বরং সৃষ্টির সেবা কথাটা ব্যাপক– যে কোনো অধস্তন প্রাণীর সেবাও সৃষ্টির সেবার অন্তর্ভুক্ত। পূর্বে শুধু মানুষের সেবার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এখানে ব্যাপক অর্থে সৃষ্টির সেবার ফযীলত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এর মধ্যে কুকুর বিড়ালের ন্যায় অধস্তন প্রাণীর সেবাও ফযীলতের বিষয় বলে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এ ধরনের প্রাণীর প্রতি এহসান বা অনুগ্রহ জান্নাতে যাওয়ার ওছীলা হতে পারে। এর বিপরীত এ ধরনের প্রাণীর প্রতি জুলুম বা তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার জাহান্নামে গমনের কারণ হতে পারে। এ ব্যাপারে নিম্নে দুটি রেওয়ায়েত পেশ করা হল।

এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَاِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَاْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا مِثْلُ الَّذِىْ بَلَغَ بِىْ فَنَزَلَ بِئْرًا فَمَلَاَ خُفَّهٗ ثُمَّ اَمْسَكَهٗ بِفِيْهِ ثُمَّ رَقِىَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهٗ فَغَفَرَ لَهٗ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَاِنَّ لَنَا فِى الْبَهَآئِمِ اَجْرًا؟ قَالَ: فِىْ كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ. متفق عيله. رواه البخارى فى كتاب المساقاة - باب فضل سقى الماء. ورواه مسلم فى كتاب البر والصلة والادب - باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الخ.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একদা জনৈক ব্যক্তি পথ চলতে চলতে তার প্রচণ্ড পিপাসা পেল। সে একটি কুঁয়ায় নেমে পানি পান

করল। কুঁয়া থেকে উঠে দেখে একটি কুকুর পিপাসার কারণে কাদা মাটি চাটছে। তখন লোকটা মনে মনে বলল, এর পিপাসায় সেই অবস্থা হয়েছে যা আমার হয়েছিল। সে আবার কুঁয়ায় নামল। তার চামড়ার মোজায় পানি ভরে দাঁত দিয়ে সেটা কামড়ে ধরে উপরে উঠল। তা থেকে কুকুরটিকে পানি পান করাল। এর ফলে আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করলেন– তাকে ক্ষমা করে দিলেন। (বোখারী ও মুসলিম)

আর এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُذِّبَتْ اِمْرَاَةٌ فِىْ هِرَّةٍ، حَبَسَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ جُوْعًا، فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ. قَالَ فَقَالَ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ لَا اَنْتِ اَطْعَمْتِيْهَا وَلَا سَقَيْتِيْهَا حِيْنَ حَبَسْتِيْهَا وَلَا اَنْتِ اَرْسَلْتِيْهَا فَاَكَلَتْ مِنْ خُشَاشِ الْاَرْضِ.

رواه البخارى فى كتاب المساقاة - باب فضل سقى الماء.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আম্র ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জনৈক মাহিলাকে একটা বিড়ালের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সে বিড়ালটা আঁটকে রেখেছিল। ফলে সে ক্ষুধার্ত হয়ে মারা যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাকে বললেন –যদিও তিনি ভাল করেই জানেন– যে, তুমি তাকে আহারও প্রদান করনি, পানিও প্রদান করনি, আবার ছেড়েও দাওনি যে, সে ভূমির পোকা-মাকড় খেয়ে প্রাণে বাঁচতে পারে। (বোখারী)

মানব সেবা ও সৃষ্টির সেবা সম্পর্কিত দীর্ঘ আলোচনার সারসংক্ষেপ হল এ কিতাবে উল্লেখিত হাদীছসমূহের আলোকে মানব সেবা ও সৃষ্টির সেবার ১৫টি বিশেষ ফযীলত রয়েছে। যথা–

১. মানব সেবা দ্বারা মাগফিরাত লাভ হয়।
২. মানব সেবা দ্বারা আল্লাহ সন্তুষ্ট হন।
৩. মানব সেবা দ্বারা জান্নাত লাভ হয়।
৪. মানবের প্রতি দয়া দ্বারা আল্লাহর দয়া লাভ করা যায়।
৫. বস্ত্রহীনকে বস্ত্র পরিধান করালে আল্লাহ জান্নাতের বস্ত্র পরিধান করাবেন।

www.maktabatulabrar.com

৬. অন্নহীনকে অন্ন দান করলে আল্লাহ জান্নাতের ফল থেকে আহার করাবেন।
৭. পীপাসার্তকে পানি পান করালে আল্লাহ "রহীকে মাখ্তূম" থেকে পান করাবেন।
৮. রাস্তাঘাট থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেললে আল্লাহ ক্ষমা করেন।
৯. রাস্তাঘাট থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেললে আল্লাহ পুরস্কৃত করেন।
১০. বৃক্ষ রোপন দ্বারা প্রাণীর সেবায় সদকার ছওয়াব হয়।
১১. বিধবা ও মিসকীনদের সহযোগিতা দ্বারা জেহাদকারীর ন্যায় ছওয়াব হয়।
১২. বিধবা ও মিসকীনদের সহযোগিতা দ্বারা নফল নামায আদায়কারীর ন্যায় ছওয়াব হয়।
১৩. বিধবা ও মিসকীনদের সহযোগিতা দ্বারা নফল রোযা আদায়কারীর ন্যায় ছওয়াব হয়।
১৪. রোগী শুশ্রুষা দ্বারা জান্নাত অর্জিত হয়।
১৫. সৃষ্টির সেবা জান্নাতে যাওয়ার ওছীলা হতে পারে।

মাইয়েতকে গোসল দান, কাফনের কাপড় প্রদান ও কবর খননের ফযীলত

মাইয়েতকে গোসল দান, কাফনের কাপড় প্রদান ও কবর খননের ফযীলত সম্বন্ধে এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ اَرْبَعِيْنَ مَرَّةً، وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَسَاهُ اللّٰهُ مِنْ [سُنْدُسٍ] وَاِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْرًا فَاَجَنَّهُ فِيْهِ اُجْرِىَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ كَاَجْرِ مَسْكَنٍ اَسْكَنَهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ. رواه الحاكم فى المستدرک حديث رقم ١٣٣٨. وقال: صحيح على شرط مسلم. واقره عليه الذهبى فى التلخيص. ورواه الطبرانى فى الكبير وليس فيه قوله "ومن كفن ميتا كساه الله من [سندس] واستبرق الجنة". كذا فى مجمع الزوائد فى كتاب الجنائز باب تجهيز الميت وغسله والاسراع بذلک. وقال الهيثمى ورجاله رجال الصحيح.

অর্থাৎ, হযরত আবূ রাফে' (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মাইয়েতকে

গোসল দিবে অতঃপর তার কোনো দোষ পেলে তা গোপন রাখবে, আল্লাহ তাকে চল্লিশ বার ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মাইয়েতকে কাফন প্রদান করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের রেশমী লেবাস দান করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মাইয়েতের কবর খনন করবে অতঃপর তাতে তাকে কবরস্থ করা হবে, তার এরূপ ছওয়াব হবে যেন সে তাকে এমন একটা আবাসস্থল দান করল যেখানে সে কেয়ামত পর্যন্ত অবস্থান করবে। (মুস্তাদরকে হাকিম ও তাবারানী)

জানাযার নামাযের ফযীলত

তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে দ্রষ্টব্য।

দাফন কার্যে শরীক হওয়ার ফযীলত

তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কবর জেয়ারতের ফায়দা

তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে দ্রষ্টব্য।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

وَاِنَّکَ لَعَلٰی خُلُقٍ عَظِیْمٍ.

নিশ্চয় তুমি চরিত্রের উচ্চতম স্তরে রয়েছ। (সূরা ক্বালাম : ৪)

ষষ্টদশ অধ্যায়

ফাযায়েলে আখলাক

www.maktabatulabrar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ষষ্টদশ অধ্যায়

ফাযায়েলে আখলাক

আখ্‌লাক বা চরিত্র কাকে বলে

আখ্‌লাক অর্থ চরিত্র বলা হয় মনের এমন স্থিত অবস্থাকে, যার কারণে উত্তম কার্যাবলী ও উত্তম আচরণ প্রকাশ পায়। অর্থাৎ, অনবরত কোন কাজ করার ফলে মানবীয় সংকল্প যদি সে কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তাকে চরিত্র বলা হয়। সাময়িক আকর্ষণের ভিত্তিতে কোনো কাজ করা হলেও যদি তা স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা লাভ না করে, তাহলে সেই আকর্ষণকে চরিত্র বলা যাবে না। যেমন– কোনো ব্যক্তি হঠাৎ করে দান-খয়রাতের দিকে ঝুঁকে পড়ল এবং বেশ দান-খয়রাতও করে বসল, কিন্তু তাতে অভ্যস্ত হওয়ার পূর্বেই পুনরায় সম্পদ পুঞ্জিভূত করার চেতনায় দান-খয়রাত থেকে হাত গুটিয়ে নিল, তাহলে ঐ দান-খয়রাতকে তার দানশীল চরিত্র বলা যাবে না।

উত্তম চরিত্রের ফযীলত

উত্তম চরিত্রের অনেক ফযীলত। তন্মধ্যে বিশেষ কয়েকটি ফযীলত সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা পেশ করা হল।

www.maktabatulabrar.com

উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি সর্বোত্তম ব্যক্তি

উত্তম চরিত্রের একটি ফযীলত হল উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি সর্বোত্তম ব্যক্তি। হাদীছে পাকে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنَكُمْ خُلُقًا. رواه البخارى فى كتاب الادب - باب لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আম্‌র (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা উত্তম, যার চরিত্র উত্তম। (বোখারী)

উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি কামেল মু'মিন

উত্তম চরিত্রের আর একটি ফযীলত হল– উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি কামেল মু'মিন ব্যক্তি। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. رواه ابو داود فى كتاب السنة - باب الدليل على الزيادة والنقصان، و رواه الترمذى فى ابواب الايمان - باب ما جاء فى استكمال الايمان وزيادته ونقصانه، وقال هذا حديث حسن. وزاد والطفهم باهله.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মু'মিনদের মধ্যে কামেল মু'মিন হল যার চরিত্র উত্তম। তিরমিযী শরীফের রেওয়ায়েতে আছে– আর মু'মিনদের মধ্যে আরও উত্তম ঐ ব্যক্তিযে পরিবারের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করে। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সা.)–এর প্রিয় ব্যক্তি

উত্তম চরিত্রের আর একটি ফযীলত হল– উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর প্রিয় ব্যক্তি। হাদীছে এসেছে–

عَنْ جَابِرٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ مِنْ

اَحَبِّكُمْ اِلَىَّ وَاَقْرَبِكُمْ مِنِّىْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَحَاسِنَكُمْ اَخْلَاقًا. رواه الترمذى فى ابواب البر والصلة والادب - باب ما جاء فى معالى الاخلاق.

অর্থাৎ, হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আমার কাছে অধিক প্রিয় এবং কেয়ামতের দিন আমার সব থেকে নিকটতর, তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র ভাল। (তিরমিযী)

উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি সর্বদা নফল নামায ও নফল রোযার ছওয়াব পায়

উত্তম চরিত্রের আর একটি ফযীলত হল– উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি সর্বদা নফল নামায ও নফল রোযার ছওয়াব পেতে থাকে। হাদীছে পাকে এসেছে–

عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهٖ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ. رواه ابو داود فى كتاب الادب - باب فى حسن الخلق.

অর্থাৎ, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি– মু'মিন তার উত্তম চরিত্র দ্বারা (নফল ইবাদতকারী) রাত জাগরণকারী ও (দিনের বেলায় নফল) রোযা পালনকারীর মর্যাদা লাভ করবে। (আবূ দাউদ)

দাঁড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্রের ওজন সবচেয়ে বেশী হবে

উত্তম চরিত্রের আর একটি ফযীলত হল– কেয়ামতের দিন দাঁড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্রের ওজন সবচেয়ে বেশী হবে। হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِى الدَّرْدَآءِ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا شَيْئٌ اَثْقَلَ فِىْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِىَّ. رواه الترمذى فى ابواب البروالصلة - باب ما جاء فى حسن الخلق، وقال هذا حديث حسن صحيح.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, হযরত আবুদ্দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনম কেয়ামতের দিন মু'মিনের পাল্লায় সর্বাপেক্ষা ভারী যে জিনিসটি রাখা হবে তা হল উত্তম চরিত্র। আর আল্লাহ তাআলা অশ্লীলভাষী দুশ্চরিত্রকে ঘৃণা করেন। (তিরমিযী)

উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি জান্নাতে পৌঁছবে

উত্তম চরিত্রের আর একটি ফযীলত হল– উত্তম চরিত্র উত্তম চরিত্রের অধিকারী মানুষকে জান্নাতে পৌঁছাবে। হাদীছে পাকে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَا اَكْثَرَ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ. قَالَ: تَقْوَى اللّٰهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ. وَسُئِلَ عَنْ اَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ. قَالَ: اَلْاَجْوَفَانِ - اَلْفَمُ وَالْفَرْجُ. رواه الترمذى فى ابواب البر والصلة - باب ما جاء فى حسن الخلق، وقال: هذا حديث صحيح غريب.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা কি জান কোন্ জিনিস মানুষকে বেশী হারে জান্নাতে পৌঁছাবে? (তাহলে শোন; তা হল–) তাকওয়া ও উত্তম চরিত্র। (অতঃপর তিনি আবার বললেন,) তোমরা কি জান কোন্ জিনিস মানুষকে বেশী হারে জাহান্নামে পৌঁছাবে? (তাহলে শোন; তা হল–) দু'টো শূন্যগর্ভ অঙ্গ তথা মুখ ও পেট। (তিরমিযী)

উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি জান্নাতে উঁচু মর্যাদা লাভ করবে

উত্তম চরিত্রের আর একটি ফযীলত হল– উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি জান্নাতে উঁচু মর্যাদা লাভ করবে। হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِىَ لَهٗ فِىْ رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَآءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِىَ لَهٗ فِىْ وَسْطِهَا، وَمَنْ حَسَّنَ الْخُلُقَ بُنِىَ لَهٗ فِىْ اَعْلَاهَا. رواه الترمذى فى ابواب البر والصلة - باب ما جاء فى المراء، وقال: هذا حديث حسن. وبمعناه فى ابى داود عن ابى امامة فى كتاب الادب - باب فى حسن الخلق.

অর্থাৎ, হযরত আনাস ইব্নে মালেক (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি না-হক মিথ্যা পরিত্যাগ করে, তার জন্য জান্নাতে এক প্রান্তে প্রাসাদ তৈরি করা হবে এবং যে ব্যক্তি ন্যায়ের উপর থেকে ঝগড়াঝাটি পরিহার করে, তার জন্য জান্নাতের মধ্যভাগে প্রাসাদ তৈরি করা হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের চরিত্রকে উত্তমভাবে গড়ে তোলে তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে প্রাসাদ তৈরি করা হবে। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)

সংক্ষেপে এ কিতাবে বর্ণিত হাদীছসমূহের আলোকে উত্তম চরিত্রের বিশেষ ফযীলত হল আটটি। যথা–

১. উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি সর্বোত্তম ব্যক্তি।
২. উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি কামেল মু'মিন।
৩. উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সা.)–এর প্রিয় ব্যক্তি।
৪. উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি সর্বদা নফল নামাযের ছওয়াব পায়।
৫. উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি সর্বদা নফল রোযার ছওয়াব পায়।
৬. দাঁড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্রের ওজন সবচেয়ে বেশী হবে।
৭. উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি জান্নাতে পৌঁছবে।
৮. উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি জান্নাতে উঁচু মর্যাদা লাভ করবে।

আখলাক বা উত্তম চরিত্রের অনেক দিক রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উত্তম চরিত্রের ফযীলত সম্বন্ধে বিস্তারিত বয়ান পেশ করা হল।

সবরের ফযীলত

'সবর' অর্থ মনকে মজবূত রাখা, মনকে ধরে রাখা। সবর কয়েক প্রকার:–

(ক) ইবাদতের সময় সবর, অর্থাৎ, ইবাদত ও নেক কাজের উপর মনকে পাবন্দীর সঙ্গে ধরে রাখা এবং ধৈর্য সহকারে সহীহ তরীকায় তা আদায় করা।

(খ) গোনাহের ক্ষেত্রে সবর, অর্থাৎ, মনকে গোনাহ থেকে দূরে ধরে রাখা।

(গ) কষ্ট ও বিপদ-আপদের সময় সবর, অর্থাৎ, কেউ কোনো কষ্ট দিলে প্রতিশোধ না নেওয়া এবং রোগ-ব্যাধি হলে বা জান-মালের ক্ষতি হলে বে-সবর হয়ে শরীআতের খেলাফ কোনো কথা মুখ থেকে বের না করা বা বয়ান করে ক্রন্দন না করা।

www.maktabatulabrar.com

সবর গুণের অনেক মর্তবা। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে এসেছে–

اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

অর্থাৎ, সবরকারীদেরকে অপরিমিত পুরস্কার দান করা হবে। (যুমার: ১০)

আর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ اَلَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ. اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ.

অর্থাৎ, সবরকারীদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও। যারা বিপদের সময় বলে ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাদের প্রতি আল্লাহ্র রহমত ও দয়া হবে। (সূরা বাকারা : ১৫৬-১৫৭)

ব্যাখ্যা: সবরের বিনিময়ে আল্লাহ পাক রহমত করবেন, অপরিমিত পুরস্কার দান করবেন। এই রহমত ও অপরিমিত পুরস্কারের মধ্যে জান্নাতও অন্তর্ভুক্ত। সহীহ ইব্নে খুযায়মা গ্রন্থে বর্ণিত এক হাদীছে সবরের পুরস্কার জান্নাত বলা হয়েছে।[১]

'সবর' অর্থ আল্লাহ পাক যে অবস্থায় রেখেছেন আমি তাতেই আমি সন্তুষ্ট, আমার কোনো অভিযোগ নেই। এরূপ সবরের মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রতি চরম ভক্তি প্রকাশ করা হয়, আল্লাহ্র কাছে চরমভাবে নিজেকে সোপর্দ করা হয়। আল্লাহ্র নিকট নিজেকে এরকম চরমভাবে ন্যস্ত করলে আল্লাহ পাক তার প্রতি রহমত করবেন এবং তাকে জান্নাত দিবেন তা-ই আশা করা যায়। যে ব্যক্তি বিনা যুক্তিতে আল্লাহ্কে ভালবাসে, বিনা যুক্তিতে আল্লাহ্র সব কিছুকে মেনে নেয়, কোনো অভিযোগ ছাড়াই আল্লাহ্র উপর সন্তুষ্ট থাকে, যে আল্লাহ্র প্রতি এরকম চরমভাবে নিবেদিত, তাকে আল্লাহ পাক অবশ্যই জান্নাত দিবেন।

সবরের ফযীলত বয়ান করে আর এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْمُسْلِمُ الَّذِيْ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلٰى اَذَاهُمْ اَعْظَمُ اَجْرًا مِّنَ الَّذِيْ لَا يُخَالِطُهُمْ وَلَا يَصْبِرُ عَلٰى اَذَاهُمْ. رواه الترمذى فى ابواب صفة القيامة حديث رقم ٢٥٠٧.

১. رواه ابن خزيمة فى صحيحه باب فضائل شهر رمضان ان صح "الصبر ثوابه الجنة" الخبر (٨) حديث رقم ١٨٨٧

অর্থাৎ, যে মুসলমান মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে আর তাদের থেকে প্রাপ্ত কষ্টের উপর সবর করে, সে ঐ মুসলমান থেকে বেশী পুরষ্কার লাভ করবে যে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে না এবং তাদের থেকে প্রাপ্ত কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করে না (অর্থাৎ, সেরূপ অবকাশই আসে না।) [তিরমিযী]

হিল্‌ম বা সহনশীলতার ফযীলত

রাগ দমন করার গুণটি যখন স্বভাবে পরিণত হয় এবং স্থায়িত্ব লাভ করে, তখন সে গুণটিকে বলা হয় হিল্‌ম বা সহনশীলতা। যেমন– রাগের মুহূর্তে উত্তেজনাকে বলপূর্বক দমন করে রাখলে সেটা হবে রাগ দমন, আর সর্বক্ষণ এরূপ করতে করতে যখন রাগ দমন করাটা তার স্বভাবে পরিণত হবে, তখন সেটা সহনশীলতা বলে আখ্যায়িত হবে।

সহনশীলতার গুণ আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়। হাদীছে এসেছে-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِاَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ: اِنَّ فِيْكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ - اَلْحِلْمُ وَالْاَنَاةُ. رواه مسلم فى كتاب الايمان، ورواه الترمذى فى ابواب البر والصلة - باب ما جاء فى التأنى والعجلة.

অর্থাৎ, হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল কায়ছ গোত্রের নেতাকে লক্ষ করে বলেছিলেন, তোমার মধ্যে এমন দুটো চরিত্র আছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন। তা হল সহনশীলতা ও গাম্ভীর্য। (মুসলিম ও তিরমিযী)

রাগ দমন করার যে সব পন্থা রয়েছে, (পরবর্তী পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।) উপর্যুপরি সেগুলো অবলম্বন করতে থাকলে সহনশীলতার গুণ অর্জিত হবে। বিশেষভাবে সহনশীলতার গুণ আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়– একথাও স্মরণে রাখতে হবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহনশীলতা ও গাম্ভীর্য গুণের প্রশংসা করেছেন।

রাগের ক্ষতি ও রাগ দমন করার ফযীলত

প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রক্তের মধ্যে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তাকে বলে রাগ বা গোস্বা। সবর না থাকার কারণেই রাগ সৃষ্টি হয়। রাগের কারণে মানুষের বুদ্ধি ঠিক থাকে না, তখন মুখ দিয়েও অনেক অন্যায় কথা

www.maktabatulabrar.com

বের হয়ে যায়। আবার অনেক অন্যায় কাজও করে ফেলে এবং পরিণামে অনেক ক্ষতি ও লজ্জার সম্মুখীন হতে হয়। রাগের কারণে ঘর ভাংগাভাংগি হয়ে যায়, সংসার ভাংগাভাংগি হয়ে যায়। রাগের কারণে মানুষের সঙ্গে মনমালিন্য দেখা দেয় এমনকি খুনখারাবি পর্যন্ত হয়ে যায়। এসব কারণে শরীআতের দৃষ্টিতে রাগ অত্যন্ত খারাপ।

রাগ হজম করার ফযীলত

কুরআনে কারীমের এক আয়াতে নেককার মানুষের গুণাগুণ বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ.

অর্থাৎ, নেককার মানুষের একটা বড় গুণ হল তারা রাগ হজম করে। (সূরা আলে ইমরান: ১৩৪)

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ اَبِيْهِ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى اَنْ يُّنَفِّذَهٗ دَعَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ حَتّٰى يُخَيِّرَهٗ مِنْ اَىِّ الْحُوْرِ شَآءَ. رواه ابو داود فى كتاب الادب - باب من كظم غيظا.

অর্থাৎ, হযরত সাহ্‌ল ইব্‌নে মুআয তার পিতার থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ক্রোধ প্রয়োগ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সমস্ত মাখলূকের সামনে তাকে আহ্বান করে যে কোনো হুর সে কামনা করে তা গ্রহণ করার অধিকার তাকে দিয়ে দিবেন। (আবূ দাউদ)

অন্য এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ جُرْعَةً اَفْضَلَ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا اِبْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى. رواه احمد فى مسنده حديث رقم ٦١١٤ واسناده صحيح كذا فى هامشه.

অর্থাৎ, হযরত ইব্‌নে ওমর (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোনো বান্দা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাগের যে ঢোক গলাধকরণ করে, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তার চেয়ে উত্তম আর কোনো ঢোক বান্দা গলাধকরণ করে না। (মুসনাদে আহমদ)

রাগ বর্জন করা দ্বারা আল্লাহ্‌র কাছে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যারা উঁচু মাকাম মর্যাদার লোক, তারা রাগ করতেও পারেন না। রাগ তাদের জন্য শোভাও পায় না। এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْبَغِىْ لِصِدِّيْقٍ اَنْ يَّكُوْنَ لَعَّانًا. رواه مسلم فى كتاب البر والصلة والادب - باب النهى عن لعن الدواب وغيرها.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যারা "সিদ্দীক" (অর্থাৎ, দ্বীনের ক্ষেত্রে যাদের মর্যাদা ও মাকাম অনেক উপরে।) তাদের পক্ষে সংগত নয় অভিশাপ দেওয়া। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা: অভিশাপ সাধারণত রাগের কারণেই হয়ে থাকে। তাই এ হাদীছে উক্ত "সিদ্দীক অভিশাপ দিতে পারে না"–এ কথার মধ্যে তাঁদের রাগ না করার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত।

যারা রাগ হজম করতে পারে না বরং রাগের বশবর্তী হয়ে অন্যকে অভিশাপ দেয়, তিরস্কার করে, তারা কেয়ামতের দিন অনেক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবে। যেমন এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِى الدَّرْدَآءِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَكُوْنُ اللَّعَّانُوْنَ شُفَعَآءَ وَلَا شُهَدَآءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ. رواه مسلم فى كتاب البر والصلة والادب - باب النهى عن لعن الدواب وغيرها.

অর্থাৎ, হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিরস্কারকারীগণ কেয়ামতের দিন সুপারিশকারীও হতে পারবে না, স্বাক্ষীও হতে পারবে না। (মুসলিম)

www.maktabatulabrar.com

রাগের ক্ষতিকর ও উপকারী দিকসমূহ

রাগ অত্যন্ত খারাপ ও নিন্দনীয় বিষয়, তবে সব ক্ষেত্রে নয়। জীবনের বহু ক্ষেত্র এমনও আছে যেখানে মানুষের রাগ বা ক্রোধের প্রয়োজন আছে। সেজন্যই আল্লাহ পাক মানুষের মধ্যে জন্মগতভাবে ও স্বভাবগতভাবে কিছুটা ক্রোধ দিয়ে দিয়েছেন। যদি মানুষের মধ্যে ক্রোধ মোটেও না থাকে, তাহলে তার চোখের সামনে অন্যরা তার ধন-সম্পদ লুটেপুটে নিয়ে যাবে, তার চোখের সামনে তার বিবি-বাচ্চার ইজ্জত-আব্রু লুটে নিবে, তবুও তার ভিতর সেটা প্রতিরোধ করার কোনো চেতনা আসবে না। নিজের জান-মাল হেফাজত করার মত, নিজের এবং নিজের আপন জনের ইজ্জত-আব্রু হেফাজত করার মত চেতনাও তার ভিতরে থাকবে না, মুসলমানদের উপর কাফেররা আক্রমণ করবে, কাফেররা মুসলমানদের দেশ নিয়ে যাবে, জান-মাল নিয়ে যাবে, মুসলমান নারীদের ইজ্জত-আব্রু লুটে নিবে, তবুও তার ভিতর জেহাদের জয্‌বা আসবে না। অথচ নিজের জান-মাল হেফাজত করার চেতনা, নিজের ইজ্জত-আব্রু হেফাজত করার চেতনা, নিজের দেশ ও ধর্ম হেফাজত করার চেতনা শরীআতে কাম্য। এসব ক্ষেত্রে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মত ক্রোধের প্রয়োজন আছে। এ জন্যই আল্লাহ পাক মানুষের মধ্যে ক্রোধও রেখে দিয়েছেন।

জীবনের আরও বহু ক্ষেত্রে ক্রোধের প্রয়োজন রয়েছে। আমার সন্তানাদি যদি কোনো অন্যায় কাজ করে, তখন যদি আমি তাদেরকে কোনো রকম ধমক না দেই, কোনোভাবে রাগ না দেখাই, তাহলে তাদের আস্পর্ধা বেড়ে যাবে, তাদের সংশোধন হবে না। ছেলে-মেয়ে বা ছাত্ররা যদি পড়াশুনা না করে সময় নষ্ট করে, আর তাদেরকে আমরা শাসন না করি, তাহলে তাদের জীবন নষ্ট হবে। তাই ঘরের এসলাহের জন্য রাগ ও শাসনের প্রয়োজন রয়েছে। এমনিভাবে সমাজের এসলাহের জন্য, দেশের এসলাহের জন্যও রাগ ও শাসনের প্রয়োজন রয়েছে। আমি অফিসের কর্মকর্তা হয়ে থাকলে, দেশের কর্মকর্তা হয়ে থাকলে আমার অধীনস্থদের সংশোধনের জন্য, অফিস ও দেশের কাজ ঠিকমত চালানোর জন্য আমার রাগ ও শাসনের প্রয়োজন রয়েছে।

তবে ক্রোধ সীমার ভিতরে থাকতে হবে, ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। যদি সীমার বাইরে চলে যায়, নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাহলে

সেটা অনেক গোনাহ এবং অনেক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই ক্রোধ একেবারে না থাকা কাম্য নয়; বরং ক্রোধ থাকবে, তবে ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণে রাখা কাম্য।

রাগ দমন করার গুরুত্ব

শরীআতের দৃষ্টিতে ক্রোধকে দমন করা অনেক বড় গুরুরূপূর্ণ বিষয়। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوْصِنِىْ. قَالَ: لَا تَغْضَبْ. فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ. رواه البخارى فى كتاب الادب - باب الحذر من الغضب.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! (অল্প কথায়) আমাকে একটু উপদেশ দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ক্রোধ বর্জন কর। (এ নসীহতটুকু বেশী সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে) উক্ত সাহাবী কয়েকবার আরয করলেন– ইয়া রসূলাল্লাহ! আরও একটু উপদেশ দিন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেকবার একই জবাব দিলেন– ক্রোধ বর্জন কর। (বোখারী)

এ থেকে বুঝা যায়, ক্রোধ বর্জন করার গুরুত্ব কত বেশী।

রাগ নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন

যেসব ক্ষেত্রে রাগের প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে রাগকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে হবে। যতটুকু প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি রাগ হলে সেটা ক্ষতির দিকে নিয়ে যাবে। যেমন– একজন স্বামী তার স্ত্রীকে শাসন করতে যেয়ে মাত্রার চেয়ে বেশি রাগান্বিত হয়ে উঠলে পুরো ঘর-সংসার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। রাগের আধিক্য হেতু বে-শামাল হওয়ার কারণেই মানুষ বিবিকে তালাক পর্যন্ত দিয়ে বসে। পরিমিত মাত্রার চেয়ে বেশি রাগ হওয়ার কারণে আরও বহু রকমের জটিলতা সৃষ্টি হয়, বহু অনাসৃষ্টি দেখা দেয়।

রাগকে নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে সেই রাগ ক্ষতি ডেকে আনে, ধ্বংস ডেকে আনে। রাগের মাথায় কোনো ছাত্রকে বেশী মারধর করলে সেই ছাত্র বে-আদব হয়ে যায়, উস্তাদের প্রতি তার ভক্তি নষ্ট হয়ে যায়। ছাত্র ভাবে আমি তো এত অন্যায় করিনি, তাহলে উস্তাদ আমাকে এত মারলেন কেন?

উস্তাদ আমার প্রতি জুলুম করেছেন! এভাবে সে উস্তাদের প্রতি মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। এমনকি লেখাপড়ার প্রতিও বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে এবং লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ বিগড়ে যায়, লাইনচ্যুত হয়ে যায়। রাগের মাথায় অতিরিক্ত শাসন করলে সন্তানও বিগড়ে যায়, বিবিও বিগড়ে যায়, সমাজও বিগড়ে যায়। তাই রাগকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করা চাই।

বুযুর্গানে দ্বীনের রাগ দমন করার নমূনা

বুযুর্গানে দ্বীন নিজেদের ব্যাপারে কখনই রাগ করেন না। তবে শরীআতের প্রশ্ন আসলে রেগে যান। তাঁদের সঙ্গে কেউ যতই দুর্ব্যবহার করুক, তাঁরা সেটা ক্ষমা করেন। কিন্তু শরীআত বিরোধী বিষয় হলে সেখানে রেগে যান, সেটা ক্ষমা করেন না। একটি ঘটনা বর্ণনা করছি– ঘটনাটি হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)–এর। ঘটনাটি শোনার পূর্বে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) সম্পর্কে অন্য কয়েকটা কথা শুনে নিন। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)–এর অভ্যাস ছিল তিনি রাতে ঘুমাতেন না। ইশার নামাযের পর খানা-পিনার জরূরত থাকলে তা থেকে ফারেগ হয়ে তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। ফজর পর্যন্ত তাহাজ্জুদ ও যিকিরে মশগুল থাকতেন।[১] তিনি চল্লিশ বছর একাধারে ইশার উযূতে ফজরের নামায আদায় করেছেন। প্রতি রাতে তাহাজ্জুদের মধ্যে এক খতম কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন।[২] সকালে ফেকাহ গবেষণার মজলিসে বসে যেতেন। বিভিন্ন শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ ৪০ জন আলেমের সমন্বয়ে এই মজলিস গঠিত ছিল।[৩] এই মজলিসকে নিয়ে ফেকাহশাস্ত্রের মাসআলা-মাসায়েল গবেষণা করতেন। এরপর যোহর পর্যন্ত নিজের ব্যবসা দেখা-শোনা করতেন। যোহর থেকে নিয়ে আসর পর্যন্ত ছিল তাঁর ঘুমানোর সময়।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)–এর অনেক সমালোচনাকারী ছিল। বড় ব্যক্তিদের প্রতি হিংসার কারণে এমন হয়ে থাকে। তাঁর ব্যাপারে অনেক ভিত্তিহীন অপবাদ ছড়ানো হয়েছিল। এরকম ভিত্তিহীন সমালোচনা ও মিথ্যা অপবাদের মধ্যে একটা বিষয় ছিল যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) খুব রাগী এবং বদ মেজাযী মানুষ। এবার মূল ঘটনাটি শুনুন।[৪] একদিন জনৈক

১. تذكرة الحفاظ ॥
২. تاريخ بغداد ॥
৩. معجم المصنفين ॥
৪. اصلاحى خطبات تقى عثانى থেকে গৃহীত।

www.maktabatulabrar.com

ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) প্রকৃত পক্ষেই বদ মেজাযী কি না তা পরীক্ষা করার জন্য যোহরের পরে যখন ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) কেবলমাত্র নিদ্রা গিয়েছেন, সেই মুহূর্তে তার ঘরের দরজায় গিয়ে করাঘাত করল। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) দরজা খুলে বের হয়ে আসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই! কী জন্য এসেছেন? সে বলল, হুজুর, একটা মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম, কিন্তু এখন তা ভুলে গেছি। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, স্মরণ হলে আসবেন। লোকটা চলে গেল। কিছু দূর যেয়ে আবার ফিরে আসল। ইতিমধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) আবার ঘুমিয়ে গেছেন। তখন লোকটা এসে আবার দরজায় করাঘাত করল। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) থাকতেন দোতলায়। তিনি উঠে নিচ তলায় এসে আবার দরজা খুললেন। দেখলেন সেই আগের লোকটাই। বললেন, কি ভাই মাসআলাটি মনে এসেছে? লোকটা বলল, হুজুর! মনে এসেছিল, কিন্তু এই আপনি সিঁড়ি থেকে নামতে নামতে আবার ভুলে গেছি। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বললেন, ঠিক আছে, আবার স্মরণ হলে আসবেন। সে আগের মত চলে গিয়ে আবার কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে দরজায় করাঘাত করল। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) আবার নিচে নেমে দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করলেন, স্মরণ এসেছে? লোকটা বলল, জী হুজুর। মাসআলাটা হল– মানুষ যে পায়খানা করে, এই পায়খানার স্বাদ কি মিঠা না তিতা? সত্যিই এরূপ পরিস্থিতিতে এরূপ প্রশ্নে প্রচণ্ড রাগ এসে যাওয়ার কথা। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) রাগলেন না। সম্পূর্ণ শান্তভাবে বললেন, যখন পায়খানা কাঁচা থাকে, তখন তা মিষ্ট থাকে, আর শুকিয়ে গেলে তিতা হয়ে যায়।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন। তিনি নিজের বুদ্ধি থেকেই বললেন, যখন পায়খানা কাঁচা থাকে তখন মিষ্ট থাকে, আর শুকিয়ে গেলে তিতা হয়ে যায়। লোকটা জিজ্ঞাসা করল, হুজুর! এটা কী করে বুঝলেন? এটা কি কোন কিতাবে লেখা আছে? ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বললেন, এটা কোনো কিতাবে লেখা নেই। তবে আমি দেখেছি মানুষের পায়খানা যখন কাঁচা থাকে, তখন তার উপর মাছি বসে, আর মাছি মিষ্ট জিনিসের উপরই বসে থাকে। আর পায়খানা শুকিয়ে গেলে তার উপর মাছি বসে না। তাই আমি বুঝলাম পায়খানা শুকিয়ে গেলে সেটা মিষ্ট থাকে না, বিস্বাদ হয়ে যায়। এরপর লোকটা বলল, হুজুর! আমি হেরে গেছি, আপনি জিতে গেছেন। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বললেন, কী

www.maktabatulabrar.com

ব্যাপার, আপনার এ কথার রহস্য কি? তখন লোকটা বলল, হুজুর! আপনার ব্যাপারে একজনের সঙ্গে আমার তর্ক হয়েছে। আমি বলেছি আপনি খুব রাগী এবং বদ-মেজাযী মানুষ, সে বলেছে না, এটা তাঁর ব্যাপারে অপপ্রচার। তখন আমি আপনার রাগ পরীক্ষা করার জন্য আসলাম। বারবার আপনার কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে আপনাকে একটা প্রশ্ন করলাম, তাও একটা বাজে প্রশ্ন করলাম। কিন্তু দেখলাম তবুও আপনি রাগেননি। তাই বললাম, আপনি জিতে গেছেন, আমি হেরে গেছি।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) কত বেশী রাগকে দমন করতে পারতেন, তার আর একটি ঘটনা শুনুন।[১] একদিন তিনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে ঘরে যাচ্ছিলেন। তখন একজন লোক তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল। লোকটা তাঁর সমালোচনা শুরু করে দিল যে, আপনি এই করেন, সেই করেন ইত্যাদি। লোকটা সমালোচনা করেই যাচ্ছে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) সমালোচনা শুনে মোটেই রাগছেন না; বরং শুনছেন আর হাসছেন। কিছুদূর যেয়ে রাস্তা দুই দিকে ভাগ হয়ে গেল। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)–এর বাসার রাস্তা গিয়েছে এক দিকে, আর সেই লোকের বাসার রাস্তা গিয়েছে আরেক দিকে। সেই মোড়ে গিয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) দাঁড়ালেন এবং বললেন, ভাই! এখন তো আমরা আলাদা হয়ে যাব। আমি বুঝলাম আমার ব্যাপারে আপনার ভিতরে অনেক রাগ রয়ে গেছে। অনেক কিছুই হয়তো বলার আছে, এখন আলাদা হয়ে গেলে তা আর বলতে পারবেন না। তাই আমি এখানে একটু দাঁড়াই, আপনার যা বলার আছে বলুন। বলে আপনার মন পুরো শান্ত হলে তখন আমি চলে যাব। তার পর ফিকির করে দেখব আপনি যা বলেছেন যদি সে সব ব্যাপারে আমার সংশোধন করার কিছু থাকে, অবশ্যই তা করব।

হযরত মাওলানা শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) একবার এক মাহফিলে ওয়াজ করছিলেন। ওয়াজ চলাকালীন জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, মৌলভী সাহেব! আমরা শুনেছি আপনি নাকি হারামজাদা! এ কথা শোনার পর হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহ.) অত্যন্ত শান্তভাবে জবাব দিলেন, জি না, আপনি ভুল শুনেছেন, আমার পিতা-মাতার বিবাহের স্বাক্ষীরাও এখনও বেঁচে আছেন। একথা বলেই তিনি আবার ওয়াজ করতে থাকলেন।[২]

---

১. اصلاحی خطبات تقی عثمانی থেকে গৃহীত। ॥

২. ارواح ثلاثه ॥

এ-ই হল বুযুর্গানে দ্বীনের আমল। তাঁরা নিজেদের ব্যাপারে কখনই রাগ করেন না, কিন্তু শরীআতের কোনো হুকুম লঙ্ঘন হতে দেখলে, শরীআতের অবমাননা হতে দেখলে তারা প্রচণ্ড রাগান্বিত হয়ে যান। কোথায় রাগ করা যাবে আর কোথায় করা যাবে না– এটাই হল তার মাপকাঠি। রাগ, ভালবাসা, বন্ধুত্ব, শত্রুতা, আদান-প্রদান সবকিছু আবর্তিত হবে শরীআতকে কেন্দ্র করে, দ্বীনকে কেন্দ্র করে। আবূ দাউদ শরীফের এক হাদীছে একথাই বলা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ.

رواه ابو داود فى كتاب السنة - باب فى رد الارجاء.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মানুষকে ভালবাসবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে আর রাগও রাখবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে; আর যা দিবে আল্লাহকে রাজী খুশী করার জন্য দিবে, যা কিছু না দিবে তাও আল্লাহকে রাজী-খুশী করার জন্য। এরূপ যে করবে তার ঈমান পূর্ণ হবে। (আবূ দাউদ)

ফায়দা: এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে মানুষের দেওয়া, না দেওয়া, ভালবাসা, রাগ হওয়া সবকিছু আবর্তিত হবে মহান আল্লাহকে কেন্দ্র করে, অর্থাৎ, দ্বীন ও শরীআতকে কেন্দ্র করে। যে ব্যক্তি এরূপ করে, সে-ই পূর্ণাঙ্গ ঈমান ও পূর্ণাঙ্গ সহীহ তরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রয়োজনীয় স্থানে রাগের উদ্দেশ্য কী থাকবে?

রাগ হতে হবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে অর্থাৎ, দ্বীনের উদ্দেশ্যে। তাই ব্যক্তির প্রতি রাগ নয় বরং কোনো অন্যায় দেখলে সেই অন্যায়ের প্রতি রাগ আসা জরূরী। সাধ্য থাকলে সেই অন্যায়কে বাধা দেওয়া দায়িত্ব।

রাগ হবে দ্বীনের খাতিরে, ব্যক্তিগত আক্রোশে নয়। এর একটা জ্বলন্ত উদাহরণ হল হযরত আলী (রা.)–এর ঘটনা। প্রসিদ্ধ আছে এক কাফের রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিয়েছিল। হযরত আলী (রা.) ছিলেন বাহাদূর মানুষ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে লোকটাকে ধরে উঁচু করে আছাড় দিয়ে ফেলে দিলেন। তারপর তার বুকের পরে চড়ে বসলেন যে, তোকে শেষ করে দিব। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেওয়ার মত এতবড় দুঃসাহস তোর! তখন লোকটা হযরত আলী

(রা.)–এর মুখের উপর থুতু মেরে দিল। সঙ্গে সঙ্গে হযরত আলী (রা.) তাকে ছেড়ে দিলেন। হযরত আলী (রা.)কে জিজ্ঞাসা করা হল আপনার মুখে থুতু মারা হল, আপনার তো আরও রেগে যাওয়ার কথা, অথচ আপনি তাকে ছেড়ে দিলেন! হযরত আলী (রা.) বললেন, পূর্বে তার প্রতি রাগ করেছিলাম মহান আল্লাহকে রাজী-খুশী করার জন্য। আর যখনই সে আমার মুখে থুতু মেরেছে, তখন তার প্রতি আমার ব্যক্তিগত রাগ এসে গেছে। এই রাগটা আল্লাহ্‌র জন্য নয় বরং আমার নিজের জন্য। এখন তাকে হত্যা করলে সেটা হবে আমার ব্যক্তিগত রাগের কারণে। তাই তাকে ছেড়ে দিয়েছি। এটাই হল দ্বীনকে সামনে রেখে রাগ করা বা রাগ বর্জন করার নমূনা।

রাগ দমনের পন্থা

বুযুর্গানে দ্বীন কুরআন হাদীছের আলোকে বলেছেন, রাগ দমনের পন্থা হল–

১. রাগ হলেই 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রজীম' পড়ে নেওয়া।

২. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ পড়া।

৩. যার উপর রাগ হয় তাকে সম্মুখ থেকে সরিয়ে দেওয়া বা নিজে অন্যত্র সরে যাওয়া।

৪. তারপর এ চিন্তা করা যে, সে আমার নিকট যতটুকু অপরাধী, আমি আল্লাহ্‌র নিকট তার চেয়ে বেশি অপরাধী। আমি যেমন চাই আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন আমারও তেমনি উচিত তাকে ক্ষমা করা।

৫. এতেও রাগ না গেলে দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়বে, বসে থাকলে শুয়ে পড়বে।

৬. তাতেও রাগ দমন না হলে ঠাণ্ডা পানি পান করবে বা উযূ কিংবা গোসল করে নিবে।

৭. এই চিন্তা করবে যে, মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হয় না। অতএব আমি আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করার কে?

৮. স্বভাবগতভাবে যিনি বেশি রাগী, তার রাগ দমনের পন্থা হল– যার উপর রাগ হয় রাগ ঠাণ্ডা হওয়ার পর জনসমক্ষে তার হাত পা ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তার জুতো সোজা করে দিবে। দু' একবার এরূপ করলেই রাগের হুশ ফিরে আসবে।

www.maktabatulabrar.com

বুগ্য (বিদ্বেষ/মনোমালিন্য) ও স্বভাব সংকোচন প্রসঙ্গ

রাগ চরিতার্থ করতে না পারলে রাগ দমনের দ্বারা মনের মধ্যে ক্ষোভ, মনস্তাপ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় এবং অন্যভাবে তার প্রতিশোধ নেওয়ার চিন্তা-ভাবনা ও অন্যভাবে তাকে কষ্ট দেওয়ার প্রয়াস জাগে। এই প্রয়াস বা মনোভাবকে বলা হয় বুগ্য বা কীনা। আর অন্যভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের মনোভাব যদি জাগ্রত না হয় কিংবা সেরূপ উদ্যোগ গ্রহণের চিন্তা-ভাবনা না আসে বরং রাগের কারণে মনের মধ্যে শুধু একটা সংকীর্ণতা সৃষ্টি হয় এবং যার উপর রাগ হয় তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে মন চায় না, তাহলে সেটাকে বলে 'ইনকিবাযে তব্য়ী' বা 'স্বভাব সংকোচন', সেটা নিন্দনীয় নয়। কারণ সেটা স্বভাবগত বিষয়, যা ইচ্ছার অধীন নয়।

তবে কারও ব্যাপারে স্বভাবের মধ্যে সংকোচন ভাব আসলে সেটা দূর করার জন্য কখনও কখনও এই ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে যে, তাকে বলে দিবে, আপনার এই কথা বা আচরণে আমার কষ্ট লেগেছে। এতে অন্তর পরিষ্কার হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, বিদ্বেষ ও শত্রুতা যদি পার্থিব কোনো বিষয়ের কারণে হয় তবেই তা নিন্দনীয় ও গর্হিত। পক্ষান্তরে কোনো মুসলমান যদি দ্বীনের কারণে আল্লাহর ওয়াস্তে কারও প্রতি বিদ্বেষ বা শত্রুতা রাখে তবে তা নিন্দনীয় নয় বরং প্রশংসনীয় ও উত্তম।

তাকাব্বুর বা অহংকার–এর ক্ষতি

জ্ঞান-বুদ্ধি, ইবাদত-বন্দেগী, মান-সম্মান, ধন-দৌলত ইত্যাদি যে কোনো দ্বীনী বা দুনিয়াবী গুণে নিজেকে বড় মনে করা এবং সেই সঙ্গে অন্যকে সে ক্ষেত্রে তুচ্ছ মনে করাকে বলা হয় তাকাব্বুর বা অহংকার। তাকাব্বুর বা অহংকার করা গোনাহে কবীরা।

অন্তরের রোগসমূহের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক রোগ হল তাকাব্বুর বা অহংকার। তাকাব্বুর বা অহংকারকে বলা হয় 'উম্মুল আমরায' অর্থাৎ, সমস্ত রোগের মা। মা থেকে যেমন সন্তানাদির জন্ম হয়, সেই সন্তানাদি থেকে আরও সন্তানাদি হয়। এভাবে এক মা থেকে বহু মানুষের সৃষ্টি হয়, এক মা থেকে বহু মানুষের বিস্তার ঘটে, তদ্রূপ এক অহংকারের কারণে মনের বহু রোগ সৃষ্টি হয়। মা যেমন বহু মানুষের মূল, অহংকারও তদ্রূপ বহু রোগের মূল।

www.maktabatulabrar.com

অহংকার বহু আত্মিক রোগের মূল

তাকাব্বুর থেকে মানুষের মাঝে অনেক আত্মিক রোগ জন্ম নেয়। যেমন– মনের একটা রোগ হল হিংসা। এই হিংসা রোগ অহংকার থেকে জন্ম নেয়। হিংসা হল একজনের ভাল কিছু দেখে তা ধ্বংস হওয়ার কামনা করা। কেউ যখন নিজেকে বড় মনে করে, অর্থাৎ, নিজের মধ্যে বড়ায়ী বা অহংকার বোধ থাকে, তখন সে অন্যের ভাল কিছু দেখলে মনে করে যে, ও তো আমার চেয়ে বড় হয়ে গেল, আমি ছোট হয়ে গেলাম। তখনই তার মনের মধ্যে অন্যের সেই ভালটা ধ্বংস হওয়ার কামনা জাগে। এটাকেই বলা হয় হাছাদ বা হিংসা। যেমন– একজনের ধন-দৌলত দেখে, মান-সম্মান, ইজ্জত-আব্রু দেখে, পদমর্যাদা দেখে ভিতরে হিংসা আসে এবং মনে মনে তার এগুলো ধ্বংস হওয়ার কামনা জাগে।

আমরা মানুষের গীবত-শেকায়েত করি, চিন্তা করলে দেখা যায় এখানেও আমাদের মনের ভিতরে অহংকার কাজ করতে থাকে। আরেকজনের গীবত বা দোষ চর্চা করা হয় কেন? এজন্যই করা হয় যে, তার দোষ বললে সে একটু ছোট হবে এবং আমি যখন অন্যের এই দোষ বলছি এর দ্বারা বোঝাবে যে, আমার ভিতরে এই দোষ নেই, এভাবে আমি ভাল প্রতিপন্ন হব। দেখা গেল গীবত করার সময় মনের ভিতরে নিজের বড়ায়ী বা অহংকার কাজ করতে থাকে।

একজন মানুষ আর একজন মানুষের প্রতি জুলুম করে, এর পিছনেও অহংকার কাজ করে থাকে। যার প্রতি আমি জুলুম করছি, তাকে আমি ছোট মনে করছি এবং নিজেকে বড় মনে করছি। এই মনোভাব থেকেই জুলুম করা আসছে। আমি নিজেকে বড় মনে করছি বলেই ভাবছি ও আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করল কেন, আমি ওকে দেখিয়ে ছাড়ব! এই ভেবে তার প্রতি জুলুম করছি। দেখা গেল জুলুম করার মনোভাবও অহংকার থেকে সৃষ্টি হয়। প্রতিশোধ নেওয়ার জযবাও অহংকার থেকে সৃষ্টি হয়। এভাবে তাকাব্বুর বা অহংকার রোগ থেকে বহু রোগ সৃষ্টি হয়, বহু পাপের জন্ম হয়।

অহংকার সত্য গ্রহণের পথে বাধা

কেউ তাকাব্বুর রোগে আক্রান্ত হলে সে কারও উপদেশ গ্রহণ করে না, কারও সৎপরামর্শও গ্রহণ করে না। আত্মগরিমার কারণে সে অন্যের ভাল উপদেশ ও সৎপরামর্শকে অগ্রাহ্য করে চলে। তাকাব্বুর রোগ হক ও

সত্য গ্রহণের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। যখন মানুষের মধ্যে তাকাব্বুর আসে, তখন সে অনেক সময় সত্যকে স্বীকার করতে চায় না। আত্মগরিমার কারণে সে সত্যকে অস্বীকার করে বসে। এমনকি খোদাকে পর্যন্ত অস্বীকার করে বসে, এমনকি নিজে খোদায়ী দাবী করে বসে। ফিরআউন আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে বসেছিল, সে নিজেকে খোদা বলে দাবী করে বসেছিল। ক্ষমতা এবং দাপটের অহংকারেই সে নিজেকে খোদা বলে বসেছিল। কারূন ধন-সম্পদের অহংকারে খোদার অবাধ্য হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তাকে ধন-সম্পদ দিয়েছিলেন, সে ধন-সম্পদকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ মনে করেনি বরং এর কারণে নিজেকে বড় মনে করে বসেছে এবং এর অহংকারে খোদাকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ وَاٰتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓءُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ.

অর্থাৎ, কারূন মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। সে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ বলেন, আমি তাকে এত সম্পদ দিয়েছিলাম যে, সম্পদের ভাণ্ডারের চাবি তুলতে বেশ কয়েকজন শক্তিশালী লোকের প্রয়োজন হত। (সূরা কাসাস: ৭৬)

অহংকারের ফলে কুফ্‌রী পর্যন্ত এসে যেতে পারে

অহংকারের কারণে কুফ্‌রী পর্যন্ত এসে যেতে পারে। এই অহংকারের কারণেই শয়তান কাফের হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ.)কে তৈরী করে যখন হুকুম দিয়েছিলেন, আদমকে সাজদা কর, তখন ইবলীস সাজদা করেনি। তার ভিতরে অহংকার এসে গিয়েছিল যে, আমি আগুনের তৈরী আর আদম মাটির তৈরী। আমি আদমের সামনে নত হতে পারি না। এই অহংকারে সে আল্লাহ্‌র হুকুমকে অমান্য করল এবং কাফের হয়ে গেল। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ.

অর্থাৎ, সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল। আর সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (সূরা বাকারা: ৩৪)

এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে অহংকারই ছিল তার অস্বীকার করা এবং কাফের হওয়ার কারণ। এই তাকাব্বুরই তাকে কাফের বানাল, এই তাকাব্বুরই তাকে উঁচু মর্যাদা থেকে নীচে নামিয়ে দিল। তাকে লাঞ্ছিত, অভিশপ্ত বানালো। শেখ সাদী বলেছেন,

تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد

অর্থাৎ, অহংকারই আযাযীলকে অর্থাৎ, ইবলীসকে লাঞ্ছিত করল, অহংকারই তাকে অভিশাপের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করল।

অহংকারীর প্রতি রসূল (সা.) অসন্তুষ্ট

অহংকারের আর একটি ক্ষতি হল অহংকারের কারণে মানুষ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসন্তোষভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হয়। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ جَابِرٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ... اِنَّ مِنْ اَبْغَضِكُمْ اِلَىَّ وَاَبْعَدِكُمْ مِنِّىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَلثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ وَالْمُتَفَيْهِقُوْنَ. الحديث. رواه الترمذى فى ابواب البر والصلة - باب ما جاء فى معالى الاخلاق. وقال: هذا حديث حسن غريب.

অর্থাৎ, জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে যারা বেশী কথা বলে, যারা মানুষের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বড়ত্ব প্রদর্শন করে ও অশ্লীল কথা বলে আর যারা অহংকার করে, তারা কেয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে বেশী অসন্তোষভাজন ও আমার থেকে বেশী দূরবর্তী হবে। (তিরমিযী)

অহংকার জাহান্নামে নিয়ে যায়

অহংকারের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হল অহংকার জাহান্নামে নিয়ে যায়। হাদীছে পাকে এসেছে–

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. فَقَالَ

www.maktabatulabrar.com

رَجُلٌ: اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَّكُوْنَ ثَوْبُهٗ حَسَنًا وَنَعْلُهٗ حَسَنًا. قَالَ: اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ. اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ. رواه مسلم فى كتاب الايمان - باب تحريم الكبر وبيانه.

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইব্নে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার আছে, সে জান্নাতে যেতে পারবে না। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল– এক লোক পছন্দ করে তার পোশাক সুন্দর হোক, তার জুতো সুন্দর হোক (এটাও কি অহংকারের অন্তর্ভুক্ত?) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, (না, এটা অহংকারের অন্তর্ভুক্ত নয়,) আল্লাহ তাআলা সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। অহংকার হল সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জানা। (মুসলিম)

যদিও অহংকারের পাপ ক্ষমা হয়ে গেলে অহংকারীও জান্নাতে যেতে পারবে। কিন্তু অহংকার করলে বা অন্য কোনো পাপ করলে আল্লাহ পাক যে চরম গোস্বা হন, সেই গোস্বার চরমতার দিকে তাকালে ক্ষমা পাওয়ার আশা খুবই ক্ষীণ হয়ে পড়ে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর গোস্বার চরমতার দিকে তাকিয়েই তাই ঐ কথাটি বলেছিলেন।

অহংকারের কারণে আল্লাহ তাআলা গোস্বা হন। এত গোস্বা হন যে, গোস্বার কারণেই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন। এক হাদীছে আছে–

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَلْخُدْرِىِّ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْعِزُّ اِزَارُهٗ وَالْكِبْرِيَآءُ رِدَآئُهٗ فَمَنْ يُّنَازِعُنِىْ عَذَّبْتُهٗ. رواه مسلم فى كتاب البر والصلة والادب - باب تحريم الكبر.

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর (আল্লাহর) নিম্নাংশের পরিধেয় আর অহংকার তাঁর উর্দ্ধাংশের পরিধেয়। (অর্থাৎ, শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকার তাঁরই ভূষণ। যা একমাত্র তাঁকেই মানায়, আর কাউকে নয়।) [আল্লাহ তাআলা বলেন,] যারা (এই ভূষণ নিয়ে) আমার সঙ্গে টানা-টানি করবে, আমি তাদেরকে শাস্তি দিব। (মুসলিম)

www.maktabatulabrar.com

ব্যাখ্যা: এ হাদীছে বলা হয়েছে, অহংকার করা একমাত্র আল্লাহ পাককে মানায়। কারণ, মানুষ কী নিয়ে অহংকার করবে? তার নিজস্ব কৃতিত্ব বলে কিছু নেই, সবই তো মহান আল্লাহ্র দেওয়া! কাজেই অহংকার করলে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই করতে পারেন, অহংকার একমাত্র তাঁকেই মানায়, আর কাউকে নয়।

তাওয়াযু' (বিনয়/নম্রতা) প্রসঙ্গ

তাকাব্বুর-এর বিপরীত গুণ হল তাওয়াযু' বা বিনয়। তাকাব্বুর দূর হলেই তাওয়াযু' বা বিনয় আসে। তাওয়াযু বা বিনয় হল তাকাব্বুর–এর বিপরীত অবস্থা। তাই অহংকার যেমন মনের সবচেয়ে বড় রোগ, এর বিপরীত তাওয়াযু' হল মনের সবচেয়ে উত্তম গুণ।

তাওয়াযু' অর্থাৎ, বিনয় বা নম্রতা হল নিজেকে ছোট মনে করা ও নিজের অহমিকাবোধ বিলীন করে দেওয়া। সমস্ত মুসলমানের চেয়ে নিজেকে ছোট মনে করতে হবে। যদিও আপাত ও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কাউকে নিজের চেয়ে অধিক পাপী ও অপরাধী বলে মনে হয়, তবুও তার তুলনায় নিজেকে ছোট মনে করতে হবে এই ভেবে যে, হতে পারে তার মধ্যে এমন কোনো গুণ রয়েছে যার ভিত্তিতে আল্লাহ পাকের নিকট সে আমার চেয়ে অনেক বেশী পছন্দনীয়, কিংবা ভবিষ্যতে সে আমার চেয়ে অধিক গুণাবলীর অধিকারী হবে এবং সে অবস্থায়ই সে আল্লাহর নিকট হাজির হবে। পক্ষান্তরে আমার পরিণতি কী হবে তা আমার জানা নেই। পরিণামের দিকে নজর দিয়ে একজন কাফের থেকেও নিজেকে বড় মনে করার উপায় নেই, কেননা মৃত্যুর পূর্বে তারও ঈমান নসীব হতে পারে। পক্ষান্তরে ঈমানের সঙ্গে আমার মৃত্যু হওয়ার কোনো নিশ্চয়তা আমার কাছে নেই। তবে বর্তমান অবস্থায় একজন কাফেরের যেহেতু ঈমান নেই আমার ঈমান নসীব হয়েছে, তাই বর্তমানের বিচারে আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ– এই বোধ রাখতে হবে। এটা তাওয়াযু' বা বিনয়ের পরিপন্থী তথা অহংকার নয় বরং এটা হল দ্বীনী আত্মমর্যাদাবোধ এবং আল্লাহ আমাকে ঈমানের মত বড় নেয়ামত দান করেছেন সেই নেয়ামতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং শোকরের মনোভাব। মনে রাখতে হবে তাওয়াযু' প্রকাশ করতে গিয়ে যেন আল্লাহ পাকের কোনো নেয়ামতের না-শুকরি প্রকাশ হয়ে না পড়ে।

এখানে আরও মনে রাখতে হবে যে, ধন-সম্পদ বা পদ পাওয়ার লালসায় কোনো ধনী বা পদস্থ লোকের সামনে বিনয়ভাব প্রকাশ করাও বিনয় নয় বরং সেটা হল হীনতাবোধ।

মু'মিন অহংকার করতে পারে না। মু'মিন কোনো বড়ায়ী দেখাতে পারে না। মু'মিন থাকবে গোলামের মত বিনয়ী। সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল এবং আল্লাহর মাহবূব হওয়া সত্ত্বেও নবী কারী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে এতখানি তাওয়াজু বা বিনয় ছিল যে, তিনি সব ক্ষেত্রে গোলামের মত হয়ে থাকতে চাইতেন। গোলামের মত চলতে চাইতেন, গোলামের মত বসতে চাইতেন, গোলামের মত বসে খাবার খেতে চাইতেন। এক হাদীছে এসেছে– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

اَكُلُ كَمَا يَاْكُلُ الْعَبْدُ. رواه فى شرح السنة حديث رقم ٢٨٣٨ باب كراهية الاكل متكئا. ورواه عبد الرزاق برقم ١٩٥٤٣ و ١٩٥٥٤، والبزار برقم ٢٤٦٩ وابو يعلى برقم ٤٨٩٩، وفى المجمع اسناده حسن.

অর্থাৎ, আমি গোলামের মত বসে খাই। (শরহুছ-ছুন্নাহ প্রভৃতি)

যখন মানুষের মধ্যে বিনয় আসে, বিনয় মানুষকে এরকম নম্র বানিয়ে ফেলে যে, সে আল্লাহ পাকের গোলাম হয়ে যায়। আর বিনয় না থাকলে মানুষের মধ্যে অহংকার আসে, সেই অহংকারে মানুষ শেষ পযন্ত নিজেকে খোদা বলেও দাবী করে বসে।

আমরা নিজেদেরকে আল্লাহর গোলাম মনে করব। আমরা আল্লাহর গোলামী ছাড়া আর কিছুই বুঝি না, তাঁর মর্জি ছাড়া আর কিছুই বুঝি না, আমরা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নিবেদিত। আল্লাহ পাকের গোলাম হতে পারার মধ্যেই মর্যাদা। আল্লাহ পাকের গোলাম হতে পারার মধ্যেই কামিয়াবী। তাই আল্লাহ পাকও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর পরিচয় দিয়েছেন 'গোলাম' বলে। যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবচেয়ে মর্যাদার স্তর দান করা হয়, অর্থাৎ, তাঁকে মে'রাজে নিয়ে যাওয়া হয়, যা অন্য কোনো নবীর ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক করেননি। একমাত্র আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর ক্ষেত্রেই করেছেন। তাঁকে স্বশরীরে সপ্তম আসমানের উপরে, তার থেকেও আরও উপরে আল্লাহ পাকের যতদূর মর্জি সে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই মর্যাদার স্তর দান করা প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ পাক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর পরিচয় দিয়েছেন "গোলাম" বলে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى. الاية.

অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর গোলামকে রাতের বেলায় ভ্রমণে নিয়ে গেলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত। (সূরা বনী ইসরাঈল : ১০)

এখানে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'গোলাম' বলে পরিচয় দিলেন কেন? কারণ গোলামের পরিচয়টাই হচ্ছ সবচেয়ে মর্যাদার পরিচয়। যে নিজেকে যত বড় গোলাম বানাতে পারবে, সে আল্লাহ পাকের তত আপন হয়ে যেতে পারবে। নিজেকে গোলাম বানানোর উপায় হল নিজের আমিত্বকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে দেওয়া। নিজের মধ্যে চরম তাওয়াযু' বা বিনয় প্রতিষ্ঠা করা।

তাওয়াযু' মূলত মনের বিষয়। মনে মনে নিজেকে ছোট মনে করতে হবে, মনের অহংকার বর্জন করতে হবে, মনে মনে আল্লাহর সামনে নত থাকতে হবে। তাই শুধু মুখে বললে তাওয়াযু' হয় না। মুখে বললাম– আমি কিছুই নই, আমি একটা অধম, আমি একটা অপদার্থ! মুখে মুখে এরকম বললাম, কিন্তু মনের অবস্থা হল আমি অধম নই, আমি তো অনেক কিছু। মুখে নিজেকে অধম বলছি, এ কারণে যাতে মানুষ আমাকে বলে যে, লোকাটর অহংকার নেই, লোকটি খুবই তাওয়াযুর অধিকারী, বিনয়ী। এটাকে তাওয়াযু' বলা হয় না। নিজেকে ছোট বলা তাওয়াযু' নয়, বরং নিজেকে ছোট মনে করা তাওয়াযু'। মনের মধ্যে অহংকার লুকিয়ে রেখে মুখে মুখে নিজেকে নিকৃষ্ট, অধম ইত্যাদি বললে বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে বিনয়ের ভাব দেখালেই তাওয়াযু' হয়ে যায় না। বরং এটা হল তাওয়াযু'র আবরণে তাকাব্বুর।

অনেক কিছু বাহ্যিকভাবে দেখতে তাওয়াযু' মনে হয় কিন্তু আসলে সেটা তাওয়াযু' নয়। যেমন– ধনীর কাছে যেয়ে যদি কেউ কাঁচুমাচু করে, তাহলে দেখতে দেখাবে এটা তাওয়াযু' বা বিনয়, কিন্তু আসলে এটা বিনয় নয়; এটা হল চাটুকারিতা। এরূপ করা নিষেধ।

তাওয়াযু'–এর ফযীলত

তাওয়াযু' এত উঁচু পর্যায়ের গুণ যে, তাওয়াযু'–এর ফলে আল্লাহ্র নিকট মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে অহংকারের কারণে আল্লাহর নিকট মর্যাদা হ্রাস পেতে থাকে। হাদীছে এসেছে–

www.maktabatulabrar.com

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدٍ اَلْخُدْرِیِّ رضـ مَرْفُوْعًا مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ دَرَجَةً رَفَعَهُ اللّٰهُ دَرَجَةً حَتّٰی یَجْعَلَهُ فِیْ عِلِّیِّیْنَ وَمَنْ تَکَبَّرَ عَلَی اللّٰهِ دَرَجَةً وَضَعَهُ اللّٰهُ دَرَجَةً حَتّٰی یَجْعَلَهُ فِیْ اَسْفَلِ السَّافِلِیْنَ. رواه احمد فی مسنده حدیث رقم ١١٦٦٤ واسناده ضعیف ویشهد له الحدیث الاتی.

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাওয়াযু অবলম্বন করে, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন, এমনকি তাকে জান্নাতের উঁচু স্তরে উন্নীত করেন। পক্ষান্তরে যে আল্লাহর উপর অহংকার প্রদর্শন করে, আল্লাহ তার মর্যাদার স্তর নীচু করে দেন, এমনকি তাকে চরম অধঃপতিত স্তরে উপনীত করেন। (মুসনাদে আহমদ)

মুসলিম শরীফের এক হাদীছে আছে–

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ. رواه مسلم فی کتاب البر والصلة والادب - باب استحباب العفو والتواضع.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সদকা মাল কমায় না। ক্ষমা করলে আল্লাহ বান্দার ইজ্জতকেই বৃদ্ধি করে দিয়ে থাকেন। আর কেউ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তাওয়াযূ অবলম্বন করলে আল্লাহ তার মর্যাদাকে উঁচু করে দেন। (মুসলিম)

তাকাব্বুরের কারণে মর্যাদার পতন ঘটে। যেমন– শয়তান তাকাব্বুরের কারণে মহান আল্লাহর দরবার থেকে মারদূদ বা বিতাড়িত হয়েছিল। এর বিপরীত তাওয়াযু'-র ফলে আল্লাহ্‌র দরবারে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

তাওয়াযু'–এর এত মর্যাদা কেন? কারণ তাওয়াযু' বা বিনয়ের মাধ্যমে মানুষ নিজের আমিত্বকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে দেয় এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে নিজেকে ন্যস্ত করে দেয়। তাওয়াযু বলাই হয়

www.maktabatulabrar.com

নিজের আমিত্বকে বিসর্জন দেওয়া, নিজেকে বড় মনে না করা। আমি কিছু নই, কোনো গুণ আমার নিজস্ব নয়, সব আল্লাহর দেওয়া। আমার স্বাস্থ্য ভাল, এটা আল্লাহর দেওয়া। আমার চেহারা ভাল, এটাও আল্লাহ পাকের দেওয়া। আমার অনেক ধন-সম্পদ আছে, এটাও আল্লাহ পাকের দেওয়া। আমার অনেক জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, এটাও আল্লাহ পাকের দেওয়া। এভাবে সব কিছুই আল্লাহ পাকের দেওয়া, আমার কিছুই নয়। অতএব আমি কী নিয়ে বড়ায়ী করব? সবই তো আল্লাহ পাকের এহসান। এভাবে নিজেকে ছোট মনে করা এবং আল্লাহ পাকের সমস্ত এহসানের কথা স্মরণ করে নত হওয়াকেই বলা হয় তাওয়াযু'। তাওয়াযূর মাধ্যমে আল্লাহর সমস্ত দানের স্বীকৃতি প্রদান এবং নিজেকে চরমভাবে নত করা হয় বলেই তাওয়াযূ-র এত মর্যাদা।

নম্রতার ফযীলত

নম্রতার ফযীলত সম্পর্কে এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ عَائِشَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اُعْطِیَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ اُعْطِیَ حَظَّهُ مِنْ خَیْرِ الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّهُ مِنْ خَیْرِ الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ.

رواه البغوی فی شرح السنة فی باب الرفق (٢٢) حدیث رقم ٣٤٩١. ورواه احمد فی مسنده برقم ٢٧٤٢٤ واسناده صحیح کذا فی هامشه، ورواه الترمذی برقم ٢٠١٣ وقال: حسن صحیح. واللفظ للبغوی.

অর্থাৎ, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যাকে নম্রতা দান করা হয়েছে, তাকে ইহকাল পরকালের উত্তম হিস্‌সা দান করা হয়েছে। আর যে নম্রতা থেকে বঞ্চিত, সে ইহকাল পরকালের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। (তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ ও শরহুছ-ছুন্নাহ)

আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ جَرِیْرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ یُحْرَمُ الرِّفْقَ یُحْرَمُ الْخَیْرَ کُلَّهُ. رواه ابو داود فی کتاب الادب - باب فی حسن الخلق.

অর্থাৎ, হযরত জারীর (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে নম্রতা থেকে বঞ্চিত সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। (আবূ দাউদ)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَلْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ. قَالَ اَلْجَوَّاظُ اَلْغَلِيْظُ اَلْفَظُّ. رواه ابو داود فى كتاب الادب - باب فى حسن الخلق.

অর্থাৎ, হযরত হারেছা ইব্নে ওয়াহাব (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কঠোর চিত্ত ও রূঢ় ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (আবূ দাউদ)

আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِىْ عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِىْ عَلَى الْعُنْفِ. رواه ابو داود فى كتاب الادب - باب فى الرفق.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে মুগাফ্ফাল (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা নম্র হৃদয়, তিনি নম্রতাকে পছন্দ করেন। তিনি নম্রতার বিনিময়ে এমন কিছু দান করেন যা কঠোরতা থাকলে দান করেন না। (আবূ দাউদ)

উদারতার গুরুত্ব ও ফযীলত

ব্যক্তি স্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ডি পেরিয়ে সার্বজনীন স্বার্থের চিন্তায় মনের বিকশিত হওয়াকে বলা হয় উদারতা। উদারতার বিপরীত চরিত্রকে বলা হয় সংকীর্ণতা। সংকীর্ণ মন-মানসিকতার গণ্ডিতে আবদ্ধ মানুষ নিজের ব্যক্তি স্বার্থের বাইরে কিছু চিন্তা করতে পারে না। সমাজ, দেশ ও জাতির জন্য কোনো বিরাট অবদান রাখতে পারে না। উদারতা না থাকলে মানুষ ক্ষমা, দয়া আত্মত্যাগ, প্রভৃতি বহু গুণ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। উদারতা এমন এক চরিত্র যা বহু উন্নত চরিত্রের উৎসমূল।

www.maktabatulabrar.com

ইসলামের শিক্ষা হল মনকে উদার রাখতে হবে। মনের মধ্যে উদারতা আনতে হবে। মুসলমানের মঙ্গল কামনা করতে হবে। অন্যদের কল্যাণ কামনা করতে হবে। আমি উদারতা পরিহার করে চলব, সংকীর্ণতা পোষণ করব, তাহলে আল্লাহ পাকও আমার সঙ্গে সংকীর্ণতার মোয়ামালা করবেন। আল্লাহ পাকের নিয়ম হল– আমি তাঁর বান্দার সঙ্গে যেমন নীতিতে চলব, আল্লাহ পাকও আমার সঙ্গে তেমনি নীতিতে চলবেন। একথা বিভিন্ন হাদীছে বলা হয়েছে। এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ. مَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِهِ. الحديث. رواه مسلم فى كتاب البر والصلة والادب - باب تحريم الظلم.

অর্থাৎ, হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি জুলুম করতে পারে না, তার সাহায্য বর্জন করতে পারে না। যে তার ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসে, আল্লাহও তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। (মুসলিম)

আর এক হাদীছে বলা হয়েছে,

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ. وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ. الحديث. رواه مسلم فى كتاب الذكر - باب فضل الاجتماع على تلاوة القران وعلى الذكر، والترمذى فى ابواب الحدود - باب ما جاء فى الستر على المسلم، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. واللفظ لمسلم.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের

কোনো দুনিয়াবী কষ্ট দূর করে, আল্লাহ তার থেকে কেয়ামতের দিনের কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো জটিলতায় আক্রান্ত ব্যক্তির জটিলতা দূর করবে, আল্লাহ তার দুনিয়া আখেরাতের জটিলতা দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন করে, আল্লাহও দুনিয়া এবং আখেরাতে তার দোষ গোপন করেন। বান্দা যতক্ষণ আর এক বান্দার সাহায্যে থাকে, আল্লাহ তাআলাও তার সাহায্যে থাকেন। (মুসলিম ও তিরমিযী)

এসব হাদীছে বোঝানো হয়েছে বান্দার সঙ্গে বান্দার মোয়ামালা যেমন হবে, আল্লাহ পাকও তার সঙ্গে তেমনি মোয়ামালা করবেন।

বুখ্‌ল বা কৃপণতার ক্ষতি ও বদান্যতার ফযীলত

বুখ্‌ল বা বখীলী হল ত্যাগ ও বদান্যতার বিপরীত। শরীআতের আলোকে যেখানে ব্যয় করা জরুরী বা মানবিক কারণে যেখানে ব্যয় করা জরুরী, সেখানে ব্যয় করতে সংকীর্ণতা করাকে বলা হয় বুখ্‌ল বা কার্পণ্য। প্রথম স্থানে ব্যয় না করা গোনাহ আর শেষোক্ত স্থানে ব্যয় না করা গোনাহ নয় তবে খেলাফে আওলা বা অনুত্তম।

বুখ্‌ল বা কৃপণতার ক্ষতি

এই বখীলী বা কৃপণতা এত খারাপ জিনিস যে, এর কারণে অনেক ফরয ওয়াজিব পর্যন্ত আদায় হয় না। যেমন– যাকাত দেওয়া, কুরবানী করা, অভাবীকে সাহায্য করা, গরীব আত্মীয়-স্বজনের উপকার করা ইত্যাদি। বখীলী থাকলে এগুলো ঠিকমত আদায় হতে চায় না। এ হল বখীলির দ্বীনী ক্ষতি। আর বখীল বা কৃপণকে সকলে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। এটা হল বখীলির পার্থিব একটা বড় ক্ষতি।

বখীলীর নিন্দা ও শাস্তি বয়ান করে আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন,

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ. سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

অর্থাৎ, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যাদেরকে যা দান করেছেন তা নিয়ে যারা বখীলী বা কার্পন্য করে, তারা যেন মনে না করে যে, এটা তাদের জন্য

www.maktabatulabrar.com

ভাল, (এটা তাদের জন্য ভাল নয়) বরং এটা তাদের জন্য মন্দ। তারা যে মাল নিয়ে বখীলী করে, কেয়ামতের দিন এটা তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরিয়ে দেওয়া হবে। (সূরা আলে ইমরান : ১৮০)

বখীলীর নিন্দা ও শাস্তি বয়ান করে হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَلَا بَخِيْلٌ وَلَا مَنَّانٌ. رواه الترمذى فى ابواب البر والصلة - باب ما جاء فى البخل، و قال: هذا حديث حسن غريب.

অর্থাৎ, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে প্রবেশ করবে না ধোঁকাবাজ, আর না বখীল, আর না উপকার করে যে খোঁটা দেয়। (তিরমিযী)

বদান্যতার ফযীলত

বদান্যতার ফযীলত বয়ান করে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلسَّخِىُّ قَرِيْبٌ مِنَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّارِ، وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِنَ اللّٰهِ بَعِيْدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّارِ، وَلَجَاهِلٌ سَخِىٌّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ. رواه الترمذى فى كتاب البر والصلة - باب ما جاء فى السخاء وقال هذا حديث غريب انتهى. قلت فى سنده ضعف يتحمل فى باب الفضائل.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দাতা ব্যক্তি আল্লাহ্‌রও নিকটে, জান্নাতেরও নিকটে, মানুষেরও নিকটে; অথচ জাহান্নাম থেকে দূরে। পক্ষান্তরে কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকেও দূরে, জান্নাত থেকেও দূরে, মানুষ থেকেও দূরে; অথচ জাহান্নামের নিকটে। নিশ্চয়ই মূর্খ দাতা কৃপণ ইবাদতকারীর চেয়ে আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয়। (তিরমিযী)

হাছাদ (হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা) প্রসঙ্গ

কারও জ্ঞান-বুদ্ধি, ধন-সম্পদ, মান-ইজ্জত, সুখ-স্বাচ্ছন্দ ইত্যাদি ভাল কিছু দেখে মনে কষ্ট লাগা এবং আকাংখা হওয়া যে, সেটা না থাকুক বা ধ্বংস হয়ে যাক এবং তা হলেই মনে আনন্দ লাগা– এই মনোবৃত্তিকে বলা হয় হাছাদ বা হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা।

হাছাদ বা হিংসা করা কবীরা গোনাহ। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা হাছাদ বা হিংসাকারীদের তিরস্কার করে বলেছেন,

اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাঁর অনুগ্রহে মানুষকে যা দান করেছেন, তার উপর তারা হিংসা করে? (সূরা নিছা: ৫৪)

এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে কোনো লোকের কোনো বিষয়-সম্পদ ও নেয়ামত দেখে হাছাদ বা হিংসা করা নিষেধ। তবে কোনো কাফের, মুরতাদ, ফাসেক ও বিদআতী লোকের কোনো বিষয়-সম্পদ ও নেয়ামত অর্জিত হলে এবং সে তা দ্বারা ফেতনা-ফাসাদ ও দ্বীনের ক্ষতি করতে থাকলে তার সে সম্পদ ও নেয়ামত ধ্বংস হওয়ার কামনা করা নিন্দনীয় নয় বরং কোন কোন অবস্থায় তা উত্তম ইবাদত বলে গণ্য হবে। যেমন– একজন ফাসেক বা কাফের ব্যক্তির অনেক ধন-সম্পদ হয়েছে, সে সেই ধন-সম্পদ ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে, তাহলে সেই ব্যক্তির ধন-সম্পদ নষ্ট হওয়ার কামনা করলে তা নিষিদ্ধ হবে না। বরং ইসলামের মহব্বতে এরকম কামনাই করা উচিত। কারণ সে তার সম্পদ দ্বারা ইসলামের ক্ষতি সাধন করছে। আর কোনো মুসলমান ইসলামের ক্ষতি সাধিত হওয়াকে পছন্দ করতে পারে না।

হাছাদ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا.

متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الادب - باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، ورواه مسلم فى كتاب البر والصلة والادب - باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر.

অর্থাৎ, হযরত আনাস ইব্নে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা একে

www.maktabatulabrar.com

অপরের প্রতি বিদ্বেষ রেখো না, একে অপরের প্রতি হিংসা করো না, একজন আরেকজনের পিছে লেগো না, বরং হে আল্লাহ্র বান্দারা! তোমরা একে অপরের ভাই ভাই হয়ে যাও। (বোখারী ও মুসলিম)

হাছাদ সৃষ্টি হওয়ার কারণসমূহ

হাছাদ একটা মনের রোগ। মনের মধ্যে এই রোগ সৃষ্টি হওয়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। সাধারণত তাকাব্বুর বা নিজের বড়ত্ববোধ থেকে হাছাদ সৃষ্টি হয়। অন্যের জ্ঞান-বুদ্ধি, ধন-সম্পদ, মান-ইজ্জত বেশী দেখলে অন্যে বড় হয়ে যাচ্ছে, সে বড় হতে পারছে না– এরকম মনোভাব থেকে হাছাদ বা হিংসা জাগে। সে ভাবে অন্যদেরটা ধ্বংস হলে অন্যরা ছোট থাকবে, সে বড় থাকতে পারবে। এই ভেবে সে অন্যের ভালটা ধ্বংস হওয়ার কামনা করে। প্রতিবেশীর মেয়ের খুব ভাল ঘরে বিবাহ হয়ে যাচ্ছে, সেটা জেনে আমি হিংসা করতে পারব না। হিংসাবশত এমন কিছু বলতে পারব না বা এমন কিছু করতে পারব না, যাতে সে বিবাহটা ভেঙ্গে যায়। একজনের ব্যবসায় খুব উন্নতি হচ্ছে বা একজন বড় কোনো চাকরি পেয়ে যাচ্ছে বা বড় কোনো পদ পেয়ে যাচ্ছে –এটা জেনে আমার ভিতরে জ্বালা শুরু হতে পারবে না, সেটা নষ্ট করার কোনো চিন্তা করতে পারব না। এই নষ্ট করার চিন্তা হিংসা থেকেই হয়ে থাকে। আর এই হিংসা আসে তাকাব্বুর বা নিজে বড় থাকার চিন্তা থেকে।

কখনও কখনও শত্রুতা থেকেও হাছাদের মনোভাব সৃষ্টি হয় কিংবা কারও মন যদি খবীছ হয়, মনের মধ্যে উদারতার অভাব থাকে, তাহলেও এরূপ মনোবৃত্তি জাগতে পারে। অথচ ইসলামের শিক্ষা হল এক মুসলমান আরেক মুসলমানের শত্রু নয় বরং বন্ধু। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اَلْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ.

অর্থাৎ, মুসলমানগণ একে অপরের বন্ধু। (সূরা তাওবা: ৭১)

হাছাদ বর্জন করার ফযীলত

হযরত আম্র ইব্নুল আস (রা.) বয়ান করেন। এক দিন আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর সঙ্গে মসজিদে নববীতে বসেছিলাম। ইতিমধ্যে একজন লোক মসজিদে প্রবেশ করল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা দেখে রাখ একজন জান্নাতী লোক মসজিদে প্রবেশ করছে। আমরা খুব খেয়াল করে রাখলাম

কে মসজিদে প্রবেশ করল। যখন মজলিস ভেঙ্গে গেল, আমি সেই লোকটির সঙ্গে সঙ্গে তার বাসা পর্যন্ত গেলাম। যেয়ে বললাম ভাই, আপনার বাসায় আমি দুই তিন দিন থাকতে চাই, অনুমতি দিন। উদ্দেশ্য– দুই তিন দিন থেকে দেখবেন তার কী বিশেষ আমল রয়েছে, যে আমলের কারণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলের সামনে ভরা মসজিলে তাঁর জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিলেন। আমি রাতের বেলা তাঁর বাড়ীতে থাকলাম। সারারাত জেগে রইলাম দেখি তিনি রাতের বেলা উঠে কী পরিমাণ তাহাজ্জুদ নামায পড়েন বা বিশেষ কোন আমল করেন কি না। কিন্তু সারা রাত জেগে থেকে দেখলাম তিনি কোনো নামায পড়লেন না। তবে ফজরের আযানের সঙ্গে সঙ্গে জামাআতে চলে গেলেন। দেখলাম তিনি পাঁচ ওয়াক্তের নামায যত্নের সঙ্গে মসজিদে গিয়ে আদায় করেন, আর চুপচাপ থাকেন, মানুষের সঙ্গে কথা-বার্তা কম বলেন। তিন দিন এভাবে চলে গেল। এর মধ্যে তাঁর বিশেষ কোনো আমল দেখতে পেলাম না। তিন দিন পর আমি তাঁকে বললাম ভাই! রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। তাই আমি আপনার কাছে এসেছিলাম আপনার বিশেষ কোনো আমল আছে কি না তা দেখার জন্য, যার কারণে আপনি জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে গেলেন। কিন্তু তেমন কিছু বুঝতে পারলাম না। তখন তিনি বললেন, আমার বিশেষ তেমন কোনো আমল নেই। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি সুসংবাদ দিয়ে থাকেন, সেটি আমার প্রতি আল্লাহ পাকের এহসান। নতুবা আমার এমন বিশেষ কোনো আমল নেই। তবে জীবনে সব সময় আমি একটি আমল খুব যত্নের সঙ্গে করে থাকি। সেটি হল কাউকে আমি হিংসা করি না। কারও প্রতি আমার হিংসা-বিদ্বেষ হয় না। আল্লাহ তাআলা আমার মনকে হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পাক-ছাফ রেখেছেন।

এক রেওয়ায়েতে এসেছে এই লোকটি হলেন হযরত সা'দ ইব্নে আবী ওয়াক্কাস (রা.)। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দশজন মানুষকে দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তাঁদেরকে বলা হয় "আশারায়ে মুবাশ্শারা" (العشرة المبشرة) অর্থাৎ, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ ব্যক্তি। এই আশারায়ে মুবাশ্শারার একজন হলেন হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)।[১]

১. اصلاحی خطبات مولنا تقی عثمانی ॥

হাছাদের ক্ষতি

হাছাদের কারণে নেক আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হতে হয়। হাদীছে এসেছে –

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

رواه ابو داود فى كتاب الادب - باب فى الحسد.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা হাছাদ থেকে বেঁচে থাক। কারণ হাছাদ নেকীকে খেয়ে ফেলে, যেমন আগুন লাকড়ীকে খেয়ে ফেলে। (আবূ দাউদ)

এটা হল হাছাদের পরকালীন ক্ষতি। হাছাদের কারণে দুনিয়াতেও মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হিংসুক ব্যক্তিকে কেউ পছন্দ করে না, হিংসুক ব্যক্তি চিরকাল মনের কষ্টে কাল যাপন করতে থাকে, জীবনে কখনও মনে শান্তি পায় না। কারণ সারাক্ষণ সে অন্যের ভাল কিছু দেখে মনের মধ্যে যন্ত্রণাবোধ করতে থাকে, অশান্তিবোধ করতে থাকে। আর যেহেতু অন্য সকল মানুষের ভাল সবকিছু ধ্বংস হওয়া সম্ভব নয়, তাই হিংসুক ব্যক্তির মনে শান্তি আসাও সম্ভব নয়। হিংসুক সর্বদাই নিজের হিংসার আগুনে নিজেই জ্বলতে থাকে।

ফকীহ আবুল লাইছ সমরকন্দী বলেছেন, হিংসার চেয়ে ক্ষতিকর আর কিছু নেই। কারণ যার প্রতি হিংসা করা হয় তার পূর্বে স্বয়ং হিংসুক এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হিংসুক তার হিংসার কারণে পাঁচ ধরনের শাস্তি ভোগ করে থাকে। যথা–

১. সারাক্ষণ দুশ্চিন্তা।
২. এটা এমন এক যন্ত্রণা, যার বিনিময়ে কোনো ছওয়াব পাওয়া যায় না।
৩. এটা এমন এক দোষ, যার কারণে সকলের নিন্দা কুড়াতে হয়, কেউ এর প্রশংসা করে না।
৪. এর কারণে আল্লাহ্ পাকের অসন্তুষ্টি আসে।
৫. এর কারণে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে নেক কাজের তাওফীকের দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

www.maktabatulabrar.com

গেবতা প্রসঙ্গ

তবে একটা কথা উল্লেখ্য যে, কারও ভাল কিছু দেখে সেটি ধ্বংসের কামনা করলাম না বরং শুধু নিজের জন্য অনুরূপ হয়ে যাওয়ার কামনা করলাম, এটা নিষেধ নয়। এরূপ কামনা করার ক্ষেত্রে মাসআলা হল– সেটা ওয়াজিব পর্যায়ের বিষয় হলে এরূপ কামনা করা ওয়াজিব, মুস্তাহাব পর্যায়ের হলে মুস্তাহাব, আর মোবাহ পর্যায়ের হলে মোবাহ। যেমন– একজন মানুষ ভাল নেককার পরহেযগার হয়েছে, আমিও কামনা করলাম যেন আমি তার মত নেককার হতে পারি। কিংবা একজন মানুষ তার ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে অনেক ছওয়াবের অধিকারী হচ্ছে, তা দেখে কামনা জাগল যে, আমিও যদি এরকম ধন-সম্পদের মালিক হতাম, তাহলে আমিও তার মত ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র রাম্‌দায় ব্যয় করে অনেক ছওয়াবের অধিকারী হতে পারতাম। এটা নিষেধ নয় বরং জরূরী বা উত্তম। এটাকে হাছাদ নয় বরং গেবতা বলা হয়। হাছাদ বলা হয় অন্যের ভাল কিছু দেখে সেটা নষ্ট হওয়ার কামনা করা। অন্যের ভাল কিছু দেখে সেটা নষ্ট হওয়ার কামনা না করে শুধু নিজের জন্য অনুরূপ কামনা করা হলে সেটাকে হাছাদ বলা হয় না বরং সেটা হল গেবতা। হাছাদ বা হিংসা করা নিষেধ, গেবতা করা নিষেধ নয়। এজন্যই হাদীছে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَسَدَ اِلَّا فِيْ اِثْنَيْنِ - رَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِيْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب العلم - باب الاغتباط فى العلم والحكمة، ومسلم فى كتاب فضائل القرآن - باب فضل من يقوم بالقرآن الخ. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রা.) বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দুই ধরনের ব্যক্তির প্রতি হিংসা করা যায়। এক ব্যক্তি হল যাকে আল্লাহ তাআলা ধন-সম্পদ দান করেছেন, আর সে ব্যক্তি ঐ ধন-সম্পদ অকাতরে দ্বীনের কাজে ব্যয় করে। আর এক ব্যক্তি হল যাকে আল্লাহ তাআলা ধর্মীয় জ্ঞান দান করেছেন, আর সে ঐ ধর্মীয় জ্ঞান অনুযায়ী সবকিছুর ফয়সালা করে এবং অন্যদেরকে সেই ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দেয়। (বোখারী ও মুসলিম)

www.maktabatulabrar.com

এ হাদীছে 'হিংসা' বলে 'গেবতা'কে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, কারও নেক আমল দেখে নিজের জন্যও অনুরূপ হওয়ার কামনা করা যায়, সেরূপ কামনা করা নিষেধ নয়, বরং তা উত্তম।

আমানতদারীর গুরুত্ব ও ফযীলত

আমানতদারী হল সততা ও সত্যবাদিতার একটা বিশেষ অংশ। মানুষ অর্থ-সম্পদ গচ্ছিত রাখলে তা যথাযথভাবে আদায় করা যেমন আমানতদারী, তেমনিভাবে কেউ কোনো গোপনীয় কথা জানালে বা কোনোভাবে কারও কোনো গোপনীয় বিষয় জানতে পারলে তা গোপন রাখাও আমানতদারির অন্তর্ভুক্ত। ব্যাপক অর্থে আল্লাহ আমাদেরকে শরীআতের যে বিধি-বিধান দিয়েছেন তা সমুদয় আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে আমানত। তার হক আদায় করাও আমাদের উপর ওয়াজিব। টাকা-পয়সার আমানত, কথার আমানত, কাজের আমানত, দায়িত্বের আমানত ইত্যাদি যে কোনো আমানতের খেয়ানত করা কবীরা গোনাহ।

আমানতে খেয়ানত করা কথাটার অর্থ আমরা পরিষ্কার বুঝি না। আমরা অনেকে মনে করি কেউ আমার কাছে টাকা-পয়সা জমা রাখল, বা সোনা-দানা গচ্ছিত রাখল, আর আমি তাকে তা ফেরত দিলাম না, বরং নিজেই আত্মসাৎ করে ফেললাম; আমরা বুঝি এটাই শুধু আমানতে খেয়ানত। কিন্তু তা নয়, শুধু টাকা-পয়সা, সোনা-দানা এবং মাল-সামানই আমানত নয়। আমানত আরও অনেক ব্যাপক। সব ধরনের আমানতে খেয়ানতই এর অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ্‌র হুকুম-আহকামও আমাদের কাছে আমানত। এই সব হুকুম অমান্য করাও আমানতের খেয়ানত। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ.

অর্থাৎ, আমি আসমান জমিন ও পর্বতমালার কাছে এই আমানত পেশ করেছিলাম যে, তোমরা কি পারবে এই আমানত রক্ষা করতে? তারা এই আমানতের বোঝা বহন করতে অপারগতা প্রকাশ করল এবং ভীত হয়ে পড়ল, আর মানুষ তা বহন করল। (সূরা আহযাব: ৭২)

এ আয়াতে "আমানত" দ্বারা সমস্ত বিধানকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহর সমস্ত হুকুম আমাদের কাছে আমানত। এ সব হুকুম লঙ্ঘন করাও

আমানতে খেয়ানত। এমনকি উলামায়ে কেরাম বলেছেন, আমাদের যত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, যেমন– কান আছে, চোখ আছে, নাক আছে, হাত-পা আছে, অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, এগুলোও আমাদের কাছে আল্লাহ্ পাকের আমানত। আল্লাহ পাক আস্থা করে আমাদের কাছে এগুলোকে আমানত রেখেছেন। এই আস্থার বিরুদ্ধে করাই হল খেয়ানত। আমরা আল্লাহ তাআলার হুকুম মানব বলে ওয়াদা করেছি, আল্লাহ পাক তাই আমাদের উপরে আস্থা করে এ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন, এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন রকম ক্ষমতা দিয়েছেন। যাতে আল্লাহর মর্জি মোতাবেক এগুলোকে ব্যবহার করি। তাই আল্লাহর মর্জির বাইরে এ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ব্যবহার করলেও আমানতে খেয়ানত হবে। যেমন– আল্লাহ্র দেওয়া চোখকে যদি আমরা গোনাহের কাজে ব্যবহার করি, এর দ্বারা গায়রে মাহরাম মহিলাদের দিকে নজর দেই, তাহলে এটা চোখের খেয়ানত হয়ে গেল। কুরআন শরীফে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ.

অর্থাৎ, তিনি (আল্লাহ তাআলা) তোমাদের চোখের খেয়ানত সম্বন্ধে অবগত আছেন। (সূরা মুমিন: ১৯)

এ আয়াতে চোখের পাপ না বলে চোখের খেয়ানত বলা হয়েছে। বোঝানো হয়েছে, চোখ আল্লাহ্র এক আমানত, আল্লাহ্র দেওয়া এই আমানতকে আল্লাহ্র হুকুমের বাইরে ব্যবহার করাই হল খেয়ানত।

মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই আল্লাহ্র দেওয়া আমানত। মানুষ তার মালিক নয়। মানুষ শুধু এই আমানতকে বহন করে চলবে। আল্লাহ্র আমানতকে আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী রাখবে। আমি যার মালিক নই, তা আমি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যথেচ্ছা ব্যবহার করতে পারি না। তাই ইচ্ছা হলেই কান দিয়ে গান শুনতে পারব না, মানুষের গীবত সমালোচনা শুনতে পারব না, চোখ দিয়ে যা ইচ্ছা তাই দেখতে পারব না, জবান দিয়ে যা ইচ্ছা তা বলতে পারব না। বরং আল্লাহর হুকুমের মধ্যে থাকলে পারব নতুবা পারব না। কেননা আল্লাহ্র দেওয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ্ তাআলার হুকুমের বিরুদ্ধে ব্যবহার করলে সেটাও খেয়ানত বলে গণ্য হবে।

আমার জীবনের মলিকও আমি নই। আমি শুধু এর আমানতদার। আমি এই আমানত রক্ষা করে চলতে পারব, কিন্তু এটা নষ্ট করতে পারব না। তাই ইচ্ছা হলেই আত্মহত্যা করা যায় না। একথা বলা চলবে না যে,

www.maktabatulabrar.com

আমার জীবন আমি নষ্ট করব তাতে কার কী বলার আছে?। এ কথা চলবে না। কারণ আমার জীবনের মালিক আমি নই, আমি এটির আমানত রক্ষাকারী মাত্র। এই আমানতে খেয়ানত করা যাবে না।

খেয়ানত এত ব্যাপক যে, আমি অফিস-আদালতে চাকরি করি। অফিস আমার প্রতি আস্থা করেছে যে, আমি ঠিকমত অফিসের ডিউটি পালন করব। অতএব আমি যদি ঠিকমত ডিউটি পালন না করি, তাহলে অফিসের সঙ্গে খেয়ানত করা হবে। যতক্ষণ অফিসের ডিউটি পালন করার কথা, সেই সময়ের মধ্যে যদি আমি বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গল্প-গুজব করি, আড্ডা দেই বা অফিসের কাজ থাকা সত্ত্বেও বসে বসে সময় নষ্ট করি, তাহলে এতটুকু সময় খেয়ানত বলে গণ্য হবে। এতটুকুর বেতন ভাতা গ্রহণ করা জায়েয হবে না।

বুযুর্গানে দ্বীনের আমানতদারী

হযরত মাওলানা মাজহার সাহেব নানুতবী (রহ.)–এর অভ্যাস ছিল, মাদ্রাসার ক্লাস টাইমে তাঁর বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের কেউ আসলে এবং ক্লাস টাইমে তাদের জন্য সময় দিতে হলে সেই সময়টুকু লিখে রাখতেন। মাস শেষে হিসাব করতেন এরকম কত ঘন্টা কত মিনিট মাদ্রাসার টাইম মাদ্রাসার কাজে ব্যবহৃত হয়নি, বরং ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। হিসাব করে মাসের শেষে মাদ্রাসার অফিসে দরখাস্ত দিতেন যে, এ মাসে আমার এত ঘন্টা, এত মিনিট ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই হিসাবমত আমার বেতন থেকে এত টাকা এত পয়সা কেটে দেওয়া হোক।[১]

দেওবন্দ মাদ্রাসার শায়খুল হাদীছ শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী (রহ.)–এর একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। তার বেতন ছিল ১০ টাকা। স্বাভাবিকভাবে মানুষের বয়স যত বাড়ে, আত্মীয়-স্বজন, সন্তানাদিও বাড়ে। তখন অর্থকড়ির প্রয়োজনও বাড়তে থাকে। তাই শেষ দিকে মাদ্রাসার মজলিসে শুরা সিদ্ধান্ত নিল যে, হযরত শায়খুল হিন্দের বেতন বাড়াতে হবে। কারণ আগের চেয়ে তাঁর খরচ বেড়ে গেছে। সিদ্ধান্ত হল পরবর্তী মাস থেকে ১৫ টাকা বেতন দেওয়া হবে। পরবর্তী মাসে যখন তিনি বেতন আনতে গেলেন, তখন ১৫ টাকা পেয়ে বললেন, ১৫ টাকা কেন? তাকে জানানো হল মজলিসে শুরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বললেন, মজলিসে শুরা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ আমি

১. اکابر کا تقوی ॥

এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছি। আমি যখন জওয়ান ছিলাম, তখন আমার বেতন ছিল ১০ টাকা। তখন বেশী পড়াতে পারতাম, বেশী মাদ্রাসার খেদমত করতে পারতাম। এখন আমার বয়স হয়ে গেছে, আগের মত পড়াতে পারি না। মাদ্রাসার জন্য আগে যে সময় ব্যয় করতাম, এখন সেই পরিমাণ সময় ব্যয় করতে পারি না। এখন তো আমার বেতন ৫ টাকা কমানো উচিৎ। সেখানে ৫ টাকা বাড়ানো হল কেন? আমি এই বেতন বৃদ্ধিকে সমর্থন করতে পারি না। সুবহানাল্লাহ! বুযুর্গানে দ্বীনের আমল দেখেই দ্বীনের উপর চলা শিখতে হয়।

বুঝা গেল অফিস-আদালতের সময় আমানত, এই আমানতে খেয়ানত করা যাবে না। অফিস আদালতের আসবাবপত্রও আমানত। এগুলো ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহৃত হতে পারবে না। দেওবন্দের উলামায়ে কেরামের এরকম ইতিহাস জানা যায় যে, তারা মাদ্রাসার কাজ ছাড়া মাদ্রাসার একটা কাগজে নিজের ব্যক্তিগত একটা চিঠিও লিখতেন না। মাদ্রাসার কলম পর্যন্ত ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতেন না। ব্যক্তিগত কাজে কাউকে একটা ঠিকানা লিখে দিতে হলেও অফিস-আদালতের কাগজ কলম ব্যবহার করা ঠিক নয়। কারণ এগুলো আমানত। আর কোনো মুসলমান আমানতের খেয়ানত করতে পারে না।

অনেক সময় কোন্‌টা প্রতিষ্ঠানের কাজ, আর কোন্‌টা ব্যক্তিগত কাজ, তা পার্থক্য করা খুব জটিল হয়ে যায়। যেমন– আমি আমার পরিচিত কোনো লোকের কাছে টেলিফোন করছি, তিনি আবার আমার চাকরি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও সম্পৃক্ত। এখন এই টেলিফোনটা কোন্ খাতিরে করছি, আমার পরিচিত সেই খাতিরে করছি, না প্রতিষ্ঠানের খাতিরে করছি, তা পার্থক্য করা কোন কোন সময় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এরকম ক্ষেত্রে তাক্‌ওয়া হল নিজের উপরে খরচটা নিয়ে নেওয়া। অর্থাৎ, এই মনে করা যে, এটা প্রতিষ্ঠানের কল নয়; বরং ব্যক্তিগত কল, তাই এর খরচটা নিজে বহন করা। নিজের ফোন থাকলে সেটা ব্যবহার করা, নতুবা অফিসের ফোন ব্যবহার করলে তার বিল যে কোনোভাবে হোক প্রতিষ্ঠানের ফাণ্ডে পৌঁছে দেওয়া। এটাই হল তাক্‌ওয়া।

এমনিভাবে যদি কোন আত্মীয়-স্বজন আমার বাড়ীতে কোনো কিছু হাদিয়া নিয়ে আসে, আর তিনি এমন আত্মীয়, আমার চাকুরী প্রতিষ্ঠানে যার কাজও রয়েছে, এরকম মুহূর্তে সন্দেহ জাগে যে, তিনি কি আত্মীয়

www.maktabatulabrar.com

হিসাবে ঐ হাদিয়া এনেছেন, না কি অফিসের কাজ উদ্ধার করার জন্য ঘুষ হিসাবে এনেছেন। এরকম সন্দেহের ক্ষেত্রে ঐ হাদিয়া গ্রহণ না করাই হল তাক্‌ওয়া বা পরহেযগারী। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামম ইরশাদ করেছেন,

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلٰى مَا لَا يُرِيْبُكَ. رواه الترمذى فى اخر ابواب الزهد عن الحسن بن على وقال: هذا حديث صحيح.

অর্থাৎ, সন্দেহযুক্ত জিনিস বর্জন কর। যেটি সন্দেহমুক্ত (জায়েয), সেটি গ্রহণ কর। (তিরমিযী)

আমানতের ব্যাপকতা

আমানত অনেক ব্যাপক। যেমন– কাজের আমানত রয়েছে, সময়ের আমানত রয়েছে, অর্থকড়ির আমানত রয়েছে, তদ্রূপ কথারও আমানত রয়েছে। হাদীছে এসেছে–

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ر ض عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ ثُمَّ اِلْتَفَتَ فَهِيَ اَمَانَةٌ. رواه الترمذى فى ابواب البر والصلة - باب ما جاء ان المجالس بالامانة وقال: هذا حديث حسن.

অর্থাৎ, হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি কোনো কথা বলে এদিক সেদিক তাকায় (যে, কেউ শুনল না তো) তাহলে তা আমানত। (তিরমিযী)

ফায়দা: দুইজন লোক বা কয়েকজন লোক কোনো মজলিসে একটা কথা বললে সে কথা যারা শুনবে, তাদের কাছে সে কথাগুলো আমানত। কারণ তারা সে কথাগুলো প্রকাশ্য মজলিসে বসে আলোচনা করছে না, বরং গোপন পরিবেশে একান্তে আলোচনা করছে। এর অর্থই হল সে কথাগুলো বাইরে বলার কথা নয়। তাই যে সেটা শুনবে, সে অন্যের সামনে তা প্রকাশ করতে পারবে না। করলে আমানতের খেয়ানত হবে। খেয়ানতের গোনাহ হবে। এমনিভাবে দুজনে গোপনে যদি কোনো কথা বলে, আর মাঝখানে কোনোভাবে কেউ সেটা শুনে ফেলে, সেটাও আমানত। সে কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করলে আমানতের খেয়ানত হবে। এমনিভাবে টেলিফোনে কেউ কথা বলছে, আমি আড়ালে থেকে সে কথা শুনলাম, সেটা অন্যের

কাছে বললেও আমানতের খেয়ানত হবে। আমরা অনেক সময় টেলিফোন করতে যাই, মাঝখান থেকে ক্রস কানেকশন হয়ে অন্যের কথা কানে আসে। এটা না শোনা উচিৎ। কারণ হতে পারে কোনো গোপনীয় কথা হচ্ছে, আমি হয়তো তাদেরকে চিনে ফেলব, আর তারা আমার কাছে সেটা প্রকাশ করতে চায় না। তাই তাদের ইচ্ছা থাকা না সত্ত্বেও সে কথা শোনা আমার জন্য উচিৎ নয়। এ জন্যই টেলিফোনে আড়ি পেতে কথা শোনা জায়েয নয়। আড়াল থেকে কান পেতে কারও কথা শোনা জায়েয নয়। এগুলো আমানতের খেয়ানত।

আমানতের গুরুত্ব বয়ান করে এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ. رواه البيهقى فى شعب الايمان فى باب فى الايفاء بالعقود حديث رقم ٤٣٥٤. واخرجه احمد فى مسنده برقم ١٢٣٢٤، واخرجه ابن حبان فى صحيحه حديث رقم ١٩٤.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন, যার আমানত নেই তার ঈমানও নেই এবং যার ওয়াদা-অঙ্গিকারের মূল্য নেই তার দ্বীনও নেই। (শুআবুল ঈমান, মুসনাদে আহমদ ও সহীহ ইব্নে হিব্বান)

ভ্রাতৃত্ববোধের গুরুত্ব

ইসলামের শিক্ষা হল শুধু নিজে বড়, ভাল এবং সুখী থাকার চিন্তা করা যাবে না। নিজের থেকে অন্যকে আলাদা করে ভাবা যাবে না। পরিচিত- অপরিচিত, আপন-পর, নিকটের-দূরের সকল মুসলমানকে আমি এক করে ভাবব, কাউকে আমি আলাদা করে ভাবব না, কারও ক্ষতির চিন্তা করব না, কারও প্রতি হিংসা রাখব না। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْمُسْلِمُوْنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، اِنِ اشْتَكٰى عَيْنُهُ اِشْتَكٰى عَيْنُهُ، وَاِنِ اشْتَكٰى رَاْسُهُ اِشْتَكٰى كُلُّهُ. رواه مسلم فى كتاب البر والصلة و الادب - باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم.

অর্থাৎ, হযরত নু'মান ইব্নে বাশীর (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সমস্ত মুসলমান একটা মানুষের মত অর্থাৎ, একটা দেহের মত। যদি তার চোখ অসুস্থ হয় তাহলে তার চোখ অসুস্থ হয়। আর যদি তার মাথা অসুস্থ হয় তাহলে সারা দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে। (মুসলিম)

এভাবে সমস্ত মুসলমান একটা দেহের মত। একজনের সুখে দুঃখে আরেকজন শরীক থাকবে অর্থাৎ, একজনের ব্যথায় আর একজন ব্যথিত হবে, একজনের সুখে আর একজন সুখী হবে।

একটা দেহের কোনো অঙ্গ যদি পীড়িত হয়, তাহলে অন্যান্য অঙ্গ যেমন তা উপলব্ধি করতে পারে, তদ্রূপ সমস্ত মুসলমানের মধ্যে একের প্রতি অন্যের এরূপ একাত্মতা ও সহমর্মিতা থাকতে হবে।

এ হাদীছে সমস্ত মুসলমানকে এক করে ভাবার, সকলের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি সৃষ্টির জন্য যে উদাহরণ এবং অভিব্যক্তি পেশ করা হয়েছে, তার চেয়ে সুন্দর অভিব্যক্তি আর কী হতে পারে?

সমস্ত মানুষ একই পরিবারভুক্ত, সকলেই এক আল্লাহ্র বান্দা, সকলেই এক আদমের সন্তান– মনের মধ্যে এই উপলব্ধি বদ্ধমূল ও উজ্জীবিত থাকলে পারস্পরিক একাত্মতা ও সহমর্মিতা বোধ উদ্বেলিত হয়ে উঠবে। এক হাদীছে বলা হয়েছে,

كُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الفرائض - باب تعليم الفرائض، ورواه مسلم فى كتاب البر والصلة والادب - باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر.

অর্থাৎ, তোমরা সকলে এক আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে জীবন যাপন কর। (বোখারী ও মুসলিম)

হাদীছে আরও ইরশাদ হয়েছে,

اَنْتُمْ بَنُوْ اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ. رواه ابو داود فى كتاب الادب - باب فى التفاخر بالاحساب.

অর্থাৎ, তোমরা সকলেই এক আদমের সন্তান। আর আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (আবূ দাউদ)

ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

www.maktabatulabrar.com

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ.

অর্থাৎ, সমস্ত মুসলমান ভাই ভাই। (সূরা হুজুরাত: ১০)

অতএব এক ভাই আরেক ভাইয়ের অকল্যাণ চাইতে পারে না, এক ভাই আর এক ভাইয়ের খারাবী চাইতে পারে না, এক ভাই আরেক ভাইয়ের প্রতি হিংসা করতে পারে না। হিংসা বর্জন করলে পরস্পরে ভ্রাতৃত্বভাব কায়েম হবে।

হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগ্য ফিল্লাহর ফযীলত

আল্লাহ তাআলা যে ব্যক্তিকে, যে বস্তুকে বা যে কাজ ও যে গুণকে ভালবাসেন তাকে ভালবাসা হল হুব্ব ফিল্লাহ অর্থাৎ, আল্লাহ্র জন্য দুস্তী রাখা বা আল্লাহ্র ভালবাসার পাত্রকে ভালবাসা। এর বিপরীত আল্লাহ যে ব্যক্তিকে, যে বস্তুকে বা যে কাজ ও যে দোষকে ঘৃণা করেন, না পছন্দ করেন, তাকে অন্তর থেকে ঘৃণা করা হল বুগ্য ফিল্লাহ অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাকের উদ্দেশ্যে ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করা বা আল্লাহ্ পাকের দুশমনের সঙ্গে দুশমনী রাখা। হাদীছে হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগ্য ফিল্লাহ-এর অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগ্য ফিল্লাহ দ্বারা ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয়

হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগ্য ফিল্লাহ-এর একটি বিশেষ ফযীলত হল এর দ্বারা ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয়। হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ وَاَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ.

رواه ابو داود فى كتاب السنة - باب فى رد الارجاء.

অর্থাৎ, হযরত আবূ উমামা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কিছু দিতে হলে আল্লাহ্র ওয়াস্তে দিল অথবা দেওয়া থেকে বিরত থাকলেও আল্লাহ্র ওয়াস্তেই বিরত থাকল এবং আল্লাহ্র ওয়াস্তে কাউকে ভালবাসল অথবা আল্লাহ্র ওয়াস্তে কারও সঙ্গে শত্রুতা রাখল সে তার ঈমান পূর্ণ করে নিল। (আবূ দাউদ)

বুঝা গেল হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগ্য ফিল্লাহ তথা আল্লাহ্র ওয়াস্তে ভালবাসা বা আল্লাহ্র ওয়াস্তে দুশমনী রাখা দ্বারা ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয়।

www.maktabatulabrar.com

হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগ্য ফিল্লাহ একটি শ্রেষ্ঠ আমল

হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগ্য ফিল্লাহ-এর আর একটি বিশেষ ফযীলত হল– হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগ্য ফিল্লাহ আল্লাহ্ পাকের নিকট প্রিয় আমল। হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ اَلْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ. رواه ابو داود فى كتاب السنة - باب مجانبة اهل الاهواء وبغضهم.

অর্থাৎ, হযরত আবূ যর (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমলসমূহের মধ্যে একটি বেশী ফযীলতের আমল হল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ভালবাসা রাখা এবং আল্লাহ্র জন্য শত্রুতা রাখা। (আবূ দাউদ)

কেয়ামতের দিন বিশেষ ছায়া লাভ

হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগ্য ফিল্লাহ-এর আর একটা বিশেষ ফযীলত হল – হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগ্য ফিল্লাহ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ কেয়ামতের দিন ছায়া লাভ করবে। হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِىْ اَلْيَوْمَ؟ اُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّىْ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلِّىْ. رواه مسلم فى كتاب البر والصلة والادب - باب فضل الحب فى الله.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বলবেন, "আমার সুমহান ইজ্জতের খাতিরে যারা পরস্পরে ভালবাসা স্থাপন করেছিল আজ তারা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার বিশেষ ছায়ায় স্থান দিব। আজ এমন দিন, আমার ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া নেই। (মুসলিম)

অন্য হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ - اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ

نَشَاَ فِىْ عِبَادَةِ رَبِّهٖ، وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اِخْفَاءً حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهٗ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. متفق عليه. رواه البخارى فى باب من جلس فى المسجد ينتظر الصلوة وفضل المساجد. ورواه مسلم فى كتاب الزكوة - باب فضل اخفاء الصدقة.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তার ছায়ায় আশ্রয় দিবেন সেদিন, যেদিন তার ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। তারা হল–

১. ইনসাফগার শাসক।
২. যে যুবক তার প্রতিপালকের ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হয়।
৩. যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদের সঙ্গে লাগানো থাকে।
৪. যে দুই ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালবাসে– এরই ভিত্তিতে তারা একত্র হয় আবার এরই ভিত্তিতে তারা পৃথক হয়ে যায়।
৫. যে ব্যক্তিকে কোনো বংশীয় সুন্দরী নারী কু-কর্মের দিকে আহবান জানায় আর সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি।
৬. যে ব্যক্তি এমন গোপনে দান করে যে তার বাম হাত জানতে পারে না তার ডান হাত কী ব্যয় করে।
৭. আর সেই ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহর যিকির করে আর তার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। (বোখারী)

কেয়ামতের দিন নূরের মেম্বার লাভ

হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগ্য ফিল্লাহ–এর আর একটি বিশেষ ফযীলত হল – হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগ্য ফিল্লাহ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ কেয়ামতের দিন নূরের মেম্বার লাভ করবেন। হাদীছে এসেছে–

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَلْمُتَحَابُّوْنَ فِىْ جَلَالِىْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ

www.maktabatulabrar.com

نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَآءُ. رواه الترمذى فى ابواب الزهد - باب ما جاء فى الحب فى الله. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত মুআয ইব্নে জাবাল (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার মর্যাদার খাতিরে যারা একে অপরকে ভালবাসে, তাদের জন্য (পরকালে) নূরের এমন সুউচ্চ মেম্বর হবে যে, তাদের প্রতি নবী এবং শহীদগণও ঈর্ষা করবে। (তিরমিযী)

আল্লহ্র ভালবাসা লাভ

হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগ্য ফিল্লাহ–এর আর একটি বিশেষ ফযীলত হল – হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগ্য ফিল্লাহ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে আল্লাহ পাক ভালবাসেন। হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ رَجُلًا زَارَ اَخًا لَهٗ فِىْ قَرْيَةٍ اُخْرٰى، فَاَرْصَدَ اللّٰهُ لَهٗ عَلٰى مَدْرَجَتِهٖ مَلَكًا، فَلَمَّا اَتٰى عَلَيْهِ قَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ اُرِيْدُ اَخًا لِىْ فِىْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ. قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ لَا غَيْرَ اَنِّىْ اَحْبَبْتُهٗ فِى اللّٰهِ. قَالَ فَاِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكَ بِاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَبَّكَ كَمَا اَحْبَبْتَهٗ. رواه مسلم فى كتاب البر والصلة والادب - باب فضل الحب فى الله.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি অন্য এক বসতীতে তার এক (মুসলমান) ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হল। আল্লাহ তাআলা তার গমন পথে একজন ফেরেশতাকে অপেক্ষমান রাখলেন। লোকটি সেখানে পৌঁছলে ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা রাখ? সে বলল, এই গ্রামে আমার এক ভাই আছে, তার সাক্ষাতে যাচ্ছি। ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করলেন, তার কাছে তোমার কোন অনুগ্রহ আছে কি, যার বিনিময় লাভের জন্য তুমি যাচ্ছ? লোকটি বলল, না। আমি তাকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসি। তখন ফেরেশতা

বললেন, আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমার কাছে এই সংবাদ দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি যে, আল্লাহ তোমাকে অনুরূপ ভালবাসেন, যেরূপ তুমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তাকে ভালবাস। (মুসলিম)

প্রত্যেকের ভালবাসা ব্যক্তির সঙ্গে তার জান্নাত হবে

হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগ্‌য ফিল্লাহ–এর আর একটি বিশেষ ফযীলত হল – হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগ্‌য ফিল্লাহ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ পরস্পরে একসঙ্গে জান্নাতে থাকবে। হাদীছে পাকে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَنَسٍ رضـ اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ فَقَالَ مَا اَعْدَدْتَ لَهَا؟ قَالَ مَا اَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَبِيْرِ صَلٰوةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ، وَلٰكِنِّىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ. قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الادب - باب علامة الحب فى الله، ورواه مسلم فى كتاب البر والصلة والادب - باب المرء مع من احب. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল ইয়া রসূলাল্লাহ! কেয়ামত কখন হবে? তিনি বললেন, তুমি তার জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছ? সে বলল, আমি তার জন্য কিছুই প্রস্তুতি নেইনি, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসি। তখন তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালবাস তার সঙ্গেই থাকবে। (বোখারী ও মুসলিম)

আর এক রেওয়ায়েতে আছে– বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আনাস (রা.) বলেন, ইসলামের পর মুসলমানদেরকে আমি এতটা খুশী হতে দেখিনি. যতটা তারা খুশী হয়েছিলেন এ কথা শুনে।

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (اِبْنِ مَسْعُوْدٍ) رضـ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كَيْفَ تَرٰى فِىْ رَجُلٍ اَحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ. رواه مسلم فى كتاب البر والصلة والادب - باب المرء مع من احب.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) [রা.] বলেন যে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এসে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার কী অভিমত, যে কোনো সম্প্রদায়কে ভালবাসে অথচ তাদের সঙ্গে তার কখনও সাক্ষাত হয়নি? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে ব্যক্তি তাদের সঙ্গেই থাকবে যাদেরকে সে ভালবাসে। (মুসলিম)

হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগ্‌য ফিল্লাহ সম্পর্কিত দীর্ঘ আলোচনার সারকথা হল– হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগ্‌য ফিল্লাহ–এর বিশেষ ৬ টি ফযীলত। যথা–

১. হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগ্‌য ফিল্লাহ দ্বারা ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয়।
২. হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগ্‌য ফিল্লাহ একটি শ্রেষ্ঠ আমল।
৩. হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগ্‌য ফিল্লাহ দ্বারা কেয়ামতের দিন বিশেষ ছায়া লাভ।
৪. হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগ্‌য ফিল্লাহ দ্বারা কেয়ামতের দিন নূরের মেম্বার লাভ।
৫. হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগ্‌য ফিল্লাহ দ্বারা আল্লাহ্‌ পাকের ভালবাসা লাভ হয়।
৬. প্রত্যেকের ভালবাসার ব্যক্তির সঙ্গে তার জান্নাত হবে।

ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন-এর ফযীলত

বিপদ-আপদে মানুষের প্রতি দয়া করা এবং অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করাও উত্তম চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী যে মানুষের প্রতি দয়া করে না তার প্রতিও দয়া করা হবে না। যে মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে না আল্লাহ পাকও তার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। এখানে ক্ষমা করার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে। যদিও যে পরিমাণ জুলুম কেউ করে ততটুকুর প্রতিশোধ তার থেকে নেওয়া জায়েয, তবে উত্তম হল প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দেওয়া।

ক্ষমা করার এত ফযীলত যে, অন্যকে ক্ষমা করলে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা পাওয়া যায়। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: اِرْحَمُوْا تُرْحَمُوْا، وَاغْفِرُوا

www.maktabatulabrar.com

يُغْفَرْ لَكُمْ. الحديث. رواه احمد فى مسنده حديث رقم ٦٥٤١. واسناده صحيح كذا فى هامشه.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আম্র ইব্নুল আস (রা.) বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারে বসে ইরশাদ করেছেন, তোমরা দয়া কর, তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে। তোমরা ক্ষমা কর, তোমাদেরকে ক্ষমা করা হবে। (মুসনাদে আহমদ)

তবে উল্লেখ্য যে, এই ক্ষমা করার প্রশ্ন ব্যক্তিগত হক নষ্ট করার ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে কেউ দ্বীনের হক নষ্ট করলে যেমন মুরতাদ হয়ে ধর্মের অবমাননা করলে তা ক্ষমাযোগ্য নয়। এমনিভাবে বিচারক আইন অনুযায়ী অপরাধের বিচার করবেন, এ ক্ষেত্রে তিনি অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারবেন না। কারণ সেটা তার ব্যক্তিগত হক নষ্ট হওয়ার সঙ্গে জড়িত বিষয় নয়।

দয়া শুধু মুসলমানদের প্রতি নয় বা আপনজনদের প্রতি নয়। আপন-পর, শত্রু-বন্ধু, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের প্রতি এমনকি অবলা জীব-জন্তুর প্রতিও দয়া প্রদর্শনের আদর্শ ইসলামে রয়েছে। এই দয়া যেমন পার্থিব কষ্ট-ক্লেশ দূর করার জন্য হবে, তেমনি পরকালীন কষ্ট-ক্লেশ দূর করার জন্যও দয়া প্রদর্শিত হতে হবে। ঈমানহীনের ঈমান এবং আমলহীনের আমল পয়দা করার জন্য মনের পেরেশানীও তাই বড় দয়া বলে গণ্য।

দয়া এত বড় গুণ যে, হাদীছে বলা হয়েছে,

مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ. رواه البخارى فى كتاب الادب- باب رحمة الولد الخ.

অর্থাৎ, যার ভিতরে দয়া নেই সে দয়া পাবে না অর্থাৎ, আল্লাহর দয়া পাবে না। (বোখারী)

বোখারী শরীফের অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে–

وَاِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَآءُ. رواه البخارى فى كتاب القدر - باب قول الله واقسموا بالله جهد ايمانهم.

অর্থাৎ, আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে একমাত্র দয়ালুদের প্রতিই দয়া করে থাকেন। (বোখারী)

অন্য এক হাদীছে বলা হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ. اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَآءِ. الحديث. رواه الترمذى فى ابواب البر والصلة - باب ما جاء فى رحمة الناس وقال: هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আম্র (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দয়াবান ব্যক্তিদের প্রতি আল্লাহ রহমানুর রহীম দয়া করেন। অতএব তোমরা দুনিয়াবাসীর প্রতি দয়া কর, তাহলে আকাশবাসী (অর্থাৎ, দয়াময় আল্লাহ)ও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। (তিরমিযী)

ফায়দা: এ হাদীছে বলা হয়েছে, দুনিয়াবাসীর জন্য কল্যাণ কামনা কর, তাদের মঙ্গলের কাজে তোমরা লাগ, তাহলে আকাশে যিনি আছেন অর্থাৎ, আল্লাহ; তিনি তোমাদের উপর দয়া করবেন, তিনিও তোমাদের মঙ্গলের ব্যবস্থা করে দিবেন, তিনিও তোমাদের কল্যাণের পথ সুগম করে দিবেন।

এখন চিন্তা করে দেখতে হবে যে, দয়া কত বড় গুণ যে, আমাদের ভিতরে দয়া গুণ না থাকলে আমরা আল্লাহর দয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব। আল্লাহর দয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলে আমাদের কী উপায় হবে? অতএব সকলের প্রতি এবং সবকিছুর প্রতি দয়া করা চাই।

মানুষের দোষ জেনেও তা গোপন রাখার ফযীলত

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهُ وَلَايُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِهٖ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ. رواه البخارى فى كتاب المظالم - باب لايظلم المسلم المسلم ولايسلمه.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মুসলমান মুসলমানের

www.maktabatulabrar.com

ভাই। সে তার প্রতি জুলুম করতে পারে না, তাকে সাহায্য করা পরিত্যাগ করতে পারেনা। যে তার ভাইয়ের প্রয়োজনে পাশে থাকে, আল্লাহ তার প্রয়োজনে পাশে থাকেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের কোনো পেরেশানী দূর করে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার পেরেশানী দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন। (বোখারী)

হায়া বা লজ্জাশীলতার গুরুত্ব ও ফায়দা

নিন্দা সমালোচনার ভয়ে কোন দূষণীয় কাজ করতে মানুষের মধ্যে যে জড়ত্ববোধ হয়ে থাকে, সেটাকে বলে হায়া বা লজ্জা। এই লজ্জা মানুষকে ভাল কাজের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। হায়া বা লজ্জার ফায়দা বয়ান করে এক হাদীছে বলা হয়েছে,

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْحَيَآءُ لَا يَاْتِىْ اِلَّا بِخَيْرٍ. وَفِىْ رِوَايَةٍ اَلْحَيَآءُ خَيْرٌ كُلُّهُ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الادب - باب الحياء، ورواه مسلم فى كتاب الايمان - باب بيان عدد شعب الايمان الخ. واللفظ لمسلم.

অর্থাৎ, হযরত ইমরান ইব্নে হুসাইন (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, লজ্জা কেবল সুফল ও কল্যাণই বয়ে আনে। আর এক বর্ণনায় আছে– লজ্জার পূরোটাই কল্যাণ। (বোখারী ও মুসলিম)

এর বিপরীত লজ্জা না থাকলে কি ক্ষতি সে কথাও হাদীছে বর্ণনা করা হয়েছে। লজ্জা না থাকলে মানুষ যে কোনো অন্যায় কাজই করতে পারে। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ (بْنِ عَمْرٍو اَلْبَدْرِىِّ) رضـ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْاُوْلٰى اِذَا لَمْ تَسْتَحْىِ فَاصْنَعْ مَاشِئْتَ. رواه البخارى فى كتاب الانبياء. حديث رقم ٣٣٦٤.

অর্থাৎ, হযরত আবূ মাসউদ উক্বা (ইব্নে আম্র আল–বদরী) [রা.] বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মানুষ

পূর্বেকার নবীদের যে সব কথা জানতে পেরেছে তার মধ্যে একথাটিও রয়েছে যে, যখন তোমার লজ্জা থাকবে না, তখন যা ইচ্ছা তা-ই কর। (বোখারী)

এখানে উল্লেখ্য যে, কোনো ভাল কাজ করতে যদি কখনও জড়তাবোধ হয় তাহলে সেটা লজ্জা বা প্রশংসনীয় গুণ বলে আখ্যায়িত হবে না। যেমন– পর্দা করতে বা দাড়ি রাখতে বা টুপি মাথায় দিতে জড়তাবোধ হল, এটা লজ্জা বা হায়া নয় বরং এটা হল ধর্মীয় হীনম্মন্যতাবোধ। এমনিভাবে নিজেকে অত্যন্ত ছোট করে প্রকাশ করা, এবং হীনতা প্রকাশ করা– এটাও লজ্জা বা হায়া বলে প্রশংসিত হওয়ার নয় বরং এটা হল স্বাভাবগত দুর্বলতা।

অঙ্গীকার রক্ষা করার গুরুত্ব ও ফযীলত

অঙ্গীকার রক্ষা করা তথা ওয়াদা খেলাফ না করা সততারই অংশ বিশেষ। অঙ্গীকার রক্ষা করা ওয়াজিব। এমনকি বালক বা শিশুকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কোনো কিছু প্রদানের অঙ্গীকার করলেও তা পূরণ করা জরুরী। পূরণ করার নিয়ত না থাকলে অঙ্গীকার করবে না। তবে কোনো পাপ কাজের অঙ্গীকার করলে তা পূরণ করা যাবে না।

অঙ্গীকার পূর্ণ করার গুরুত্ব

অঙ্গীকার পূর্ণ করার বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ভাষণে প্রায়ই অঙ্গীকার রক্ষার বিষয়ে বলতেন। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهٗ. رواه البيهقى فى شعب الايمان فى باب فى الايفاء بالعقود حديث رقم ٤٣٥٤. واخرجه احمد فى مسنده برقم ١٢٣٢٤، واخرجه ابن حبان فى صحيحه حديث رقم ١٩٤.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন, যার আমানত নেই তার ঈমানও নেই এবং যার ওয়াদা-অঙ্গিকারের মূল্য নেই তার দ্বীনও নেই। (শুআবুল ঈমান, মুসনাদে আহমদ ও সহীহ ইব্নে হিব্বান)

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে–

www.maktabatulabrar.com

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ - اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ، وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الايمان - باب علامة المنافق. ورواه مسلم فى كتاب الايمان - باب خصال المنافق.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মুনাফেকের আলামত তিনটি:– যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে ওয়াদা ভঙ্গ করে, আর যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, সে আমানতে খেয়ানত করে। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা: এ হাদীছের মধ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিনটা বিষয় এমন আছে যে তিনটা হল মুনাফেক হওয়ার আলামত। অর্থাৎ, খাঁটি মুসলমান এই তিনটা কাজ করতে পারে না। নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ এই তিনটা কাজ করে, তাহলে বুঝা যাবে যে, সে খাঁটি মুসলমান নয় বরং সে হচ্ছে মুনাফেক অর্থাৎ, কপট মুসলমান। এই তিনটা বিষয়ের মধ্যে একটা হল– اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ অর্থাৎ, কথা বললে মিথ্যা বলে। আরেকটা হল– اِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ অর্থাৎ, যখন ওয়াদা করে, তখন মনের মধ্যে থাকে যে, সে ওয়াদা পূর্ণ করবে না। আরেকটা হল– اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ অর্থাৎ, তার কাছে আমানত রাখা হলে সে আমানতের খেয়ানত করে। এই তিনটা কাজ অর্থাৎ, মিথ্যা বলা, ওয়াদা খেলাফ করা এবং আমানতের খেয়ানত করা– এই তিনটাকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফেক হওয়ার আলামত বলে উল্লেখ করেছেন।

আর এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ. (مسلم كتاب الايمان - باب خصال المنافق)

অর্থাৎ, যদিও নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং নিজেকে খুব খাঁটি মুসলমান বলে মনে করে (তারপরও এই তিনটা কাজ করলে সে খাঁটি মুসলমান নয় বরং সে হল মুনাফেক।)। [মুসলিম]

এ কাজগুলো করলে কেউ খাঁটি মুসলমান থাকে না। খাঁটি মুসলমান এগুলো করতে পারে না। আমরা মনে করে নিয়েছি যে, নামায পড়া, রোযা

www.maktabatulabrar.com

রাখা, হজ্জ করা, যাকাত দেওয়া– এরকম মোটা মোটা কয়েকটা আমলের নাম হল ইসলাম। শুধু এগুলো করলেই সে খাঁটি মুসলমান। কিন্তু তা নয়। শুধু এগুলো করলেই খাঁটি মুসলমান হওয়া যায় না। খাঁটি মুসলমান হওয়ার জন্য জীবনের সবক্ষেত্রে ইসলামের দেওয়া বিধি-বিধানকে মানতে হবে।

ওয়াদা খেলাফ করাও এ পর্যায়ের পাপ। যে কোনো রকম ওয়াদা হোক, কোনো ওয়াদা খেলাফ করার অবকাশ নেই। এমনকি রাজনৈতিক ওয়াদাও খেলাফ করার অবকাশ নেই। যারা রাজনীতি করেন, তারা মনে করেন, নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার জন্য অনেক ওয়াদাই করতে হয়। এসব ওয়াদা পূরণ না করলেও চলে। তাই তারা লাগামহীনভাবে ওয়াদা দিতে থাকেন। অথচ ওয়াদা করার সময় দিলের মধ্যে নিয়ত থাকে আদৌ এগুলো করব না। এতে এক দিকে মিথ্যা বলার গোনাহ হয়, অন্য দিকে প্রতারণা করার গোনাহও হয়। তাই যে কোনোভাবে ওয়াদা করতে হলে ওয়াদা করার সময় সেটা পূরণ করার নিয়ত রাখতে হবে এবং ওয়াদা করে বসলে সেটা পূরণ করতেই হবে।

হাদীছে একটা সুন্দর ঘটনা এসেছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে মদীনায় চলে গেছেন। তার এক বছর পর দ্বিতীয় হিজরীতে মদীনায় বদর যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। এদিকে আবূ জেহেল তার বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের জন্য রওনা হয়েছে। পথে দেখা হয়েছে এক সাহাবী হযরত হুযায়ফা (রা.)–এর সঙ্গে। তিনি তার পিতাসহ মদীনায় হিজরত করে যাচ্ছেন। আবূ জেহেল তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাওয়া হচ্ছে? হযরত হুযায়ফা (রা.) বললেন, আমরা মদীনায় যাচ্ছি। আবূ জেহেল বলল, তাহলে তো তোমাকে ছাড়া হবে না। আমরা মদীনায় যাচ্ছি মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য। তুমি ওখানে যেয়েই তো আমাদের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। কাজেই তোমাকে ছাড়া হবে না। হযরত হুযায়ফা (রা.) বললেন, আমরা যুদ্ধের কোন প্রস্তুতি নিয়ে আসিনি, যুদ্ধে শরীক হওয়ার কোনো নিয়তও নেই। শুধু নবীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি। আবূ জেহেল বলল, তাহলে ওয়াদা কর যে, যুদ্ধে শরীক হবে না। তখন হুযায়ফা (রা.) বললেন, আমি ওয়াদা করলাম।

তখনকার যুগের কাফেররাও মিথ্যা কথা বলত না, ওয়াদা খেলাফ করত না। সেই জাহেলী যুগেও লোকেরা মিথ্যা বলা এবং ওয়াদা খেলাফ করাকে খারাপ মনে করত। তাই আবূ জেহেল হুযায়ফা (রা.) থেকে ওয়াদা

শুনেই নিশ্চিত হয়ে গেল। কারণ তাদের এই ধারণাই ছিল না যে, কেউ ওয়াদা খেলাফ করতে পারে। আবূ জেহেল ওয়াদা পেয়ে হুযায়ফা (রা.)কে ছেড়ে দিল। হুযায়ফা (রা.) মদীনায় পৌঁছার পূর্বেই পথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর সাক্ষাৎ পেলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের জন্যই আসছিলেন। হুযায়ফা (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর কাছে ঘটনা বয়ান করলেন যে, আবূ জেহেলের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, আমি তার সঙ্গে এই যুদ্ধে শরীক না হওয়ার ওয়াদা করে বসেছি। কিন্তু ইয়া রসূলাল্লাহ! এটা ইসলামের সর্ব প্রথম জেহাদ। এটা অনেক ফযীলতের জেহাদ। বদর যুদ্ধ ছিল ইসলামের প্রথম জেহাদ। এ জেহাদে যারা শরীক হয়েছিলেন, আল্লাহ পাক তাদের প্রতি এত খুশী হয়েছেন যে, তাদের উদ্দেশে বলে দিয়েছেন,

اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ اَوْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. (بخارى كتاب المغازى - باب فضل من شهد بدرا)

অর্থাৎ, এখন তোমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পার। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। (বোখারী)

হুযায়ফা (রা.) তাই বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি এই ফযীলতের জেহাদে শরীক হতে চাই! আমি তো ওয়াদা করেছিলাম জানের ভয়ে। এখন আমাকে এই জেহাদে শরীক হওয়ার অনুমতি দিন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যেভাবেই হোক তুমি ওয়াদা করেছ, সেই ওয়াদার ভিত্তিতেই সে তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে। এই ওয়াদা খেলাফ করা যাবে না। কোনো ওয়াদাই খেলাফ করা চলবে না। দেখা গেল কাফেরের সঙ্গে ওয়াদা করলেও সে ওয়াদা খেলাফ করা চলবে না।

হযরত ওমর (রা.) যখন বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করেছিলেন, তখন সেখানকার ইয়াহুদীদের সংগে চুক্তি হয়েছিল তারা বৎসরে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জিয়য়া কর দিবে; আর তার বিনিময়ে মুসলমানরা তাদের জান-মালের হেফাজত করবে। হযরত ওমর (রা.) তাদের জান-মালের হেফাজতের জন্য বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকায় কিছু সেনা মোতায়েন করলেন। এর পর এক যুদ্ধে প্রয়োজনে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে কিছু সৈন্য আনার প্রয়োজন হয়েছিল, যারা ইয়াহুদীদের হেফাজতের জন্য নিযুক্ত ছিল। এরকম বাহিনীর কিছু সংখ্যক সদস্যকে তুলে আনার প্রয়োজন হয়েছিল। তিনি সেখান থেকে কিছু সৈন্য তুলে আনলেন এবং তুলে আনার সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা

www.maktabatulabrar.com

দিয়ে দিলেন যে, এ বৎসর তোমরা যে কর দিয়েছিলে সেটা ফেরৎ নিয়ে নাও। কারণ, তোমাদের জান-মালের হেফাজতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল। সেই ওয়াদার ভিত্তিতে আমরা কর নিয়েছিলাম। এখন সৈন্যবাহিনী তুলে নিলাম। তাই তোমাদের জান-মালের নিরাপত্তা থাকল না। আমরা তোমাদের জান-মালের নিরাপত্তা পুরোপুরি দিতে পারলাম না। কাজেই এ বৎসরের কর তোমরা ফেরত নিয়ে নাও। এ-ই হল ইসলামের ওয়াদা রক্ষার নিদর্শন। পৃথিবীর কোনো ইতিহাস এর নজীর দেখাতে পারবে না।[১]

শোকরের ফযীলত

শোকর করলে আল্লাহ তাআলা নেয়ামত বৃদ্ধি করে দেন। পক্ষান্তরে না-শোকরী করলে আল্লাহ তাআলা নেয়ামত ছিনিয়ে নেন। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ.

অর্থাৎ, যদি তোমরা শোকর কর অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য বৃদ্ধি করে দিব। আর যদি না-শোকরী কর, তাহলে জেনে রাখ আমার আযাব অবশ্যই অত্যন্ত কঠিন। (সূরা ইবরাহীম: ৭)

না-শোকরী করলে কিভাবে আল্লাহ তাআলা নেয়ামত ছিনিয়ে নেন তার একটি ঘটনা শুনুন। ঘটনাটি বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।[২] ঘটনাটি নিম্নরূপ–

বনী ইসরাইলে তিনজন লোক ছিল। একজন শ্বেত-রোগী, একজন টাকওয়ালা, অন্যজন অন্ধ। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাইলেন এবং তাদের কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন।

ফেরেশতা সর্ব প্রথম সেই শ্বেত-রোগীর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কী? সে বলল, সুন্দর রং ও সুন্দর ত্বক। অনন্তর আমার শরীর থেকে যদি এই শ্বেত-রোগ বিদূরিত হয়ে যায় তাহলে মানুষ আমাকে দূরে ঠেলে দিবে না; ঘৃণা করবে না। একথা শোনার পর ফেরেশতা তার শরীরে হাত বুলিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই সে সুস্থ হয়ে উঠল। তার ত্বক ভালো হয়ে উঠল। রংও সুন্দর হয়ে উঠল।

---

১. اسلامی خطبات تقی عثمانی থেকে গৃহীত।

২. رواه البخارى فى كتاب الانبياء - حديث ابرص واقرع واعمى ورواه مسلم فى كتاب الزهد - فصل فى حديث الابرص والاقرع والاعمى

অতঃপর ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে সর্বাধিক আকর্ষণীয় সম্পদ কী? সে বলল, উট। ফেরেশতা তাকে একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী প্রদান করে বললেন, আল্লাহ এতে বরকত দান করুন!

অতঃপর ফেরেশতা উপস্থিত হলেন টাকওয়ালার কাছে। তাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় বস্তু কী? সে বলল, আমার মাথায় যদি সুন্দর চুল গজাত আর এই টাক-বিমারীটা দূরীভূত হত, তাহলে মানুষ আমাকে ঘৃণা করত না। ফেরেশতা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। হাত বুলাতেই তার মাথার টাক ভাল হয়ে গেল। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ কী? সে বলল, গাভী! ফেরেশতা তাকে একটি গর্ভবতী গাভী প্রদান করলেন এবং বললেন, আল্লাহ এটাকে বরকতময় করুন!

অতঃপর ফেরেশতা উপস্থিত হলেন অন্ধের কাছে। বললেন, তোমার কী চাই- বল। সে বলল, আল্লাহ যদি আমাকে দৃষ্টি দান করতেন তাহলে সকল মানুষকে দেখতে পেতাম! ফেরেশতা তার চোখের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন। আল্লাহ তাআলা তার দৃষ্টি ভাল করে দিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, সম্পদের মধ্যে তোমার পছন্দের জিনিস কোনটি? সে বলল, বকরী। ফেরেশতা তাকে একটি গর্ভবতী বকরী প্রদান করলেন।

তিনজনের জানোয়ারগুলোই প্রসব করল। অনেক বাচ্চা দিল। অল্প দিনের মধ্যেই তাদের উট, গরু আর ছাগলের পালে প্রান্তর ভরে উঠল।

তার পর একদিন আল্লাহর নির্দেশে সেই ফেরেশতা পূর্বের আকৃতিতে অবতীর্ণ হলেন। তিনি প্রথমে সেই শ্বেত-রোগীর কাছে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, আমি একজন অসহায় মিসকীন মুসাফির; আমার সফরের সব সম্বল শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ ছাড়া আমার ঘরে পৌঁছার কোনো পাথেয় হাতে নেই। আর তুমি আমার ভরসা। আমি তোমার কাছে ঐ আল্লাহর নামে একটি উট যাচনা করছি, যিনি তোমাকে উন্নত ত্বক ও সুন্দর রং দান করেছেন। আমাকে একটি উট দিলে আমি তাতে সওয়ার হয়ে আপন ঘরে পৌঁছতে পারব।

লোকটি ধমকের সুরে বলল, দূর হও এখান থেকে। আমার উপর অনেক দায়িত্ব আছে, সেগুলো সামাল দিতে হবে। তোমাকে দান করার কোনো সুযোগ নেই। ফিরিশতা বললেন, আমি মনে হয় তোমাকে চিনি।[১]

১. ফেরেশতা নিঃসন্দেহে তাকে চিনেছিলেন। এরপরও 'মনে হয়' বলেছেন, যেন সে একটু ভেবে-চিন্তে কথা বলে। মুখের ওপর অস্বীকার করে না বসে।

www.maktabatulabrar.com

তুমি কি এক সময় শ্বেত-রোগী ছিলে না? তখন মানুষ তোমাকে ঘৃণার চোখে দেখত। তুমি গরীব নিঃস্ব ছিলে। তারপর আল্লাহ তাআলাই তোমাকে এই বিশাল ধন-সম্পদ দান করেছেন। সে বলল, খুব সুন্দর বলছ তো! আরে এই সম্পদ তো আমার কয়েক পুরুষ ধরে বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। বাপ-দাদাদের আমল থেকেই তো আমাদের এই ধন-দৌলত। ফেরেশতা বললেন, যদি তুমি মিথ্যা বলে থাক তাহলে আল্লাহ তাআলা যেন তোমাকে পূর্বের মত করে দেন।

তারপর ফেরেশতা সেই পূর্বের বেশে টাকওয়ালার কাছে হাজির হলেন। তাকেও প্রশ্ন করলেন। সেও শ্বেতী ব্যক্তির মতই উত্তর দিল। ফেরেশতা প্রতি উত্তরে বললেন, তুমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিবেন।

সবশেষে ফেরেশতা সেই পূর্বের আকৃতিতে অন্ধের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি অন্ধকে বললেন, আমি একজন মুসাফির। আমার সফরের সম্বল ফুরিয়ে গেছে। এখন আল্লাহ আর তুমি ছাড়া আমার কোনো উপায় অবলম্বন নেই। যে মহান সত্তা তোমাকে দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দান করেছেন আমি তাঁর নামে তোমার কাছে একটি ছাগল চাই। আমি এর দ্বারা আমার প্রয়োজন পূরণ করত সফর সমাপ্ত করব। সে বলল, সত্যিই আমি অন্ধ ছিলাম। পরম করুণাময় আল্লাহ একান্তই তাঁর রহমতের ওছীলায় আমাকে দৃষ্টি দান করেছেন। তোমার যত মনে চায় নিয়ে যাও। আর যা ইচ্ছা রেখে যাও। খোদার কসম! আমি কোনো বিষয়েই তোমাকে বাধা দেব না।

ফেরেশতা বললেন, তোমার সম্পদ তোমার কাছেই থাকুক। আমার কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। তোমাদের তিনজনের পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল। আর তা হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট আর ঐ দুইজনের প্রতি অসন্তুষ্ট।

ফায়দা: লক্ষ করার বিষয় হল, শ্বেত-রোগী এবং টাকওয়ালা অকৃতজ্ঞতার ফলে কত বঞ্চিত হল। তাদের সকল সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হল। তারা পূর্বের মত নিঃস্ব হয়ে গেল। অধিকন্তু আল্লাহ তাআলাও তাদের প্রতি নারাজ হলেন। ইহকাল-পরকাল উভয় জগতে তারা ব্যর্থ হল। আর অন্ধ ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা ও দানের ফলে তার সকল নেয়ামতও বহাল রইল, আল্লাহও তার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানেই সে সফলকাম।

জবান হেফাজতের গুরুত্ব ও ফযীলত

জবান হেফাজত করার গুরুত্ব

জবান হেফাজত করা বলতে বোঝায় জবান দ্বারা যে সব গোনাহ হতে পারে সেসব গোনাহ থেকে বিরত থাকা। জবান হেফাজত করার গুরুত্ব অনেক। জবান হেফাজত না করলে এই জবান দ্বারা মিথ্যা, গীবত-শেকায়েত, চোগলখুরী, গালিগালাজ ইত্যাদি অনেক গোনাহ হবে। তাই জবান হেফাজত করার গুরুত্ব অনেক। আমরা জবান দিয়ে যা কিছুই বলি আল্লাহর পক্ষ থেকে এই সবকিছুরই হিসাব রাখা হচ্ছে। আমাদেরকে এ সব কিছুরই হিসাব দিতে হবে। সব কিছুর জন্য জবাবদিহিতা করতে হবে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ.

অর্থাৎ, স্মরণ কর দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে থেকে তার আমল গ্রহণ করে। সে যে কথাই উচ্চারণ করে তা-ই গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে। (সুরা কাফ: ১৭-১৮)

জবান হেফাজতের গুরুত্ব প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَفَعَهُ قَالَ اِذَا اَصْبَحَ اِبْنُ اٰدَمَ فَاِنَّ الْاَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُوْلُ اِتَّقِ اللّٰهَ فِيْنَا، فَاِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَاِنْ اِسْتَقَمْتَ اِسْتَقَمْنَا، وَاِنْ اِعْوَجَجْتَ اِعْوَجَجْنَا. رواه الترمذى فى ابواب الزهد- باب ما جاء فى حفظ اللسان.

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, যখন আদম সন্তান ভোরে ওঠে, তখন তার অঙ্গসমূহ জিহ্বাকে বিনয়ের সঙ্গে বলে, আমাদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা, আমরা সকলেই তোমার উপর ভিত্তিশীল– তুমি ঠিক থাকলে আমরাও ঠিক থাকব, আর তুমি বাঁকা হলে আমরাও বাঁকা হয়ে পড়ব। (তিরমিযী)

আর এক হাদীছে এসেছে–

www.maktabatulabrar.com

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَلثَّقَفِيِّ رضـ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا اَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ قَالَ فَاَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ وَقَالَ هٰذَا. رواه الترمذى فى ابواب الزهد- باب ما جاء فى حفظ اللسان.وقال هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত সুফিয়ান ইব্নে আব্দুল্লাহ ছাক্বাফী (রা.) বলেন যে, আমি আরয করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার জন্য যে জিনিসগুলো ভয়ের কারণ বলে আপনি মনে করেন তন্মধ্যে সর্বাধিক ভয়ের কোনটা? বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি নিজের জিহ্বা ধরলেন এবং বললেন, এটা। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা: জবান সর্বাধিক ভয়ের কারণ এ জন্য যে, এই জবান দিয়ে এমন একটা কথাও বের হয়ে যেতে পারে যা তার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ ঘটবে। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ..... اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ لَا يُلْقِىْ لَهَا بَالًا يَهْوِىْ بِهَا فِىْ جَهَنَّمَ. رواه البخارى فى كتاب الرقاق - باب حفظ اللسان.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ... বান্দা আল্লাহর অসন্তোষভাজন এমন একটা কথাও বলে ফেলে, যেদিকে সে তেমন একটা মনোযোগ দেয় না অথচ সে কথাটা তাকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করে। (বোখারী)

জবান হেফাজত করার ফযীলত

জবান হেফাজত করার গুরুত্ব যেমন অনেক, জবান হেফাজত করার ফযীলতও অনেক। নিম্নে জবান হেফাজত করার ফযীলত সম্পর্কিত একটি হাদীছ পেশ করা হল।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ يَضْمَنْ لِىْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ. رواه البخارى فى كتاب الرقاق - باب حفظ اللسان.

অর্থাৎ, হযরত সাহ্ল ইব্নে সাআদ (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার কাছে

(এই অঙ্গীকার করবে যে, সে) তার দুই চোয়ালের মধ্যস্থিত অঙ্গ এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গের যিম্মাদার হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যিম্মাদার হব। (বোখারী)

জবান হেফাজত না করার খারাবী

জবান হেফাজত করার গুরুত্ব এবং ফযীলত যেমন অনেক, জবান হেফাজত না করার খারাবীও তেমনি অধিক। জবান হেফাজত না করে সত্যকে চাপা দিলে, চোগলখুরী করলে, মিথ্যা বললে তার খারাবী অনেক বড়। নিম্নে এ সম্পর্কিত কয়েকখানি হাদীছ পেশ করা হল।

এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ اَلَّذِىْ يَاْتِىْ هٰؤُلَآءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلَآءِ بِوَجْهٍ.

متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الاحكام - باب ما يكره من ثناء السلطان واذا خرج قال غير ذالك، ورواه مسلم فى كتاب البر والصلة والادب - باب ذم ذى الوجهين وتحريم فعله.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা কেয়ামতের দিন সবচেয়ে মন্দ লোক পাবে ঐ ব্যক্তিকে যে দ্বিমুখী। সে এক মুখ দিয়ে এদের কাছে আসে আর এক মুখ নিয়ে ওদের কাছে আসে। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা: মুনাফেকদের স্বভাব হল সবাইকে সন্তুষ্ট রেখে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য একেকজনের কাছে একেক রকম কথা বলে। এভাবে সত্য ও ন্যায়কে চাপা দিয়ে দেয়। এ হাদীছে এরূপ লোকদের খারাপ পরিণতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ حُذَيْفَةَ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ. متفق عليه (وَفِىْ رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ نَمَّامٌ) . رواه البخارى فى كتاب الادب - باب ما يكره من النميمة، ورواه مسلم فى كتاب الايمان - باب بيان غلظ تحريم النميمة.

অর্থাৎ, হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি– চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বোখারী ও মুসলিম)

সত্য বলার ফযীলত ও মিথ্যা বলার খারাবী

সত্য বলার ফযীলত ও মিথ্যা বলার খারাবী সম্বন্ধে এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ، وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ، وَاِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا، وَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْرِ، وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ، وَاِنَّ الرَّجُلَ يَكْذِبُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا. رواه مسلم فى كتاب البر والصلة والادب - باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে মাসঊদ (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, অবশ্যই সত্য নেকীর দিকে পরিচালিত করে, আর নেকী জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে। মানুষ সত্য বলতে থাকে, এভাবে এক পর্যায়ে আল্লাহর নিকট তাকে সত্যবাদী বলে তালিকাভুক্ত করা হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যা অবশ্যই গোনাহের দিকে পরিচালিত করে, আর গোনাহ জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে, এভাবে এক পর্যায়ে আল্লাহর নিকট তাকে মিথ্যাবাদী বলে তালিকাভুক্ত করা হয়। (মুসলিম)

বদ নজর থেকে হেফাজতের ফযীলত

গায়র মাহরাম মহিলার দিকে নজর করা বা শ্মশ্রুবিহীন বালকের দিকে খাহেশাতের দৃষ্টিতে তাকানো হল "বদ-নজর"। বদ-নজর দ্বারা কলব অন্ধকার হয়ে যায়, ইবাদতের নূর নষ্ট হয়ে যায়। বদ-নজর দ্বারা নজরের যেনা হয়। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

زِنَى الْعَيْنِ اَلنَّظْرُ. رواه البخارى فى كتاب الادب - باب زنى الجوارح دون الفرج.

অর্থাৎ, চোখের যেনা হল দৃষ্টি। (বোখারী)

www.maktabatulabrar.com

যাহোক বদ নজর দ্বারা দৃষ্টির যেনা হয়। আবার তাকে নিয়ে কোনো পাপের চিন্তা করলে মনের যেনা হয়। অনিচ্ছাকৃত হঠাৎ যে দৃষ্টি পড়ে যায় তাতে কোনো পাপ নেই, কিন্তু তারপর ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টিকে দীর্ঘায়িত করলে বা বারবার দেখলে পাপ হবে।

বারবার দেখতে চাওয়ার খাহেশকে দমন করে বদ-নজর থেকে বিরত থাকলে তার কী ফায়দা তা বয়ান করে এক হাদীছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ اِلٰى مَحَاسِنِ اِمْرَاَةٍ اَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ اِلَّا اَحْدَثَ اللّٰهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا. رواه احمد فى مسنده حديث رقم ٢٢١٧٩ واسناده ضعيف ولكن للمتن ما يشهد لصحته، ورواه الطبرانى فى الكبير حديث رقم ٧٨٤٢.

অর্থাৎ, হযরত আবূ উমামা (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন, যে কোনো মুসলমানের দৃষ্টি কোনো স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যের প্রতি হঠাৎ প্রথম পড়ে যায়, অতঃপর সে নিজ চক্ষু নিচু করে নেয়, আল্লাহ তার জন্য এমন ইবাদতের সুযোগ সৃষ্টি করে দেন যাতে সে তার স্বাদ পায়। (মুসনাদে আহমদ ও তাবারানী)

তাওয়াক্কুলের ফযীলত

আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছু হতে পারে না। তাই শরীআতের নিয়মানুযায়ী যে কোনো চেষ্টা-তদবীর গ্রহণ করার পর কামিয়াবীর জন্য মনে মনে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখতে হবে। এরূপ ভরসা রাখাকে বলা হয় তাওয়াক্কুল। উল্লেখ্য যে, চেষ্টা-তদবীর না করে হাত পা গুটিয়ে অকর্মন্য হয়ে বসে থাকা বা চেষ্টা না করে ফলের আশা করা শরীআতের বিধান নয় এবং এটাকে তাওয়াক্কুল বলাও হয় না। বরং নিয়মমত চেষ্টা-তদবীর করে, নিয়মমত আসবাব গ্রহণ করে তার ফলের জন্য এবং কামিয়াবীর জন্য মনে মনে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখাকেই বলা হয় তাওয়াক্কুল।

তাওয়াক্কুলের অনেক ফায়দা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি ফায়দা বয়ান করে এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا. رواه الترمذى فى ابواب الزهد - باب ما جاء فى الزهادة فى الدنيا، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত ওমর (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি যথাযথ তাওয়াক্কুল কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে অনুরূপ রিযিক দান করবেন, যেরূপ পাখীকে রিয্‌ক দিয়ে থাকেন– তারা ভোর বেলায় খালি পেটে বের হয় এবং দিনের শেষে ভরা পেটে (বাসায়) ফিরে আসে। (তিরমিযী)

হযরত হাজেরা (আ.)–এর ঘটনা

আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে থাকলে কীভাবে আল্লাহ তাআলা তার জন্য উত্তম রিযিকের ব্যবস্থা করেন তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হল হযরত হাজেরা (আ.)–এর ঘটনা। হযরত হাজেরা (আ.)–এর সে ঘটনাটি বোখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে।[১] ঘটনাটি নিম্নরূপ–

হযরত হাজেরা (আ.)–এর নাম আমরা অনেকেই শুনেছি। তিনি ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আ.)–এর স্ত্রী এবং হযরত ইসমাঈল (আ.)–এর মাতা।

হযরত ইসমাইল যখন দুগ্ধপায়ী শিশু, তখন আল্লাহ তাআলার মর্জি হল হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর সন্তানদের মাধ্যমে মক্কা আবাদ করবেন। অথচ তখন মক্কা নগরী ছিল এক জনশূন্য প্রান্তর। হযরত ইব্রাহীম (আ.) তখন স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ইসমাঈলসহ বর্তমান ফিলিস্তিনের খলীল শহরে বাস করতেন। আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ.)কে আদেশ করলেন হযরত হাজেরাকে তাঁর দুধের শিশুসহ মক্কায় রেখে আস। আমিই তাদেরকে রক্ষা করব। আল্লাহ্‌র নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আ.) সন্তান ও স্ত্রীকে সেই জনশূন্য প্রান্তরে রেখে আসলেন। সম্বল হিসাবে রেখে আসলেন এক মশক পানি আর এক থলে খেজুর। হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন হযরত হাজেরা ও ইসমাঈলকে সেখানে রেখে দেশে ফিরে আসার জন্য রওয়ানা দিলেন, তখন হযরত হাজেরা (আ.) পিছে পিছে আসছিলেন আর বলছিলেন, আপনি এখানে আমাদেরকে একাকী রেখে যাচ্ছেন? হযরত ইবরাহীম (আ.) কোনো জবাব দিচ্ছিলেন না। অবশেষে হযরত হাজেরা (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন,

১. رواه البخارى فى كتاب الانبياء- باب يزفون النسلان فى المشى এখানে হুবহু অনুবাদ নয় বরং ভাবানুবাদ করা হয়েছে। ॥

www.maktabatulabrar.com

আপনি কি আপনার প্রভূর নির্দেশে আমাদেরকে রেখে যাচ্ছেন? হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, হ্যাঁ! তখন হযরত হাজেরা (আ.) বলে উঠলেন, তাহলে আমাদের আর কোনো চিন্তা নেই। আল্লাহ্ নিজেই আমাদের অবস্থা দেখবেন।

তারপর হযরত হাজেরা (আ.) আল্লাহ্র উপর ভরসা করে সেখানেই বসবাস করতে লাগলেন। ক্ষুধা পেলে খেজুর খেয়ে পানি পান করে নিতেন। আর হযরত ইসমাঈল (আ.)কে দুধ পান করাতেন। ধীরে ধীরে যখন মশকের পানি ফুরিয়ে গেল, তখন মা পুত্র উভয়ের পিপাসা বাড়তে লাগল। শিশু ইসমাঈল পিপাসায় ছটফট করতে লাগল। মা হাজেরা সন্তানের এই দশা বরদাশত করতে পারলেন না। কোনো মা-ই সন্তানের এমন করুণ দশা সহ্য করতে পারে না। সন্তানের এই করুণ দশা দেখে মা হাজেরা পানির সন্ধানে নেমে পড়লেন। দৌড়ে গিয়ে পার্শ্ববর্তী 'সাফা' পাহাড়ে আরোহণ করলেন। চারদিকে দৃষ্টি মেলে দেখলেন কোথাও পানির সন্ধান পাওয়া যায় কি না। সেখানে পানির সন্ধান না পেয়ে পার্শ্ববর্তী 'মারওয়া' পাহাড়ে আরোহণ করলেন। দুই পাহাড়ের মাঝখানের সমতল ভূমির মাঝে কিছুটা স্থান নীচু আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সমতল ভূমিতে চলছিলেন, ততক্ষণ বাচ্চাকে দেখতে পাচ্ছিলেন এবং তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হেঁটে হেঁটে অগ্রসর হচ্ছিলেন। যখন ঐ নীচু স্থানে আসলেন, তখন আর বাচ্চাকে দেখা যাচ্ছিল না। তাই দৌড়ে ঐ নীচু স্থান পার হলেন। মারওয়া পাহাড়ে গিয়ে আবার চারদিকে দৃষ্টি মেলে দেখলেন কোথাও পানির সন্ধান পাওয়া যায় কি না। কিন্তু সেখানেও পানির কোনো সন্ধান পেলেন না। আবার ছুটে গেলেন সাফা পাহাড়ে। এভাবে সাতবার পানির সন্ধানে উভয় পাহাড়ে চক্কর দিলেন এবং দুই পাহাড়ের মাঝখানের সেই নীচু স্থানটুকু প্রতিবারই দৌড়ে অতিক্রম করলেন। হযরত হাজেরা (আ.)-এর এই আমল আল্লাহ তাআলার কাছে খুব পছন্দ হল। সেমতে তিনি এই সাফা-মারওয়ার ছোটাছুটিকে হাজীদের নিয়মিত আমলের তালিকাভুক্ত করে দিলেন। এখনও সকল হাজীকে সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ী করার সময় মাঝখানের সেই নিচু স্থানটুকু দৌড়ে অগ্রসর হতে হয়।

'মা' হাজেরা ছুটতে ছুটতে অবশেষে যখন মারওয়া পাহাড়ে এসে দাঁড়ান, তখন একটি আওয়াজ শুনতে পান। আওয়াজ শুনে তিনি থমকে দাঁড়ান। আবার সেই আওয়াজ শুনতে পান। কিন্তু কাউকে দেখতে পান

www.maktabatulabrar.com

না। হযরত হাজেরা আওয়াজ দিয়ে বললেন, আমি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, কেউ সাহায্য করার থাকলে সাহায্য করুন। ঠিক তখনই যমযম কূপের স্থানটিতে একজন ফেরেশতাকে দেখা গেল। ফেরেশতা সেখানে তার ডানা দ্বারা আঘাত করলেন। আর সেখান থেকে পানি উথলে উঠতে লাগল। হযরত হাজেরা (আ.) চারদিকে মাটির বাঁধ তৈরি করে পানি আঁটকাতে লাগলেন। পানি দিয়ে মশক ভরে নিলেন। শিশু ইসমাঈলকে পানি পান করালেন। নিজেও পান করলেন।

ফেরেশতা বললেন, ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এখানে বায়তুল্লাহ তথা আল্লাহর ঘর রয়েছে। এই ছেলে এবং তার পিতা মিলে এই ঘর নির্মাণ করবে। এখানে জনবসতিও গড়ে উঠবে। তার পর দেখা গেল অল্পদিনের মধ্যেই সেখানে জনবসতি গড়ে উঠল। এক সময় হযরত ইসমাঈল (আ.) বড় হলেন এবং বিবাহ করলেন। তার পর হযরত ইবরাহীম (আ.) আগমন করেন। পিতা-পুত্র মিলে কা'বা ঘর নির্মাণ করেন। তখন যমযমের পানি মাটির নিচে চলে গিয়েছিল। কিছুদিন পর কূপের আকারে যমযম আত্মপ্রকাশ করে।

ফায়দা: এখানে একটা লক্ষ করার বিষয় হল, হযরত হাজেরা (আ.)-এর অন্তরে আল্লাহ তাআলার প্রতি কত গভীর ভরসা এবং তাওয়াক্কুল ছিল। তিনি যখন জানতে পারলেন, এই নির্জন মরুভূমিতে আল্লাহ্র নির্দেশেই তাঁকে রেখে যাওয়া হচ্ছে, তখন তিনি চিন্তামুক্ত হয়ে গেলেন এবং সম্পূর্ণ আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করে সেখানে থাকতে লাগলেন। আর আল্লাহর উপর ভরসার কারণে এতসব বরকত লাভ করলেন। সত্যিই যে তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, আল্লাহ তাআলাই তার সব কিছু দেখেন। আমরা অনেকে একটু পেরেশানী এলেই ঘাবড়ে যাই, আল্লাহ্র উপর ভরসা করার কথা ভুলে যাই। অথচ আল্লাহ্র উপর ভরসা করাই পেরেশানী দূর করার সবচেয়ে উত্তম পন্থা। একমাত্র তিনিই পারেন সব পেরেশানী দূর করতে।

তাকওয়ার ফযীলত

"তাক্ওয়া" কথাটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। (১) ভয়। (২) বিরত থাকা। বস্তুত ভয় আসলেই মানুষ কোনো কিছু থেকে বিরত থাকে; তাই ভয় হল বিরত থাকার কারণ, আর বিরত থাকা (অর্থাৎ গোনাহ থেকে বিরত থাকা) হল আসল উদ্দেশ্য। তাক্ওয়ার কয়েকটি স্তর রয়েছে। যথা:-

ক. কুফ্র ও শির্ক থেকে বিরত থাকা।

খ. হারাম ও গোনাহে কবীরা থেকে বিরত থাকা।

গ. গোনাহে ছগীরা থেকে বিরত থাকা।
ঘ. যেখানে হালাল না হারাম–এই সন্দেহ থাকে সেখান থেকে বিরত থাকা।
ঙ. অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকা।
চ. যে সব মোবাহ কাজ গোনাহের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে তা থেকে বিরত থাকা।

তাকওয়ার ফায়দা বয়ান করে এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنِّىْ لَاَعْلَمُ اٰيَةً لَوْ اَخَذَ النَّاسُ بِهَا لَكَفَتْهُمْ - وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهٗ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. رواه الدارمى فى كتاب الرقاق - باب فى تقوى الله حديث رقم ٢٧٢٥. ورواه احمد فى مسنده حديث رقم ١٧٨/٥، ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم ٦٦٦٩.

অর্থাৎ, হযরত আবূ যর (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি এমন একটি আয়াত জানি, যদি লোকেরা তার প্রতি আমল করত, তাহলে তা-ই তাদের জন্য যথেষ্ট হত। আয়াতটি হল–

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهٗ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তাক্ওয়া অবলম্বন করে চলে, আল্লাহ তার মুক্তির পথ করে দেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দান প্রদান করেন যার সে ধারণাও করতে পারে না। (সুনানে দারিমী, মুসনাদে আহমদ ও সহীহ ইব্নে হিব্বান)

বুযুর্গানে দ্বীনের তাকওয়া

বুযুর্গানে দ্বীনের তাকওয়া দেখে তাকওয়া শিখতে হয়। আমাদের নিকট অতীতের বুযুর্গানে দ্বীনের তাকওয়ার যে সব ঘটনা রয়েছে তা থেকেও আমাদের অনেক সবক নেওয়ার রয়েছে। বোখারী, তিরমিযী প্রভৃতি কিতাবের টীকাকার হযরত মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপূরী (রহ.) একবার মুজাহিরুল উলূম সাহারানপূর মাদ্রাসার চাঁদা কালেকশনের জন্য কলিকাতা গিয়েছিলেন। সেখানকার অনেকের সঙ্গে হযরতের জানা শোনা ছিল। সফর থেকে ফিরে এসে তিনি যাতায়াত খরচের বিস্তারিত হিসাব মাদ্রাসায় দাখেল করেন। তার মধ্যে একস্থানে লেখা ছিল– কলিকাতার অমুক স্থানে আমি আমার এক দোস্তের সঙ্গে মুলাকাতের জন্য গিয়েছিলাম। যদিও সেখানে গিয়ে মাদ্রাসার জন্য অনেক চাঁদা কালেকশন

www.maktabatulabrar.com

হয়েছে, কিন্তু সেখানে যাওয়ার পিছনে আমার নিয়ত ছিল দোস্তের সঙ্গে সাক্ষাত করা। তাই সেখানে যাতায়াতের এতটাকা ভাড়া সর্বমোট যাতায়াতের ব্যয় থেকে বাদ দেওয়া হোক।[১]

হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)–এর পিতা হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব (রহ.) শীতের মওসূমে প্রয়োজনে মাদ্রাসার চুলার পাশে খানা রেখে সেই তাপে খানা গরম করতেন আর এ কারণে প্রতি মাসে দুই তিন টাকা মাদ্রাসায় দিয়ে দিতেন এই বলে যে, মাদ্রাসার আগুন থেকে আমি উপকৃত হয়েছি, এরও বিনিময় হওয়া চাই।[২]

একবার এক সফরে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বৃষ্টির কারণে একটা ছোট্ট রেল স্টেশনে অবস্থান করছিলেন। স্টেশন মাষ্টার একটা গুদাম ঘরে হযরতের থাকার ব্যবস্থা করে দিল। রাত হয়ে এল। স্টেশন মাষ্টার এক কর্মচারীকে সেই গুদাম ঘরে একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে দেওয়ার হুকুম দিল। হযরতের সন্দেহ হল এটা আবার রেলওয়ে কোম্পানীর লণ্ঠন নয় তো? (তাহলে তো এটা আমার ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা ঠিক হবে না।) কিন্তু তিনি উক্ত কর্মচারীকে নিষেধ করলেন না এই চিন্তায় যে, লোকটা হিন্দু, সে ভাববে ইসলাম ধর্মে এতটা সংকীর্ণতা এবং এত কড়াকড়ি! তাই হযরত মনে মনে দুআ করতে থাকলেন হে আল্লাহ, আপনি আমাকে এ থেকে রক্ষা করুন। ইতিমধ্যে স্টেশন মাষ্টার উক্ত কর্মচারীকে ডেকে বলল, স্টেশনের লণ্ঠন নয় আমাদের ব্যক্তিগত লণ্ঠন জ্বালাবে। এ কথা শুনে হযরত আল্লাহর শোকর আদায় করলেন।[৩] (সত্যিই বান্দা দিল থেকে চাইলে আল্লাহ পাক তাকে পরহেযগারীর উপর চলার তাওফীক দান করেন।

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনের ফযীলত

এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

ষষ্টদশ অধ্যায় সমাপ্ত

---

১. اکابر کا تقوی ॥
২. اکابر کا تقوی ॥
৩. اکابر کا تقوی ॥

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ.

আর তার চেয়ে কথায় কে উত্তম, যে আল্লাহর দিকে আহবান করে। (সূরা হা মীম সাজদা : ৩৩)

www.maktabatulabrar.com

সপ্তদশ অধ্যায়

ফাযায়েলে দাওয়াত ও তাবলীগ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সপ্তদশ অধ্যায়

ফাযায়েলে দাওয়াত ও তাবলীগ

দাওয়াত ও তাবলীগ-এর অর্থ

'দাওয়াত' ও 'তাবলীগ' শব্দ দুটো প্রায় কাছাকাছি। 'দাওয়াত' অর্থ আহবান করা অর্থাৎ, দ্বীনের দিকে আহবান করা। আর 'তাবলীগ' অর্থ প্রচার করা অর্থাৎ, দ্বীনের কথা প্রচার করা। দ্বীনের কথার মধ্যে ভাল বিষয়ের কথা বলাকে পরিভাষায় "আম্‌র বিল মা'রূফ" এবং খারাপ বিষয় থেকে বারণ করাকে "নাহি আনিল মুন্‌কার" বলা হয়।

দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুত্ব

দাওয়াত ও তাবলীগ তথা "আম্‌র বিল মা'রূফ" এবং "নাহি আনিল মুন্‌কার"-এর গুরুত্ব বর্ণনা করে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. الاية.

অর্থাৎ, তোমারা শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানুষের কল্যাণের জন্যেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (সূরা আলু ইমরান : ১১০)

এই কল্যাণ কীভাবে হবে তাও বলে দেওয়া হয়েছে। পূর্বের বক্তব্যের পর ইরশাদ করা হয়েছে,

تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ.

অর্থাৎ, তোমরা মানুষকে ভাল কাজের কথা বলবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে আর নিজেরাও ঈমান আমলের উপর থাকবে। (প্রাগুক্ত)

এ আয়াতের মধ্যে কয়েকটা বিষয় বোঝানো হয়েছে।

এক নম্বর: আমরা হলাম শ্রেষ্ঠ উম্মত।

দুই নম্বর: শেষ্ঠ উম্মত হিসাবে আমাদেরকে একটা বড় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তা হল দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব। অর্থাৎ, মানুষকে ভাল কাজের কথা বলা এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করার দায়িত্ব।

তিন নম্বর: দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ দ্বারা মানুষের কল্যাণ হয়। দাওয়াত ও তাবলীগ দ্বারা মানুষের যে কল্যাণ হয়, অন্য কোনো কিছু দ্বারা সেরকম কল্যাণ হতে পারে না। আমাদেরকে সৃষ্টিই করা হয়েছে উম্মতের কল্যাণের জন্য। দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ হবে, আর এভাবে মানুষের কল্যাণের জন্যই আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আমাদের জীবনের একটা মৌলিক কাজ।

আমরা শুধু নিজেদের ঈমান আমলের চিন্তা করব অর্থাৎ, শুধু নিজেদের কল্যাণের চিন্তা করব তা নয়, বরং সকলের কল্যাণের কথা চিন্তা করতে হবে। সকলের ঈমান আমলের ফিকির করতে হবে। আমি শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকব, এজন্য আমি দুনিয়াতে আসিনি। আমি শুধু আমার জন্য নই, আমি যেনম আমার জন্য, তেমনি আমি সকলের জন্যও। অতএব শুধু নিজের নাজাতের ফিকির করা নয় বরং সকলের নাজাতের ফিকির করতে হবে।

দাওয়াতের দ্বারাই মানুষের সবচেয়ে বড় কল্যাণ হয়। কারণ, দাওয়াতের দ্বারা এক ভাইয়ের ঈমান ঠিক হয়ে যায়, আমল ঠিক হয়ে যায় এবং এভাবে তার নাজাতের পথ হয়ে যায়। একজন মানুষের নাজাতের পথ করে দেওয়ার চেয়ে বড় কল্যাণ আর কী হতে পারে? আমরা মানুষের জন্য অনেক কিছু করতে পারি, মানুষের গাড়ি-বাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে পারি, চাকরি-বাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারি, ব্যবসা-বাণিজ্যের লাইন করে দিতে পারি, খাওয়া- পরার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। এগুলো অবশ্যই এক একটি ভাল কাজ। এগুলিও মানুষের কল্যাণের কাজ। কিন্তু সবচেয়ে বড় কল্যাণ হল তার নাজাতের ব্যবস্থা করে দেওয়া।

www.maktabatulabrar.com

মানুষকে দ্বীনের কথা বুঝিয়ে তাদেরকে নাজাতের পথে নিয়ে আসাই হল শ্রেষ্ঠ কল্যাণের কাজ। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরীত নবী রসূলগণ হলেন শ্রেষ্ঠ মানব। আল্লাহ পাক তাঁদেরকে এই শ্রেষ্ঠ কল্যাণকর কাজের জন্যই প্রেরণ করতেন। মানুষকে আল্লাহ পাকের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য যখনই প্রয়োজন হত, আল্লাহ তাআলা নবী প্রেরণ করতেন। এভাবে বহু নবী-রসূল দুনিয়াতে আগমন করেছেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন শেষ নবী। তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না। তাহলে দাওয়াতের কাজ কারা করবে? এই উম্মত করবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে দাওয়াতের দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। মক্কা বিজয়ের পরের দিন ভাষণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমবেত সাহাবীদেরকে লক্ষ করে বলেছিলেন,

لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. (بخارى كتاب العلم - باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب.)

অর্থাৎ, তোমরা উপস্থিতগণ আমার পক্ষ থেকে অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দাও। (বোখারী)

অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً. الحديث. رواه البخارى فى كتاب الانبياء - باب ما ذكر عن بنى اسرائل، رواه الدارمى فى باب البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم السنن حديث رقم ٥٤٢.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আম্র ইবনুল আস (রা.) বলেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমরা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও; যদি একটি আয়াতও হয়। (বোখারী ও সুনানে দারিমী)

ব্যাখ্যা: "যদি একটি কথাও শিখে থাক, তাঁও আমার পক্ষ থেকে উম্মতের কাছে পৌঁছে দাও।" এ কথা বলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। তিনি বলে গেছেন যে, আল্লাহর কথা উম্মতের কাছে পৌঁছে দেওয়ার যে দায়িত্ব আমার ছিল, তোমরা আমার পক্ষ থেকে সে দায়িত্ব পালন করবে।

www.maktabatulabrar.com

দেখা গেল দাওয়াতের দায়িত্ব আমাদেরকে আল্লাহ পাকও দিয়েছেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর পক্ষ থেকে দিয়েছেন।

দাওয়াতের গুরুত্ব বুঝা যায় আর একটি হাদীছ থেকে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ، فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ، فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ، وَذَالِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ. رواه مسلم فى كتاب الايمان - باب بيان كون النهى عن المنكر من الايمان الخ، ورواه الترمذى فى ابواب الفتن - باب ما جاء فى تغيير المنكر باليد او باللسان او بالقلب، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোনো মন্দ কাজ হতে দেখে, সে যেন তা নিজ হাতে পরিবর্তন করে দেয়। যদি এই ক্ষমতা না থাকে, তখন নিজের মুখ দ্বারা (অর্থাৎ, কথা দ্বারা) তা পরিবর্তন করবে (অর্থাৎ, কথা বলে বোঝাবে কিংবা তার প্রতিবাদ করবে।) আর যদি এই ক্ষমতাও না থাকে, তখন অন্তর দ্বারা তা পরিবর্তন করবে। আর এটা হল ঈমানের দুর্বলতম স্তর। (মুসলিম ও তিরমিযী)

ফায়দা: এ হাদীছে নাহি আনিল মুন্কারের তৃতীয় স্তরকে ঈমানের স্তর (দুর্বলতম স্তর) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা গেল নাহী আনিল মুনকার করা তথা দাওয়াতের কাজ করা ঈমানী বিষয়। এটা ঈমানী দায়িত্ব।

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ الْعُرْسِ بْنِ عُمَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيْئَةُ فِى الْاَرْضِ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا. رواه ابو داود فى الملاحم - باب الامر والنهى.

অর্থাৎ, হযরত উর্ছ ইব্নে 'আমীরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন পৃথিবীতে পাপ কাজ

করা হয়, তখন যে সেখানে উপস্থিত থেকে সেটা অপছন্দ করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে তা থেকে অনুপস্থিত। আর যে সেখানে অনুপস্থিত থেকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে সেখানে উপস্থিত। (আবূ দাউদ)

ফায়দা: এ হাদীছে কোনো পাপ দেখে তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকলে তথা তা থেকে বারণ না করলে অর্থাৎ, নাহি আনিল মুনকার না করলে উক্ত পাপে পাপী আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা গেল– পাপ থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে নাহী আনিল মুনকার তথা দাওয়াতের কাজ করতে হবে।

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. رواه الترمذى فى ابواب البر والصلة - باب ما جاء فى رحمة الصبيان، وقال: هذا حديث حسن غريب.ورواه ابن حبان فى صحيحه حديث رقم ٤٥٦.

অর্থাৎ, হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি স্নেহ করে না, বড়দের সম্মান করে না এবং ভাল কাজের আদেশ দেয় না ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (অর্থাৎ, আমাদের আদর্শভূক্ত নয়।) [তিরমিযী ও সহীহ ইব্নে হিব্বান]

ফায়দা: এ হাদীছে আম্র বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার না করলে তথা দাওয়াত ও তাবলীগের না করলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দল থেকে বহির্ভূত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা গেল– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতভূক্ত থাকার তাগিদে তথা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শভুক্ত থাকার তাগিদে আম্র বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার করতে হবে অর্থাৎ, দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে হবে।

দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুত্ব এবং এ বিষয়ে আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কিত দীর্ঘ আলোচনার সারকথা হল–

* দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করা শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসাবে একটি গুরুদায়িত্ব।
* দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করা ঈমানী দায়িত্ব।

www.maktabatulabrar.com

* মানুষের কল্যাণের তাগিদে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে হবে।
* পাপ থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে হবে।
* রসূলের আদর্শভূক্ত থাকার তাগিদে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে হবে।

দাওয়াত ও তাবলীগের হুকুম

আম্র বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুন্কার তথা দাওয়াত ও তাবলীগের হুকুম দুই পর্যায়ের। যারা আম্র বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুন্কার করার ক্ষমতা রাখে তাদের জন্য হুকুম এক পর্যায়ের, আর যারা ক্ষমতা রাখে না, তাদের জন্য হুকুম আর এক পর্যায়ের। নিম্নে উভয় শ্রেণীর হুকুম ভিন্ন ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হল।

(১) যে ব্যক্তি আম্র বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুন্কার–এর ক্ষমতা রাখে অর্থাৎ, লক্ষণ থেকে তার প্রবল ধারণা হয় যে, আম্র বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুন্কার করলে তাকে বিশেষ কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে না, তার জন্য ফরয/ওয়াজিব পর্যায়ের বিষয়াদিতে আম্র বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুন্কার করা ওয়াজিব এবং মুস্তাহাব পর্যায়ের বিষয়াদিতে আম্র বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুন্কার করা মুস্তাহাব। যেমন– পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয। অতএব পূর্বে বর্ণিত পন্থায় কেউ ক্ষমতাবান হলে তার উপর পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের ব্যাপারে নসীহত করা ফরয। আর নফল নামায মুস্তাহাব, অতএব নফল নামাযের ব্যাপারে নসীহত করা মুস্তাহাব।

যে সব ক্ষেত্রে আম্র বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুন্কার করা ওয়াজিব, সেসব ক্ষেত্রে হাত তথা ক্ষমতা দ্বারা করানোর শক্তি থাকলে সেভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা ওয়াজিব। যেমন– শাসক শাসিতের বেলায় বা প্রত্যেক ব্যক্তি তার অধীনস্থদের বেলায় হাত বা ক্ষমতা দ্বারা করানোর ক্ষমতা রাখে। এরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে কোনো অবস্থাতেই আম্র বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুন্কার বর্জন করা জায়েয নয়। আর যদি শুধু মুখের দ্বারা বলার ক্ষমতা থাকে, তাহলে শুধু মুখে বলা ওয়াজিব। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে যদি বলা দ্বারা ফায়দা হওয়ার আশা না থাকে, তাহলে বলা ওয়াজিব নয় তবে সেক্ষেত্রে নেহায়েত প্রয়োজন ছাড়া ঐ সব পাপীদের সঙ্গে মেলামেসা ও ভালবাসা বর্জন করে চলা ওয়াজিব।

উল্লেখ্য– যারা আম্র বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুন্কার করার ক্ষমতা রাখে, তাদের জন্য আম্র বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুন্কার করা

ওয়াজিব। এই ওয়াজিব হল "ওয়াজিবে কেফায়া"। অর্থাৎ, যদি এত লোক আম্‌র বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুন্‌কার করে যে, প্রয়োজন মিটে যায়, তাহলে সকলের যিম্মা থেকে দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। আর যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক এ দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে সকল ক্ষমতাবানই দায়িত্ব আদায় না করার দায়ে দায়ী হবে।

(২) যে ব্যক্তি পূর্বে বর্ণিত পন্থায় আম্‌র বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুন্‌কার করার ক্ষমতা রাখে না, তার জন্য আম্‌র বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুন্‌কার করা ওয়াজিব নয়। এরূপ অক্ষম ব্যক্তির জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে ফরয/ওয়াজেব তরককারী ও হারাম কাজে লিপ্ত ব্যক্তির প্রতি অন্তরে ঘৃণা পোষণ করবে। তবে এরূপ অক্ষম ব্যক্তিও হিম্মত করে আম্‌র বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুন্‌কার করলে তার ছওয়াব হবে।[১]

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে তারতীব

দাওয়াতের কাজের ক্ষেত্রে তারতীব রয়েছে। মানুষের প্রথম কর্তব্য হল নিজের এসলাহ করা তথা নিজেকে দোরস্ত করা। এর পরে দায়িত্বের পরিধি ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। নিজেকে দোরস্ত করার পর নিজের পরিবারকে দোরস্ত করা দায়িত্ব। এরপর সাধ্য ও সামর্থ অনুসারে ক্রমান্বয়ে আশ-পাশের লোকদেরকে, তারপর সমাজের ও দেশের লোকদেরকে দোরস্ত করার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে সারা বিশ্বে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের মাধ্যমে সকলের এসলাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা কর্তব্য।

কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا.

অর্থাৎ, হে মু'মিনরা তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা কর, নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও এবং তোমাদের পরিবারকেও জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। (সূরা তাহ্‌রীম : ৬)

ফায়দা: এ আয়াত থেকে বুঝা গেল– নিজের সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরিবারকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোও আমার দায়িত্ব। নিজের পরিবারকে দ্বীনের কথা না বললে, তাদেরকে দ্বীনের উপর চালানোর চেষ্টা না করলে দায়িত্ব লংঘন করার পাপ হবে।

১. দাওয়াত ও তাবলীগের হুকুম সম্পর্কিত পূর্ণ আলোচনা تفسير بيان القرآن থেকে গৃহীত।

www.maktabatulabrar.com

নিজের এবং নিজের পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে অধীনস্থ লোকদের ব্যাপারেও দায়িত্ব থাকার কথা বলা হয়েছে নিম্নোক্ত হাদীছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ. (رواه البخارى فى اول كتاب الاحكام)

অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। প্রত্যেককেই তার অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে জবাবদিহী করতে হবে। (বোখারী)

কেয়ামতের দিন আমাদেরকে জবাবদিহী করতে হবে, যারা আমাদের অধীনস্থ ছিল তাদের ঈমান আমলের ব্যাপারে আমরা ফিকির করেছি কি না, তাদেরকে দ্বীনের কথা বলেছি কি না, তাদেরকে দ্বীনের উপর চালানোর চেষ্টা করেছি কি না। এভাবে সকলকেই তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জবাবদিহী করতে হবে। যে ব্যক্তি দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী, তাকে সারা দেশের মানুষের ব্যাপারে জবাবদিহী করতে হবে। ক্ষমতা এবং পদ শুধু মজার বিষয় নয়, এর দ্বারা দুনিয়ার ব্যাপারে যেমন দায়িত্ব বেড়ে যায়, দ্বীনের ব্যাপারেও দায়িত্ব বেড়ে যায়। যিনি কোনো অফিস বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, তাকে উক্ত অফিস বা প্রতিষ্ঠানের লোকদের ঈমান আমলের ব্যাপারে জবাবদিহী করতে হবে। যিনি ওয়ার্ডের কমিশনার, তাকে ওয়ার্ডের লোকদের ঈমান আমলের ব্যাপারে জবাবদিহী করতে হবে। যিনি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, তাকে ইউনিয়নের লোকদের ঈমান আমলের ব্যাপারে জবাবদিহী করতে হবে। এভাবে যার ক্ষমতার পরিধি যতটুকু, তার জন্যে তাকে জবাবদিহীও করতে হবে। সেমতে সাধ্য, সামর্থ এবং ক্ষমতা অনুযায়ী অধীনস্থদেরকে দ্বীনের কথা বলতে হবে।

দাওয়াত ও তাবলীগের ফযীলত

যে কাজের গুরুত্ব যত বেশী, সে কাজের ফযীলত এবং ফায়দাও তত বেশী। দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুত্ব যেমন বেশী, তার ফায়দা ও ফযীলতও তেমনি বেশী। নিম্নে দাওয়াত ও তাবলীগের ফযীলত ও ফায়দা বর্ণনা করা হল।

দাওয়াত ও তাবলীগের একটি ফযীলত হল– দাওয়াতের কথা আল্লাহর নিকট উত্তম এবং শ্রেষ্ঠতর কথা হিসাবে বিবেচিত। দাওয়াতের কথা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় কথা। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার্ কথা ভাল হতে পারে, যে মানুষেকে আল্লাহর দিকে আহবান করে এবং নেক আমল করে আর বলে যে, নিশ্চয় আমি মুসলমানদের একজন। (সূরা হা-মীম আস-সাজদা : ৩৩)

ব্যাখ্যা: মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন, যে কোনো তরীকায় আল্লাহর দিকে আহবান করলেই তিনি আয়াতের আলোকে প্রশংসিত হবেন। নবীগণ মু'জিযা দ্বারা, মুজাহিদগণ তরবারী দ্বারা, উলামায়ে কেরাম দলীল-প্রমাণ পেশ করা দ্বারা, মুয়াজ্জিনগণ আযানের দ্বারা এমনিভাবে যে কেউ যে কোনোভাবে আল্লাহর দিকে আহবান জানালেই তিনি এই সুসংবাদের যোগ্য হবেন। ঈমান আমলে ত্রুটিপূর্ণ লোকদের ঈমান আমলকে পূর্ণ করার জন্য হকের পথে তাদেরকে দাওয়াত দেওয়ার বক্তব্যই এ আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয়। (روح المعانى، التفسير الكبير و غيره)

দাওয়াত ও তাবলীগের আর একটি ফযীলত হল– এর দ্বারা গোনাহ মোচন হয়। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ حُذَيْفَةَ رضـ مَرْفُوْعًا ..... فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِىْ اَهْلِهٖ وَمَالِهٖ وَ وَلَدِهٖ وَجَارِهٖ تُكَفِّرُهَا الصَّلٰوةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْاَمْرُ وَالنَّهْىُ. الحديث.

رواه البخارى فى كتاب مواقيت الصلوة - باب الصلوة كفارة.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, নামায, রোযা, সদকা এবং ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে বারণ (এ সব আমল) মানুষের পরিবার, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশীর সংক্রান্ত গোনাহসমূহ মোচন করে দেয়। (বোখারী)

দাওয়াত ও তাবলীগের আর একটি ফযীলত হল– এর দ্বারা সদকার ছওয়াব হয়। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضـ مَرْفُوْعًا: اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةً، وَاَمْرٍ بِالْمَعْرُوْفِ

www.maktabatulabrar.com

صَدَقَةً، وَنَهْىٍ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةً. الحديث. رواه مسلم فى كتاب الزكاة - باب بيان ان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف.

অর্থাৎ, হযরত আবূ যর (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেকটা সুবহানাল্লাহ বলা দ্বারা সদকার ছওয়াব হয়, প্রত্যেকটা আল্লাহু আকবার বলা দ্বারা সদকার ছওয়াব হয়, প্রত্যেকটা আল-হামদু লিল্লাহ বলা দ্বারা সদকার ছওয়াব হয়, প্রত্যেকটা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা দ্বারা সদকার ছওয়াব হয়, আম্‌র বিল মা'রূফ তথা ভাল কাজের আদেশ করা দ্বারা সদকার ছওয়াব হয়, নাহি আনিল মুনকার তথা মন্দ কাজ থেকে বারণ করা দ্বারা সদকার ছওয়াব হয়। ...। (মুসলিম)

দাওয়াত ও তাবলীগের আর একটি ফযীলত হল– দাওয়াত ও তাবলীগ দ্বারা মাদউর (অর্থাৎ, যাকে দাওয়াত দেওয়া হবে তার) আমলের সমপরিমাণ ছওয়াব পাওয়া যায়।

ব্যাখ্যা: আমি যাকে দাওয়াত দিব, দাওয়াত দ্বারা তার ভিতরে হেদায়েত আসবে অর্থাৎ, ঈমান আমল আসবে। তার দ্বারা আরও মানুষের হেদায়েত হবে। তাদের দ্বারা আরও মানুষের হেদায়েত হবে। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষের ঈমান আমল আসবে, ঐ সমস্ত মানুষের ঈমান আমলের সমপরিমাণ ছওয়াব আমি দাওয়াত দেনেওয়ালারও হবে। হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىْ رضـ قَالَ ..... قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهٗ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهٖ. رواه مسلم فى كتاب الامارة - باب فضل اعانة الغازى فى سبيل الله، ورواه ابو داود فى الادب - باب فى الدال على الخير.

অর্থাৎ, হযরত আবূ মাসউদ আনসারী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো ভাল কাজের পথ দেখায়, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ঐ ভাল কাজ করে। (মুসলিম ও আবূ দাউদ)

অন্য এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ دَعَا

اِلٰى هُدًى كَانَ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنِ اتَّبَعَهٗ، لَايَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا. **الحديث.** رواه مسلم فى آخركتاب العلم - باب من سن سنة حسنة او سيئة الخ، ورواه ابو داود فى كتاب السنة - باب من دعا الى لزوم السنة.

অর্থাৎ, আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেউ হেদায়েতের দিকে দাওয়াত দিলে যত মানুষ তার অনুসরণ করবে, তাদের সমপরিমাণ ছওয়াব তার হবে। এতে অনুসরণকারী ঐ সব মানুষের ছওয়াব কিছুই কমবে না। (মুসলিম ও আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা: কেউ হেদায়েতের দিকে দাওয়াত দিলে তার দাওয়াতে যত মানুষের হেদায়েত হবে, এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষের হেদায়েত অর্থাৎ, ঈমান আমল পয়দা হবে, ঐ সমস্ত মানুষের ঈমান আমলের সমপরিমাণ ছওয়াব দাওয়াত দেনেওয়ালারও লাভ হবে। কিন্তু এতে ঐ সব অনুসরণকারী লোকদের ঈমান আমলের ছওয়াব কমবে না। তাদের প্রত্যেকের ঈমান আমলের ছওয়াব তাদেরই থাকবে। এর সঙ্গে সঙ্গে যে দাওয়াত দিল অর্থাৎ, যে ঈমান আমলের সূত্র ঘটালো তারও ঐ সমপরিমাণ ছওয়াব হবে। আল্লাহর বিশাল ভাণ্ডার থেকে তাকে তা দেওয়া হবে।

অন্য এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ مَرْفُوْعًا مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهٗ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ مِثْلَ اَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يُنْقَصُ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئٌ. **الحديث.** رواه مسلم فى آخركتاب العلم - باب من سن سنة حسنة او سيئة الخ.

অর্থাৎ, হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একজন মানুষ যে কোনো নেক আমল জারি করল, অতঃপর (তার দেখা-দেখি) পরবর্তীতে তদনুযায়ী আমল করা হবে, তাহলে আল্লাহ তার জন্য সকলের সমপরিমাণ ছওয়াব লিখে দিবেন। এতে অন্য কারও ছওয়াব কমবে না। (মুসলিম)

অন্য এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِىْ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِىْ فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ، كَانَ لَهٗ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا. رواه الترمذى فى ابواب العلم - باب ما جاء فى الاخذ بالسنة واجتناب البدعة، وقال: هذا حديث حسن. ورواه ابن ماجة فى المقدمة - باب من احيا سنة قد اميتت.

অর্থাৎ, হযরত আমর ইবনে আউফ মুযানী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার কোনো আদর্শ জেন্দা করল, অতঃপর (তার অনুসরণে আরও যত) মানুষ সে বিষয়ে আমল করল, সেই আমলকারী সকলের আমলের সমপরিমাণ ছওয়াব তাকে দেওয়া হবে। এতে ঐ অনুসরণকারী লোকদের (আমলের) ছওয়াব কমবে না। (তিরমিযী ও ইবনে মাজা)

ব্যাখ্যা: কোনো আমল জেন্দা করার অর্থ হল– ব্যাপকভাবে যেটার আমল হচ্ছিল না, ব্যাপকভাবে যে আমলটা বর্জন হচ্ছিল, এরকম আমল চালু করা। যে ব্যক্তি এরকম কোনো আদর্শ চালু করবে আর তার দেখা-দেখি যত মানুষ আমল করবে, কিয়ামত পর্যন্ত এরকম যত আমল হতে থাকবে, সকলের আমলের সমপরিমাণ ছওয়াব তাকে দেওয়া হবে। আল্লাহ পাকের ভাণ্ডারে কমী নেই যে, ভাগাভাগি করে না দিলে তাঁর ভাণ্ডারে টান পড়বে। আল্লাহ পাকের ভাণ্ডারে কোনো কমতি নেই। এক হাদীছে বলা হয়েছে, আল্লাহ পাকের ভাণ্ডারে এত আছে যে, দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত জিন, ইনসান চলে গেছে এবং আসবে, সকলে যদি একত্র হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে তাদের মনের সব আশা-আকাংখার বিষয় চায়, আর আল্লাহ পাক তাদের সব চাওয়া পূরণ করেন, তবুও আল্লাহ্‌র ভাণ্ডার থেকে এতটুকুও কমবে না। কাজেই আল্লাহ পাক ছওয়াব ভাগাভাগি করতে যান না। বরং আমি আমল করলাম, আমার দেখা-দেখি আরেকজন আমল করল, সে আমল করছে তার ছওয়াব সে পুরোপুরি পাবে, ঐ পরিমাণ ছওয়াব আমাকেও দেওয়া হবে।

ফায়দা: এ হাদীছে এমন আমল চালু করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, যে আমল ব্যাপকভাবে চালু নেই, ব্যাপকভাবে যার উপর আমল করা হচ্ছে না। আমাদের সমাজে এরকম বহু আমল আছে, যেগুলো

www.maktabatulabrar.com

ব্যাপকভাবে বর্জন হয়ে আছে, যেমন– এখন খাওয়া-দাওয়ার একটি সুন্নাত ব্যাপকভাবে বর্জন হচ্ছে। আজ প্রায় সকলের ঘরে ডাইনিং টেবিলের ব্যবস্থা দেখা যায়। ডাইনিং টেবিলে খেলে খাওয়ার যে সুন্নাত তরীকা আছে, বসার যে সুন্নাত তরীকা আছে, সেই সুন্নাতগুলো বর্জন হয়ে যায়। যেমন– বসার সুন্নাত বর্জন হয়, ঝুকে খাওয়ার সুন্নাত বর্জন হয় এবং মাটিতে বর্তন রেখে খাওয়ার সুন্নাত বর্জন হয়, দস্তরখান বিছানোর সুন্নাত বর্জন হয়। যদিও মুসলমানদের মধ্যে চেয়ার টেবিলে খাওয়ার ব্যাপক প্রচলন ঘটে যাওয়ায় এখন এটা বিধর্মীদের বৈশিষ্ট্য না থাকার কারণে চেয়ার টেবিলে খাওয়াকে বর্তমানে নাজায়েয বলা হবে না, তবে তাতে উপরোল্লিখিত বহু সুন্নাত বর্জিত হয়। ব্যাপকভাবে চেয়ার টেবিলে খাওয়ার প্রচলন ঘটায় ব্যাপকভাবে এই সুন্নাতগুলো বর্জিত হচ্ছে। অতএব কেউ যদি জমিনে বসে খাওয়ার মাধ্যমে এই সুন্নাতগুলোর আমল চালু করে, তাহলে তার বিরাট ছওয়াব হবে। বিদেশীদের অনুকরণে চেয়ার টেবিলে খাওয়াকে আমরা ফ্যাশন ভাবছি। মনে করছি এর মধ্যে উন্নতি, এর মধ্যে কামিয়াবী। অথচ মুসলমানদের উন্নতি মুসলমানী নিয়ম-কানূনের মধ্যে। আমরা উল্টো বুঝে বসে আছি। আমরা উল্টো চলছি। যে পথকে আমরা কামিয়াবীর পথ মনে করছি, সেটা কামিয়াবীর পথ নয়। বরং সেটা অধঃপতনের পথ। এক কবি খুব সুন্দর করে বলেছেন,

ترسم نہ رسی بکعبہ اے اعرابی ایں راہ کہ می روی راہ ترکستان ست

অর্থাৎ, হে বেদুঈন! তুমি মক্কায় যেতে চাও, কিন্তু যে পথ তুমি ধরেছ, সেটা উল্টো দিকের পথ, এ পথ তো তুর্কিস্তানে যাওয়ার পথ।

দাওয়াত ও তাবলীগের আর একটি ফযীলত হল– দাওয়াত ও তাবলীগ দুনিয়ার অনেক ধন-সম্পদ হওয়া থেকে উত্তম। এক হাদীছে দাওয়াতের এই ফযীলত বয়ান করে বলা হয়েছে,

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضـ مَرْفُوْعًا ..... لَاَنْ يَهْدِىَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ لَكَ حُمُرُ النَّعَمِ. رواه البخارى فى كتاب الجهاد - باب فضل من اسلم على يديه رجل.

অর্থাৎ, সাহ্‌ল ইব্‌নে সাআদ (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তোমার দ্বারা যদি আল্লাহ পাক

www.maktabatulabrar.com

একজনের হেদায়েত করেন, তবে তোমার জন্য তা অনেক লাল উট থাকার চেয়ে উত্তম। (বোখারী)

ফায়দা: এ হাদীছে দুটো বিষয় লক্ষ্যণীয়। যথা:–

এক– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমার দ্বারা যদি আল্লাহ পাক হেদায়েত করেন। এ কথা বলা হয়নি যে, তুমি যদি একজনকে হেদায়েত কর, বরং বলা হয়েছে তোমার দ্বারা যদি আল্লাহ পাক হেদায়েত করেন। আসলে হেদায়েত করনেওয়ালা আল্লাহ পাক। আমরা বলার মালিক, আমরা হেদায়েত করার মালিক নই। এজন্য আমাদের বলার দ্বারা কারও যদি হেদায়েত হয়ে যায়, তাহলে আমরা তা নিয়ে গর্ব করতে পারব না। কারণ হেদায়েত করনেওয়ালা আমরা নই। কুরআন শরীফে আল্লাহ তাআলা রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন,

اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ

অর্থাৎ, তুমি যাকে চাও হেদায়েত করতে পার না বরং আল্লাহ যাকে চান হেদায়েত করেন। (সূরা কাসাস : ৫৬)

অতএব আমার দাওয়াত দ্বারা যদি কারও হেদায়েত হয়ে যায়, আমার বলার দ্বারা যদি একজন মানুষ ভাল হয়ে যায়, তাহলে আমি তা নিয়ে বড়ায়ী দেখাতে পারব না যে, তুমি তো ছিলে খারাপ, আমার ওছীলায় তুমি ভাল পথে এসেছ ইত্যাদি। এরকম বড়ায়ী দেখানো যাবে না। কারণ হেদায়েত দেওয়ার মালিক আল্লাহ পাক, আমি নই।

দুই– হাদীছে দ্বিতীয় কথা বলা হয়েছে, তোমার দ্বারা একজনের হেদায়েত হয়ে যাওয়া, এটা তোমার জন্য অনেক লাল উটের মালিক হওয়ার চেয়েও উত্তম। তখনকার যুগে আরবদের কাছে লাল উট ছিল অনেক দামী সম্পদ। সে যুগে বড় সম্পদশালী তাকে মনে করা হত, যার অনেক লাল উট থাকত। যেমন– আমাদের যুগে কেউ কোটি কোটি টাকার মালিক হলে তাকে বড় সম্পদশালী মনে করা হয়। তাই হাদীছ শরীফে যেন বলা হচ্ছে, তোমার দ্বারা একজন মানুষের হেদায়েত হয়ে যাওয়া কোটি কোটি টাকার মালিক হওয়ার চেয়েও অনেক উত্তম, দুনিয়ার অনেক ধন-সম্পদ হওয়া থেকেও উত্তম। আমার দ্বারা একজনের হেদায়েত হবে, তার দ্বারা আরও অনেকের হেদায়েত হবে, এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষের হেদায়েত হবে, সকলের সমপরিমাণ ছওয়াব আমি প্রথম দাওয়াত দেনেওয়ালার হয়ে যাবে।

যদি কারও দাওয়াতে হেদায়েত না-ও হয়, তবুও যেহেতু তিনি নিয়ত করেছেন, তাই নিয়তের ভিত্তিতেই আল্লাহ পাক তাকে ছওয়াব দিয়ে দিবেন। হাদীছ শরীফে এসেছে–

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. (رواه البخارى فى اول صحيحه)

অর্থাৎ, আমলের ছওয়াব নিয়তের ভিত্তিতে এসে যায়। (বোখারী)

অতএব আমি হেদায়েত করার মালিক নই, দাওয়াত দেওয়ার মালিক। আমি যখন দাওয়াত দিয়েছি, যখন তার হেদায়েতের নিয়ত করেছি, তখন আমি আমার কাজ সম্পন্ন করেছি। কাজেই তার হেদায়েত না হলেও আল্লাহ পাক নিয়তের ভিত্তিতে আমাকে ছওয়াব দিয়ে দিবেন।

দেখা গেল আমল করলেও ছওয়াব, আমলের নিয়ত করলেও ছওয়াব, কাউকে আমলের কথা বললেও ছওয়াব। এমনকি বলা নয়, আমি একটি নেক আমল করলাম, আমার সেই নেক আমল দেখে আরও মানুষ যদি আমল করে, তাদেরকে দেখে আরও মানুষ যদি আমল করে, এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষের আমল হবে, সমস্ত মানুষের সব আমলের সমপরিমাণ ছওয়াব আমাকেও দেওয়া হবে।

এ পর্যন্ত এ কিতাবে আম্‌র বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুন্‌কার তথা দাওয়াত ও তাবলীগের ফযীলত সম্পর্কে পেশকৃত দীর্ঘ আলোচনার সারকথা হল– দাওয়াত ও তাবলীগের বিশেষ ৫ টি ফযীলত রয়েছে। যথা–

* দাওয়াত ও তাবলীগের কথা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় কথা।
* দাওয়াত ও তাবলীগ দ্বারা দ্বারা গোনাহ মোচন হয়।
* দাওয়াত ও তাবলীগ দ্বারা দ্বারা সদকার ছওয়াব হয়।
* দাওয়াত ও তাবলীগ দুনিয়ার অনেক ধন-সম্পদ হওয়া থেকেও উত্তম।
* দাওয়াত ও তাবলীগ দ্বারা মাদউর আমলের সমপরিমাণ ছওয়াব পাওয়া যায়।

গোনাহের কাজের পথ দেখানো প্রসঙ্গ

নেক কাজের দাওয়াত দেওয়া যেমন অনেক ছওয়াব অর্জন করার ওছীলা, তদ্রূপ গোনাহের কাজের পথ দেখানোও অনেক গোনাহের ওছীলা। গোনাহের কাজের জন্য উৎসাহ দেওয়া এবং গোনাহের কাজের পরামর্শ দেওয়া সবই গোনাহের কাজের পথ দেখানোর অন্তর্ভুক্ত। এক হাদীছে এসেছে–

www.maktabatulabrar.com

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ مَرْفُوْعًا - مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهٗ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يُنْقَصُ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئٌ. رواه مسلم فى آخركتاب العلم - باب من سن سنة حسنة او سيئة ومن دعا الى هدى او ضلالة.

অর্থাৎ, হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কর্ম চালু করবে, অতঃপর (তার দেখা-দেখি পরবর্তীতে) তদনুযায়ী আমল করা হবে, তাহলে তার জন্য সকলের সমপরিমাণ পাপ লিখে দেওয়া হবে। এতে (অনুসরণকারী) ঐ লোকদের পাপ থেকে কিছুই কমবে না। (মুসলিম)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ مَرْفُوْعًا - مَنْ دَعَا اِلٰى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ تَبِعَهٗ لَا يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا. رواه مسلم فى آخركتاب العلم - باب من سن سنة حسنة او سيئة ومن دعا الى هدى او ضلالة.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, যদি কেউ কাউকে গোনাহের পথে আহ্বান করে, তাহলে যারা সেই গোনাহে তার অনুসরণ করবে, সেই সমস্ত লোকের গোনাহের সমপরিমাণ গোনাহ তাকে দেওয়া হবে। ঐ গোনাহকারীদের গোনাহ থেকে কোনো কমতি করা হবে না। (মুসলিম)

ফায়দা: যদি কেউ কাউকে গোনাহের পথে আহ্বান করে, কাউকে গোনাহের পরামর্শ দেয়, কোনো গোনাহের কাজের বুদ্ধি দেয়, কোনো গোনাহের কাজের পথ দেখায়, তাহলে তার পরামর্শ, বুদ্ধি ও আহবান মোতাবেক যত ব্যক্তি গোনাহ করবে, তাদের গোনাহ দেখে আরও যত মানুষ গোনাহ করবে, এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত এই ধারায় যত মানুষের যত গোনাহ হবে, সেই সমস্ত লোকের সমস্ত গোনাহের সমপরিমাণ গোনাহ প্রথম ব্যক্তিকে দেওয়া হবে। নাউযু বিল্লাহি মিন যালিকা।

দাওয়াত ও তাবলীগের ফায়দা

পূর্বে দাওয়াত ও তাবলীগের ফযীলত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে কুরআন হাদীছে দাওয়াতের যে ছওয়াব ও মর্তবা

বয়ান করা হয়েছে, সেগুলো পেশ করা হয়েছে। সেসব ছওয়াব ও মর্তবা ছাড়াও দাওয়াত ও তাবলীগের আরও কিছু আনুষঙ্গিক উপকারিতা রয়েছে, এখানে সেই আনুষঙ্গিক উপকারিতাগুলো "দাওয়াত ও তাবলীগের ফায়দা" শিরোনামে পেশ করা হল।

দাওয়াত ও তাবলীগের একটি ফায়দা হল– যে ব্যক্তি অন্য মানুষকে হকের পথে দাওয়াত দেয়, তাকে কেউ বাতিলের পথে দাওয়াত দিতে পারে না। যখন একজন লোক সম্পর্কে জানা থাকে যে, উনি একটা বিশেষ আদর্শের দিকে অন্যকে দাওয়াত দেন, তখন কেউ তাকে আর অন্য দিকে দাওয়াত দিতে আসে না। যারা দাওয়াতের কাজ করে না, তাদেরকে অন্য মতবাদের দিকে মানুষ ডাকে। কেউ ডাকে অমুক পার্টির দিকে, কেউ ডাকে অমুক ইজমের দিকে, কেউ ডাকে অমুক মতবাদের দিকে, কেউ ডাকে অমুক ধর্মের দিকে। এভাবে বাতিলপন্থীরা তাকে নিয়ে চতুর্দিকে টানাটানি করতে থাকে। এই টানাটানির মধ্যে (খোদা না করুন) এক সময় সে কোনো এক বাতিল মতবাদের দিকে চলেও যেতে পারে। কিন্তু যিনি হক্কের পথে দাওয়াত দেনেওয়ালা, তাকে অন্য কেউ কোনো বাতিলের দিকে দাওয়াত দিতে পারে না। কারণ তার সম্পর্কে বাতিলপন্থীদের ভয় থাকে যে, তাকে দাওয়াত দিতে গেলে তিনিই বরং আমাদেরকে উল্টো তার মতাদর্শের দিকে দাওয়াত দিবেন এবং আমাদেরকে আমাদের আদর্শ ছেড়ে দিতে বলবেন।

দাওয়াত ও তাবলীগের আর একটি ফায়দা হল– আমি যাকে দাওয়াত দিব, সে মানুক বা না মানুক অর্থাৎ, তার ফায়দা হোক না হোক, আমার নিজের ফায়দা হয়েই যাবে। আমি অন্যের ঈমান আমল দোরস্ত করার কাজে সহযোগিতা করলে আল্লাহ তায়ালা আমার ঈমান আমল দোরস্ত করে দিবেন। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে–

وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ. رواه مسلم فى كتاب الذكر - باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر.

অর্থাৎ, এক বান্দা আল্লাহর আরেক বান্দার সাহায্যে থাকলে আল্লাহ পাকও তার সাহায্যে থাকবেন। (মুসলিম)

অতএব আমি অন্যের ঈমান আমলের কাজে সাহায্য করলে আল্লাহ পাকও আমার ঈমান আমলের ফয়সালা করে দিবেন।

www.maktabatulabrar.com

দাওয়াত ও তাবলীগের আর একটি ফায়দা হল– অন্যকে কোনো বিষয়ে দাওয়াত দিলে নিজের মধ্যেও সেই আমলের জযবা পয়দা হয়। এভাবেও নিজের ফায়দা হয়। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) অনেক বড় বুযুর্গ ছিলেন। তিনি বলতেন, আমার ভিতরে যখন কোন বিশেষ আমলের ব্যাপারে ত্রুটি দেখা দেয়, তখন আমি ঐ আমলের ব্যাপারে অন্যকে ওয়াজ করতে থাকি। যখন অন্যকে ওয়াজ করি, তখন আমার ভিতরে চিন্তা আসে যে, আমি অন্যকে উপদেশ দিচ্ছি, অথচ আমার ভিতরে সেই আমল নেই, আমার ভিতরেও এ বিষয়ে আমল থাকা দরকার। এভাবে আমার নিজের মধ্যে সেই আমলের জযবা ও চেতনা পয়দা হয়। এভাবে অন্যকে দাওয়াত দিলে তার মাধ্যমে নিজেকেও দাওয়াত দেওয়া হয়ে যায়। নিজের মধ্যে তখন চিন্তা আসে যে, আমারও তো এটা আমল করা দরকার। নতুবা অন্যরা আমার ব্যাপারে কী ভাববে? তখন চক্ষু লজ্জায় হলেও নিজের ভিতরে সেই আমল এসে যাবে। এভাবে আমল আসলে হয়তো প্রথম দিকে ইখ্লাসের অভাব থাকবে, কারণ অন্যের চিন্তায় করা হচ্ছে। তবে আমল করতে থাকলে এক সময় ইখ্লাছও এসে যায়।

দাওয়াত ও তাবলীগ পরিত্যাগ করার ক্ষতিসমূহ

যে কাজের গুরুত্ব, ফযীলত এবং ফায়দা যত বেশী, সে কাজ পরিত্যাগ করার ক্ষতিও তদ্রূপ অনেক বেশী। দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুত্ব, ফযীলত ও ফায়দা যেমন বেশী, সেটা বর্জন করার ক্ষতিও তেমনি বেশী।

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ না করলে যে সব ক্ষতি হয় তার মধ্যে দুটো ক্ষতি সম্পর্কে একটা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَتَاْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْهُ فَتَدْعُوْنَهٗ فَلَا يَسْتَجِيْبُ لَكُمْ. رواه الترمذى فى ابواب الفتن - باب ما جاء فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، وقال: هذا حديث حسن.

অর্থাৎ, হযরত হুযায়ফা ইব্নুল ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঐ সত্তার কসম যার

হাতে আমার জীবন! হয় ভাল কাজের কথা বলবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে (অর্থাৎ, দাওয়াতের কাজ করবে), না হয় তোমাদের উপর আল্লাহ তাঁর নিজের পক্ষ থেকে আযাব প্রেরণ করবেন, তখন তোমরা আল্লাহর কাছে দুআ করলে তিনি তা কবূল করবেন না। (তিরমিযী)

এ হাদীছে দাওয়াতের কাজ ছেড়ে দিলে দু'টো ক্ষতির কথা বলা হয়েছে।

এক: একটা ক্ষতি হল আযাব প্রেরণ করা। এটা হবে আদর্শগত বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার কারণে। অন্য এক রেওয়ায়েতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে– لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ فَتَدْعُوْنَهُ فَلَا يَسْتَجِيْبُ لَكُمْ অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হবে, ফলে তোমরা দুআ করলে দুআ কবূল করা হবে না।

ব্যাখ্যা: আমরা যখন আমাদের মুসলমানদেরকে, আমাদের আশপাশের লোকজনকে হকের দিকে দাওয়াত না দিব, তখন বিভিন্ন মতবাদপন্থী বিভিন্ন বাতিলপন্থী লোক তাদেরকে বিভিন্ন দিকে নিয়ে যাবে। এভাবে আমাদের মধ্যে আদর্শগত বিরোধ শুরু হয়ে যাবে। এক একজন এক এক আদর্শের, এক একজন এক এক মতের হয়ে যাবে। এভাবে আদর্শগত অমিল হয়ে যাওয়ার ফলে ধীরে ধীরে মনেরও অমিল হয়ে যাবে। কাজ-কর্ম এবং নীতির মধ্যেও অমিল দেখা দিবে। ফলে দ্বন্ধ-সংঘাত হবে। সমাজে অশান্তি দেখা দিবে। সমাজে যত রকম দ্বন্ধ-সংঘাত হয়, তার অনেকটা আদর্শগত বিরোধ থেকেও জন্ম নেয়। আর আদর্শগত বিরোধের জন্ম হয় হকের দাওয়াত একেবারে না থাকার কারণে, কিংবা তাতে কমি থাকার কারণে। অতএব এরূপ বিরোধ ও দ্বন্ধ-সংঘাত থেকে বাঁচার উপায় হল হকের দাওয়াত অব্যাহত রাখা।

দুই: হাদীছে দ্বিতীয় ক্ষতির কথা বলা হয়েছে দুআ কবূল না হওয়া। যারা দাওয়াতের কাজ ছেড়ে দেয়, তাদের দুআ কবূল হয় না। এই দুআ কবূল না হওয়ার কারণ হল– দাওয়াতের মধ্যেই মানুষের কল্যাণ। অতএব আমি দাওয়াত ছেড়ে দিলাম তার অর্থ হল– আমি আল্লাহ্‌র বান্দার জন্য কল্যাণ চাইলাম না। তাহলে আল্লাহ কেন আমার জন্য কল্যাণ চাইবেন? আমি আল্লাহ্‌র বান্দার জন্য কল্যাণ না চাইলে আল্লাহ তাআলাও আমার কল্যাণ করবেন না। আল্লাহ পাকের নীতি হল– আমি আল্লাহ্‌র বান্দার সঙ্গে যেমন মোয়ামালা করব, আল্লাহ পাকও আমার সঙ্গে তেমন মোয়ামালা করবেন। অতএব আমি মানুষের কল্যাণের চিন্তা না করলে

www.maktabatulabrar.com

আল্লাহ পাকও আমার কল্যাণের চিন্তা করবেন না। আল্লাহ পাক বড় মহব্বত করে বান্দাদেরকে তৈরী করেছেন। আল্লাহ্‌র মহব্বতের সেই বান্দাদের কল্যাণ না চাইলে আল্লাহও আমার কল্যাণ চাইবেন না। যেমন, আমাদের আপনজনকে যদি কেউ ভাল না বাসে, তাহলে আমাদেরও তাকে ভালবাসতে ইচ্ছা হয় না। আমাদের আপনজনকে কেউ খারাপ চোখে দেখলে আমাদেরও তাকে খারাপ চোখে দেখতে ইচ্ছা হয়। এভাবেই আল্লাহর নীতি। আল্লাহ্‌র বান্দার সঙ্গে আমাদের নীতি যেমন হবে, আমাদের সঙ্গেও আল্লাহ্‌র নীতি তেমন হবে। অতএব আমরা দাওয়াত ও তাবলীগ পরিত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বান্দাদের কল্যাণ না চাইলে আল্লাহ তাআলাও আমাদের কল্যাণ করবেন না।

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ পরিত্যাগ করার আর একটা ক্ষতি হল– এ কাজ পরিত্যাগ করে শুধু নিজেকে রক্ষা করার ফিকির করলে রক্ষা হবে না। এক রেওয়ায়েতে এসেছে– হযরত মালেক ইব্‌নে দীনার বলেন,[১]

اَوْحَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلٰى جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - اَنِ اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِاَهْلِهَا، قَالَ فَقَالَ يَا رَبِّ! اِنَّ فِيْهِمْ عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ. قَالَ فَقَالَ: اِقْلِبْهَا عَلَيْهِمْ، فَاِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ. رواه البيهقى فى شعب الايمان - باب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر حديث رقم ٧٥٩٥.

অর্থাৎ, আল্লাহ পাক একবার জিবরাঈল (আ.)কে হুকুম দিলেন যে, অমুক অমুক বস্তির সমস্ত লোকসহ গোটা বস্তিকে উল্টে দিয়ে সকলকে ধ্বংস করে দাও। জিবরাঈল (আ.) আরজ করলেন, ইয়া আল্লাহ! ওখানে তোমার অমুক এক নেককার বান্দা আছে, সে তো জীবনে এক পলকও তোমার নাফরমানী করেনি। (তাকেসহ কীভাবে ধ্বংস করব!) তখন আল্লাহ পাক বললেন, তাদের সকলকেসহ উল্টে দাও। কারণ (তার সম্মুখে গোনাহ হতে দেখেও) তার চেহারা কখনও আমার (আযাবের ভয় ও) চিন্তায় মলিন হয়নি। (শুআবুল ঈমান)

১. ইমাম বায়হাকী এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর বলেছেন, এই রেওয়ায়েতটি একটা জয়ীফ সনদে হযরত জাবের (রা.)–এর সূত্রে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের مرفوع হাদীছ হিসেবে যে বর্ণনা পাওয়া তা محفوظ নয়। محفوظ হল এটি মালেক ইবনে দীনারের উক্তি।

ফায়দা: সে শুধু নিজের ফিকির নিয়েই ব্যস্ত থেকেছে, অন্য অনেক মানুষ যে জাহান্নামী হয়ে যাচ্ছে, একারণে তার মধ্যে কোনো পেরেশানী আসেনি। তাই সে রক্ষা পেল না। তাকেসহ গোটা বস্তি ধ্বংস করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। বুঝা গেল– শুধু নিজের ঈমান আমলের ফিকিরই যথেষ্ট নয়, শুধু নিজের ঈমান আমলের ফিকির করলেই রক্ষা পাওয়া যাবে না। রবং নিজের ঈমান আমলের ফিকিরের সঙ্গে সঙ্গে অন্যের ঈমান আমলের ফিকিরও করতে হবে। নিজেকে রক্ষা করার স্বার্থেই দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে হবে। তাহলে নিজেরও রক্ষা হবে অন্য মানুষেরও রক্ষা হবে। নতুবা অন্যদের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও আযাবে পড়তে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন!

দওয়াতের আদব ও তরীকা

*** প্রথমে নিয়ত সহীহ করে নিতে হবে।**

আমল বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার তথা দাওয়াত ও তাবলীগ এবং ওয়াজ-নছীহত ও বয়ান করার পূর্বে নিয়ত সহীহ করে নিবে অর্থাৎ, এ'লায়ে কালিমাতুল্লাহ তথা আল্লাহর হুকুম-আহকাম চালু করার, আল্লাহর দ্বীন যিন্দা করার এবং ছওয়াব হাছিল করার নিয়তে করবে।

*** দাওয়াতের পূর্বে পরিস্থিতির আনুকুল্য যাচাই করে নিবে।**

মুবাল্লিগের কর্তব্য হল– দওয়াত প্রদানের পূর্বে শ্রোতার অবস্থা বুঝে নেওয়া। যদি তার মধ্যে দাওয়াতের কথা শোনার মত উৎসাহ এবং দাওয়াত গ্রহণের মানসিকতা লক্ষ করা যায়, তাহলে তার কাছে দাওয়াত পেশ করা। আর যদি তার পরিস্থিতি এমন হয় যে, দাওয়াত পেশ না করাই সংগত বলে মনে হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে তার নিকট দাওয়াত পেশ না করাই শরীআতের দৃষ্টিতে কল্যাণকর হবে বরং এ অবস্থায় দাওয়াত পরিত্যাগ করাটা দাওয়াতেরই অংগ বলে বিবেচিত হবে। তার পরিস্থিতি অনুকূল না হওয়া সত্ত্বেও তার নিকট দাওয়াত পেশ করলে হয়তবা দাওয়াতের সুফল দেখা দিবে না, নতুবা মুবাল্লিগের প্রতি তার ভক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। যার ফলে ভবিষ্যতে কখনও দাওয়াত গ্রহণ করার পথও বন্ধ হয়ে যাবে। অতএব এ ধরনের পরিস্থিতিতে ভবিষ্যত দাওয়াতের স্বার্থে বর্তমানে দাওয়াত স্থগিত রাখতে হবে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে ওহীর আলোকে বায়তুল্লাহ নির্মাণের সময় "হাতীম"–এর অংশটুকুও বায়তুল্লাহর সঙ্গে

www.maktabatulabrar.com

সংযুক্ত হওয়া সংগত ছিল। কারণ সেটুকুও বায়তুল্লাহ্‌র-ই অংশ। তাঁর আন্তরিক কামনাও ছিল যে, বায়তুল্লাহ্‌র বর্তমান ইমারত ভেঙ্গে নতুনভাবে হাতীমকে সংযুক্ত করে নির্মাণ করা হোক। কিন্তু তিনি এ ইচ্ছাকে মুলতবি রাখেন শুধু এই ভেবে যে, আমার জাতি নও মুসলিম, সবেমাত্র তারা কুফরী-র যুগ থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে। এ অবস্থায় যদি বায়তুল্লাহকে ভাংগা হয়, তাহলে তারা রসূলের উপর এই অভিযোগ আরোপ করে বসতে পারে যে, এ আবার কেমন পয়গম্বর, যে বায়তুল্লাহ্ ভাংতে উদ্যত হয়? এর দ্বারা তাদের মনে কুধারণার জন্ম নিতে পারে। যার ফলে ভবিষ্যতে এটা দাওয়াত ও তাবলীগ গ্রহণ থেকে জাতির বঞ্চনার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ কারণে তিনি বায়তুল্লাহর সঙ্গে হাতীমকে সংযুক্ত করা থেকে বিরত থাকেন। এর দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শরীআতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শ্রোতার অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখা অপরিহার্য এবং দাওয়াতর পূর্বে এটা বুঝে নিতে হবে যে, দাওয়াত গ্রহণ করার প্রতি তার স্বভাব কতটুকু উদ্বুদ্ধ এবং বর্তমানে তার সম্মুখে কতটুকু কথা রাখতে হবে।

*** দাওয়াত শুরু করার পূর্বে শ্রোতাদেরকে তাদের কাজ থেকে এবং কথা-বার্তা থেকে ফারেগ করে নিতে হবে।**

কোনো বিষয় হৃদয়ে রেখাপাত করার জন্য সেদিকে পূর্ণ মনোযোগিতা নিবদ্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যক। যখন কেউ কোনো কথাবার্তা বা কাজ-কর্মে লিপ্ত থাকে, তখন সে ব্যাপারেই তার মন কাজ করতে থাকে। সেই মুহূর্তে যদি তাকে দাওয়াত দেওয়া হয়, তাহলে দাওয়াত তার মনে আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না। কারণ একই সঙ্গে মানুষ একাধিক বিষয়ে পূর্ণ মনোযোগিতা নিবদ্ধ করতে সক্ষম হয় না। একই সময়ে একটিমাত্র বিষয়েই পূর্ণ মনোযোগী হওয়া সম্ভব। কুরআনে কারীমের একটি আয়াতেও এর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইরশাদ হয়েছে,

مَاجَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِىْ جَوْفِهٖ.

অর্থাৎ, আল্লাহ কোনো মানুষের অভ্যন্তরে দু'টি হৃদয় সৃষ্টি করেননি।

(সূরা আহ্যাব: ৪)

সুতরাং দাওয়াতের বিষয়বস্তুর ব্যাপারে মাদউর মনোযোগ আকর্ষণ করার লক্ষ্যেই মাদউকে তার কথাবার্তা এবং কাজ-কর্ম থেকে ফারেগ করে নিতে হবে। বিদায় হজ্জে যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বয়ান শুরু করবেন, তখন হযরত জারীর ইব্‌নে আব্দুল্লাহ (রা.)কে তিনি বলেছিলেন,

اِسْتَنْصِتِ النَّاسَ. (بخارى فى كتاب العلم – باب الانصات للعلماء)

অর্থাৎ, তুমি লোকদেরকে কথাবার্তা থেকে নিবৃত্ত কর। (বোখারী)

এভাবে মানুষকে চুপ করানোর পর তিনি ভাষণ শুরু করেন। আল্লামা নববী কিতাবুল আযকারে এ হাদীছ থেকে দাওয়াতের উপরোক্ত নীতি উদ্ভাবন করেছেন যে, আলেম ও ওয়াজকারীর (তথা দাওয়াত প্রদানকারীর) কর্তব্য শ্রোতাদেরকে কথাবার্তা থেকে ফারেগ করে নেওয়া, যাতে তারা পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তার বক্তব্য শ্রবণ করতে পারে। (كتاب الاذكار - باب استنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه ليتوفروا على استماعه.)

* ওয়াজ-নছীহত ও বয়ানের পূর্বে আউযু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পড়ে নিবে।

* ওয়াজ-নছীহত ও বয়ানের পূর্বে আল্লাহর হাম্‌দ ও দরূদ শরীফ পড়ে নিবে। তবে ওয়াজ ও বয়ানের মজলিসে সকলের সম্মিলিতভাবে সমস্বরে দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা রছমে পরিণত হয়েছে। তাই এটা পরিত্যজ্য।

*** শ্রোতার মেজায ও মন–মানসিকতা অনুসারে কথা বলতে হবে।**

শ্রোতা বিভিন্ন মন-মেজাযের এবং বিভিন্ন ধারণ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকে। অতএব শ্রোতার ভিত্তিতেই দাওয়াতের বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। শ্রোতা তিন শ্রেণীর হয়ে থাকেন। শ্রোতা যদি তীক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী হন, যদি তিনি জ্ঞানী ও সুধী শ্রেণীর লোক হন, তাহলে তার মধ্যে জ্ঞানের সত্যিকার পিপাসা ও প্রতিটি কথার দলীল-প্রমাণ অনুসন্ধানের মনোবৃত্তি থাকবে। এ ধরনের শ্রোতার সামনে আলোচনা গুঢ়তত্ত্ব ও দলীল-প্রমাণ সহকারে হওয়া দরকার। আর যদি শ্রোতা সরল গোছের হন, নিরীহ এবং শান্তিপ্রিয় হন, তাহলে তাদেরকে দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে সহজ-সরল ভাষায় উপদেশমূলক কথাবার্তাই যথেষ্ট হবে। আর যদি শ্রোতা বক্র প্রকৃতির বা বিকৃত মানসিকতার কিংবা বিতর্ক ও কলহপ্রিয় শ্রেণীর হন, তাহলে তাকে দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে তার সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন হয়ে থাকবে। কুরআনে কারীমে দাওয়াত সম্পর্কিত আয়াতে এই ত্রিবিধ পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে,

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হেকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক কর সদ্ভাবে। (সূরা নাহ্‌ল: ১২৫)

এ আয়াতে ত্রিবিধ পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা– হিকমত, সদুপদেশ ও সদ্ভাবে তর্ক-বিতর্ক। উপরোক্ত তিন শ্রেণীর লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্নভাবে এই তিনটি পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে। একজনের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিটি বাঞ্ছনীয়, অন্য পদ্ধতিটি তার ক্ষেত্রে শুধু অকার্যকরীই নয় বরং হিতে বিপরীতও ঘটাতে পারে। যেমন– বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর লোকদেরকে তৃপ্ত করাতে কিংবা দাওয়াতকে তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হলে চিন্তা গবেষণামূলক যুক্তি ও পাণ্ডিত্বপূর্ণ আলোচনা দ্বারাই সম্ভব হবে, এক্ষেত্রে সাদামাটা আলোচনা তাদের সামনে কোনো আবেদন সৃষ্টি করবে না। আবার তর্ক-বিতর্কও তাদের নিকট বিড়ম্বনাকর অনুভূত হবে। তেমনিভাবে তর্ক-বিতর্ক প্রিয় লোক বাস্তবসম্মত কোনো যুক্তি বা দলীলকে সহ্য করেন না। তাদেরকে একমাত্র তাদেরই স্বীকৃত কোনো বিষয় থেকে একটা দমনমূলক উত্তর দ্বারা কোনো বিষয় গ্রহণ করানো যেতে পারে। আর স্থূল বুদ্ধির ও শান্তিপ্রিয় লোকেরা কোনো কুটতর্ক পছন্দ করেন না। কোনো গুঢ়তত্ত্বমূলক আলোচনা বা যুক্তিও তাদের ধারণ ক্ষমতার বাইরে। এ শ্রেণীর লোকদের জন্য সহজ সরল ভাষায় ও সাদামাটা গোছের উপদেশই সব থেকে বেশি কার্যকরী। এভাবে এই তিন শ্রেণীর লোকের জন্য এই তিনটি পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

*** শ্রোতার যোগ্যতা অনুসারে কথা বলতে হবে।**

শ্রোতার যোগ্যতা অনুসারে কথা না বললে অনেক সময় তা ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। যেমন– সাধারণ মানুষের সামনে দার্শনিক কথা-বার্তা বললে তা তাদের ধারণ ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়ায় তারা ভুল বোঝাবুঝির শিকার হতে পারে বা তারা বুঝতে না পেরে দ্বীনী কথা শোনাই বর্জন করে দিতে পারে। এদিকে ইংগিত করে হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রা.) বলেছেন,

مَا اَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيْثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُوْلُهُمْ اِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً. (مقدمة مسلم)

অর্থাৎ, যখন তুমি কোনো সম্প্রদায়ের কাছে এমন কোনো হাদীছ বর্ণনা করবে, যা তাদের জ্ঞানের অগম্য, তখন তা তাদের কারও কারও পক্ষে ফিৎনা হয়ে দাঁড়াবে। (মুকাদ্দামায়ে মুসলিম)

বক্তব্য যখন শ্রোতার ধারণ ক্ষমতার বাইরে চলে যায়, তখন শ্রোতা নিজের মধ্যে এক রকম অপূর্ণতা বা ত্রুটি অনুভব করে, কিংবা বক্তব্য যখন শ্রোতার আবেগ অনুভূতি ও কামনার বিপরীত হয় তখন সে বক্তব্যের প্রতি আকর্ষণের পরিবর্তে বিকর্ষণ অনুভব করে।

*** যা বলার সহীহ বলতে হবে।**

দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে যে বিষয় বিশুদ্ধভাবে জানা আছে একমাত্র সেটাই বলতে হবে। নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বা নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে যেটা জানা হয়নি, তাহকীক ছাড়া সেটা বর্ণনা করা মিথ্যা বয়ান করার শামিল। আর মিথ্যা বলা দ্বারা কোনো দ্বীনী ফায়দা অর্জিত হয় না।

*** যা বলার সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে বলতে হবে।**

শ্রোতার কাছে বক্তব্যকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কথাকে সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে হবে। সুন্দর ভাষায় কথা বলতে হবে। বর্ণনাভংগি আকর্ষণীয় হতে হবে। স্থান-কাল-পাত্র বুঝে যথাযথ শব্দ প্রয়োগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে– এক একটি শব্দ অস্বাভাবিক কিছুও ঘটিয়ে দিতে পারে। যেমন– একজন ডাক্তার ঠিকমত পরীক্ষা না করে, না ভেবে চিন্তে একজন রোগীকে যদি বলে 'তোমার ক্যানসার হয়েছে', তাহলে হতে পারে কিছুদিন বাদে রোগীর অবস্থা সত্যিই আশংকাজনক হয়ে দাঁড়াবে। আবার এর বিপরীত কোনো মারাত্মক রোগীকেও শান্ত্বনামূলক কথা দ্বারা তার অবস্থার উন্নতি ঘটানো যেতে পারে। এতে করে বুঝা গেল– একটি শব্দ খুব ভাল প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করতে পারে, আবার তার বিপরীতও করতে পারে। ভাষার এই অসাধারণ ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا اَوْ اِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ سِحْرٌ. متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب المرضى - باب من البيان سحر. ورواه مسلم فى كتاب الجمعة - فصل فى ايجاز الخطبة واطالة الصلوة.

অর্থাৎ, নিশ্চয় কতক বর্ণনা যাদু স্বরূপ। (বোখারী ও মুসলিম)

অতএব ভাষার অলংকার ও সৌন্দর্যের প্রতি সবিশেষ খেয়াল রাখা চাই। এ কারণেই হযরত মূসা (আ.) যখন দাওয়াত পরম্পরায় তাঁর ভ্রাতা হযরত হারূন (আ.)কে সঙ্গে রাখার দরখাস্ত করেছিলেন, তখন তার কারণস্বরূপ উল্লেখ করেছিলেন যে, সে আমার থেকে অধিক বাকপটু ও

www.maktabatulabrar.com

বাগ্মি। অতএব দাওয়াতের কাজে সে আমার সহযোগী থাকলে বিশেষ ফায়দা হবে। এ সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতটি নিম্নরূপ–

وَاَخِىْ هَارُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْئًا يُّصَدِّقُنِىْ، اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ.

অর্থাৎ, ভ্রাতা হারূন, সে আমার চেয়ে বাগ্মী; অতএব তাকে আমার সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ কর, সে আমাকে সাহায্য করবে। (সূরা কাসাস: ৩৪)

সারকথা– শ্রোতার মানসিকতা অনুসারে বাক্য প্রয়োগ করতে হবে। তাহলেই কথার আছর ভাল হবে। শহরে-বন্দরে সাহিত্যপূর্ণ ভাষা, গ্রামে-গঞ্জে মামুলী ধরনের ভাষা, জ্ঞানী, সুধিমহল ও পণ্ডিত-দার্শনিকদের সামনে তাদের উপযোগী ভাষা ও বর্ণনাভংগী অবলম্বন করতে হবে।

*** দ্বীনকে সহজভাবে পেশ করতে হবে।**

দ্বীনকে সহজভাবে পেশ করতে হবে, যেন শ্রোতারা দ্বীনকে কঠিন মনে করে না বসে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবূ মূসা আশআরী ও মুআয ইবনে জাবাল (রা.)কে ইয়ামানের গভর্ণর ও কাজী বানিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। প্রেরণ করার সময় তাঁদেরকে দাওয়াতের কাজের ব্যাপারেও বলেছিলেন এবং তখন তাঁদেরকে দাওয়াত বিষয়ক এই নীতির ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করে বলেছিলেন,

يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطاوَعَا.... الخ. رواه البخارى فى كتاب الادب - باب قول النبى صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا.

অর্থাৎ, তোমরা সহজ করবে, কঠিন করবে না। সুসংবাদ শুনাবে, পালিয়ে যেতে বাধ্য করবে না এবং পরস্পরে ঐক্যমত (ও সহানুভূতি) বজায় রাখবে। (বোখারী)

* বয়ান এবং ওয়াজের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে নছীহত না করা। এতে উক্ত ব্যক্তি লজ্জিত হয়ে বক্তার প্রতি মনে মনে ক্ষীপ্ত হয়ে উঠতে পারে এবং হিতে বিপরীত হতে পারে। অতএব নির্দিষ্ট কাউকে লক্ষ করে এরূপ বলা ঠিক হবে না যে, আপনি কেন এই গোনাহের কাজ করেন, আপনি কেন এই করেন সেই করেন ইত্যাদি। বরং বক্তব্যকে ব্যাপক করে এভাবে বলতে হবে যে, আমরা কেন এরূপ গোনাহ করি, আমরা কেন এই করি সেই করি ইত্যাদি। রসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামও বক্তব্যকে ব্যাপক করে এভাবে বলতেন যে, মানুষের কী হল যে তারা এই করে সেই করে।

* পর্যায়ক্রমে দাওয়াত দিতে হবে।

দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিকতা রক্ষা করা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে বিষয় শ্রোতাদের জন্য বেশী প্রয়োজনীয় সে বিষয়ের বয়ানকে অগ্রাধিকার দেওয়া জরূরী। সেমতে প্রথমে শ্রোতাকে ছোট ছোট এবং সহজ বিষয়ের শিক্ষা দিতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে বড় বড় এবং তুলনামূলক কঠিন বিষয় তার সামনে পেশ করতে হবে।

সারকথা– পর্যায়ক্রমে জরুরী হুকুম-আহকামের চাপ দিতে হবে। এক সঙ্গে অনেক বিষয়ের চাপ দেওয়া যাবে না, যাতে এক সঙ্গে অনেকগুলো বিষয়ের চাপ মনে করে শ্রোতাগণ বিগড়ে না যায়।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হযরত আবূ মূসা আশয়ারী ও হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) কে যথাক্রমে ইয়ামানের গভর্ণর ও কাজী বানিয়ে প্রেরণ করেছিলেন, তখন তাঁদেরকে দাওয়াতের কাজেরও দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং দাওয়াতের এই ধারাবাহিকতা ও পর্যাক্রমিকতা রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে–

اِنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: اِنَّكَ تَاْتِىْ قَوْمًا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ، فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذَالِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذَالِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَآئِهِمْ فَتُرَدُّ فِىْ فُقَرَآئِهِمْ، فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذَالِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَآئِمَ اَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ.

رواه مسلم فى كتاب الايمان - باب ا لدعاء الى الشهادتين وشرائع الاسلام.

অর্থাৎ, হযরত মুআয ইব্নে জাবাল (রা.) বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ইয়ামানবাসীদের নিকট (প্রশাসক নিযুক্ত করে) পাঠালেন। তিনি বললেন, তুমি আহ্লে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট

যাচ্ছ। তাদেরকে এ কথার দিকে আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল। যদি তারা তা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করেছেন। যদি তারা তা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, তাদের ধনীদের থেকে তা আদায় করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে তা বন্টন করা হবে। তারা একথাটি মেনে নিলে সাবধান! যাকাত হিসাবে তোমরা তাদের থেকে বাছাই করে উত্তমগুলো নিবে না। মাজলূমের বদ দুআ থেকে সাবধান! কেননা আল্লাহর ও মাজলূমের দুআর মাঝখানে কোনো অন্তরায় নেই। (মুসলিম)

এ হাদীছে স্পষ্টভাবেই একটি বিষয় মেনে নেওয়ার পর অন্য একটি বিষয় পেশ করার কথা বলা হয়েছে। আল্লামা শাব্বির আহমদ উছমানী (রহ.) এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, এতে করে দাওয়াতের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিকতা ও অল্প অল্প করে দাওয়াত পেশ করার নীতি প্রমাণিত হয়। (فتح الملهم شرح الصحيح لمسلم)

এই নীতি অমান্য করে একযোগে অনেক আমলের কথা পেশ করলে সে বরদাশত করতে পারবে না। তাহলে ঘাবড়ে গিয়ে সে সমূলে দাওয়াতকেই অস্বীকার করে বসতে পারে। আর তা হলে হিদায়াত থেকে সে চিরতরে বঞ্চিত হয়ে পড়বে। দেখা গেল জয্বাবশত একসঙ্গে অনেক আমলের কথা বলতে গিয়ে মাদউর ক্ষতি করা হল।

আল্লাহ তাআলা যখন আরববাসীকে মদ পান থেকে বিরত করতে চাইলেন –যে মদ তাদের অস্থিমজ্জায় ঢুকে পড়েছিল–, তখন একই পর্যায়ে তা হারাম করলেন না বরং পর্যায়ক্রমে তা করলেন। প্রথমে মদের কিছু অপকারিতার কথা বর্ণনা করলেন এবং তাও লোকদের প্রশ্ন করার কারণে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ....

অর্থাৎ, তারা তোমার কাছে শরাব ও জুয়া সম্পর্কে জানতে চায়। তুমি বলে দাও, এ দু'টোর মধ্যে রয়েছে মহা পাপ ...। (সূরা বাকারা : ২১৯)

অতঃপর শরাবের অনিষ্টতা অনুধাবন করে মানুষের মধ্যে যখন তা পরিত্যাগের মোটামোটি যোগ্যতা সৃষ্টি হল, তখন আর একটু অগ্রসর হয়ে নামাযের সময় শরাব পানের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হল। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে,

www.maktabatulabrar.com

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ.

অর্থাৎ, হে মু'মিনরা, তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পার যা তোমরা বল। (সূরা নিসা : ৪৩)

এই দ্বিতীয় নির্দেশ থেকে যখন তাদের মধ্যে কার্যত শরাব ত্যাগের শক্তি সৃষ্টি হল, তখন এক ধাপ আরও অগ্রসর হয়ে সুস্পষ্ট ভাষায় শরাব হারাম ও নাপাক হওয়ার নির্দেশ বর্ণনা করে বলা হল,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

অর্থাৎ, হে মু'মিনরা! নিশ্চয় শরাব, জুয়া, বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। অতএব তা থেকে বিরত থাক। তাহলে তোমরা কামিয়াব হবে। (সূরা মায়িদা : ৯০)

* ওয়াজ ও বয়ানে শ্রোতাদেরকে বিরক্ত করে না তোলা।

দাওয়াত এবং ওয়াজ-নসীহতের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে বিরতি প্রদান করা চাই। লাগাতর ও একাধারে দাওয়াত ও ওয়াজ-নসীহত করতে থাকলে শ্রোতার মনে বিরক্তি বা ত্যাক্ততা সৃষ্টি হতে পারে।

হযরত শাকীক ইব্নে আবী সালামা আল-আছাদী বলেন যে, হযরত ইব্নে মাসঊদ (রা.) সপ্তাহে একদিন (প্রতি বৃহস্পতিবার) ওয়াজ-নসীহত করতেন। জনৈক ব্যক্তি আরয করল হে আব্দুর রহমান[১] যদি প্রতিদিন আপনি আমাদেরকে ওয়াজ-নসীহত করতেন, তাহলে কত সুন্দর হত। তখন ইব্নে মাসঊদ (রা.) বললেন,

اَمَا اَنَّهُ يَمْنَعُنِىْ مِنْ ذَالِكَ اَنِّىْ اَكْرَهُ اَنْ اُمِلَّكُمْ، وَاِنِّىْ اَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا. رواه البخارى فى كتاب العلم - باب من جعل لاهل العلم ايام معلومة.

১. 'আব্দুর রহমান' হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর কুনিয়াত বা উপনাম। ॥

অর্থাৎ, শুনে রাখ! প্রতিদিন ওয়াজ-নসীহত করায় আমার বাধা আছে। আমি তোমাদেরকে বিরক্ত করতে চাই না। ওয়াজের মাঝে মাঝে আমি বিরতি দিয়ে থাকি, যেমন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বিরক্তির আশংকায় মাঝে মাঝে বিরতি প্রদান করতেন। (বোখারী)

এখানে লক্ষ্যণীয় বিয়ষ হল– ভক্ত এবং নিবেদিত প্রাণ মানুষের মধ্যেও যখন প্রতিদিন ওয়াজ করার ফলে বিরক্তি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল; যার ফলে সপ্তাহে একদিন ওয়াজের ব্যবস্থা করা হত, তখন অপরিচিত বা অমুসলিমদের ক্ষেত্রে এই আশংকা আরো প্রবল হওয়াটাই স্বাভাবিক। অতএব তাবলীগ এবং দাওয়াতও মাঝে মধ্যে এবং সময়ে সময়ে হতে হবে, লাগাতর ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নয়।

এমনিভাবে ওয়াজ-নসীহত এবং দাওয়াতের ক্ষেত্রে বক্তব্য অতি দীর্ঘ হওয়া সমীচীন নয়। এতে শ্রোতাদের মধ্যে ত্যাক্ততা সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বক্তার প্রতি শ্রোতাদের শ্রদ্ধাবোধ বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং তার বক্তব্যের প্রতি অনীহা ও তা গ্রহণের ব্যাপারে অনাগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা দেখা দিতে পারে। অনেকেই জযবার আতিশয্যে বক্তব্য এত দীর্ঘ করে ফেলেন যে, শ্রোতা মনে মনে তার থেকে নিস্কৃতি কামনা করতে আরম্ভ করে। এরূপ করা নির্বুদ্ধিতা। সহীহ মুসলিম গ্রন্থে হযরত আম্মার ইব্নে ইয়াসের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– তিনি বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি–

اِنَّ طُوْلَ صَلٰوةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهٖ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهٖ. فَاَطِيْلُوا الصَّلٰوةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ وَاِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا. رواه مسلم فى كتاب الجمعة - فصل فى ايجاز الخطبة واطالة الصلوة.

অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক নামায দীর্ঘায়িত করা এবং আলোচনা সংক্ষিপ্ত করা তার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। আর নিশ্চয় কতক বর্ণনা যাদু সদৃশ। (সহীহ মুসলিম)

অতএব বক্তব্য, আলোচনা এবং ওয়াজ-নসীহতের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে তা যেন খুব দীর্ঘ না হয় বরং শ্রোতাদের ত্যাক্ততা শুরু হওয়ার পূর্বেই সমাপ্ত হয়।

www.maktabatulabrar.com

*** দোষ-ত্রুটির নেছবত নিজের দিকে করে কথা বলা**

প্রতিটি মানুষই অন্যের কাছে ভাল প্রতিপন্ন হতে চায়, এজন্যই নিজের যোগ্যতার স্বীকৃতি পেলে সে আনন্দিত হয়, নিজের প্রশংসা শুনলে মুগ্ধ হয় আর যারা তার যোগ্যতার মূল্যায়ন করে ও স্বীকৃতি দেয়, তাদের প্রতি সে প্রীত হয়ে পড়ে। ফলে তাদের কথা মনোযোগ সহকারে শুনতে ও তা মানতে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে নিজের দোষ-ত্রুটি ও নিন্দা-মন্দ শুনলে তার আবেগ-অনুভূতি আঘাত প্রাপ্ত হয়। ফলে স্বাভাবিক কারণেই যাদের থেকে এই নিন্দা-মন্দ ও দোষ-ত্রুটি শুনতে পায়, তাদের প্রতি সে মনক্ষুণ্ন হয় এবং তাদের কথা মনোযোগ সহকারে শোনা এবং তা মানার জন্য প্রস্তুত হতে পারে না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দিষ্ট ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি জেনেও তার প্রতি সে দোষ সম্পৃক্ত করে কথা বলতেন না বরং বলতেন, মানুষের কী হল যে, তারা এরূপ কর্ম করে ...। কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতেও এই শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে–

وَمَا لَنَا اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ.

অর্থাৎ, আমাদের কী হল যে, আমরা আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করব না? (সূরা ইবরাহীম: ১২)

অন্য এক আয়াতে এসেছে–

وَمَا لِيَ لَا اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ. ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ. اِنِّيْ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

অর্থাৎ, আমার কী যুক্তি আছে যে, আমি তার ইবাদত করব না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে? আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য ইলাহ গ্রহণ করব, দয়াময় আল্লাহ আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে যাদের সুপারিশ আমার কোনো কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবে না? এরূপ করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়ব। (সূরা ইয়াসীন: ২৩-২৪)

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, আয়াতে এরূপ ভংগিতে বলা হয়নি যে, তুমি কেন তার ইবাদত কর না যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তার পরিবর্তে

www.maktabatulabrar.com

এমন ইলাহ কেন গ্রহণ কর, যে এতই গুরুত্বহীন যে, তার সুপারিশ কোনো কাজে আসবে না এবং এতই অপদার্থ যে, তোমাকে উদ্ধারও করতে পারবে না? এরূপ করলে তুমি অবশ্যই বিভ্রান্ত

মোটকথা– দোষগুলো দোষী ব্যক্তির প্রতি সম্পৃক্ত করে কথা বলা হয়নি। কেননা, এতে তার মনে আঘাত লাগতে পারে, ফলে দাওয়াতের উদ্দেশ্য নষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দিবে। তাই দোষ-ত্রুটির নেছবত নিজের দিকে করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে আমি কেন করব না? আমি তাহলে বিভ্রান্ত হব ইত্যাদি।

তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মুফতী শফী সাহেব (রহ.) লিখেছেন, বর্তমান যুগের দাওয়াত ও প্রচারকর্মী এবং সংস্কারকগণ এই পয়গম্বর অনুসৃত নীতি পরিত্যাগ করেছেন। ফলে মানুষের মধ্যে তাদের দাওয়াত ও প্রচার নিস্ফল হয়ে পড়ে। বক্তৃতা-বিবৃতিতে মনের ঝাল মেটানো এবং প্রতিপক্ষের প্রতি বিদ্রূপাত্মক বাক্যবর্ষণ করাকে আজকাল বাহাদুরী মনে করা হয়, যা প্রতিপক্ষকে আরও বেশি জেদী ও হটকারী করে তোলে।

প্রতিপক্ষের মধ্যে এরূপ জেদ ও হটকারিতা সৃষ্টি যেন হতে না পারে তার উদাহরণ স্বরূপ একটি আয়াতে বলা হয়েছে,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.

অর্থাৎ, আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে, তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কেননা, তাহলে তারা সীমালংঘন করে অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকেও গালি দিবে। (সূরা আন্‌আম: ১০৮)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রয়োজনে সমালোচনার নীতি ইসলামে স্বীকৃত, তবে সেক্ষেত্রেও শালীনতা বর্জন বা অতিরঞ্জন করা গর্হিত। আলোচ্য আয়াতে প্রয়োজনীয়তা ও শালীনতার সীমা লংঘনের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। বিধর্মীদেরকে উসকানি দেওয়ার উদ্দেশ্যে বা তাদের মনে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে সমালোচনা নিষেধ। সমালোচনা হতে পারবে একমাত্র সত্যকে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করার নির্মল মানসিকতায়। তবে দাওয়াতের ক্ষেত্রে সমালোচনার নীতি পরিহার করা এবং ইতিবাচক বক্তব্য প্রদান করাই অধিকতর কার্যকরী পন্থা।

যেখানে সমালোচনার তথা অন্যের দোষ ব্যক্ত করার প্রয়োজন পড়বে, সেক্ষেত্রেও শ্রোতার মনে কষ্ট না আসে কিংবা তার মধ্যে জেদ ও উত্তেজনা সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। সেমতে সমালোচনার ভাষা হতে হবে মার্জনীয় এবং প্রয়োজনীয়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্যথায় সমালোচনার কার্যকারিতা বিনষ্ট হবে। পৌত্তলিক ধর্মের অন্ধ অনুসারী মক্কার মুশরিকদের সমালোচনা প্রসঙ্গে কুরআনে কারীমের বর্ণনা লক্ষ্যণীয়–

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآئَنَا، اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ.

অর্থাৎ, যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে ও রসূলের দিকে আস, তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের যাতে পেয়েছি, তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। কী! যদিও তাদের পূর্ব পুরুষরা কিছুই জানত না এবং সৎ পথপ্রাপ্তও ছিল না, তবুও? (সূরা মায়িদা: ১০৪)

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,

اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ.

অর্থাৎ, এমনকি, তাদের পিতৃপুরুষরা যদিও কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎ পথেও পরিচালিত ছিল না তবুও? (সূরা বাকারা: ১৭০)

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, পৌত্তলিক ধর্মের অন্ধ অনুসারী মক্কার মুশরিকদের কথার জবাবে একথা বলা হয়নি যে, তোমাদের পিতৃপুরুষরা অজ্ঞ ও পথভ্রষ্ট ছিল, সুতরাং তাদের অন্ধ অনুকরণ করায় তোমরাও অজ্ঞ ও ভ্রান্ত। বরং বলা হয়েছে যে, পিতৃপুরুষরা যদি জ্ঞান ও সৎ পথের অধিকারী না হয় এমতাবস্থায় তাদের অনুসরণ কি যুক্তিযুক্ত হতে পারে? সমালোচনার এই মার্জিত রূপ কোনো মনস্তাত্ত্বিক প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে না। তবে কোনে ক্ষেত্রে যদি গোমরাহী এতই সুস্পষ্ট হয় যে, তা অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করার উপায় না থাকে, সে ক্ষেত্রে সরাসরি খোলামেলা এবং শক্ত শব্দ প্রয়োগ করে তার সমালোচনা করা যেতে পারে। যেমন– হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) মূর্তি পূজা সম্পর্কে তার পিতাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন,

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً، اِنِّىْ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ.

অর্থাৎ, স্মরণ কর, ইব্‌রাহীম তার পিতা আযরকে বলেছিল, আপনি কি মূর্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেন? আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট গোমরাহীতে দেখছি। (সূরা আন্‌আম: ৭৪)

নিজের হাতে বানানো মূর্তির উপাসনা করা যে অসার, তা সকলেই জানে এবং এরূপ উপাসনাকারী যে গোমরাহ তা সকলের কাছেই স্পষ্ট। তাই হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) খোলামেলা এবং স্পষ্ট ভাষায় তাদেরকে গোমরাহ বলেছেন।

*** বয়ানের মধ্যে প্রয়োজনীয় সব ধরনের বিষয় থাকতে হবে।**

দাওয়াত ও তাবলীগের আলোচ্য বিয়ের মধ্যে যেন সব জাতীয় বিষয় বস্তুর সমন্বয় থাকে। নেক কাজের পুরস্কারের কথাও থাকবে, গোনাহের শাস্তির কথাও থাকবে, সুসংবাদও থাকবে, দুঃসংবাদের প্রসংগও থাকবে, উৎসাহব্যঞ্জক কথাও থাকবে, আশংকার কথাও থাকবে, জান্নাতের সুখ সমৃদ্ধির বর্ণনাও থাকবে, জাহান্নামের ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনাও থাকবে, ফাযায়েলও থাকবে মাসায়েলও থাকবে। প্রয়োজনীয় স্থানে দলীল-প্রমাণের বর্ণনাও থাকবে, সুক্ষ্ম জ্ঞানের কথা এবং সুক্ষ্ম তথ্যও থাকবে। আবার উৎসাহ এবং উপদেশমূলক কিচ্ছা-কাহিনীও থাকবে। আলোচনার মধ্যে সব ধরনের বিষয়বস্তুর সমন্বয় থাকলে নতুন নতুন বক্তব্য দ্বারা শ্রোতাদের আগ্রহে নতুনত্ব সৃষ্টি হবে। অন্যথায় একই ধরনের কথার একঘেয়েমীতে শ্রোতাদের মনে নিরানন্দ ও বিরক্তি সৃষ্টি হতে পারে। আর তা হলে তাবলীগের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

জামাআতবদ্ধ হয়ে দাওয়াত প্রদান প্রসঙ্গ

যখন যেভাবে সম্ভব সময় সুযোগমত দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে হবে। একাকী সম্ভব হলে একাকী দাওয়াত দিতে হবে। জামাআতবদ্ধভাবে সম্ভব হলে জামাআতবদ্ধভাবে দাওয়াত দিতে হবে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত দেয়ার পরিবর্তে জামাআতবদ্ধ ভাবে দাওয়াত দিলে শ্রোতার মনে বেশী আছর করে থাকে। ব্যক্তিগত দাওয়াতের আছর এবং জামাআতবদ্ধ দাওয়াতের আছর এক রকম হয় না। তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ব্যবধান থাকে। কুরআনে কারীমে জামায়াতী এবং দলগত তাবলীগের বর্ণনাও রয়েছে। এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

www.maktabatulabrar.com

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اِذْ جَآءَ هَا الْمُرْسَلُوْنَ، اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ.

অর্থাৎ, তাদের নিকট এক জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত পেশ কর। তাদের নিকট এসেছিল রসূলগণ। যখন তাদের নিকট পাঠিয়েছিলাম দু'জন রসুল, কিন্তু তারা তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল; তখন তাঁদেরকে শক্তিশালী করলাম তৃতীয় আর একজন দ্বারা এবং তারা বলেছিল, "আমরা তো তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি।" (সূরা ইয়াছীন: ১৩-১৪)

এক নজরে দাওয়াতের আদব ও তরীকা

দাওয়াতের আদব ও তরীকা সম্পর্কিত এই দীর্ঘ আলোচনার সারকথা হল দাওয়াতের বিশেষ আদব ও তরীকার মধ্যে রয়েছে–

* প্রথমে নিয়ত সহীহ করে নেওয়া।
* দাওয়াতের পূর্বে পরিস্থিতির আনুকুল্য যাচাই করে নেওয়া।
* দাওয়াত শুরু করার পূর্বে শ্রোতাদেরকে ফারেগ করে নেওয়া।
* শ্রোতার মেজায ও মন-মানসিকতা অনুসারে কথা বলা।
* শ্রোতার যোগ্যতা অনুসারে কথা বলা।
* যা বলার সহীহ বলা।
* যা বলার সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে বলা।
* দ্বীনকে সহজভাবে পেশ করা।
* পর্যায়ক্রমে দাওয়াত দেওয়া।
* ওয়াজ ও বয়ানে শ্রোতাদেরকে বিরক্ত করে না তোলা।
* দোষ-ত্রুটির নেছবত নিজের দিকে করে কথা বলা।
* বয়ানের মধ্যে প্রয়োজনীয় সব ধরনের বিষয় থাকা।

দায়ী ও মুবাল্লিগের গুণাবলী

*** মুবাল্লিগের একটি বিশেষ গুণ হল সবর বা ধৈর্যধারণ করা।**

আল্লাহ্ পাকের কথা এবং হক কথা বলার কারণে যে অসুবিধা দেখা দিতে পারে তার উপর ধৈর্য ধারণের জন্য মনকে প্রস্তুত করে নিতে হবে।

দাওয়াত ও তাবলীগের সময় মানুষের নরম-গরম সহ্য করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, এ ক্ষেত্রে সংযম ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হবে। দাওয়াতী কাজের জন্য এটা নেহায়েত জরুরী। কারণ দাওয়াত ও তাবলীগের মুহূর্তে অজ্ঞ ও অপরিণামদর্শী লাকেরা এবং বক্র স্বভাবের

www.maktabatulabrar.com

লোকেরা তিক্ত কথা বলতে পারে, কটু বাক্য প্রয়োগ করতে পারে। এমনকি দৈহিক যাতনাও দিতে পারে। এমতাবস্থায় মুবাল্লিগের মধ্যে যদি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা না থাকে, তাহলে তাবলীগের ময়দান তার অনুকূলে আসবে না। কাফেরদের কটু বাক্যের প্রত্যুত্তরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার হেদায়াত দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি ধৈর্য এবং সংযমের আমলী নমূনা কায়েম করে দেখিয়েছেন। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

لَتُبْلَوُنَّ فِىْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا، وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ.

অর্থাৎ, অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবনের ব্যাপারে। আর অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবী ও মুশরিকদের থেকে তোমাদেরকে অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনতে হবে। যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং বিরত থাক, তাহলে তা হবে দৃঢ়চিত্তের বিষয়। (সূরা আলু ইমরান : ১৮৬)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাগল, মিথ্যুক, যাদুকর, গণক, অধম প্রভৃতি বলা হয়েছে (আল ইয়াযু বিল্লাহ্)। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন এবং দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রেখেছেন।

দৈহিক যাতনাও তাঁকে কম দেওয়া হয়নি। তাঁর পথে কাটা বিছিয়ে রাখা হয়েছে, তাঁকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে, যাদু করা হয়েছে, তায়েফে তাঁকে প্রস্তর নিক্ষেপে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে, তাঁর পশ্চাতে বাচ্চাদেরকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁর দানদান মুবারক শহীদ করা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করা হয়েছে, তাঁকে আবাসভূমি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সামাজিকভাবে তাঁকে বয়কট কর হয়েছে, কিন্তু তাঁর ধৈর্যের পাহাড়ে বিন্দু মাত্র ঝাকুনি লাগেনি এবং তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জামদানে তাঁর মধ্যে এতটুকও পরিবর্তন আসেনি। তাঁর সম্মুখে ছিল কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত বাণী–

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ.

অর্থাৎ, দৃঢ় চিত্ত রসূলগণ যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল তদ্রূপ ধৈর্যধারণ কর। আর তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া কর না। (সূরা আহকাফ: ৩৫)

*** শুধু ধৈর্য ধারণ নয় ক্ষমাও করতে হবে।**

তাবলীগের পথে শুধু যে ধৈর্যেরই প্রয়োজন তা নয়। কেবল মাত্র নিরবতার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করলেই চলবে না বরং আরও অগ্রসর হয়ে তাকে মানুষের অবাধ্যতাকে ক্ষমা করে দিতে হবে। এর দ্বারাই পরিণামে শ্রোতারা অনুকূলে এসে যাবে। একারণে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল–

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ.

অর্থাৎ, তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। (সূরা আলু ইমরান : ১৬৯)

অন্য আর এক আয়াতে বলা হয়েছে,

فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ.

অর্থাৎ, তুমি পরম সৌজন্যের সঙ্গে ক্ষমা কর। (সূরা হিজর: ৮৫)

আর শুধু মার্জনার উপরই ক্ষান্ত থাকার নির্দেশ নয় বরং মুবাল্লিগের সৌন্দর্য হল তার সঙ্গে অন্যায় আচরণকারীদের প্রতি সে সদয় ব্যবহার করবে।

*** ভাল ব্যবহার দ্বারা মন্দকে জয় করতে হবে।**

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে গিয়ে মাদউর পক্ষ থেকে মন্দ ব্যবহার সম্মুখে আসতে পারে। সেক্ষেত্রে মন্দ ব্যবহার নয় বরং ভাল ব্যবহার দ্বারা মন্দ ব্যবহারকে জয় করতে হবে, তাহলে শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হবে। এ মর্মে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ.

অর্থাৎ, উত্তম ব্যবহার দ্বারা (মন্দকে) প্রতিহত কর। তাহলে দেখবে তোমার ও যার মাঝে শত্রুতা রয়েছে সেও যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

সারকথা– শ্রোতার গোস্তাখী সহ্য করা, তাদেরকে ক্ষমা করা, উপরন্তু তাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করা মুবাল্লিগের বিশেষ তাবলীগী চরিত্র হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া তাবলীগের কাজ কার্যকারিতা লাভ করতে পারবে না, এ ছাড়া তাবলীগের কাজ স্থিতিশীল হবে না। ক্ষমা করা দ্বারা মাদউকে মুগ্ধ করতে পারলেই মাদউ তার দাওয়াতকে সহজে গ্রহণ করবে।

www.maktabatulabrar.com

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতটা গোস্তাখী সহ্য করেছেন এবং অশোভনীয় আচরণ সত্ত্বেও কতখানি সদয় ব্যবহার করেছেন তার একটি বর্ণনা শুনুন। মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ جَآءَ اَعْرَابِىٌّ فَقَامَ يَبُوْلُ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ مَهْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزْرِمُوْهُ دَعُوْهُ فَتَرَكُوْهُ حَتّٰى بَالَ ثُمَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهٗ اِنَّ هٰذِهِ الْمَسَاجِدَ لَاتَصْلُحُ لِشَيْئٍ مِنْ هٰذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ اِنَّمَا هِىَ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةِ وَقِرَائَةِ الْقُرْآنِ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَآءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَآءٍ فَشَنَّهٗ عَلَيْهِ. رواه مسلم فى كتاب الطهارة - باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات اذا حصلت فى المسجد الخ.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমরা একদা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর সঙ্গে বসেছিলাম। ইত্যবসরে এক বেদুঈন আসল এবং মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে শুরু করল। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর সাহাবাগণ তাকে বললেন, থাম থাম! রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে বাধা দিও না, তাকে ছেড়ে দাও। সাহাবাগণ তাকে ছেড়ে দিলেন। সে পেশাব সম্পন্ন করল। তারপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কাছে ডাকলেন এবং বললেন, এই সমস্ত মসজিদ এই পেশাব পায়খানার জন্য নয়, এগুলো শুধু আল্লাহর যিক্‌র, সালাত ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্য। হযরত আনাস (রা.) বলেন, অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক লোককে নির্দেশ দিলেন তিনি এক বালতি পানি এনে তার উপর ছড়িয়ে দিলেন। (মুসলিম)

আল্লামা নববী এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অজ্ঞ লোকদেরকে নম্রতার সঙ্গে শিক্ষা প্রদান করতে

হবে। অবশ্য কেউ যদি গোয়ার্তুমী কিংবা তাচ্ছিল্য ভরে এ জাতীয় কাজ করে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই নম্র ব্যবহারে অত্যন্ত সুফল লাভ হয়। অজ্ঞ এই বেদুঈন লোকটির সঙ্গে কঠোর ব্যবহার পূর্বক তাকে মসজিদ থেকে বের করে দিলে হয়তোবা সে মনঃক্ষুণ্ন হয়ে ফিরে যেত এবং পরিণামে দ্বীন থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। পক্ষান্তরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই কমনীয় ব্যবহারে বেদুঈন লোকটি এতখানি মুগ্ধ হয়েছিল যে, পরবর্তীতে আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে সে বলেছিল, আল্লাহর কছম তাঁর থেকে উত্তম শিক্ষক আমি আর দেখিনি! আল্লাহর কছম তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন না, আমাকে ধমক দিলেন না, আমাকে প্রহার করলেন না, আমাকে বকাঝকা করলেন না; অথচ কত সুন্দরভাবে তিনি আমাকে শিক্ষা দান করলেন!

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অজ্ঞ লোকদের অসদাচরণ ও অশোভন কথাবার্তার জবাবে যে মার্জিত ব্যবহার ও কোমল কথাবার্তা বলেছেন তার নমূনা হাদীছে ভরপুর। বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হুনায়নের যুদ্ধে গনীমত বন্টনের ক্ষেত্রে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতক আরব নেতৃস্থানীয় লোককে অগ্রাধিকার দিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্‌র কছম, এই বন্টনে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করা হয়নি। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কছম, অবশ্যই আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিব। অতঃপর আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে লোকটার বক্তব্য সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম। তখন তাঁর চেহারা পরিবর্তন হয়ে লাল বর্ণ ধারণ করল। এরপর বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ইনসাফ না করলে কে ইনসাফ করবে? তিনি বললেন, আল্লাহ হযরত মূসা-র প্রতি রহম করুন; তাঁকে এর চেয়ে অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছিল, আর তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।

মূর্খদের সঙ্গে অহেতুক তর্কে কিংবা অসার আলোচনায় প্রবৃত্ত না হওয়া চাই, তাদের থেকে নিবৃত্ত থাকা চাই, তাদেরকে ক্ষমা করা চাই। এ সব কথা কুরআনের বহু আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি আয়াত এখানে উল্লেখ করা হল।

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ.

অর্থাৎ, তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা কর। (সূরা আ'রাফ: ১৯৯)

فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا.

অর্থাৎ, অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ তাকে উপেক্ষা করে চল, সে তো কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে। (সূরা নাজম: ২৯)

وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى الْجَاهِلِيْنَ.

অর্থাৎ, তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে, তখন তারা তা উপেক্ষা করে চলে এবং বলে আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না। (সূরা কাসাস: ৫৫)

এসব আয়াতে দাওয়াতের ক্ষেত্রে রুক্ষতা পরিহার ও ক্ষমা প্রদর্শনের আদর্শ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

*** নিজের মধ্যে আমল পয়দা করবে।**

অন্যকে যে বিষয়ের দাওয়াত ও নছীহত প্রদান করবে, প্রথমে নিজে তার উপর আমল শুরু করতে পারলে উত্তম। অন্যথায় মানুষের মনে তার দাওয়াত ও নছীহতের আছর কম হবে।

মুবাল্লিগের জন্য যেভাবে জ্ঞান, বিচক্ষণতা, বুদ্ধি-বিবেচনা এবং চরিত্র গুণের প্রয়োজন রয়েছে, তেমনিভাবে সৎকাজ, তাক্ওয়া এবং খোদাভীতিরও প্রয়োজন রয়েছে। এব্যতীত তাবলীগের আছর ভাল হয় না। একজন মুবাল্লিগের ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহার, তার আমলী যিন্দেগী এবং তার সহজ সরল ভাষার দ্বারা যে ফল হয়, দলীল-প্রমাণ ও গরম গরম বক্তৃতা-ভাষণ দ্বারা সে ফল অর্জিত হয় না।

ভারত আগমনের সময় সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যখন সিন্ধুতে পৌঁছেছিলেন এবং সিন্ধুর বাজারে তাঁদের অতিক্রম হয়েছিল, তখন হাজার হাজার মানুষ শুধু তাঁদের চেহারা দর্শন করেই ঈমান এনেছিল। সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর চেহারা দেখে তাদের অন্তরই সাক্ষ্য দিয়ে বলেছিল, এই সব চেহারা মিথ্যা হতে পারে না। এই পবিত্র জামাতটির আমলী

www.maktabatulabrar.com

যিন্দেগী-ই কাফের-মুশরিকদের অন্তর থেকে সংশয়-সন্দেহের কালিমা ধুয়ে ফেলেছিল। (دینی دعوت کے قرآنی اصول. قاری محمد طیب)

এ জন্যই কুরআনে কারীমে দায়ী ও উপদেশকারীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আমলকারী হওয়ার ব্যাপারে তাগিদ দেওয়া হয়েছে এবং যারা এর বিপরীত তাদেরকে মৃদু ভর্ৎসনা স্বরূপ বলা হয়েছে,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ.

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! তোমরা যা কর না, তা তোমরা কেন বল? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহ্‌র কাছে অতিশয় অসন্তোষজনক। (সূরা সাফ্‌ফ: ২-৩)

অন্যত্র আমলহীন উপদেশকারী ইয়াহুদীদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে,

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ.

অর্থাৎ, তোমরা মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দাও অথচ নিজেদেরকে ভুলে বস! (সূরা বাকারা: ৪৪)

আমলবিহীন উপদেশকারীর শাস্তি

যারা আমলবিহীন উপদেশকারী, তাদের শাস্তির বিষয় বর্ণনা করে এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مَرْفُوْعًا - يُؤْتٰى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيُلْقٰى فِى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ اَقْتَابُ بَطْنِهٖ فَيَدُوْرُ بِهَا كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِالرَّحٰى فَيَجْتَمِعُ اِلَيْهِ اَهْلُ النَّارِ فَيَقُوْلُوْنَ يَا فُلَانُ! مَا لَكَ؟ اَلَمْ تَكُنْ تَاْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُوْلُ بَلٰى قَدْ كُنْتُ اٰمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا اٰتِيْهِ وَاَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ وَاٰتِيْهِ. رواه مسلم فى كتاب الزهد - باب عقوبة من يامر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله.

অর্থাৎ, হযরত উছামা ইব্‌নে যায়েদ (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে

উপস্থিত করে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তার পেটের নাড়িভুড়ি বের হয়ে আসবে। সে ঐগুলিকে নিয়ে ঘুরবে যেমন গাধা তার জাঁতাকল নিয়ে ঘোরে। তার নিকট জাহান্নামীরা একত্র হয়ে জিজ্ঞাসা করবে হে অমুক! তোমার এই অবস্থা কেন? তুমি কি ভাল কাজের কথা বলতে না এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করতে না? সে বলবে হাঁ। আমি ভাল কাজের কথা বলতাম কিন্তু নিজে তা করতাম না, মন্দ কাজ থেকে বারণ করতাম কিন্তু নিজে তাতে লিপ্ত হতাম। (মুসলিম)

তবে এখানে উল্লেখ্য যে, কারও মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আমল না থাকলে তার পক্ষে অন্যকে সে বিষয়ের দাওয়াত বা নির্দেশ দেওয়া নিষেধ তা নয়, তবে অন্যান্য ফায়দাসহ মনস্তাত্ত্বিক আনুকূল্য সৃষ্টির লক্ষ্যে তৎ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমল থাকা বাঞ্ছনীয়। হযরত ইব্‌নে কাছীর (রহ.) তার তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে বলেন, একথা যেন বুঝা না হয় যে, কোনো আমলহীন ব্যক্তির পক্ষে অপরকে উপদেশ দেওয়া জায়েয নয় এবং কোনো ব্যক্তি যদি কোনো পাপে লিপ্ত থাকে, তাহলে সে অপরকে উক্ত পাপ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতে পারবে না। এরূপ বুঝা ঠিক নয়। কারণ, নেক কাজ করা একটা ভিন্ন দায়িত্ব, নেক কাজের জন্য বলাও একটা ভিন্ন দায়িত্ব। (তাফসীরে ইব্‌নে কাছীর)

অতএব এটা সুস্পষ্ট যে, এক দায়িত্ব বর্জনের ফলে অপর দায়িত্বও বর্জন করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। যেমন– কোনো ব্যক্তি নামায না পড়লে অপরকেও নামায পড়তে বলতে পারবে না এমন নয়। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি নামায না পড়লে রোযাও রাখতে পারবে না এমন কোনো কথা নেই। তেমনিভাবে কোনো অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়া ভিন্ন পাপ এবং নিজের অধীন লোকদেরকে সেই অবৈধ কাজ থেকে বারণ না করা পৃথক পাপ। একটা পাপ কাজ করছে বলে অপর পাপও করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

হযরত সাঈদ ইব্‌নে জুবায়ের বলেন, যদি প্রত্যেক মানুষ নিজে পাপী বলে সৎ কাজের নির্দেশ দান ও অসৎ কাজ হতে বাধা দান করা ছেড়ে দেয় এবং বলে যে, যখন সে নিজে নিষ্পাপ হতে পারবে, তখনই অপরকে উপদেশ দিবে, তাহলে ফল দাঁড়াবে এই যে, কোনো তাবলীগকারী আর অবশিষ্ট থাকবে না। (তাফসীরে ইব্‌নে কাছীর) ইমাম মালেক বলেন, তিনি সত্যই বলেছেন। কেননা, এমন কে আছে যার মধ্যে কোনোই ত্রুটি নেই?

www.maktabatulabrar.com

ফকীহ আবুল লায়ছ আল্লামা নছর ইব্নে মুহাম্মাদ সমরকন্দী (রহ.) 'তামবীহুল গাফিলীন" কিতাবে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধকারীর তথা দাওয়াত প্রদানকারীর জন্য পাঁচটি বিষয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি হল, দাওয়াতদানকারী দাওয়াতের পূর্বেই নিজের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আমল সৃষ্টি করবে। তিনি লিখেছেন– এ বিষয়টি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তবে পূর্বশর্ত নয়। কেননা, তাহলে শয়তান দাওয়াত দানকারীকে এই বলে দাওয়াত থেকে বিরত রাখতে পারে যে, তোমার নিজের মধ্যেই তো যথাযথ আমল নেই, অন্যকে দাওয়াত করবে কীভাবে?

সারকথা– নিজের মধ্যে আমল সৃষ্টি করার পূর্বেও দাওয়াত প্রদান করা যাবে। বরং আমল সৃষ্টি করার পূর্বেও দাওয়াত প্রদান করা জরূরী। তবে দাওয়াতের পূর্বে নিজের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আমল সৃষ্টি করে নিতে পারলে উত্তম।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমল সৃষ্টি না হলেও দাওয়াত প্রদান ও তা অব্যাহত রাখার পশ্চাতে অন্য একটি মনস্তাত্ত্বিক আনুকূল্য নিহিত আছে। তাহল– দাওয়াত প্রসঙ্গে অন্যকে বারবার সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দিতে দিতে দায়ীর নিজের মনেও তার একটি অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। কেননা, কেউ যখন কোনো আদর্শের প্রতি বারবার অন্যকে আহ্বান জানাতে থাকে, তখন নিজে সেই আদর্শের বিপরীতে লিপ্ত হতে গেলে নিজের বিবেকের কাছে সে অপরাধী সাব্যস্ত হয়, নিজের বিবেকের প্রশ্নবাণে সে নিজেই জর্জরিত হয়, এতে করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমলের প্রতি তার মনে চেতনা জাগে। অন্যকে ন্যায় ও সততার প্রতি আহ্বান জানিয়ে নিজে অন্যায় ও অসৎ কর্মের প্রতি ধাবিত হওয়ার ক্ষেত্রে তার মন থেকেই সে বাধা অনুভব করে, নিজেই সে বিব্রতবোধ করে। আর এই বাধা ও বিব্রতবোধই এক সময় তাকে আদর্শের অনুসারী ও তাতে অবিচল করে তোলে।

*** শ্রোতাদের প্রতি কল্যাণকামিতার মনোভাব থাকতে হবে।**

দায়ীকে দাওয়াতের সময় দাওয়াতের বিষয়বস্তু দ্বারা শ্রোতার কল্যাণ হবে এমন ভাব প্রকাশ করতে হবে, কথার দ্বারা যেমন আচরণের দ্বারাও তেমন। আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম সাধারণত দাওয়াতের সময় বলতেন,

www.maktabatulabrar.com

يٰاَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تُفْلِحُوْا. رواه ابن حبان فى صحيحه برقم ٦٥٦٢، واحمد ٣٤١/٤، والمستدرک برقم ٤٢٧٢.

অর্থাৎ, হে লোক সকল! তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বল, তোমাদের কল্যাণ হবে, তোমরা কামিয়াব হবে। (সহীহ ইব্নে হিব্বান, মুসনাদে আহমদ ও মুস্তাদরকে হাকিম)

সন্তানের প্রতি পিতার যেমন বাৎসল্য ও কল্যাণকামিতা, দাওয়াতের ক্ষেত্রে দায়ীকেও শ্রোতার প্রতি তেমনি কল্যাণকামিতা প্রদর্শন করতে হবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের প্রসঙ্গে বলেছেন,

اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ اُعَلِّمُكُمْ. رواه احمد فى مسنده حديث رقم ٧٤٠٣. ورواه النسائى فى الطهارة - باب النهى عن الاستنجاء بالروث، وابن ماجة فى الطهارة - باب الاستنجاء بالحجارة. واللفظ لاحمد.

অর্থাৎ, আমি তোমাদের জন্য পিতার মত। আমি তোমাদেরকে (সেভাবেই) শিক্ষা দেই। (মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী ও ইব্নে মাজা)

দাওয়াতের ক্ষেত্রে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করুণার এমন মূর্ত প্রতীক ছিলেন যে, যারা তাঁর দাওয়াত ও হেদায়াত গ্রহণ করত না তাদের জন্য চিন্তায়, দুঃখে তিনি ভেঙ্গে পড়তেন, ভীষণভাবে তিনি মর্মাহত হয়ে পড়তেন। তাদের প্রতি অস্বাভাবিক হিত কামনা ছিল বলেই এমন হত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَنْ لَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ, তারা ঈমান আনে না বলে তুমি যেন মনঃকষ্টে আত্মঘাতী হয়ে পড়বে! (সূরা শু'আরা: ৩)

দায়ীর এই করুণাভাব শ্রোতার মনে সুপ্রভাব ফেলে থাকে। ফলে দাওয়াতী বিষয়বস্তুর মধ্যে তার কল্যাণ রয়েছে ভেবে সে দায়ীর কথার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে।

*** নম্রতা অবলম্বন করতে হবে।**

দায়ীকে নরমীর সঙ্গে কলা বলতে হবে, কঠোরতা পরিহার করতে হবে। মুস্তাহাব পর্যায়ের বিষয় হলে সর্বদাই নরমীর সঙ্গে বলতে হবে। আর ওয়াজিব ও ফরয পর্যায়ের বিষয় হলে প্রথমে নরমীর সঙ্গে তারপর ক্ষেত্র অনুসারে কঠোরতার সঙ্গে বলতে হবে।

নম্রভাবে কথা বললে দায়ীর কথার প্রতি শ্রোতাদের হৃদয় আকর্ষিত হতে থাকে। পক্ষান্তরে কর্কশ আওয়াজ, ধারাল ভাষা ও কঠোরতা মানুষের অন্তরকে আহত করে এবং তা মুবাল্লিগ থেকে শ্রোতাকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং তার প্রতি শ্রোতাকে বিতৃষ্ণ করে তোলে। একারণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর প্রতি দয়া ও করুণার বিশেষ নির্দেশ ছিল। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ. الخ.

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র রহমতেই তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছ। যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতে, তাহলে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। অতএব তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজ-কর্মে তাদের সঙ্গে মাশওয়ারা কর। (সূরা আলু ইমরান : ১৬৯)

ফিরআউনের ন্যায় উদ্ধত এবং বিদ্রোহী ব্যাক্তির ব্যাপারেও হযরত মূসা ও হারূন আলাইহিমুস সালামকে নম্র কথার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল। ইরশাদ হয়েছে,

اِذْهَبَا اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى، فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى.

অর্থাৎ, তোমরা উভয়ে ফিরআউনের কাছে যাও। সে তো অবাধ্য হয়ে গিয়েছে। অতঃপর তার সঙ্গে নরমে কথা বল। আশা করা যায় সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা ভীত হবে। (সূরা তা হা : ৪৩-৪৪)

*** দায়ী ও মুবাল্লিগের নিজের অবস্থানকে পরিষ্কার রাখতে হবে।**

দায়ীকে লক্ষ রাখতে হবে– তার কোনো উক্তি, তার কোনো আচরণ বা তার কোনো কর্ম যেন এমন না হয়, যার কারণে তার প্রতি অন্যের মনে অহেতুক সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। সমাজের সামনে তার অবস্থানকে পরিষ্কার রাখতে হবে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করছি। একবার রমযানের শেষ দশকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে এ'তেকাফে রত ছিলেন। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর স্ত্রী সাফিয়্যা বিন্‌তে হুইয়াই (রা.) রাতের বেলায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর কাছে আসলেন এবং কিছুক্ষণ প্রকৃত

www.maktabatulabrar.com

কথাবার্তা বলার পর গৃহে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাকে ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সঙ্গে চললেন। তারা উভয়ে উম্মে সালামা (রা.)–এর ঘরের দরজার কাছে মসজিদের দুয়ার পর্যন্ত পৌঁচেছেন, ইত্যবসরে দু'জন আনসারী সাহাবী সেখান দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। সাহাবীদ্বয় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম দিলেন এবং সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে লক্ষ করে বললেন, থাম। এ হল হুইয়াই–এর কন্যা সাফিয়্যা (অর্থাৎ, আমার স্ত্রী)। তারা বললেন, সুবহানাল্লাহ! ইয়া রসূলাল্লাহ! (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর কথায় তারা বুঝতে পেলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়ত মনে করেছেন আমরা তাঁর প্রতি এই মর্মে সন্দেহ করে থাকব যে, তিনি কোন বেগানা নারীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। তারা সুবহানাল্লাহ বললেন।) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنْ اِبْنِ اٰدَمَ مَبْلَغَ الدَّمِ وَاِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ يَقْذِفَ فِىْ قُلُوْبِكُمَا. (رواه البخارى كتاب الصوم - باب هل يخرج المعتكف لحوائجه الى باب المسجد.)

অর্থাৎ, শয়তান মানুষের শিরা উপশিরা দিয়ে চলাচল করতে পারে। আমার আশংকা হল যে, সে তোমাদের মনে কোনো সন্দেহ ঢেলে দিবে। (বোখারী)

এ হাদীছে সাহাবীদ্বয়কে ডেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বললেন, "এ আমার স্ত্রী সাফিয়্যা" এ কথাটি বলা ছিল এ কারণে যে, শয়তানের প্ররোচনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর চরিত্র সম্পর্কে তাদের মনে অহেতুক সন্দেহ সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল। আর রসূলের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিলে তাঁর দাওয়াতও প্রভাবহীন হয়ে পড়ত। তাই নিজের অবস্থানকে পরিস্কার রাখার উদ্দেশ্যেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ডেকে তাদের সম্ভাব্য সন্দেহ দূর করে দিলেন। নিজের অবস্থান পরিষ্কার রাখার উদ্দেশ্যেই তিনি এটা করেছিলেন।

দায়ী ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের অবস্থান পরিষ্কার না থাকলে তাদের বক্তব্য অন্যদের মনে প্রভাব সৃষ্টি করার ক্ষমতা হারিয়ে বসে। এ পর্যায়ে ইমাম বোখারী (রহ.)–এর একটি ঘটনা উল্লেখ করার মত। ইমাম বোখারী ছাত্র জীবনে একবার সমুদ্র সফরে ছিলেন। তার কাছে তখন এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ছিল। জাহাজে জনৈক আরোহী তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত আন্তরিকতা প্রদর্শন করল এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল। ইমাম বোখারী এক পর্যায়ে তাকে নিজের কাছে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা থাকার বিষয়টা প্রকাশ করে ফেললেন। তার পর একদিন ভোরে ঐ লোকটি হৈ চৈ জুড়ে দিয়ে বলল, আমার এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা হারিয়ে গেছে। তার কথামত জাহাজে তল্লাশী আরম্ভ হল। ইমাম বোখারী সকলের অগোচরে তার থলেটি স্বর্ণমুদ্রাসহ সমুদ্রে ফেলে দিলেন। এক পর্যায়ে ইমাম বোখারীর কাছেও তল্লাশী চালানো হল। তাঁর কাছেও পাওয়া গেল না। জাহাজের কারও নিকট যখন ঐ লোকটার কথিত স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেল না, তখন লোকেরা তাকে অপমান করল। অবশেষে সফর শেষে যখন সকলে জাহাজ থেকে অবতরণ করল, তখন লোকটা নির্জনে ইমাম বোখারীকে জিজ্ঞাসা করল আপনার স্বর্ণমুদ্রাগুলো কোথায়? ইমাম সাহেব জানালেন, সমুদ্রে ফেলে দিয়েছি। লোকটা বলল, এতগুলো স্বর্ণমুদ্রা কেন সমুদ্রে ফেলে দিলেন? ইমাম বোখারী বললেন, সারাটি জীবনের মূল্যবান সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর হাদীছ সংকলন ও লিপিবদ্ধকরণের কাজে ব্যয় করে আমার জীবনের প্রতি মানুষের যে আস্থা ও নির্ভরযোগ্যতা সংগ্রহ করেছি এবং করব অহেতুক চুরির সন্দেহ দ্বারা সেই মূল্যবান সংগ্রহকে আমি বিসর্জন দিতে চাই না। (فضل الباری شرح صحیح البخاری)

বলা বাহুল্য– দ্বীনী কাজের স্বার্থে নিজের জীবন ও অবস্থানকে নির্মল রাখার উদ্দেশ্যেই তিনি এত বড় ক্ষতি স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

অনেকে বলে থাকেন, আমি অন্যায় করিনি, অতএব কেউ আমার প্রতি বিরূপ ধারণা করলে আমার কিছু করণীয় নেই, তাদের এই বক্তব্য ঠিক নয়। আল্লামা নববী বলেন,[১] আলিম, মুআল্লিম, বিচারক, মুফতী, শায়খ, মুরব্বী প্রমুখ অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গের পক্ষে এমন সব উক্তি, কর্ম ও আচরণ পরিহার করা শ্রেয়, বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা খারাপ মনে হয়, যদিও

১. كتاب الاذكار ॥

বিচারে তা সঠিক হয়ে থাকে। কেননা, এরূপ করলে সামগ্রিকভাবে বহুবিধ অনাসৃষ্টি দেখা দিবে। বহু দর্শক বাহ্যিক রূপকেই বৈধ মনে করে বসবে, ফলে তা শরীআতসম্মত ও প্রত্যেকের জন্য আমলযোগ্য বিবেচিত হতে থাকবে। আবার অনেকেই তার সমালোচনায় লিপ্ত হবে এবং তার ব্যাপারে তাদের মুখ খুলে যাবে। এতে করে মানুষ তার প্রতি কু-ধারণাবশত তার থেকে দূরে সরে পড়বে, তার থেকে জ্ঞান আহরণ ত্যাগ করবে এবং তার বর্ণনা, তার সাক্ষ্য প্রভাব হারিয়ে ফেলবে, তার ফতোয়ায় কেউ আমল দিবে না, তার ইল্‌মী আলোচনার প্রতি জনমনের আকর্ষণ নিঃশেষ হয়ে যাবে। যদি একান্তভাবেই এমন কিছু করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তাহলে তা গোপনে করবে, প্রকাশ্যে নয়। যদি কেউ প্রকাশ্যে করেন কিংবা প্রকাশ হয়ে পড়ে কিংবা সেটার বৈধতা জনসমক্ষে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে তা করা শ্রেয় মনে করেন, তাহলে তার উচিত হবে সে কাজ করার পর বা সে কথা বলার পর এ-ও বলে দেওয়া যে, আমার এই উক্তি বা কর্ম অবৈধ নয় কিংবা আমি এটা এ জন্য করেছি যাতে তোমরা জানতে পার যে, আমি যেভাবে এটা করলাম তা অবৈধ নয় ...।

*** দায়ীকে লোভ পরিত্যাগ করতে হবে।**

দ্বীনের দায়ী এবং মুবাল্লিগের একটি বিশেষ ও বুনিয়াদী গুণ হল বেনিয়াজী এবং পরমুখাপেক্ষিহীনতা। এছাড়া তাবলীগের মাহাত্ম ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় না। লোভী ও স্বার্থান্বেষী মানুষ না তাবলীগের ময়দানে বলিষ্ঠ কর্মী হতে পারে, আর না সে কখনও নির্ভীকতার সঙ্গে তাবলীগ করতে পারে। লোভ-লালসা থেকেই আল্লাহর ভয়ের পরিবর্তে মাখ্‌লূকের ভয় সৃষ্টি হয়। আর মুবাল্লিগের অন্তরে যখন তার শ্রোতাদের থেকে কিছু পাওয়ার লোভ সৃষ্টি হল, তখন নিশ্চিতভাবে সে তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ল। আর পরমুখাপেক্ষী মানুষ দুর্বলই হয়ে থাকে।

প্রবাদ আছে– "আশা পরিত্যাগ কর এবং বাদশাহী কর"। অতএব মুবাল্লিগের সবচেয়ে বড়গুণ হল বেনিয়াজী এবং আত্মমর্যাদা বোধ। এ কারণেই আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে প্রথমেই যে ব্যাপারে পরিষ্কার গলায় ঘোষণা দিতেন তা ছিল নিজের বেনিয়াজী ও লোভ না থাকার বিষয়টি। হযরত নূহ, হযরত হূদ, হযরত সালিহ্, হযরত লূত, হযরত শুয়াইব আলাইহিমুস সালাম–এর তাবলীগী

www.maktabatulabrar.com

ওয়াজ প্রসংগে কুরআনে কারীমে তাদের সকলেরই একটা বক্তব্য বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হল–

وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থাৎ, আমি তোমাদের কাছে এর কোনো বিনিময় কামনা করি না। আমার বিনিময় তো আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে। (সূরা শুআরা : ১০৯)

অতএব দাওয়াত-তাবলীগ ও ওয়াজ-নছীহতের বিপরীতে পার্থিব কোনো বিনিময় গ্রহণ না করাই নবীগণের সুন্নাত।

এক নজরে দায়ী ও মুবাল্লিগের বিশেষ গুণাবলী তথা করণীয়

দায়ী বা মুবাল্লিগের গুণাবলী সম্পর্কিত এই দীর্ঘ আলোচনার সারকথা হল দায়ী বা মুবাল্লিগের মধ্যে নিম্নোক্ত গুণাবলী থাকতে হবে তথা দায়ী ও মুবাল্লিগকে নিম্নোক্ত কাজগুলি করতে হবে।

* সবর বা ধৈর্য ধারণ করতে হবে।
* শুধু ধৈর্য ধারণ নয় ক্ষমাও করতে হবে।
* ভাল ব্যবহার দ্বারা মন্দকে জয় করতে হবে।
* নিজের মধ্যে আমল পয়দা করতে হবে।
* শ্রোতাদের প্রতি কল্যাণকামিতার মনোভাব রাখতে হবে।
* নম্রতা অবলম্বন করতে হবে, কঠোরতা পরিহার করতে হবে।
* নিজের অবস্থানকে পরিষ্কার রাখতে হবে।
* লোভ পরিত্যাগ করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সবকিছু সঠিকভাবে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

গ্রন্থ সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

গ্রন্থপঞ্জী সম্পর্কিত বিবরণ

নিম্নে এ কিতাবে বরাত হিসাবে উল্লেখিত বিশেষ বিশেষ গ্রন্থের নাম ও তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করা হল।

● الصحيح للبخارى
المكتبة الاشرفية بديوبند ، الهند .

● الصحيح لمسلم
مختار اينڈ كمپنى، انڈيا.

● الجامع للترمذى
كتب خانہ رشيديہ، ديوبند، انڈيا

● السنن لابى داود
بنگلہ اسلامک اكيڈمى، ديوبند

● السنن للنسائى
المكتبة الاشرفية بديوبند ، الهند .

● السنن لابن ماجة

● المسند للامام احمد بن محمد بن حنبل
مع شرح لاحمد محمد شاكر وحمزة احمد زين
دار الحديث، القاهره. ١٤١٦هـ–١٩٩٥م

● سنن الدارمى
مع التحقيق والتخريج من فواد احمد زمرلى وخالد السبع العلمى
قديمى كتب خانہ، كراچى

● شرح السنة للبغوى
دار الفكر ، بيروت. ١٤١٩هـ– ١٩٩٨م

● صحيح ابن خزيمة
المكتب الاسلامى . ١٤١٢ هـ– ١٩٩٢م

● صحيح ابن حبان
المكتبة السلفية . المدينة المنورة. ١٣٩٠هـ–١٩٧٠م

● شرع شرعة الاسلام
فاتح استنبول ، ترکی . ١٩٨٣م

● حاشية السندی
دار الفکر، بيروت ، الطبعة الثانية .

● فتح الملهم شرح الصحيح لمسلم

● المقاصد الحسنة للسخاوی
دار الکتب العلمية ، بيروت. ١٤٠٧هـ – ١٩٨٧م

● کشف الخفاء ومزيل الالباس للعجلونی
دار الکتب العلمية ، بيروت. ١٤١٨هـ – ١٩٩٧م

● فتح الباری شرح الصحيح للبخاری
دار الحديث القاهرة

● مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
دار الکتب العربی، بيروت ، ودار التراث القاهرة. ١٤٠٧هـ– ١٩٨٧م

● شعب الايمان للبيهقی
دار الکتب العلمية ، بيروت. ١٤١٠هـ– ١٩٩٠م

● المستدرک علی الصحيحين
دار الفکر، بيروت. ١٤٢٢هـ– ٢٠٠٢م

● مشکاة المصابيح
مکتبہ تھانوی دیوبند، انڈیا

● الترغيب والترهيب للمنذری
دار الحديث ، القاهره . ١٤٢٥هـ–٢٠٠٤م

● تفسير القرآن العظيم لابن کثير
دار المعرفة ، بيروت. ١٤٠٨هـ– ١٩٨٨م

● روح المعانی
دار الکتب العلمية، بيروت. ١٤١٥هـ –١٩٩٤م

● تفسیر بیان القرآن. اشرف علی تھانوی

● مناهل العرفان للزرقانی
مکتبة نزار مصطفی الباز، مکة المکرمة – الرياض. ١٤١٩هـ– ١٩٩٨م

● التبيان فی آداب حملة القرآن للنووی
دار ابن حزم ، بيروت . ١٤١٤هـ–١٩٩٤م

● البيان فی علوم القرآن للدکتور سليمان بن صالح القرعاوی
مکتبة الظلال ، السعودية . ١٤١٥هـ–١٩٩٤م

● کتاب الاذکار للنووی
دار الکتاب العربی ، بيروت . ١٤٠٦هـ– ١٩٨٦م

● اتحاف السادة المتقين شرح احياء علوم الدين للزبيدی
دار الکتب العلمية ، بيروت.

www.maktabatulabrar.com

❒ আহকামে যিন্দেগী

জীবনের সব রকমের বিধি-বিধান সম্বলিত একখানি অনবদ্য গ্রন্থ। একজন মুসলমানের ইসলামী যিন্দেগী পরিচালনার জন্য যত ধরনের বিষয় জানা একান্ত আবশ্যক, সংক্ষেপে সে সবকিছু এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। নারী পুরুষ, উচ্চ শিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত সর্বস্তরের লোকদের জন্য এটি একখানি গ্রহণযোগ্য কিতাব।

❒ ফিক্‌হুন নিছা

নারী জীবনের ব্যাপক বিধি-বিধান জানার জন্য। নারীদের সিলেবাস রূপে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য। বিশেষ বিশেষ মাসআলার দলীল জানার জন্য। এবং মীরাছ, পর্দা, বহুবিবাহ, তারাবীহ কয় রাকআত ইত্যাদি যেসব বিষয়ে বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনা রয়েছে, সেগুলোর দলীল ও যুক্তিভিত্তিক জবাব জানার জন্য।

❒ বয়ান ও খুতবা ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড

এ গ্রন্থে একজন ইমামের জন্য সারা বৎসর নিয়মিত বিষয়াদিসহ ইসলামের যাবতীয় বিষয় নিয়ে বয়ান করার মত সব ধরনের বয়ান সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রত্যেকটা বয়ানের সঙ্গে রয়েছে এক একটি পাঠযোগ্য আরবী খুতবা। ওয়ায়েজ ও মুবাল্লিগগণও এ গ্রন্থ থেকে সহযোগিতা নিতে পারবেন।

❒ ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ

এ গ্রন্থে ইসলামের যাবতীয় সহীহ আকীদা এবং এ সব আকীদা থেকে বিচ্যুত বিভিন্ন বাতিল ফিরকা ও ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা পেশ করা হয়েছে। দেশী-বিদেশী, নতুন-পুরাতন সব ধরনের ভ্রান্ত দল ও ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

❒ আহকামে হজ্জ

এ গ্রন্থে পৃথক পৃথকভাবে সবপ্রকার হজ্জ ও উমরা এবং যিয়ারতের মাসায়েল বর্তমান যুগের পেক্ষাপটে আলোচনা করা হয়েছে। নারী ও পুরুষের পার্থক্যগুলিও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। হজ্জ ও যিয়ারতের সঙ্গে সম্পর্কিত স্থানসমূহের ঐতিহাসিক বর্ণনা, মানচিত্র এবং ছবিও সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

❒ হজ্জ ম্যাপ

হজ্জ ম্যাপে মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওওয়ারার হজ্জ-জিয়ারত সংশ্লিষ্ট এবং ঐতিহাসিক স্থানসমূহ চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে।

❒ ইসলামী ভূগোল

এ গ্রন্থেই সর্বপ্রথম ইসলামী ভূগোলকে পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র আকারে রূপ দেয়া হলো। এতে এ শাস্ত্রের আদ্যোপান্ত সব বিষয়ই মোটামুটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যে বিষয়গুলোর সঙ্গে দ্বীনি বিষয়ের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে সেগুলো বিশদ আকারে আলোচনা করা হয়েছে। ক্লাসে পাঠদানের উপযোগী করেই তৈরি করা হয়েছে। এতে রয়েছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিত্র ও মানচিত্র।

❒ নামায ও রোযার স্থায়ী ক্যালেন্ডার

নামায এবং রোযার সাহরী ও ইফতার ইত্যাদির সময় বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে নতুনভাবে তাহকীক করে তৈরি করা হয়েছে।

❒ আহকামুন নিছা

এ কিতাব মহিলাদের জন্য উপদেশমূল কাহিনী, বিশেষ বিষয়াদির উপর নসীহত ও নেহায়েত জরুরী মাসায়েল নিয়ে সমৃদ্ধ। মহিলাদের তালীমী মজলিসে তালীমের জন্য এটি বিশেষভাবে উপযোগী।

❒ তাফসীরে বুরহানুল কুরআন (১-৪ খণ্ড)

বৈশিষ্ট্যাবলি : ● তাহকীকী তরজমা। ● তরজমার বৈশিষ্ট্য বুঝার জন্য প্রয়োজনীয় টীকা। ● প্রয়োজনীয় শানে নুযুল ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলির উল্লেখ। ● প্রতি আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো সংক্ষেপে নম্বরবদ্ধ করে উল্লেখ।

লেখক : বিশিষ্ট কয়েকজন আলেম কর্তৃক রচিত ও মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন কর্তৃক সম্পাদিত

❒ যদি জীবন গড়তে চান

শিশু-কিশোর, যুবক ও বৃদ্ধ সকলের জীবন গড়ার পদ্ধতি। সুখী-সমৃদ্ধ, টেনশনমুক্ত, নিরাপদ, বরকতময় ও নূরানী জীবন গড়ার পদ্ধতি। সব বিষয়ে বিস্তারিত ও তথ্যভিত্তিক আলোচনায় সমৃদ্ধ, সকল বয়সের সবশ্রেণীর লোকদের জন্য প্রয়োজনীয় এক অনবদ্ধ গ্রন্থ।

❐ মিসরে কয়েক দিন

এটি একটি মিসরের সফরনামা। এতে মিসরের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিষয়াদিসহ মিসর সম্পর্কে জানার উৎসুক্য আছে এমন সব বিষয় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। দর্শনীয় স্থানসমূহের প্রয়োজনীয় মানচিত্র ও ছবি সংযুক্ত করা হয়েছে। এটি মিসর সফরে আগ্রহীদের জন্য গাইড হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারবে।

❐ নফছ ও শয়তানের সাথে মোকাবেলা

নফ্ছের যত ধরনের ওয়াছওয়াছা হয়, মনের মধ্যে ঈমান ও ইসলাম সম্বন্ধে এবং ইসলামের বিভিন্ন আমল ও আখলাক সম্বন্ধে যত ধরনের কুট প্রশ্ন ও ওয়াছওয়াছা জাগে এ গ্রন্থে সেসব ওয়াছওয়াছা থেকে উত্তরণের কৌশল এবং সেসব প্রশ্নের প্রশান্তিমূলক জবাব শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

❐ চিন্তা-চেতনার ভুল

এ গ্রন্থে জানা যাবে– ● চিন্তা-চেতনা সম্পর্কিত তাত্ত্বিক বিষয়াদি। ● চিন্তা-চেতনা দোরস্ত করার গুরুত্ব। ● চিন্তা-চেতনা দোরস্ত করার উপায়। ● চিন্তা-চেতনার মৌলিক গলদসমূহ। ● চিন্তা-চেতনার ভুল কীভাবে মানুষকে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায় তার বিবরণ। ● ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কি কি ভুল চিন্তা-চেতনা বিরাজ করছে তার বিবরণ।

❐ ইসলামী মনোবিজ্ঞান

এ গ্রন্থেই সর্বপ্রথম ইসলামী মনোবিজ্ঞানকে শাস্ত্র আকারে রূপ দেওয়া হয়েছে। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখাসমূহের তালিকায় এটি একটি নতুন সংযোজন। 'ইসলামী মনোবিজ্ঞান' শীর্ষক এ গ্রন্থে ইসলামী বিধি-বিধান ও নীতিমালার মনোবৈজ্ঞানিক কার্যকারিতা এবং ইসলামে মনোবিজ্ঞানের অবস্থান সম্পর্কিত আলোচনা ও বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

❐ কুরআন হাদীছ ও ইসলামী ইতিহাসের মানচিত্র

এক পৃষ্ঠার এ মানচিত্রে কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী ইতিহাসে বর্ণিত স্থানসমূহের বর্তমান অবস্থান ও বর্তমান নাম উল্লেখসহ সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহের প্রাচীন সীমানা ও বর্তমান সীমানা চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

❐ কথা সত্য মতলব খারাপ

রম্য রচনায় উগ্র আধুনিকতার সমালোচনা। এতে সমাজের বিভিন্ন রকমের ধোঁকাবাজিমূলক কথার স্বরূপ উন্মোচন করে দেওয়া হয়েছে।

❐ চশমার আয়না যেমন

পৃথিবীতে মতবাদের শেষ নেই। মত মতান্তরের অন্ত নেই। একই বিষয়ে নানা মুনির নানা মত, একই বিষয়ের সমাধানে নানান জনের নানান রকম প্রেসক্রিপশন, একই বিষয়ের বিশ্লেষণে একেক জনের একেক ধারা। এই মত বিভিন্নতা বা মতবিরোধের মূলে রয়েছে কে কোন্ বিষয়কে কোন্ এ্যাঙ্গেলে দেখছেন, কে কোন্ বিষয়কে কোন্ দৃষ্টিভংগিতে বিচার করছেন সেটা। এ বিষয়টার উপরই একটি রম্য রচনার প্রয়াস হল– "চশমার আয়না যেমন"।

❐ তরীকে তালীম (طريق تعليم)

উর্দূ ভাষায় রচিত এ পুস্তকখানিতে ইবতেদায়ী জামাতের উর্দূ কায়দা থেকে শুরু করে তাকমীল জামাতের বোখারী শরীফ পর্যন্ত যাবতীয় দরসী কিতাবের শিক্ষাদান-পদ্ধতি এবং সে পদ্ধতি অনুসারে পাঠদানের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগী পুস্তক-পুস্তিকার তালিকা প্রদান করা হয়েছে।

❐ الاستفادة بشرح سنن ابن ماجه

এটি সুনানে ইবনে মাজা-র এক অনন্য শরাহ। আরবীতে রচিত এ শরাহর বৈশিষ্টসমূহ নিম্নরূপ :

١. بيان من أخرج الحديث مسندًا غير ابن ماجه.

٢. كلام موجز حول أحوال الحديث ورواته.

٣. شرح المفردات.

٤. الشرح الإجمالي للحديث ليقرب معنى الحديث وغرضه إلى الأذهان.

٥. بيان المباحث المتعلقة بالحديث.

٦. بيان ما يستفاد من الحديث موجزًا.

٧. بيان مطابقة الحديث للترجمة.

❒ বাংলা সাহিত্য প্রশিক্ষণ

এ পুস্তকখানিতে বাংলা সাহিত্য প্রশিক্ষণের পদ্ধতি ও সাহিত্য বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জনের সহায়ক বই-পুস্তকের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। লেখক হওয়ার উপায়, রচনার নিয়ম-পদ্ধতি এবং অনুবাদের নিয়ম-নীতি সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

❒ চিশ্‌তিয়া তরীকার মাশায়েখ

এ গ্রন্থে তাসাউফের চারটি সিলসিলার মাঝে চিশতিয়া সিলসিলার শায়েখদের জীবনেতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।

লেখক: মাওলানা ইবরাহিম খলিল

সম্পাদনা : মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

❒ নক্‌শবন্দিয়া তরীকার মাশায়েখ

এ গ্রন্থে তাসাউফের চারটি সিলসিলার মাঝে নক্‌শবন্দিয়া সিলসিলার শায়েখদের জীবনেতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।

লেখক: মাওলানা ইবরাহিম খলিল

সম্পাদনা : মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

সব রকম যোগাযোগের ঠিকানা

মাকতাবাতুল আবরার

১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল: ০১৭১২-৩০৬৩৬৪

এছাড়াও

মাকতাবাতুল আবরার-এর যাবতীয় প্রকাশনা "আল-কুরআন পাবলিকেশন্স" (যাত্রাবাড়ি মাদ্রাসা সংলগ্ন কিতাব মার্কেট) থেকেও একই মূল্যে সংগ্রহ করা যায়।

ব্যক্তিগত নোট

www.maktabatulabrar.com